শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও ধর্ম্মপ্রচারিণী

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা, নীলাচল-লীলা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরিত, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াচরিত, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপগীতি,
বাঙ্গালির ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রভৃতি বহু ভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভু

সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ।

(গৌরাব্দ ৪৩৭ সাল ১৩৩০)

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়াবিহারি॥"

শ্রীধাম নবদ্বীপ, বুড়াশিবতলা শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকুঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

গদ্য প্রবন্ধ ও লেখক।	পত্রাঙ্ক

পদ্য প্রবন্ধ ও লেখক—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌর হরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদীয়াবিহারী॥"

—:০:—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

—:*:—

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র !
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র !
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর !
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর !

১ম বর্ষ | ফাল্গুণ ৪৩৭ গৌরাব্দ | ১৩২৯ সাল | ১ম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণং।

—:০:—

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন নৃত্য গীত বাদিত্রমাত্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু তরঙ্গভাজো বন্দে গুরো শ্রীচরণারবিন্দং॥

—*—

জয়তি জয়তি দেবঃ শ্রীশচীগর্ভজন্মা
জয়তি জয়তি ভক্তপ্রেমদানৈক ধর্ম্মা।
জয়তি জয়তি মেরুস্পর্দ্ধি গৌরাঙ্গধামা,
জয়তি জয়তি ধন্যঃ কৃষ্ণচৈতন্য নামা॥

—*—

গৌর প্রেম-রজ্জুবদ্ধ সর্ব্বদা সুকীর্ত্তনং।
পাষণ্ড খণ্ড দণ্ডধারী ভক্তিচক্রবর্ত্তিনং॥
সুনৃত্য গীত হাস্য রোদনাশ্রু কম্প শোভকং।
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিনী কুমারকং॥

—*—

বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—*—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভায় নমঃ।

—:*:—

নিবেদন।

গৌরভক্তগণের মধ্যে গৌরকথা কহিবার, শুনিবার ও লিখিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিবার জন্য মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা" প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই শ্রীপত্রিকাখানি বহুদিন হইল অদর্শন হইয়াছেন। "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার" অভাব পূর্ণ করিবার জন্য গৌরভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইলেন। "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার" অভাব পূর্ণ করা বড় কঠিন কার্য্য, তবে শ্রীপ্রভুর ইচ্ছায়, আর গৌরভক্তগণের কৃপাবলে সকলি সম্ভব হয়,—অসাধ্যও সাধন হয়, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। এই শ্রীপত্রিকার উন্নতির ভার গৌরভক্তগণের হস্তে ন্যস্ত হইল। তাঁহারা যে ভাবে ও যে আকারে ইহা পরিচালিত করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারা সকলেই এই নব-পত্রিকার সম্পাদক, আমি তাঁহাদের আজ্ঞাবহ দাস মাত্র এবং কার্য্যাধ্যক্ষ। তাঁহারাই আমাকে শ্রীপ্রভুর ইচ্ছায় এই দুরূহ কার্য্য নিয়োগ

করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ধর্ম্ম ও লীলা প্রচারকার্য্য এক্ষণে যাহাতে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয় তাহার জন্য গৌর-ভক্তগণ সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন, এ আশা আমি করিতে পারি,—আর এই আশার বলেই অযোগ্য হইয়াও এই গুরুভার আমি স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছি। ইহা যে সুধু ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য তাহা নহে। ইহা একটি সৎকার্য্য,—ইহা শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচারকার্য্য,—শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-মধু বিতরণকার্য্য, সুতরাং গৌরভক্তগণের পক্ষে ইহা ভজনাঙ্গ। শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া ভজন করিবেন ইহা স্থির করিয়া তাঁহাদিগের শ্রীগুরুবর্গের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, তখন তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন—

"বড় ধর্ম্ম হয় বাপু ধর্ম্ম প্রচারণ।
সভার আজ্ঞায় গৌড়ে করহ গমন" ॥ প্রেঃ বিঃ

অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য উপাসনা অপেক্ষাও মহৎ কার্য্য, তোমরা গৌড়দেশে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচার কর। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন—

"আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু তুমি জগতের আর্য্য॥ চৈঃ চঃ

অতএব এই শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া গৌরভক্তগণ শ্রীপ্রভুর আদেশ পালন করুণ,—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইলেন শ্রীপ্রভুর ইচ্ছায়; এক্ষণে হে কৃপাময় গৌরভক্তগণ! কৃপা করিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দানে ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করুণ,—ইহার জীবন রক্ষার উপায় করুণ,—ইহাই আপনাদের নিকট আমার সুনির্ব্বন্ধ নিবেদন।

<table><tr><td>শ্রীধাম নবদ্বীপ বুড়াশিবতলা
শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া কুঞ্জ
১৯এ ফাল্গুন গৌরপূর্ণিমা
গৌরাব্দ ৪৩৭।</td><td>শ্রীবৈষ্ণব-কৃপাভিখারী
দীন হরিদাস গোস্বামী
কার্য্যাধ্যক্ষ
৭ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা</td></tr></table>

শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা!

শ্রীগৌর আবাহন।

১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথি জীবজগতের পক্ষে বড় শুভদিন। জগজ্জীবের ভাগ্যে এমন সুবনমঙ্গল শুভদিন কখন উদয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ২৩এ ফাল্গুন শনিবার পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র, সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, অষ্টবিংশতিদণ্ড, পঞ্চপঞ্চাশৎপল, শুভক্ষণে শুভলগ্নে শুভচন্দ্র-গ্রহণ কালে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শচীগর্ভ-সিন্ধু হইতে সর্ব্বকলা সমন্বিত পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় নিত্যধাম শ্রীশ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া জীবজগতের গোচরীভূত হইয়াছিলেন(১)। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি যুগের ১৪০৭ শক জগতের ইতি-হাসে স্বর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। অদ্যাবধি সেই মন্বন্তর, সেই যুগ বর্ত্তমান, আর আজ সেই ভুবনমঙ্গল সর্ব্বমঙ্গলময়ী ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথি,—নদীয়ার অবতার সর্ব্বেশ্বর পরম নারায়ণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শুভজন্মোৎসবের শুভদিন। গৌরভক্তগণের মনে আজ আনন্দের অবধি নাই। তাঁহারা সকলেই এই পরম পবিত্র,—পরম শুভ,—ভুবনমঙ্গল শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথির আরাধনা করিতে-ছেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত সুমঙ্গল।
এই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥

---

(১) বৈবস্বত মনোরষ্টবিংশতি যুগসন্তবে।
চতুর্দ্দশ শতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষ সমন্বিতে॥
ফাল্গুনে মাসী সংপ্রাপ্তে ত্রয়োবিংশতি বাসরে।
দণ্ডাষ্ট বিংশতেঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ পলগে ক্ষণে॥
পূর্ণেন্দৌ রাহুস্তা গ্রস্তে সন্ধ্যায়াং সিংহলগ্নকে।
নক্ষত্রে পূর্ব্বফল্গুন্যাং রাশৌচ পশুরাজকে॥
সর্ব্ব সল্লক্ষণৈঃ পূর্ণে সপ্তমৈর্বাসরে তথা।
মিশ্রপত্নী শচীগর্ভাব্ধুদিতো ভগবান্ হরিঃ॥
কলাভিরেব সর্ব্বাভিঃ ক্ষীরোদাদিব চন্দ্রমাঃ।
গৌর-জন্ম তিথিঃ পুণ্যাং ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীং॥
প্রত্যব্দং পূজয়েদ্ভক্ত্যা কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং যথা।
যে কুর্ব্বন্তি নরা ভক্ত্যা গৌর-জন্ম ব্রতং পরং॥
তে গচ্ছন্তি পরং ধাম সদানন্দময়ং হরেঃ।
নাহ্বয়েন্নাস্তিকান্ কৌলান্ গৌরজন্মে ব্রতে ব্রতী॥
(বৃহৎনীলাম্বুধ

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥

এই সর্ব্বশুভঙ্করী পুণ্য তিথি ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধ্য,—মানুষের ত পরের কথা। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতিথির ন্যায় শাস্ত্রপটৌলিবিধিমতে গৌরভক্তবৃন্দের গৃহে গৃহে, মন্দিরে মন্দিরে আজ এই মহা মহিমাময়ী পুণ্য তিথির আরাধনা হইতেছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতের মত সর্ব্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আচরণীয়। যথারীতি ব্রত উপবাসাদি পূজা উপাসনা প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীগৌরভগবানের শুভ জন্মযাত্রা পঠন, কীর্ত্তন, শ্রবণ, স্মরণ ও মনন দ্বারা গৌরভক্তগণ আজ পরমানন্দরসে মগ্ন,—তাঁহাদের মনে আজ কোন দুঃখই নাই। তাঁহারা আজ আনন্দস্বরূপ হইয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে॥

কৃপাময় গৌরভক্তবৃন্দ! আসুন, সকলে মিলিয়া আজ আমরা এই শুভদিনে আমাদের সর্ব্বাবতার-সার প্রেমনিধি নবদ্বীপচন্দ্র শচীনন্দন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রেমানন্দে প্রেম আবাহন করি।

যথারাগ।

"এস শচীমাতার অঞ্চলের ধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে!
এস বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে!
এস অদ্বৈতের আন্না-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে!
এস নিত্যানন্দের সর্ব্বস্ব-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে!
এস গদাধরের প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ হে!
এস নরহরির চিতচোরা শ্রীগৌরাঙ্গ হে!
এস শ্রীনিবাস-জীবন শ্রীগৌরাঙ্গ হে।
এস হরিদাস-চিতচোরা শ্রীগৌরাঙ্গ হে!
এস পতিতোদ্ধারণ শ্রীগৌরাঙ্গ হে!"

একবার এস এস হে।

অবতার-শিরোমণি গৌরাঙ্গ আমার!
প্রেমধন বিলাইতে এস হে আবার॥
করুণার নিধি তুমি দয়াল ঠাকুর।
পতিতের প্রতি তব করুণা প্রচুর॥
জীবের দুর্গতি দেখি কাঁদিছে পরাণ।
তরাইতে পাপী তাপী এস ভগবান!
দুর্দ্দিনে পড়িয়া জীব করে হাহাকার।
পতিতপাবন নাম না লয় তোমার॥
কলির প্রভাবে তারা হ'য়ে হতজ্ঞান।
তোমারে ভুলিয়ে করে বৃথা অভিমান॥
ধনজন সম্পদের মায়ামুগ্ধ হ'য়ে।
দিনান্তে বারেক তব নাম নাহি লয়ে॥
কুতর্কে কুবুদ্ধি রত বিচার প্রবীণ।
দুশ্ছেদ্য পাষাণ সম হৃদয় কঠিন॥
হিংসাদ্বেষ পরতন্ত্র জীবে দয়াহীন।
বিষম বিষয়াসক্ত রিপুর অধীন॥
এসকল কলি-জীবে দয়া করি তুমি।
কেশে ধরি উদ্ধারহ গৌর গুণমণি!
জননীকে বলেছিলে আসিবে আবার।
তাই তব ভক্তবৃন্দ ডাকে বারে বার॥
কৃপা করি' কৃপাময়! এস নদীয়ায়।
হরিনাম দিয়ে তার' পাপী অভাগায়॥
দয়ার সাগর তুমি করুণাবতার।
অসাধ্যসাধন হয় কৃপায় তোমার॥
পরম পুরুষ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কটাক্ষে করিতে পার ত্রিলোক উদ্ধার॥
ইচ্ছাময় তুমি প্রভু ত্রিজগতপতি।
পতিত পাষণ্ডীগণে দাও হে সুমতি॥
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত;
পতিতপাবন তুমি অনাথের নাথ॥
সর্ব্ব অবতার সার গৌরাঙ্গ আমার।
উদ্ধারিতে পাপীতাপী এস হে আবার॥
তোমার চরণ-রেণু করি অভিলাষ।
নিশিদিন গুণ গায় দুখী হরিদাস॥

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা।

—(*)—

পূর্ণিমা তিথি, কত আসে যায়, কে বা পূজা করে তাকে।
(এই) পুণ্য তিথির, ফাল্গুন মাসে, (আজ) পূজা কেন ঘরে ঘরে॥
বলি তো শোন্, পাষণ্ডী দুর্জ্জন, হতভাগ্য দুরাচার।
এই শুভ দিনে, হ'য়েছিল নদে, গৌরাঙ্গ অবতার॥

তোদেরই দেশেতে, তোদেরই গৃহেতে, শ্রেষ্ঠ বিপ্রকুলে।
ভগবান আসি, উদয় হইয়ে,(তোদের) দিয়েছে উচ্চে তুলে।
যা' কিছু তোদের, মান সম্পদ, গৌরব অহঙ্কার।
বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ঋদ্ধি, আর পুরুষকার,
গৌরাঙ্গ কৃপায়, পেয়েছিস্ তোরা, বল্‌বো একশ' বার॥
তাই বলি আয়, চল্ নদীয়ায়, বঙ্গের বৃন্দাবনে।
হা গৌরাঙ্গ বলে, ডাক্ বাহু তুলে,(তাঁর)জনমের শুভদিনে॥
কীর্ত্তন রণে, মেতেছে বঙ্গ, জেগেছে বাঙ্গালী আজ।
চারি দিকে শুনি, জয় জয় ধ্বনি, সবে বলে সাজ সাজ॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা, ঘন করতালে, জয় গান সবে করে।
পাষণ্ডী দুর্জ্জন, নিন্দুক পামর, থাকে লুকাইয়া ঘরে॥
আবার গৌরাঙ্গ, আসিবে ভারতে, নাম প্রেম বিলাইতে।
(তাই)আবাহন করে, ভক্তগণ সবে, প্রেম-বিভাবিত চিতে॥
গৌর-পূর্ণিমা, পুণ্য তিথিতে, (যেবা) গৌর আবাহন করে।
মনের আনন্দে, দাস হরিদাস, ছুটে তার পায়ে ধরে॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্মদিনে—

(শচীমাতার প্রতি নদীয়াবাসীর উক্তি)

—০:)*(:০—

মা গো!
কি ছেলে ধরেছ, গর্ভে তুমি মা, সর্ব্ব গুণের নিধি।
রূপের ছটায়, ভুবন ভুলাবে, (ইহা) জানি বুঝি দিলা বিধি॥
দেবকী যশোদা, দেখেনি আমরা, দেখেনি কালিয়া-চাঁদে।
তোমার ছেলের, রূপের কিরণে, পড়ে গেছি মোরা ফাঁদে॥
কর্ণে শুনেছি, নন্দের দুলাল, রূপের সাগর ছিল।
চক্ষে দেখিয়া, এরূপ মাধুরী, ভ্রম সব দূরে গেল॥
তুমি মা যশোদা, তুমি মা দেবকী, তুমিই নন্দরাণী।
তোমার পুত্র, গোকুলচন্দ্র, আমরা তা বেশ জানি॥
(ঐ দেখ) স্বর্ণ চোরের, কর্ণে দুলিছে কুণ্ডল মণিময়।
বক্ষ শোভিছে, ভৃগু-পদ চিন্, দিব্য মঙ্গলময়॥
কটিতে কিঙ্কিনী, চরণে নূপুর, মাথেতে ময়ুর চূড়া।
সরব অঙ্গ, আভরণে ভরা, পরিধানে পীত ধড়া॥
যা' শুনেছি কানে, তা' দেখি নয়নে (সুধু) রংটি গৌরবর্ণ।
কি সুধা মধুর, বাণ কণ্ঠস্বর, তিরপিত হ'ল কর্ণ॥

মাগো!
তোর আঙ্গিণায়, দেখ্ দেখি চেয়ে,—কত দেব দেবী এসে।
ছেলে দেখে তোর,কে কাহার গায়,ঢ'লে পড়ে হেসে হেসে॥
নয়নানন্দ, গোকুলচন্দ্র, দেখিতে এসেছে তারা।
মানুষের সনে,গোপনে মিশিয়ে,(প্রেমে)হইয়াছে মাতোয়ারা॥
(ঐ দেখ্) ইন্দ্র-চন্দ্র, বায়ু-বরুণ, ব্রহ্মাদি দেবগণ।
শূন্যেতে বসি' আনন্দে করে, গৌরাঙ্গ দরশন॥

তাঁহারা বলিতেছেন—

নদীয়ায় এল, গৌরচন্দ্র, ছাড়িয়া গোলোক ধাম।
সঙ্গে করিয়া, কলির সাধন, মঙ্গল হরি নাম॥
দেখ না চাহিয়ে, আকাশের পানে,— মধুর চাঁদিমা নিশি।
নয়ন আনন্দ, কুসুম কাননে, কুসুমের হাসি রাশি॥
গঙ্গা বহিছে, রঙ্গে ভঙ্গে, মলয় বহিছে ধীরে।
পশুপাখী গায়, প্রেমের সঙ্গীত, তারকা খেলিছে নীরে॥
স্থাবর জঙ্গম, আনন্দে মাতিয়া, গাইতেছে হরিনাম।
পত্রে পুষ্পে সেজেছে প্রকৃতি, তটিনী ধরেছে তান॥
সুন্দর হেরি, মর্ত্ত-মাধুরী, মধুময় মনোহর।
ধন্য মা তুমি, ধন্য বিপ্র, মিশ্র পুরন্দর॥

শচীমাকে তাঁহারা আরও কি বলিতেছেন শুনুন—

মাগো!
তোমার চরণে, কোটি পরণাম, যে ছেলে ধরেছ গর্ভে।
পাপী উদ্ধারিবে, পাষণ্ডী দলিবে, পূজিবে তাহারে সর্ব্বে॥
হিন্দু যবন, মুণি ঋষিগণ, দেব দেবী যক্ষ রক্ষ।
সবাই বন্দে, ও রাঙ্গা চরণ, সবারই উহাতে লক্ষ্য॥
রূপের সাগর, গুণের নাগর, ত্রিজগত-অধিপতি।
কোলেতে তোমার, ওগো মা জননি! ঐ বালক শিশুমতি॥

নদীয়া-সুন্দরীগণ বলিতেছেন—

দাও মা বক্ষে, চরণ দু'খানি, বুকে ধরি এক বার।
জুড়াই পরাণ, ত্রিতাপদগ্ধ,—ভুলে যাই এ সংসার॥

তখন পরমাহ্লাদে—

শচী মা দিলেন, রাঙ্গা ছেলে কোলে, নদীয়া নাগরী হাসে।
হাসে আর দেখে,রাঙ্গা পা দু'খানি, নয়নের জলে ভাসে॥
মুখে নাই বাণী, আকুল পরাণি, হৃদয়-রতন পেয়ে।
চারিদিকে চেয়ে, ডাকে আয় আয়, দেখাবারে যায় ধেয়ে॥
সকলে হেরিল, সেরূপ মাধুরী, জুড়াল সবার আঁখি।
করমের ফলে, বঞ্চিত ভেল, হরিদাস দীন দুখী॥

পৌরাণিক গৌর-লীলা।

(শ্রীল মধুসূদন সার্ব্বভৌম গোস্বামী)

—:*:—

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীগৌরগণের এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে তাঁহারা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই সকল গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণ ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা আপামর সাধারণের ভ্রম অপনোদন করিয়া তাহাদিগকে গৌর-রসে নিমজ্জিত করেন, এবং সেই সকল প্রমাণাদি পাঠে ভক্তগণের গৌর-কীর্ত্তনানন্দ সিন্ধু-তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া হৃদয়কে প্রেমানন্দরসে আপ্লুত করে।

আমিও অন্য গৌরভক্তগণের সন্নিকটে প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাস দ্বারা গৌরগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এই ইতিহাসটি অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত ভবিষ্য পুরাণ হইতে সংগৃহীত এবং সমুদ্ধৃত।

একাল পর্য্যন্ত ভবিষ্য মহাপুরাণ বড়ই দুর্লভ ছিল; কিন্তু এক্ষণে বোম্বাই নিবাসী পরম ভক্ত শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শেঠ ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস বহু উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়া বোম্বাই প্রদেশের অতি প্রাচীন প্রাচীন পুস্তকালয় হইতে অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সকল সংগ্রহ করতঃ এই গ্রন্থরত্নখানি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব প্রকাশক মহাশয় ভারতবর্ষস্থ সর্ব্বসম্প্রদায় ও সকলসামাজিক লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন, যে হেতু এই মহাপুরাণে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণের ও সকল সামাজিক লোকের পূর্ব্ব পুরুষগণের ইতিহাস অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পুরাণ সকলের কথা বুঝিবার জন্য এবং তাহার সামাঞ্জস্য করিবার জন্য একটি বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন মস্তিষ্কের আবশ্যক। অল্প শিক্ষা ও বিকৃত মস্তিষ্ক কিম্বা তর্কনিষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা তাহা হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে শ্রীমহাভারত, শ্রীহরিবংশ এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে যে সমস্ত কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণ লোকেরা তাহার মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধ দেখিতে পায়, কিন্তু ভক্তগণের হৃদয়ে তাহা কি প্রকারে সামঞ্জস্য হয়, তাহা ভক্তগণই বুঝিতে পারেন (১)।

ভবিষ্য পুরাণ হইতে যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সংগ্রহ করা হইতেছে, আমি তাহার সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিব না। যদি ভাগ্যে থাকে তবে তাহা সময়ান্তরে করিব, কিম্বা প্রভু যাঁহাকে প্রেরণা দ্বারা করাইবেন, তিনিই একার্য্য সম্পন্ন করিবেন। আমি সম্প্রতি কেবল তাহা প্রকাশ করিলাম মাত্র।

ভবিষ্য মহাপুরাণ চতুর্যুগখণ্ড অপর পর্য্যায় চতুর্থখণ্ডে কলিযুগের ইতিহাসে ভবিষ্যকথা সকল বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রথম অধ্যায়ের একাদশ অঙ্কে শৌনকাদি মুনিগণ সূত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

> শ্রুতং কৃষ্ণস্য চরিতং ভগবন ভবতোদিতং।
> ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি রাজ্ঞাং তেষাং ক্রমাৎ কুলং॥
> চতুর্ণাং বহ্নি জাতানাং পরং কৌতুহলং হি নঃ।
> স হরিস্ত্রিযুগী প্রোক্তঃ কথং জাতঃ কলৌযুগে॥

মুনিগণের এই প্রশ্নে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই প্রশ্নটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার বিষয়েই। কারণ কলিযুগে আর কেহ অবতীর্ণ হয়েন নাই। বুদ্ধ অবতার কলিযুগের সন্ধ্যায় হইয়াছেন, এবং কল্কী কলিযুগের সন্ধ্যাংশে হইবেন। বুদ্ধ এবং কল্কীকে যুগাবতার বলিয়া গণনা হয় নাই। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই এই প্রশ্নের বিষয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই প্রশ্নের পরে সূত মহাশয় ইহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। সে উত্তরে কলিযুগের ভবিষ্যৎ রাজগণের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠাধ্যায়ের ৪৫ অঙ্কে তিমিরলঙ্গ (তৈমুরলঙ্গ) বাদসাহের নামের বর্ণনা আছে। যথা,—

> নাম্না তিমিরলিঙ্গশ্চ মধ্যদেশ মুপায়েযুঃ।
> মুকুলান্বর সম্ভূতো ম্লেচ্ছভূপঃ পিশাচকঃ॥

---

(১) শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকের ১২ বর্ষ ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীগণপতি সরকার লিখিত "রাসলীলা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে পূজ্যপাদ সার্ব্বভৌম গোস্বামীপ্রভুর এই সারগর্ভ বাক্যের পূর্ণ সত্যতা উপলব্ধি হইবে। অভক্ত ও অবৈষ্ণব লিখিত প্রবন্ধ কেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র "শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে" প্রকাশিত হইল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

আর্য্যান্ ম্লেচ্ছান্ ততোভূপান্ তিম্বাকাল স্বরূপকঃ ।
দেহলী-নগরী মধ্যে মহদ্ধমকারয়ৎ ॥

ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, এই তিমিরলিঙ্গ দেবমূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং শালগ্রাম শিলা সকল লইয়া উষ্ট্র পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক তিতির (তাতার) দেশে গমন করিবে। তিমিরলিঙ্গ তৎপ্রদেশে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ সকল শালগ্রামশিলা দ্বারা রাজসিংহাসন প্রস্তুত করিবে।

এই সকল অবৈদিক কার্য্য দর্শন করিয়া দেবগণ দুঃখিতান্তকরণে দেবরাজ ইন্দ্রকে নিবেদন করিলেন "হে দেবরাজ! আমরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় শালগ্রামশিলায় বাস করিয়া থাকি, কিন্তু ম্লেচ্ছরাজ তিমিরলিঙ্গ সেই শিলা সকল লইয়া আসন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছে, এজন্য আমরা ম্লেচ্ছাক্রান্ত হইয়া বড়ই দুঃখভোগ করিতেছি। দেবগণের এই সকল শোকসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কুপিত হইয়া সেই রাজার উদ্দেশে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্র অলক্ষ্যভাবে গিয়া ম্লেচ্ছরাজকে সংহার করিল। তখন দেবগণ শালগ্রামশিলা সকল গণ্ডকীনদীতে নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

তখন দেবরাজ কলির প্রভাবে খিন্ন হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন—

মহেন্দ্রস্তু সুরৈসার্দ্ধং দেবপূজ্যমুবাচহ।
মহীতলে কলৌপ্রাপ্তে ভগবন্ দানবোত্তমাঃ ॥
বেদধর্ম্ম সমুল্লঙ্ঘ্য মম নাশন তৎপরা।
অতো মাং রক্ষ ভগবন্ দেবৈঃ সার্দ্ধং কলৌযুগে ॥

জীব উবাচ—

মহেন্দ্র তব যা পত্নী শচীনাম্না মহোত্তমা।
দদৌ তস্যৈ বরংবিষ্ণুঃ ভবিতাস্মি সুতঃ কলৌ ॥
তদাজ্ঞয়া চ সা দেবী পুরীং শান্তিময়ীং শুভং।
গৌড়দেশে চ গঙ্গায়াঃ কূলে লোক নিবাসিনীং ॥
প্রত্যাগত্যদ্বিজোভূত্বা কার্য্য সিদ্ধিং করিষ্যতি।
ভবান্ বৈ-ব্রাহ্মণোভূত্বা দেবকার্য্য প্রসাধয় ॥
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং রুদ্রৈরেকাদশৈঃ সহ।
বসুভিরষ্টাভির্মুভিঃ সার্দ্ধমশ্বিভ্যাং স চ বাসব ॥
তীর্থরাজ মুপাগম্য প্রয়াগঞ্চ রবিপ্রিয়ং।
মাঘেতু মকরে সূর্য্যে সূর্য্যদেব মতোষয়ৎ ॥
বৃহস্পতি স্তদাগত্য সূর্য্য-মাহাত্ম্যমুত্তমং।
ইন্দ্রাদীন্ কথয়ামাস দ্বাদশাধ্যায়মাপঠন ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শচীদেবীর গর্ভে শ্রীভগবান ব্রাহ্মণবংশে গঙ্গাকূলে শান্তিময়ী পুরে অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কেহ হইতে পারেন না। আমাদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সকলের মধ্যেও অনেক স্থলে শ্রীজগন্নাথমিশ্রকে, মিশ্র পুরন্দর বলা হইয়াছে। তিনি যে ইন্দ্রদেব তাহা এখানেও স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তবে শ্রীনবদ্বীপ না বলিয়া শান্তিময়ী পুরী বলা হইয়াছে, ইহাতেও কোন সংশয় হইতে পারে না। কারণ শ্রীনবদ্বীপ ও শান্তিপুর এতই সন্নিহিত যে একই মণ্ডল বলিতে পারা যায়। (ক্রমশঃ)

সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী।

(প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী)

শ্রীধাম নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই জানেন! শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে তিনি থাকিতেন এবং তিনি শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে মধুরভাবে ভজনা করিতেন। যিনিই শ্রীধামে গিয়াছেন, যিনিই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি এই শ্রীবৈষ্ণব-বিগ্রহটিকে দর্শন না করিয়া ফিরেন নাই। যিনি তাঁহার সহিত একটি মাত্র কথা কহিয়াছেন, তাঁহাকে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন ক্ষণমাত্র তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পরম পবিত্র শ্রীমূর্ত্তিটি জীবনে কখন ভুলিতে পারেন নাই, এই শ্রীবৈষ্ণব বিগ্রহটির শ্রীমূর্ত্তিটি তাঁহার হৃদয়ে যেন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির মত, তাঁহার ধ্যানের বস্তু হইয়াছে। এমনি প্রভাব ছিল,—সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজীর পরম পবিত্র শ্রীমূর্ত্তির,—তাঁহার প্রেমময় প্রকৃতির—এমনি মাহাত্ম্য ছিল তাঁহার পরম পবিত্র ধর্ম্মজীবনের,—এমনি প্রভাব ছিল তাঁহার সহিত ক্ষণিক সঙ্গের,—তাঁহার শ্রীমুখের একটি কথার। কি ভক্ত কি অভক্ত, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি দরিদ্র, কি ধনী, সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল,—এই সিদ্ধ মহাপুরুষ, এই গৌড়ীয় সিদ্ধ বৈষ্ণব

বাবাজিটির। আজ প্রায় ৪৩ বৎসর গত হইল, এই শ্রীবৈষ্ণব-বিগ্রহটি শ্রীধাম নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুণ্য ও পবিত্রতম স্মৃতিসকল সর্ব্বলোকের মনে অদ্যাবধি জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার পুণ্য চরিতকথা, ঈশ-কথা; কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ভক্তচরিত-কথা এবং ভগবতকথা এতদুভয়ই ঈশ-কথা বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির পুণ্য চরিতকথা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আত্মশোধনের জন্য তাহা ক্রমশঃ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব।

পূর্ব্বাশ্রমের বৃত্তান্ত। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের গোয়ালন্দ ষ্টেসনের ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে পদ্মানদীর অপর পারে ভাদরা গ্রামে ১১৭৫ সালে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করিয়া এই গ্রাম ও তাঁহার পিতৃমাতৃকুল পবিত্র করেন। এই গ্রামটি মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত। বহু সজ্জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের এখানে বাসস্থান ছিল। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী এই গ্রামের প্রসিদ্ধ বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যবান্ পিতামহের নাম ছিল গোবিন্দনাথ ঘোষ রায়। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুরশিদাবাদের নবাবসরকারে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব সরকার হইতে ইহারা "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। গোবিন্দনাথ ঘোষরায় মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি "শ্রীগোবিন্দরায়" নামে এক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাদরা নিবাসী গোস্বামী প্রভুদিগের হস্তে শ্রীবিগ্রহের সেবাভার অর্পণ করেন। এই সঙ্গে ১২৫ বিঘা আটিয়া পরগণার নিষ্কর ভূমিও দান করেন। অদ্যাবধি ভাদরার গোস্বামীগণ তাঁহাদিগের নিজের শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীশ্রীগোবিন্দরায় শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছেন এবং নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছেন।

গোবিন্দনাথ ঘোষ রায়ের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ কনিষ্ঠ গৌরনাথ। পিতার দেহত্যাগ হইলে কনিষ্ঠ পুত্র গৌরনাথ তাঁহার পদে আটিয়া পরগণার মুসলমান জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র বৈদ্যনাথ গৃহে থাকিয়া পূর্ব্বপুরুষের ভাদরা গ্রামের সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। এই বৈদ্যনাথ ঘোষ রায়ের এক মাত্র পুত্র সন্তান হয়, তাহার নাম জগবন্ধু,—আর এই জগবন্ধুই আমাদের পূজ্যপাদ সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়। জগবন্ধুর মাতা তাঁহার শৈশবাবস্থায় পরলোক গমন করেন। স্ত্রীর শোকে বৈদ্যনাথও ইহার কিছু দিন পরে পরলোক গমন করেন। সুতরাং শিশু জগবন্ধুর লালন পালনের ভার তাঁহার পিতৃব্য গৌরনাথ রায় ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিনীর উপর পতিত হয়। গৌরনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। জগবন্ধুকে পাইয়া তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পরমানন্দে তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষ লালন পালন করিতে লাগিলেন। গৌরনাথ পরম গৌরভক্ত ছিলেন।

বাল্যলীলা-কাহিনী। কথিত আছে যখন জগবন্ধুর বয়স ৭ বৎসর মাত্র, তখন তিনি প্রবল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার জীবনের কিছু মাত্র আশা ছিল না, চিকিৎসকগণ একবাক্যে তাঁহাকে জবাব দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া সকলেই কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে গৌরভক্ত গৌরনাথ ঘোষ রায় মহাশয় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "আহা! আমার নিকটেই ঔষধ রহিয়াছে, তাহা আমি সোনার বাছাকে দিলাম না।" এই বলিয়া উপস্থিত আত্মীয়স্বজনকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, তিনি দৌড়িয়া গিয়া গোস্বামী প্রভুদিগের সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহের চরণামৃত আনিয়া জগবন্ধুর মুখে দিলেন, মস্তকে ও বক্ষে মাখাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ জগবন্ধুর জ্ঞান হইল, তাঁহার স্পন্দহীন শরীরে চেতনা আসিল। সকলে দেখিয়া বিস্ময়ভাবে কহিলেন "কি আশ্চর্য্য এই ঔষধের গুণ! ইহাতে মৃতদেহ সজীব হইল!" দুই একদিনের মধ্যে বালক জগবন্ধু ব্যাধিমুক্ত হইলেন। শ্রীভগবত-চরণামৃতের অপূর্ব্ব প্রভাব এবং গৌরনাথ ঘোষ রায়ের অপূর্ব্ব ভক্তি ভাব দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই জগবন্ধু পরম হরিভক্ত হইলেন। বালক জগবন্ধু এক্ষণে হরিনামে মত্ত হইলেন। হরিনামে তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রসাদে তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্বাস হইল, তিনি জলখাবারের পয়সা পাইলে বাতাসা কিনিয়া হরির লুট দিতেন। অনিবেদিত কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না। বালক জগবন্ধুর হরিসঙ্কী-

র্ত্তনে অপূর্ব্ব ভাব হইত। বালক জগবন্ধু এক্ষণে গ্রামবাসীর প্রাণ স্বরূপ হইলেন।

শিক্ষা। জগবন্ধুর শিক্ষার জন্য গৌরনাথ ঘোষরায় মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে একজন উপযুক্ত মুন্সীকে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জগবন্ধু অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় উত্তম ব্যুৎপন্ন হইলেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম ১২।১৩ বৎসর মাত্র। তিনি পাঠ্যাবস্থায়ও হরিনাম ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ছাড়েন নাই। তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে ও কীর্ত্তনে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

ধর্ম্ম-পিপাসা। জগবন্ধুর পূর্ব্বপুরুষ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতেন। বালক জগবন্ধু শিশুকাল হইতেই হরিনামে মত্ত, বুদ্ধি বৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভাদরা গ্রামে অনেক শাক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা বালক জগবন্ধুকে শক্তি উপাসনার উপদেশ দিতেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "শ্রীবিষ্ণুই এক মাত্র উপাস্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম"। বালকের মুখে এই উচ্চতত্ত্বকথা শুনিয়া সকলেই চমকিত হইতেন। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইলেই বালক জগবন্ধু নির্ভয়ে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষকতা করিতেন।

সন্ন্যাসী ও জগবন্ধু। রায় মহাশয়দিগের বাটীতে অতিথিসেবা ছিল, এই জন্য মধ্যে মধ্যে অতিথি অভ্যাগত সাধু সন্ন্যাসী প্রায়ই আসিতেন। একদিন ভাগ্য ক্রমে একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী জগবন্ধুর গৃহে আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিলেন। জগবন্ধুর ধর্ম্মপিপাসা প্রবল ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকট শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসু হইলেন। সাধু বৈষ্ণবটি মহানন্দে বালককে বুঝাইলেন "পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই উপাস্য। কেবল পুরুষ উপাস্য হইতে পারেন না, কারণ তিনি নির্গুণ ও নির্লিপ্ত; নির্গুণের উপাসনা অসম্ভব। আবার কেবল প্রকৃতিও উপাস্য হইতে পারেন না, কারণ তিনি গুণময়ী ও অচৈতন্যা। পরমপুরুষ যখন প্রকৃতি সমালিঙ্গিত হন, তখনই তাঁহার সগুণাবস্থা, তখনই তিনি উপাসনার যোগ্য। তাই পরম দয়াল পরম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান জীবের দশা মলিন দেখিয়া জগতের হিতার্থে পুরুষ ও প্রকৃতি একাত্মা হইয়া "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর" রূপে, অর্থাৎ নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে এই গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে"। এই কথা শুনিয়া জগবন্ধু প্রতিদিন শুদ্ধাচারে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থ নিত্য পাঠ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার বয়ক্রম ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়স হইতেই সাধু বৈষ্ণবের কৃপায় তিনি এইরূপে বৈষ্ণবধর্ম্মের এবং তাঁহার উপাস্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সারতত্ত্ব বুঝিয়া ফেলিলেন।

গৃহত্যাগ। এখন হইতেই তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য-ভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য গৌরনাথ ঘোষ জগবন্ধুর ভাব গতিক দেখিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য একটি পরমা সুন্দরী পাত্রী স্থির করিলেন। বিবাহের আয়োজন সকলি ঠিক হইয়া গেল। জগবন্ধুর মন সংসারে বদ্ধ হইতে চাহিল না, তিনি বিবাহের পূর্ব্ব দিন রাত্রিযোগে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। গৌর-নাথের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। বহু অনুসন্ধানেও জগবন্ধুর সমাচার না পাইয়া গৌরনাথ তাঁহার একজন বিশ্বাসী ভৃত্যকে শ্রীধাম নবদ্বীপে পাঠাইলেন।

জগবন্ধু নবদ্বীপে। এই লোকটি নবদ্বীপে আসিয়া জগবন্ধুকে যে বেশে দেখিল, তাহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল। এখন জগবন্ধু করঙ্গ, কন্থা, কৌপীনধারী নবীন বৈরাগী। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমময় ভাব এবং তেজপূর্ণ প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভৃত্যটি তাঁহাকে আর কিছু বলিতে পারিল না; সে দেশে ফিরিয়া গিয়া গৌরনাথ ঘোষকে সকল কথা কহিল। গৌরনাথ শ্রীধামে আসিলেন, অনেক অনুনয় বিনয় ভালকথা বলিয়াও জগবন্ধুকে গৃহে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি দুইতিন বার নবদ্বীপে এই জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। জগবন্ধুর ভেকের নাম হইল চৈতন্যদাস। এখন হইতে আমরা তাঁহাকে এই নামেই অভিহিত করিব। ইহা ১১৯০ সালের কথা।

(ক্রমশঃ)

—:*:—

শ্রীগুরুতত্ত্ব।

(প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী)

—:*:—

গুরু শব্দের অর্থই অনেকে জানেন না, গুরুতত্ত্ব ত পরের কথা। ধর্ম্মজগতে আজকাল গুরু-বিভ্রাট বা গুরু-শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। সকলের মুখেই শুনিতে পাই সদ্‌গুরুর অভাব হইয়াছে। সদ্‌গুরুর অভাব যদি এই সকল লোক প্রকৃতভাবে বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে, তাঁহাদের পক্ষে সদ্‌গুরু লাভ অসম্ভব নহে। জীবের হাহাকার বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রকৃত ধর্ম্মপথে যাইবার জন্য তাঁহাদের মনে একটা পিপাসার সৃষ্টি হইয়াছে, শিক্ষিত লোকে ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতে শিখিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহাদিগের আস্থা হইয়াছে, এ সকল অতি শুভ লক্ষণ। শ্রীগুরু সাক্ষাৎ ভগবান, এ বিশ্বাস সহজে কেহ করিতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবই এ বিশ্বাস তাঁহাদের মনে সৃষ্টি করিবার এক মাত্র কর্ত্তা। সদ্‌গুরু লাভের জন্য মনের বাসনা একান্ত প্রবল হইলে, মন সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম লাভের জন্য একান্তভাবে লালায়িত হইলে, হৃদয়ে এই পরম বস্তু লাভের জন্য নিরন্তর উদ্বেগ উঠিলে, দয়াময় শ্রীভগবান শ্রীগুরুরূপে তাঁহার নিকট উদয় হন। এইভাবে যে সদ্‌গুরু লাভ হয়,—এইরূপে যে গুরুকরণ করা হয়, ইহাই প্রকৃত গুরুকরণ,—প্রকৃত শাস্ত্রীয় পথ। গোসাঞি তুলসীদাস বলিয়াছেন "গুরু মিলে লাখে লাখ্ চেলা মিলে এক" একথা পরম সত্য। সদ্‌গুরুলাভের জন্য শিষ্যের অকপট প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ,—সদ্‌গুরুপ্রাপ্তির এক মাত্র উপায়। গুরুবিভ্রাট বা গুরু-শঙ্কট হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আশায় দেখিতে পাই, বহু শিক্ষিত লোক দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া গুরু যাচাই করিয়া বেড়ান,—ভাবী গুরু-দেবকে পরীক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বলা বাহুল্য, এরূপ ক্ষেত্রে সদ্‌গুরু লাভের আশা নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তজনে॥

এক্ষণে "গুরু শব্দের অর্থ কি শুনুন—

"গ"কার সিদ্ধিদ প্রোক্তো রেফ পাপস্য দাহকঃ।
"উ" কার শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরু পরঃ॥

অর্থ। "গ"কার সিদ্ধিদাতা, "রেফ" পাপদাহক, 'উ"কার স্বয়ং শিব, এই ত্রিয়াত্মক গুরু পরম দৈবত। গুরু শব্দের আর একটী অর্থ আছে।

"গু"-শব্দ স্ত্বন্ধকারঃ স্যাত্রু-শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

"গু" শব্দের অর্থ অন্ধকার ও "রু" শব্দের অর্থ তন্নি-বারক, অতএব গুরু অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করেন বলিয়া গুরুপদে অভিহিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে দ্বিবিধ গুরু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রথম গৃহী, দ্বিতীয় উদাসীন। শাস্ত্রমতে এই দ্বিবিধ গুরুই শ্রেষ্ঠ, এই দুই শ্রেণীর গুরুর প্রাধান্য ও শক্তিশালীত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পিতৃমাতৃস্থানেও মন্ত্র-দীক্ষা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, এ পথও মহাজন নির্দ্দিষ্ট এবং শাস্ত্রসম্মত।

গৃহী গুরুর লক্ষণ ও প্রাধান্য শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদীচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥ আঃ সংহিতা

অর্থাৎ যিনি মন্ত্রদান ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার দ্বারা অবিদ্যার অহঙ্কার হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, এবং শক্তি সংহরণ দ্বারা সংহার (আধ্যাত্মিক অধোগতি) করিতেও সমর্থ এরূপ তপস্বী সত্যবাদী গৃহস্থ বিপ্র গুরু-পদের যোগ্য। এস্থলে বিপ্রশব্দের অর্থ জন্মগত বিপ্রবংশ নহে, গুণগত বিপ্র ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ" ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বিপ্রই প্রকৃত বিপ্রপদবাচ্য।

গৃহী বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বহু বৈষ্ণবের গুরু ছিলেন, সংসারী এবং বিষয়ী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধরপণ্ডিত প্রভৃতি মহাজনগণের গুরু ছিলেন। অতএব উপযুক্ত গৃহী বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ শাস্ত্র ও মহাজন অনুমোদিত পথ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাই—

উদাসীনো হ্যুদাসীনাং বনস্থো বনবাসিনঃ।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী।

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈব তথা পুনঃ ।
শক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদীক্ষা স্বমী ন সংশয়ঃ ॥ বৃঃ চঃ

অর্থাৎ যিনি উদাসীন তিনি উদাসীনকে গুরু করিবেন এইরূপ বনবাসী বনবাসীকে, যতি যতিকে, এবং গৃহস্থ গৃহস্থকে গুরুত্বে বরণ করিবে। যিনি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেন তিনি বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট, শৈব শৈবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। শক্তি দীক্ষাতে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিই গুরু হইতে পারেন। শক্তিমন্ত্র উপাসক গুরু বিষ্ণুমন্ত্র দিতে পারেন না, ইহাও শাস্ত্রবাক্য।

বহুস্থলেই শাস্ত্রাদেশের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বহু উদাসীনের নিকট বহু গৃহী মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গৃহী বৈষ্ণবের নিকট উদাসীনও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি উদাসীন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি গৃহী বৈষ্ণবগণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার গৃহী বৈষ্ণব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট আজন্ম ব্রহ্মচারী ও উদাসীন বৈষ্ণব চূড়ামণি গদাধর পণ্ডিত দীক্ষা গ্রহণ করিরা ধন্য হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

অধ্যাত্ম-চর্চ্চা।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু অধ্যাত্ম-চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন। একদিন শ্রীবাসপ্রাঙ্গণে বসিয়া প্রভু ভক্তিকথা কহিতে কহিতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে গম্ভীরভাবে কহিলেন "ওহে শ্রীবাস! তোমার মত লোক যেন ক্ষণকালের জন্যও অধ্যাত্ম বিষয়ক বাক্য জিহ্বাগ্রে আনয়ন না করে, যদি তুমি অধ্যাত্মতত্ত্ব-কথা মুখে উচ্চারণ কর, নিশ্চয় জানিও আমি তোমাকে দুর্লভ যে হরিভক্তি, তাহা দিব না।" ইহা শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত করযোড়ে কহিলেন "প্রভু, যাহাতে আমার মন হইতে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিস্মৃতি হয় তাহাই করুন।" উপস্থিত ভক্তগণও তাহাই বলিলেন (১)।

প্রভু তখন সহাস্য বদনে ভক্তিকথা কহিতে লাগিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রভু অধ্যাত্মচর্চ্চাকে এত দোষ দিলেন কেন? প্রথমে বুঝিতে হইবে অধ্যাত্ম চর্চ্চাটা কি? শ্রীভগবানকে লইয়া বিচার করা, তাঁহার তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা, তিনি আছেন কি না এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করা, তিনি নিরাকার কি সাকার, ইহা লইয়া মাথা কুটা কুটি করা, ইহার নাম অধ্যাত্ম-চর্চ্চা। শ্রীভগবান ও তাঁহার লীলারস আস্বাদন করার নাম ভক্তি বা প্রেম-চর্চ্চা। যিনি ভগবানকে লইয়া বিচার করিতে বসেন,তাঁহার লাভ ত কিছুই হয় না, বরঞ্চ তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়, মন কঠিন হইয়া যায়, তাহাতে শ্রীভগবানের আসন হয় না। যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহারা প্রায়ই নাস্তিকের মত হন। শ্রীভগবান রসিকশেখর, এই সমুদয় অজ্ঞানাভিমানী দাম্ভিক পণ্ডিতদিগের সহিত তিনি রহস্য করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের একটি নাম রঙ্গলাল, তিনি রঙ্গ করিতে বড়ই ভাল বাসেন, তাই রঙ্গিয়া শ্রীভগবান এই সকল পণ্ডিত লোকদিগের সহিত রঙ্গ করেন, কিন্তু বিদ্যার অভিমানে তাঁহারা তাঁহার এই লীলারঙ্গ বুঝিতে পারেন না। অবাঙ্মানসোগোচর শ্রীভগবানকে লইয়া বিচার, ইহা বড় নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য, তাই প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে উপলক্ষ করিয়া নিজ ভক্তদিগকে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন। প্রভু অধ্যাত্ম চর্চ্চা একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন,—তাহা প্রভুর শ্রীমুখের কথাতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এখন বৈষ্ণব ধর্ম্মেও অধ্যাত্ম চর্চ্চা প্রবল হইয়াছে, তাই প্রেমভক্তির হ্রাস হইয়াছে।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

উপদেশ-শতক।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

—) :*: (—

(১)

শচীনন্দন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বর নহেন,—পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বেশ্বর বেদোক্ত আদি ব্রহ্মাণ্ড পুরুষ পরম নারায়ণ। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু অবতার এবং অবতারী ইহা মনে রাখিবে।

দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ চৈ ভাঃ

(১) তুষ্ণীং প্রভুর তদন্নং বচনং নিশম্য তত্ত্বতদা পুনরুবাচ তথা কৃপালুঃ।
অধ্যাত্মবত্র ন কদাপি ভবদ্বিধেন জিহ্বাগ্রতোঽপি করণীয়মিদং ক্ষণং চ॥
যদুচিত্তে ক্ষণমপি প্রকটং কদাপি নো দাস্যতে পরম দুর্লভ ভক্তিযোগং।
অদ্বৈতকুত্ত্যেষ বিভো মম বিস্মৃতিঃ স্যাত্তমিন তথা কুরু ভবেদ্ব্যবদন্মহান্তঃ॥
শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য।

(২)

শ্রীশ্রীগৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর স্বরূপশক্তি ; তিনিও পরমেশ্বরী। তিনিই শ্রুত্যুক্ত "মূলপ্রকৃতি রুক্মিণী"। তিনি পরাভক্তি স্বরূপিণী। যদি ভক্তিদেবীর শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে চাও,—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান করিও। তিনিই গৃহী গৌরভক্ত বৈষ্ণবের গৃহাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী দেবী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সহিত তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ভক্তিরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিত্য পূজা করিও, তোমার সর্ব্বাপদ দূর হইবে,—গৃহে ভক্তি ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইবে।

নবদ্বীপ ময়ী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁর অলঙ্কার প্রভুর সে রাঙ্গা পা ॥ চৈঃ মঃ

(৩)

পরমদয়াল শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলরাম অবতার, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন-কলেবর ;—তাঁহার ইচ্ছাশক্তি। তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপালাভ হয় না, অতএব—

"দৃঢ় করি ধর সবে নিতাইর পায়।"

প্রভুব্যক্য—"যে একবার নিত্যানন্দ বোলে জন্ম ধরি ॥
সে জন পবিত্র হইল সে লোক আমারি ॥ চৈঃমঃ

(৪)

শান্তিপুরনাথ শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞি। তিনি আমাদিগকে অসাধন চিন্তামণি গৌর-ধন দিয়াছেন, একথা যেন মনে থাকে। তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিভরে নিত্য প্রণাম করিও,—তাঁহার পূজা করিও। তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার।

প্রভুবাক্য—ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে ॥ চৈঃ ভাঃ

(৫)

শ্রীল গদাধরপণ্ডিত প্রভুর একান্ত ও একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। গোস্বামীশাস্ত্রমতে তিনি রাধাশক্তি। শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর অদ্যাবধি যুগলে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই পণ্ডিত-গোসাঞি পঞ্চতত্ত্বের এক তত্ত্ব। তাঁহার শ্রীচরণ ছাড়িও না। নিত্য তাঁহার পূজা করিও।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণ প্রায় ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত সগোষ্ঠী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি নারদের অবতার। তিনি গৌর ভিন্ন অন্য কিছু জানিতেন না (১)। তিনিও পঞ্চতত্ত্বের এক তত্ত্ব অতএব এই গৌরভক্তপ্রবরের নিত্য পূজা করিবে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বলিয়াছেন—

কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাঁহার চরণ ধুলায় সংসার পবিত্র ॥
অনুভবে যাঁর স্তুতি করে বেদমুখে।
শ্রীবাসের দাস দাসী তাহা দেখে সুখে ॥

(৭)

ভগবত্পূজা ও সেবা হইতে ভক্তপূজা ও সেবা বড়। গৌরভক্তগণ এক একটি ধ্রুব প্রহ্লাদ অপেক্ষাও বড়। তাঁহাদের সঙ্গ করিও—চরণাশ্রয় করিও। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপা পাইতে চাও, গৌরভক্তগণের দাসানুদাস হইও। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য সর্ব্বদা মনে রাখিও।

মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় নিঃসংশয় মোরে পাবে সে ॥
মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া।
যেই মোরে পূজে মোরে সেবক লঙ্ঘিয়া ॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে ॥ চৈঃ ভাঃ

(৮)

যিনি মন্ত্রদান এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার দ্বারা জীবের অবিদ্যার অহঙ্কার নাশ করিতে সমর্থ, এবং শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ পাদপদ্মে তাহাদের রতি উৎপাদনে সক্ষম তিনি সদ্গুরুপদ বাচ্য। সম্প্রদায়বিহীন গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে সে মন্ত্র নিষ্ফল হয়।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ চৈঃ চঃ

ইহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ বাণী। সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভক্তি লাভের আশা নাই। অতএব সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিবে।

(১) সবংশে করয়ে চারি ভাই চৈতন্যের সেবা।

(৯)

শ্রীগুরু, সাধু মহাজন ও শাস্ত্র বাক্যে অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিবে। এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, আর এই শ্রদ্ধাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মন্ত্র বলিয়া জানিবে। এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইলে, ভক্তিমার্গ তোমার পক্ষে অন্ধকার ময়। শ্রীগুরু ও সাধু বৈষ্ণবের নিকট অজ্ঞ হইয়া অতিশয় দীনহীনভাবে মনের সন্দেহ নিবেদন করিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিবে। কদাচ নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ ইচ্ছা করিয়া কোন প্রকার তর্ক উঠাইবে না।

প্রভুবাক্য—সাবধানে শুনিবেক মোহান্ত বচন।
যোগ্য হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ ॥
তবে কৃষ্ণ তাঁরে দেন হেন দিব্য মতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কতি ॥ চৈঃ ভাঃ

(১০)

তর্কনিষ্ঠ মনে ভক্তিবীজের অঙ্কুর উদ্গম হয় না; অতএব বৃথা তর্ক করিয়া দুষ্ট মনকে অধিকতর দুষ্ট করিও না, নীরস হৃদয়কে অধিকতর নীরস করিও না। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর" একথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের প্রমাণসংগ্রহ।

—:*:—

১। মাৎস্যে—শুদ্ধ গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরে সমুদ্ভব।
দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥

২। কূর্ম্মে—কলিনা দহ্যমানানাং উদ্ধারায় সমুদ্ভব।
কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু ॥

৩। লিঙ্গে—ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায়চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধৃক ॥

৪। শিবে—দ্বিবিজা ভুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

৫। স্কান্দে—শ্বেতঃ সত্যযুগে বর্ণো রক্তস্ত্রেতাযুগে পুনঃ।
দ্বাপরে কৃষ্ণ বর্ণোঽহং পীতঃ কলিযুগে মম ॥

৬। আগ্নেয়ে—অন্তঃ কৃষ্ণোবহির্গৌরঃ দর্শিনোঽঙ্গ বৈর্ভব।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

৭। ব্রহ্মাণ্ডে—কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ ॥

৮। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—আনন্দাশ্রু কলা রোমহর্ষং পূর্ণতঃ বোধনং।
সর্ব্বং মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসরূপিণং ॥

৯। মার্কণ্ডেয়ে—গোলোকঞ্চ পরিত্যজ্য লোকাণাংত্রাণকারণাৎ
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীল লাবণ্য বিগ্রহং ॥

১০। ভবিষ্যে—শঙ্কর গ্রাহ হস্তোহি ভক্তিস্তোমং দদংপুনঃ।
কলৌ সন্ন্যাসরূপেণ বিচরামি চরাচরং ॥

১১। বামনে—কলৌ ঘোর তমচ্ছন্নান্ সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে সমুদ্ভূতস্তারয়িষ্যামি নারদ ॥

১২। ব্রহ্মে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ইতি মোক্তমং প্রভো।
হেলয়া সঙ্গয়া রাধ্য সর্ব্বসার্থ ফলং লভেৎ ॥

১৩। বিষ্ণৌ—ভবিষ্যামি কলৌকালে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতিনাং কুলে জন্ম গ্রাহকঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

১৪। নারদে—পুনর্হিতায় সমস্তানাং নবদ্বীপে জগন্ময়ে।
অত্রত্যক্ত্বা ব্যাপ্তরূপং ভবিষ্যামি দ্বিজালয়ে ॥

ভাগবতে—আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনু যুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীতং ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

১৫। গারুড়ে—অহমেব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
গ্রাহয়ামি হরৌ ভক্তিং কলৌ পাপহতান্ নরান্ ॥

১৬। পাদ্মে—কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহংসৌ মহীতলে।
ভাগীরথ্যা স্তটে ভূমৌ ভবিষ্যমি সনাতনঃ ॥

১৭। বারাহে—কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং শচীসুতো ভবিষ্যামি।
ব্রহ্মরূপং সমাশ্রিত্য সম্ভবামি যুগে তথা ॥

১৮। নারসিংহে—
সত্যে দৈত্যকুলাদিনাশ সময়ে স্ফূর্জ্জন্নরকেশরী।
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ ॥
গোপালন পরিপালয়নং ব্রজপুরে ভারং হরণ দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গপ্রিয় কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকং।

(বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত)

—:০:—

(এই অপূর্ব্ব অষ্টকটি পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই, আমাদের ঘরের প্রাচীন পুঁথির মধ্যে ইহা পাওয়া গিয়াছে)—শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

মলয় সুবাসিত ভূষিত গাত্রং, মূর্ত্তি মনোহর বিশ্ব পবিত্রং।
পদনখ রাজিত লজ্জিত চন্দ্রে, শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥
স্বগাত্র পুলকজল লোচনপূর্ণং জীব দয়াময় তাপ বিদীর্ণং।
সংখ্যা জপতি নাম সহস্রে, শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥
হুঙ্কৃত তর্জ্জন গর্জ্জন রঙ্গে, চঞ্চল কলিযুগ পাপ সশঙ্কে।
পদরজতাড়িত তুষ্টসমস্তে, শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥
গৌরাঙ্গাবৃত মালতি মালে, মেরু বিলম্বিত গঙ্গাধারে।
মন্দ মধুর হাস ভাস মুখচন্দ্রে, শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥
ফক্তবিরাজিত চন্দন ভাল, কুঙ্কুমরাজিত দেহ বিশাল।
উমাপতি-সেবিত পদনখচন্দ্রে, শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥
ভক্তি পরাধীন সাত্তক বেশ, শিখামোচন লোক প্রবেশ।
ভক্তি বিরক্তিক প্রবর্ত্তক চিত্ত, শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত বাঙ্গালা পদ।

—০:)০(:০—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু রচিত গ্রন্থ ও শ্লোকাবলীর কথা ও বিবরণ নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার রচিত বাঙ্গালা পদের কথা এপর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। তিনি বাঙ্গালি ছিলেন, বাঙ্গালা পদ যে তিনি যে একেবারেই লিখেন নাই, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার পার্ষদগণ বহু বাঙ্গালা পদ লিখিয়াছেন, তিনি যে একটিও লিখেন নাই, একথা বিশ্বাস হয় না। তবে কোনটি তাঁহার রচিত তাহা এখন নির্ণয় করা বড় কঠিন কাজ। ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত সঙ্গীত-মুক্তাবলী গ্রন্থে নিম্নলিখিত অতি সুন্দর পদ-রত্নটি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া লিখিত আছে। গৌরভক্তগণের বিচারার্থ এই অমূল্য পদ-রত্নটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কানু পরশমণি আমার (ঐ)।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন॥
বদনের ভূষণ আমার তাঁর গুণ গান।
হস্তের ভূষণ আমার যে পদ সেবন॥
(আমার) ভূষণ কি বাকি আছে?
আমি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-হার পরিয়াছি গলে॥

প্রেম-সাধন।

"আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে কোটি গুণ সুখবোধ॥" চৈঃ চঃ

—০:)০(:০—

গৌর হে!
আমিত জানিনা, তোমার সাধনা, জানি সুধু তব নাম।
আর সুধু জানি, বিষ্ণুপ্রিয়া রাণী, তোমার প্রেমের ধাম।
এই নাম ধাম, জপি অবিরাম, নিতাই চরণ ধরি
জগতের গুরু, দয়াল নিতাই, দেখালেন সুখ-তরি॥
ধ্যান ধারণা, করিতে পারি না, চরণে লুটায়ে রই।
ধরম করম, মনের ভরম, কিছুনা,—ও পদ বই॥
বেদবিধি মোর, তব প্রেমডোর, পিরীতি শাস্ত্রকথা।
প্রেমের জোয়ারে, ল'য়ে যায় মোরে, কেজানে কিরূপে কোথা॥
নাহি যে আমার, বিধি ব্যবহার, নাহি মোর পূজাপাঠ।
কি পূজা করিব, কি মন্ত্র পড়িব, জানিনাক' আমি ঠাট॥
দয়া যদি কর, ওহে বিশ্বম্ভর, ধরিয়া আমার কেশে।
মার শিরে লাথি, মাথা দিছি পাতি, কহ কথা কিন্তু হেসে॥
(তব) চন্দ্র বদনে, নয়নের কোনে, বিজলি খেলিয়া যায়।
চকিতে দেখিয়া, মরি যে কাঁদিয়া, কি শোভা বদনে ভায়॥
সকল ধরম, সকল করম, স্মার ওই হাসি মুখ।
সতত উদাস, দাস হরিদাস, দেখে পায় বড় সুখ॥

শ্রীশ্রীজাহ্নবা-চরিত।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

প্রথম অধ্যায়।

—০:*:০—

জন্ম ও বাল্যলীলা।

—০:)*(:০—

আনুমানিক ১৪৩০ শকের শুভ বৈশাখী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ঘরণী শ্রীজাহ্নবাদেবী বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকাকালনা গ্রামে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা-রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিত প্রসিদ্ধ রাঢ়ী শ্রেণীর মুখোপাধ্যায় বংশসম্ভূত কংসারি মিশ্রের পুত্র। তাঁহার ভ্রাতার নাম গৌরীদাস পণ্ডিত। ইনি

পূর্ব্ব লীলায় সুবল সখা ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় গৌরীদাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"সুবলো যঃ প্রিয় শ্রেষ্ঠ সঃ গৌরীদাস পণ্ডিতঃ"। গৌঃ দীঃ

সূর্য্যদাস পণ্ডিতের "সরখেল" উপাধি ছিল। ইহা তাৎকালিক যবনরাজ দত্ত উপাধি। সূর্য্যদাসের মাতার নাম ছিল কমলাদেবী। কংসারি মিশ্র পরম নিষ্ঠাবান্ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। গ্রন্থে তাঁহার মিশ্র উপাধি দেখিতে পাই। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৌরীদাস ভিন্ন আরও চারি ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম দামোদর, জগন্নাথ, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য। ইঁহারা সর্ব্বসুদ্ধ ছয় ভ্রাতা, এবং সকলেই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ভক্ত ছিলেন (১)।

কংসারি মিশ্রের পত্নী কমলাদেবী পরমা ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিত শ্রীভাগবতের অতিসুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন; তিনি ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের আদিম নিবাস ছিল শালিগ্রাম (২)। গৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকাকালনায় আসিয়া বাস করেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের স্ত্রীর নাম ছিল বিমলাদেবী। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে গৌরীদাস পণ্ডিতকে বিবাহ করিতে হয়। তাঁহার দুই পুত্র, বলরাম ও রঘুনাথ।

বলরাম দাস আর রঘুনাথ দাস।
বিমলা দেবীর গর্ভে যাঁহার প্রকাশ॥ সুবল-মঙ্গল।

ইঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাবধি অম্বিকাকালনায় বাস করিতেছেন। সূর্য্যদাসপণ্ডিতের পত্নীর নাম ছিল ভদ্রাবতী দেবী (৩)। এই পুণ্যবতী সাধ্বী সতী ভদ্রাবতী দেবীর গর্ভে শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব হয়। ভদ্রাবতী দেবী পরমা ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। পণ্ডিত গৌরীদাস ও সূর্য্যদাস দুই ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত ছিলেন না। সূর্য্যদাসপণ্ডিত তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস নবদ্বীপের নিকট শালিগ্রামেই বাস করিতেন। পরে তিনি অম্বিকাকালনায় উঠিয়া আসেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তিরূপে অদ্যাবধি বিরাজিত রহিয়াছেন, এবং তাঁহার বংশধরগণ এখনও সেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রভুর প্রকটকালের আদি চতুর্বিগ্রহের মধ্যে অন্যতম শ্রীবিগ্রহ।

গৌরভক্তমাত্রেই জানেন অম্বিকাকালনায় শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু একত্রে দুই বার গমন করেন। প্রথম বারে শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে জ্ঞানচর্চ্চার জন্য দণ্ড দিবার পর, দ্বিতীয় বার সন্ন্যাস করিয়া পাঁচ বৎসর পরে যখন প্রভু গৌড়দেশে পুনরাগমন করেন, তখন আর একবার। প্রথম বারে শান্তিপুর হইতে স্বয়ং নৌকা বাহিয়া প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত সেখানে গিয়া নৌকার বৈঠা গৌরীদাস পণ্ডিতকে দিয়া প্রেমাবেশে বলেন—

"এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমারে।
ভবনদী পার কর সকল জীবেরে॥" ভঃ রঃ

(ক্রমশঃ)

শ্বেতাঙ্গ বৈষ্ণবের বাণী।

সুদূর আমেরিকানিবাসী জে, ক্যাম্বেল একজন ইংরাজ কবি। তিনি বৈষ্ণবচূড়ামণি পরম গৌরভক্ত বাবা প্রেমানন্দ ভারতীর একজন শিষ্য। বাবা ভারতীর "শ্রীকৃষ্ণ" নামক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে মতি হয়। তিনি একটী সুন্দর বৈষ্ণবভাবপূর্ণ ইংরাজি কবিতা লিখিয়াছেন। এই কবিতাটি আমার জনৈক আমেরিকাবাসী বাঙ্গালি বন্ধুর নিকট পাইয়া পাঠ করিতে করিতে একদিন মনে বহু ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। আমি এই কবিতাটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছি এবং প্রিয় পাঠক-

---

(১) কংসারি মিশ্রের পত্নী নাম যে কমলা।
তাঁহার গর্ভেতে ছয় পুত্র উপজিলা॥
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট।
সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাঁর কনিষ্ঠ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ হন পণ্ডিত গৌরীদাস।
অনুজ কৃষ্ণদাস যেই পূরে মন আশ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য।
প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য॥
এই ছয়ভ্রাতা মিলি নিত্যানন্দ সনে।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় ফিরেন প্রেম দানে॥ সুবল মঙ্গল।

(২) নবদ্বীপ হৈতে অদূর শালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যদাস নাম॥ ভঃ রঃ

(৩) ভদ্রাবতী নাম শ্রীজাহ্নবার জননী।
অতি পতিব্রতা সূর্য্যদাসের ঘরণী॥ ভঃ রঃ

বৃন্দকে উপহার দিলাম। স্থানাভাবে মূল ইংরাজি কবিতাটি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই কবিতাটির উপরে লেখা আছে "Stop it" ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ—

"থামাও"—"চুপ কর।"

সমালোচনায়, আর দোষ দরশনে।
কিছুনাই,—কিছুনাই,—ভেবে দেখ মনে॥
নিন্দা কেন কর ভাই, প্রশংসা সবারে চাই,
করিয়া দেখ না কেন,—সুখ পাবে মনে।
অধম পতিত নরে, লাথি জুতা নাহি মেরে,
আদর করিয়া কোল দেহ জনে জনে।
মহত্ব কিছুই নহি,—অভাগা-তাড়নে॥

—*—

যখন দেখিবে কেহ, নিজকার্য্যে রত।
কিছু না বলিবে তারে সুবুদ্ধির মত॥
দরিদ্র সে হ'তে পারে, অলস চিন্তার ভারে,
কাজে তার পাবে তুমি,—দোষ শত শত।
তুমি কিন্তু বন্ধুভাবে, প্রশংসা করিবে তারে,
(ভাল কথা বলি তারে শোধিবে সতত।)
নিন্দা আর অপ্রশংসা করি অবিরত।
নিজ চিত্তবৃত্তি তুমি কেন কর নত?

—*—

হয়েছে স্বভাব তব দোষ দরশন।
আমুল করিতে হবে পরিবর্ত্তন॥
করে দেখ কত লাভ, কি হয় মনের ভাব,
(কত) ভালবাসা আশীর্ব্বাদ করিবে অর্জ্জন।
কত দুর্ব্বলের মনে, কত নিরাশের প্রাণে,
বল দিবে, আশা দিবে,—রত্ন আভরণ।
দুরবল নরনারী, হৃদয় পরাণ ভরি,
আশীর্ব্বাদ দিবে তোমা,—ইহার কারণ।
কীর্ত্তি ঘোষিবে তব বিশ্ব ভুবন।

—*—

অযাচিত ভাবে দিবে সাহায্য তোমার।
প্রতি কর্ম্মবীর প্রতি যত্নে অনিবার॥
সহজ করম ইহা, মনে যেন থাকে তাহা,
দীনদরিদ্র-দুঃখ, অসীম অপার।
অবিচারে প্রেম দিবে, ভালবাসা ছড়াইবে,
স্কন্ধে তব তাহাদের পতনের ভার।
ইহা তুমি মনে করি, দোষ তার পরিহরি,
গুণ গাবে নিরন্তর,—নাহি যদি পার,—
চুপ করি থাক ভাই,—নিন্দাবাদ ছাড়॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী

বৈষ্ণব-সংবাদ।

—*—

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মুখপত্র। বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গৌড় রাজর্ষি এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ইহার সম্পাদক। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি গৌরভক্তগণ ইহার লেখক। এই পত্রিকার ১২শ বর্ষের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় "রাসলীলা" শীর্ষক প্রবন্ধলেখক শ্রীগণপতি সরকার অনেক বৈষ্ণব শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথার অবতারণা করিয়া পূজ্যপাদ গোস্বামীশাস্ত্রকার ও টীকাকারদিগকে অযথা অপমান করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধের টীকায় লিখিয়াছেন "রাসলীলা প্রবন্ধটি বৈষ্ণবমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, কিন্তু বিরুদ্ধ মতের আলোচনায় লাভ আছে, এই জন্য প্রবন্ধটি শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকে মুদ্রিত হইল। আশা করি পাঠক ও অনুগ্রাহকদিগের মধ্যে আলোচনা বা প্রতিবাদ হইবে"। সম্পাদক মহাশয়ের একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। সুধু বিরুদ্ধ ভাবপূর্ণ মত প্রকাশে তত দোষ হয় না; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতীর কথার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং পূজ্যপাদ প্রাচীন ঋষি মহাজনদিগের প্রতি ব্যঙ্গ ও কটূক্তি, পরম শ্রদ্ধেয় হরিভক্ত টীকাকারদিগের প্রতি কটাক্ষ, ইহা বিরুদ্ধ মত নহে, ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মের ও বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদিগের নিন্দাবাদ মাত্র। এরূপ কুরুচিসম্পন্ন প্রবন্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে প্রকাশ হওয়ায় গৌরভক্তগণের মনে দারুণ ব্যথা লাগিয়াছে এবং তাঁহারা অনেকেই বলিতেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীর সহিত কোন সংশ্রব রাখিবেন না। ইহা ভাল কথা নহে। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ এই সম্মিলনীর সহিত কোন সংশ্রবই রাখেন না। যাঁহারা এপর্য্যন্ত রাখিয়াছেন, আর তাঁহারা রাখিতে পারিতেছেন না। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী সেদিন স্পষ্টই বলিলেন এইসকল কারণে তিনি বৈষ্ণবসম্মিলনীর সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এখন কি বলেন ও করেন দেখা যাউক। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে তাঁহার নাম প্রবন্ধ এই অর্বাচীন প্রবন্ধ লেখকের সহিত জড়িত রহিয়াছে, ইহা বিসদৃশ বোধ হইতেছে। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের দায়িত্ব যে, একাজে একেবারে নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক।

—:*:—

প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী শ্রীধাম নবদ্বীপে পাঠ করিতে করিতে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় চীকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। তিনি ৭০নং নিমতলা ষ্ট্রীটে বাস করিতেছেন। সুচীকিৎসকগণের চীকিৎসায় সুফল ফলিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাকে রোগমুক্ত করুন।

—*—

শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রীযমুনা-সংস্কার, সাধারণ হিতকর ও উন্নতি কার্য্যের জন্য শ্রীমথুরা বৃন্দাবনবাসী জন সাধারণ একত্রিত হইয়া "যমুনা ট্রেনিং এবং টাউন ইম্‌প্রুভমেন্ট এসোসিয়েসন" নামে একটি হিতকরী সভা স্থাপিত করিয়াছেন। এই সভার উদ্দেশ্য সেক্রেটরী শ্রীনারায়ণ দাস বি, এ, এম, এল, সি স্বাক্ষরিত একটি হিন্দী, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত নিবেদনপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের নিকট ও আবেদন নিবেদন চলিতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই মহৎ কার্য্যের সাহায্যকল্পে প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দুর যথাসাধ্য দান করা কর্ত্তব্য। শ্রীবৃন্দাবনের গৌরবরক্ষাকার্য্যে সমগ্র ভারতবাসীর অগ্রসর হওয়া উচিত।

—*—

আধুনিক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে নামকীর্ত্তনের অপেক্ষা রসগানকীর্ত্তনে অধিকতর প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রোতাদিগের মধ্যেও রসকীর্ত্তন শ্রবণের লালসা যেন বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রসাস্বাদন।

উপেক্ষিত হইতেছে দেখিয়া প্রকৃত গৌরভক্তগণ মনে ব্যথা পাইতেছেন। বহিরঙ্গ লোক লইয়া অবাধে রসকীর্ত্তন গীত হইতেছে। যে মধুর রস শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী লইয়া উপভোগ করিতেন, সেই রস এক্ষণে পথে ঘাটে ছড়ান হইতেছে। অনধিকারীকে মধুর রসের ভজন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ইহার কুফল ফলিতেছে, কিভাবে তাহা যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতেছেন, যাহার হৃদয় আছে তিনি বুঝিতেছেন। প্রকাশ্য সভায় রাসলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা যাঁহারা একার্য্য করিতেছেন তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন. কিন্তু তবুও করিতেছেন। কারণ লোকে ইহা চাহে। ইহা ভাল কথা নহে। লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণিরত্নগুলি স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া অবিচারে যেখানে সেখানে ছড়ান, সুবুদ্ধির কাজ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা বারে বারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, গোস্বামীপাদগণ এবিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু লীলাগায়ক ও পাঠকগণ স্বার্থান্ধ হইয়া এই অপকার্য্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের হানি করিতেছেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

নিরুপাধি সঙ্কীর্ত্তন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন,—এখন ইহা কদাচিত দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে নগর কীর্ত্তন বাহির করিতে ১০০।১৫০৲ টাকা খরচ পড়ে। গায়ক, মৃদঙ্গবাদক, দোহার, নিশানধারী সঙ্গী প্রভৃতি সকলকেই অর্থ দিয়া ভাড়া করিয়া কীর্ত্তন বাহির করিতে হয়। স্বেচ্ছায় ভক্তিভাবে প্রণোদিত হইয়া কেহ আসেন না। এই সকল ভাড়াটিয়া দল লইয়া যে কীর্ত্তন, তাহা নিরুপাধি কীর্ত্তন নহে। একবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিরুপাধি কীর্ত্তন দেখিয়া প্রাণে বড় সুখ পাইয়াছিলাম। পিসিমার নিতাই-গৌর-সেবক শ্রীপাদ গোপেশ্বর প্রভু নিজে করতাল লইয়া একটিমাত্র মৃদঙ্গবাদক বৈষ্ণবের সহিত প্রাতে নিয়মিত নগরকীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু পথে অসংখ্য লোক কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল, ৫।৭ টি মৃদঙ্গ ১০।১৫ জোড়া করতাল কোথা হইতে কে আনিল, কেহ জানিতে পারিল না, ৩।৪ ঘণ্টা কাল ব্যাপী এই মহা সঙ্কীর্ত্তনে সহস্রাধিক লোকের সমাগম দেখিয়া নিরুপাধি সঙ্কীর্ত্তনের মর্ম্ম বুঝিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছিলাম। এরূপ নিরুপাধি সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান ও প্রচার প্রয়োজন।

—*—

বৈষ্ণব-সভায় অবৈষ্ণব সভাপতি নির্ব্বাচন এবং বক্তা নিয়োগের কুফল হাতে হাতে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের বি নিন্দাবাদ শুনিয়া শ্রীধামনবদ্বীপের বৈষ্ণব মাত্রেই সবিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এসকল কথা শ্রীদীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" দুই তিন দিন ধরিয়া বিস্তারিতভাবে লিখিয়া সর্ব্ব সাধারণকে জানাইয়াছেন। আরও দুঃখের বিষয় সেই সভার সম্মিলনীর অনেক সভ্য এই মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মত সমর্থন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আবার শুনিলাম সেদিন কলিকাতায় তালতলার ডাক্তার লেনে স্বর্গীয় নীলমণি দত্ত মহাশয়ের ভবনে উক্ত সম্মিলনার একটি অধিবেশনে বক্তা শ্রীরেবতীমোহন বেদান্তবাগীশ বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রের দিক হইতে নাম মহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মকে মূর্থের ধর্ম্ম বলায় বহু গৌরভক্ত সভাত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরম গৌরভক্ত কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় বেদান্তবাগীশের কথায় সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠাতাগণকে বাক্যবানে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। আরও কত কি দেখিতে এবং শুনিতে হইবে কে বলিতে পারে?

কাঙ্গাল বাবাজি।

প্রিণ্টার—শ্রীসূর্য্যকুমার মান্না,
রুদ্রপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৭নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদীয়াবিহারি॥"

—:০:—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

—:*:—

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র!
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!

১ম বর্ষ, | চৈত্র ও বৈশাখ ৪৩৭ গৌরাব্দ। ১৩২৯ সাল | ২।৩ সংখ্যা

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভায় নমঃ।

—:*:—

এস।

এস হে গৌর! হৃদয়চৌর! নদীয়া-চন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্গুনী, সেই ত পূর্ণিমা।
কবে এসেছিলে, কবে চলে গেলে, দেখি নাই দেখি নাই,
তোমার মাধুরী, করে প্রাণ চুরী, এস এস হে নিমাই।
শ্রীঅঙ্গ বরণে, কণক কিরণে, (কত) অন্ধ লভিল দৃষ্টি,
এস নদীয়ারচাঁদ! আবার, কর সেই প্রেমবৃষ্টি।
ভক্ত জীবন! শচী প্রাণধন! কোথা আছ জীবসখা!
অমরী সমাজে, তোমার কি সাজে, দুখী জীবে ভুলে থাকা।
এস হে গৌর! হৃদয়চৌর! নদীয়া-চন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্গুনী, সেই ত পূর্ণিমা।
ওগো দীননাথ! দীন অশ্রুপাত, তপ্ত বুকের ব্যথা,
(যদি)তুমি না আসিবে,কেবা নিবারিবে,হেন বন্ধু আছে কোথা।
দেখ নাথ! চেয়ে, ভুবন ভরিয়ে, অশান্তি অনল জ্বলে,
ওগো তুমি এস, এস হৃদয়েশ। শান্ত কর প্রেমজলে।
জীবে দয়া আর, মৈত্র প্রচার, হরি-বাস সর্ব্বজীবে,
তুমি না ভাসিলে, নয়ন সলিলে, কে শিখাবে কে শিখিবে!
এস হে গৌর! হৃদয়চৌর! নদীয়া-চন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্গুনী, সেই ত পূর্ণিমা।
মূর্ত্ত বিরাগ, সেই মহাভাগ, তোমার ভক্তগণ,
প্রেমসুধা-ধার, না বরিষে আর, নাই রূপ সনাতন।
শুধু দলাদলি, পরস্পরে গালি, শূন্যগর্ভ আড়ম্বর,
বড় বড় সভা, পাণ্ডিত্য প্রতিভা, গগণপরশী স্বর।
কোথা সে তোমার, প্রেম অশ্রুধার, আঁখিজলে শিক্ষাদান,
দু'বাহু তুলিয়া, হরি হে বলিয়া, মধুর নর্ত্তন গান।
এস হে গৌর! হৃদয়চৌর! নদীয়া-চন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্গুনী, সেই ত পূর্ণিমা।
তোমার সাধের, সঙ্কীর্ত্তনের, দুর্দ্দশা হের প্রভু!
মূল্য লই তবে, কীর্ত্তনে নাচিবে, এমন কি ছিল কভু!
কলির সাধন, লইত কীর্ত্তন, এবে গীতে অবশেষ,
তাল মান লয়, সুরেরি নিশ্চয়, নাই প্রেম অশ্রুলেশ।
মরমের জ্বালা, সে কি যায় বলা, তুমি অন্তরযামী,

এস হে গৌর! হৃদয়চোর! নদীয়া-চন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্গুনী সেই ত পূর্ণিমা।
আছে জন কত, প্রেমিক ভকত, নামরসে মাতোয়ারা,
জীবদশা দেখি, মর্ম্মেমর্ম্মে দুখী, কাঁদিয়া হতেছে সারা।
তব প্রেমে মজি, গরজি গরজি, ডাকে তারা নিশিদিশি,
শচীর কুমার! এস হে আবার, উজলি আঁধার দিশি।
হেমদণ্ড ভুজ, শ্রীকর অম্বুজ, তুলিয়া গগণ পানে,
চরণে নূপুর, বাজুক মধুর, নাচ হরিনাম গানে।
এস হে গৌর, হৃদয়চোর! নদীয়া-চন্দ্রমা,
এস গুণমণি! আজি ফাল্গুনী, সেই ত পূর্ণিমা।
আয়ত অরুণ, নয়নে করুণ, দিঠিতে আবার চাও,
দিকে দিকে হরি, প্রেম সুধা ঝরি, ভুবন ভাসায়ে দাও।
আচণ্ডাল পাপী, শ্রীচরণ লভি, মধুকর হয়ে থাক্,
সাধু ও অধমে, ভেদ সে প্লাবনে, ঘুচে যাক্ ঘুচে যাক্।
ডাকে অবিরত, তোমার ভকত, শ্রীচরণ করি লক্ষ্য,
আম্রশাখা ধরি, পূর্ণ ঘট ভরি, দুয়ারে কদলী বৃক্ষ।
এস হে গৌর! কান্তিচোর! নদীয়া-চন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্গুনী, সেই ত পূর্ণিমা।
মধুর বসন্ত, পূর্ণিমাচন্দ্র, মধুর সন্ধ্যাকাল।
এই ত সময়ে, শচীর আলয়ে, দেখা দিলে নন্দলাল্!
অদ্বৈত আহ্বানে, নবদ্বীপ ধামে, তোমার আবির্ভাব,
কা'র ডাকে এবে, হরিতে আসিবে, পতিতের পাপ তাপ!
শুধু দুনয়নে, অশ্রু সলিল, শুধু মরমের ব্যথা,
পাষাণ জ্বালায়, সুধু হায়! হায়! দয়াল! রহিলে কোথা!
এস হে গৌর! হৃদয়চোর! নদীয়া-চন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্গুনী, সেই ত পূর্ণিমা।
দীনের বন্ধু! করুণাসিন্ধু! করুণায় দ্রব হয়ে,
পুন নবদ্বীপে, জাহ্নবী সমীপে, নাচিবে কি গণ লয়ে!
এস এস নাথ! করি প্রণিপাত, অগতির গতি ওই,—
চরণে তোমার, ভরসা সবার, আশা পথ চেয়ে রই।
ভক্তি স্বরূপিনী, জগত জননী, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে,
দুখী জীব লাগি, এস দুখভাগি! কীর্ত্তন কর রঙ্গে।
প্রেমের মূরতি! পতিতের পতি! এস গৌর নিত্যানন্দ!
দু'কর যুড়িয়া, কাঁদিছে বসিয়া, কৃষ্ণদাসিয়া অন্ধ।

শ্রীমতি সুশীলাসুন্দরী দেবী।

—(—

মধুময় গৌর।

—:) * (:—

মধুর মধুর, সকলি মধুর, মধুময় নদে ধাম।
মধু হ'তে মধু, গৌরাঙ্গবিধু, মধু-মাখা গোরা নাম॥
মধুর মধুর, গৌর বিধুর, মধুমাখা সুধাবাণী।
মধুর অধর, মধুমাখা কর, মধুময় দেহখানি॥
বাজিছে মধুর, চরণে নুপুর, বরষিয়া কাণে মধু।
মধুর মুরতি, মধুর পীরিতি, মধুময় প্রাণ-বঁধু॥
মাধুরী মধুর, নদীয়া বঁধুর, মধুর প্রেমের ঠাট্।
মধুর নদীয়া, মধুময় হিয়া, মধুর নদীয়া বাট্॥
মধু হ'তে মধু, মধুরিমা সুধু, গৌর-চরণ-তল।
গৌর-বিধুর, ভকত মধুর, মধুর ভজন-বল॥
মধুরে মধুর, চরণ-রেণুর, মধুর পরশ লাভ।
বিরহ বিধুর, প্রেমের কুকুর, হরি কহে মন-ভাব॥

পৌরাণিক গৌরলীলা।

(শ্রীল মধুসূদন সার্ব্বভৌম গোস্বামী)

(পুনরাবৃত্তি)

ইন্দ্র যখন প্রয়াগে সূর্য্যের আরাধনা করিতেছিলেন, তখন বৃহস্পতি সেখানে আসিয়া সূর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ হইতে সূর্য্যের মহিমা বর্ণন। এখানে ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, যে শ্রীগৌরাঙ্গঅবতারের জন্য সূর্য্যের আরাধনা কেন? তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যমণ্ডল বেদ ত্রয়ীময়, আর সর্ব্বদেবসার শ্রীগৌরাঙ্গদেব সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত। সূর্য্যদেবের ধ্যানে এই প্রকার লেখা আছে—

ধ্যেয়ঃ সদাসবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তীনারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্মকরকুণ্ডলবান্কিরিটী হারীহিরন্ময়বপুর্দ্ধৃতশঙ্খচক্রঃ

এই হিরন্ময় মূর্ত্তিই শ্রীগৌরাঙ্গ, সুতরাং অপ্রকট লীলা সময়ে সূর্য্যমণ্ডল ভিন্ন কনককান্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আর কোথাও পাওয়া সুকঠিন। সুরগুরু বৃহস্পতি সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী; এই জন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার-তত্ত্ব দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রকাশ করিলেন।

সপ্তমাধ্যায়ের আরম্ভ হইতে আবার বৃহস্পতি এবং ইন্দ্রের সংবাদ। সুরগুরু বৃহস্পতি সূর্য্যের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহাতে সূর্য্যমণ্ডলের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত অধিকারী জীবগণ ভগবতশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কলিযুগে শ্রীহরিভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীরামানন্দস্বামী ও নির্ম্বার্কস্বামীর পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে মাধবাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুস্বামী, বাণীভূষণ, ভট্টজি, দিক্ষীত ও বরাহমিহির আচার্য্যের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। নবমাধ্যায়ে ধন্বন্তরি, সুশ্রুত ও জয়দেব গোস্বামীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে দশমাধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মবৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই,—

বিষ্ণুশর্ম্মা নামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী নিজ গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক জন ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের দারিদ্রদুঃখ দেখিয়া কৃপাযুক্ত হইলেন এবং একটি স্পর্শমণি প্রদান করিয়া কহিলেন, "তুমি তিন দিনের মধ্যে যত সুবর্ণ করিতে পারিবে, তাহা তোমারই হইবে।" ব্রাহ্মণী ইহা শ্রবণ করিয়া গৃহস্থিত কতক গুলি লৌহভাণ্ডকে সুবর্ণ করিয়া পরমানন্দে পতির আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। এই সময়ে বিষ্ণুশর্ম্মা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী কতকগুলি স্বর্ণভাণ্ড লইয়া বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ নিজপত্নীকে সুবর্ণের সহিত দর্শন করিয়া অতিশয় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত ভীতা হইয়া মণিজাত সুবর্ণ ও স্পর্শমণি স্বামীকে প্রদান করিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মা সেই সকল স্বর্ণ ও স্পর্শমণি উঠাইয়া লইয়া নিকটস্থ ঘর্ঘরা নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যায় সময় যখন সেই ব্রহ্মচারী ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন সেই দরিদ্রা ব্রাহ্মণী অগ্নিতে পাক করিতেছেন। ব্রহ্মচারী তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণীও ব্রহ্মচারী সমীপে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল বলিলেন। ইতিমধ্যে বিষ্ণুশর্ম্মাও গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন [illegible]

দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ শিবের উপাসনা করিয়া এই স্পর্শমণি লাভ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি নষ্ট করিলে কেন?" বিষ্ণুশর্ম্মা ইহা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রহ্মচারীর সহিত ঘর্ঘরা নদীতীরে গমন করিয়া তত্রস্থ পাষাণখণ্ড গ্রহণ করিয়া কতকগুলি লৌহখণ্ডকে সুবর্ণে পরিণত করিয়া বলিলেন, "এই শিলাখণ্ডের মধ্যে কোন্‌টি তোমার স্পর্শমণি বাছিয়া লও"। ব্রহ্মচারী ইহা দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিলেন "আমার স্পর্শমণিতে আর কোন প্রয়োজন নাই; আপনার দর্শনে স্পর্শমণি লাভ হইয়াছে"। এই বিষ্ণুশর্ম্মা সূর্যমণ্ডলান্তর্য্যামী শ্রীভগবানকে আরাধনা করত সূর্য্যমণ্ডলের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছেন।

বৃহস্পতির আজ্ঞায় দেবরাজ ইন্দ্র ফাল্গুন মাসে সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন, সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ মণ্ডল হইতে একটি চতুর্ভুজ রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণকে ইন্দ্রদেহে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তখন ইন্দ্র অযোনিজ ব্রাহ্মণ হইলেন এবং তৎপত্নী শচী, তিনিও ব্রাহ্মণী হইয়া দুই জনে গঙ্গাকুলে রমণ করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যের আরাধনা করিয়া ও সূর্য্যাংশ লইয়া যে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের জন্ম, ইহা সর্ব্বথা অপ্রসিদ্ধও নহে। এবিষয়ে আমি আর একটি প্রাচীন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৪৬৬ শকে চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতেও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের সূর্য্যাবংশ লইয়া জন্মগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

অবনীতে অবতরি, শ্রীচৈতন্য নাম ধরি,
বন্দহ ন্যাসী চূড়ামণি।
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ কন্দ,
পতিতেরে লওয়ায় শরণী॥
ভুবনে বিখ্যাত নাম সুধন্য সুপুণ্য গ্রাম,
জম্বুদ্বীপ সার নবদ্বীপ।
জন্ম কলি একাকারে, শ্রীচৈতন্য অবতারে,
প্রকাশিলা শ্রীহরি সঙ্গীত॥
নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর,
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবন অবতংশ হইয়া মিহির অংশ,
[illegible]

— এই গ্রন্থখানি ৩৫৩ বৎসরের প্রাচীন। গ্রন্থকার যে রাজার আশ্রয়ে থাকিতেন, অবশ্যই তিনি সেই রাজপুস্তকালয় হইতে ভবিষ্যপুরাণ দেখিয়াই জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরের যে সূর্য্যাংশে জন্মগ্রহণ, এই কথা লিখিয়াছেন। যেহেতু শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের সূর্য্যাংশত্ব লিখিত হয় নাই, সুতরাং ভবিষ্যপুরাণ ব্যতিত এ সন্ধান আর তিনি কোথায় পাইবেন।

ইহার পরে শচীদেবীর গর্ভাধান বর্ণন এইরূপ,—

ভাদ্রে শুক্লে গুরৌ বারে দ্বাদশ্যাং ব্রহ্মমণ্ডলে।
প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং বিষ্ণু ধৃত্বা সর্ব্বকলাং হরিঃ॥

অর্থাৎ ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশী গুরুবারে সকল কলার সহিত অর্থাৎ পূর্ণরূপে শ্রীবিষ্ণু শচীদেবীর শরীরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই কথাটি আপাততঃ শুনিতে কিছু বিরুদ্ধ বোধ হয়, কিন্তু বিচার করিলে সে বিরোধ থাকে না। শ্রীমুরারিগুপ্তের করচায় লিখিত আছে—

গতে দেবর্ষি বর্যে তু স্বাশ্রমে ভগবান্ পরঃ।
জগন্নাথস্য বিপ্রর্ষের্মনস্তাবিশদচ্যুতঃ॥
তেনাহিতং মহত্তেজো দধার সময়ে সতী।
এতস্মিন্নন্তরে সাধ্বী শচী পতিপরায়ণা॥
লেভে গর্ভং * * ইত্যাদি।

অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠ হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলে পরম পুরুষ ভগবান্ অচ্যুত শ্রীজগন্নাথমিশ্রের মনে প্রবেশ করিলেন। সেই জগন্নাথমিশ্রের শরীরস্থ তেজ সতী অর্থাৎ শচীদেবী সময়ে ধারণ করিলেন। ইহার পরে পতিপরায়ণা সাধ্বী শচীদেবী গর্ভ ধারণ করিলেন। এই কথাগুলির মধ্যে জগন্নাথ মিশ্রের শরীরস্থ বিষ্ণুতেজ শচী দেবীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালটিই ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশী বুঝিতে হইবে। ইহার পরে মাঘ মাসে শচীদেবীর গর্ভ ধারণ, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রসিদ্ধই আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশচী-গৃহ।

(শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি)

"কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে
বাসনা পুরল মোর।"

শ্রীনবদ্বীপে শচী-গৃহ ভক্তজনের প্রাণপ্রিয়তম আরাধ্য স্থান; এই গৃহে ভক্তজনের চির বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ভক্তজনের সে বাসনা কি, ও কেমন করিয়া তাহা পূর্ণ হয়, তাহা বলিবার আগে শচীগৃহের কথা একটু বলিব।

শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপের এক অতি বড় পণ্ডিত ছিলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি কিন্তু নবদ্বীপের লোক নহেন, তাঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল।

শকাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্টে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়—দুর্ভিক্ষের আনুসঙ্গিক চুরি ডাকাতি ও নানা উপদ্রব উপস্থিত হইলে এবং তজ্জন্য গ্রামের ভাল লোক অনেকেই দেশত্যাগী হইলে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও আর দেশে থাকা সঙ্গত বোধ করিলেন না; স্বীয় জন্মস্থান জয়পুর (গ্রাম) ত্যাগ করিয়া অনুজ জগন্নাথ মিশ্র ও স্ত্রী পুত্রাদিসহ নবদ্বীপের বেলপুখরিয়া পল্লীতে গমন করেন।

"নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র জগন্নাথে*,
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে।"
শ্রীজয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল।

নীলাম্বর-পত্নীর নাম বিলাসিনীদেবী। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেশ্বর ও কন্যা শচী দেবী জয়পুরে জাত হন। নবদ্বীপাগমনের পর দ্বিতীয় তনয় বিষ্ণুদাস (নামান্তর রত্নগর্ভ) ও কনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বজয়া জন্মগ্রহণ করেন।

নবদ্বীপ তখন সংস্কৃত শিক্ষার এক কেন্দ্রস্থল ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের তথা শ্রীহট্টের অনেক ছাত্র নবদ্বীপে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নবদ্বীপের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়ায়, নবদ্বীপে শ্রীহট্টিয় একটি পাড়া বসিয়াছিল,—ঐ পাড়াই শ্রীমায়াপুর।

শ্রীহট্টান্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ নিবাসী উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথ তখন নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন; তিনি কৃতিত্বের সহিত "পুরন্দর" পদবী প্রাপ্ত হন।

নবদ্বীপে যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের একটি সমাজ গঠিত হইয়াছিল; বিবাহাদি তাঁহাদের মধ্যেই চলিত।

জগন্নাথ মিশ্র 'পুরন্দর' পদবী প্রাপ্তির পর, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী

---

* নামসাম্যে, কেহ কেহ, শ্রীগৌরাঙ্গ-পিতা জগন্নাথ মিশ্র নীলাম্বরের একসঙ্গে নবদ্বীপ গমন করেন মনে করিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁহার করে, স্বীয় দুহিতারত্ন শচীকে সমর্পন করেন। তখন জগন্নাথ মিশ্র কাজেই নবদ্বীপের মায়াপুরে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই ভক্ত্যারাধ্য স্থানই শ্রীশচীগৃহ। এই স্থানেই শচীর গর্ভে অষ্ট কন্যা জাত হন; তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই কাল কবলিত হইয়া পড়িলে, এই শচী-গৃহেই বিশ্বরূপ জাত হন এবং তৎপর ১৪০৭ শকাব্দে শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

সে অনেক পরের কথা। গোবিন্দ নামে একব্যক্তি ১৪৩০ শকে পারিবারিক বিবাদে উত্যক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করেন। তিনি কাটোয়াতে আসিয়া শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রের নামগুণ শুনিতে পাইলেন। কি না—তিনি পরম দয়াময় এবং মানুষ নহেন; কি না—তিনি শ্রীভগবান।

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে ভক্তবর্গকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন; প্রভুর আকর্ষণে তখন নানা দেশের ভক্তগণ নবদ্বীপে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। গোবিন্দ কাজেই গৌর-দর্শনে ছুটিলেন, মাঠে মাঠে সমস্ত দিন চলিয়া নবদ্বীপে "মিশ্র-ঘাটে" আসিয়া বসিলেন ও নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ কিছুক্ষণ বসিয়া গৌরের কথা ভাবিতেছেন, মনে মনে গৌরকে ডাকিতেছেন—

"হেনকালে—শ্রীচৈতন্য আইলেন স্নানে।
কটিতে গামছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন।
সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্ল বদন॥
সঙ্গে চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে।
স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে॥
অবধৌত বীর পাড় হৈতে ঝাঁপ দিলা।
সাঁতারিয়া জলকেলি করিতে লাগিলা॥
শ্রীবাস ঠাকুর পিছু পিছু দামোদর।
সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর॥
অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই॥
পককেশ পকদাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥"

গোবিন্দদাসের কড়চা।

তখন—

"আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু।
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু॥" ঐ।

তৎপর—

স্নান করি গোরাচাঁদ উঠিলা ডাঙ্গায়।
কুটিল কুন্তল রাশি পৃষ্ঠেতে লোটায়॥
শুদ্ধ স্বুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীলপদ্ম দল সম সুদীর্ঘ নয়ন॥
সুন্দর কপোলযুগ প্রশস্ত ললাট।
সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট॥" ঐ।

আর দেখিলেন—

"আলতা রঞ্জিত যেন যুগল চরণ।
নিরখিলে মুগ্ধ হয় মুনির নয়ন॥" ঐ।

আরও দেখিলেন—

'হরি বলি অশ্রুপাত করে মোর গোরা।
পিচকারী ধারা সম বহে অশ্রুধারা॥" ঐ।

তখন গোবিন্দের হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, তাঁহার তখন "কি-জানি-কেমন-ভাব উপজিল মনে।" কেবল তাহাই নহে, তখন তাঁহার—

"কদম্ব কুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল।
থর থরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥" ঐ।

আর—

"ঘামিয়া উঠিল অঙ্গ তিতিল বসন।" ঐ।

গোবিন্দের ভাগ্যোদয় হইয়াছে, আত্মবিস্মৃত গোবিন্দের প্রতি প্রভু চাহিতেই, তিনি তাঁহার ব্রহ্মাবন্দিত রাজীবপদে পতিত হইলেন।

গোবিন্দ নিমেষশূন্য নয়নে নেহারিতেছেন অপূর্ব্বরূপ,—

"হরিনামে সদা মত্ত অতি ক্ষীণ কায়।" ঐ।

আর কি?—না—

"হাসিতে অমিয়ধারা পড়ে অবিরত।" ঐ।

তখন তাঁর—

"অঙ্গের সৌরভে চিত্ত হইল মোহিত।" ঐ।

গোবিন্দের মনে তখন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে; গোবিন্দ বলেন—

"সে যে কিবা ভাব তাহা বলিব কেমতে? ঐ।

তার পর গোবিন্দের হৃদয় কি এক অজ্ঞাত অপূর্ব

আনন্দে,—কি জানি কি মদিরাময় আবেশে বিবশ হইয়া গেল,—ঝরিতে লাগিল কেবল নয়নে জলধারা,—ভাসিতে লাগিল নয়নে কেবল সেই মহামহিম ত্রিজগতাকর্ষী অমিয় মূর্ত্তি, সে রূপ আহা! কি বলিব?—

"অমৃত ধারায় বুঝি চাঁদেরে ছানিয়া।
কোন্ বিধি নিরজনে গড়েছে বসিয়া॥ ঐ।

গোবিন্দের সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইল। গোবিন্দ তখন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভুর কৃপা পাইয়াছেন. নিরুপায়ের উপায়, নিরাশ্রয় গোবিন্দকে আশ্রয় দিয়াছেন; তাঁহার আর ভাবনা কি? গোবিন্দ প্রভুর গৃহে গেলেন; গৃহ নিকটেই।

গোবিন্দ দেখিলেন—

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচ খানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রভুর বাস।
হরিনামে মত্ত প্রভু সদাই উল্লাস॥" ঐ।

শ্রীশচী-গৃহ প্রাচীরপ্রবেষ্টিত ছিল, কীর্ত্তনকালে বহির্দ্বার বন্ধ করা হইত। বাড়ীখানা দ্বিখণ্ডে বিভক্ত, প্রথম খণ্ড বহির্ভাগে। ঐ খণ্ডে একখানা মাত্র গৃহ ছিল; ঐ গৃহেই একদা শচীসুত বংশীবাদন করিয়াছিলেন। ঐ গৃহেই সর্ব্বপ্রথমে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ হইয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গের চতুষ্পাঠী ছিল ভাগ্যবান মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে,—মুকুন্দ সঞ্জয় ধনবান ব্যক্তি, তাঁহার বহিঃপ্রাঙ্গনের প্রশস্ত গৃহে প্রভু বহু শিষ্য লইয়া বসিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে আসিয়া কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলতায় ছাত্রগণকে আর পড়াইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ হৃদয়ে, কৃষ্ণ বাহিরে, কৃষ্ণ সর্ব্বত্র। ছাত্রকে পাঠ দিতে চেষ্টা করেন—আসে মুখে কৃষ্ণনাম-গুণ ব্যাখ্যা; পাঠ যে আর চলে না? কাজেই ছাত্রগণকে বিদায় দিলেন।

এমন মধুর অধ্যাপককে কে পায়? এমন অধ্যাপককে হায়! কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল; অধ্যাপকেরও নয়নে বারিধারা। অধ্যাপক আশীর্ব্বাদ করিয়া শিষ্যবর্গকে বিদায় করিলেন—

"যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মিলি কৃষ্ণ বলিবাও এক ঠাঁই॥"‡

‡ শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শিষ্যগণ নয়নজলে ভাসিয়া আকুলচিত্তে স্ব স্ব গৃহে গেলেন। নিমাইর অধ্যাপনা শেষ হইল—টোলটি সেই হইতে ভাঙ্গিয়া গেল।

ছাত্রগণ কিন্তু একতিলও আর তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না; অধ্যাপকের বাক্য—সবে মিলি এক ঠাঁই কৃষ্ণ বলিবেন; কাজেই রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহারা পালে পালে পালে, কাতারে কাতারে কাতারে, প্রভুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তখন তাঁহাদিগকে লইয়া বহিঃপ্রাঙ্গনের সেই বিস্তৃত গৃহে বসিলেন; আর উঠিল তথায় আদি কীর্ত্তন—

"হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপন কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥"—চৈঃ ভাঃ

প্রভু কৃষ্ণনামাবেশে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত, শিষ্যসমূহও নামোন্মাদে উন্মত্ত। বায়ুস্তর মথিত করিয়া—গগন ভেদিয়া উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনি ব্যোমরাজ্যে বিস্তৃত হইতেছে; তখন—

"গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া নগর।
ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর॥" চৈঃ ভাঃ

সেই শ্রীগৌরাঙ্গের আদি সংকীর্ত্তনের পুণ্যপীঠই ঐ বহিঃপ্রাঙ্গণের পবিত্র গৃহ।

ভিতরে চারিখানা গৃহ, তন্মধ্যে উত্তরের গৃহখানিই দেবগৃহ, ঐ গৃহে শ্রীচক্র বিরাজিত; প্রভু কখন কখন স্বয়ং পরিমার্জ্জন করিতেন।*

অন্য একখানা গৃহে শ্রীশচীদেবী বাস করিতেন, এখানি পূর্ব্বদিকে ছিল। তৃতীয় গৃহের নাম "লক্ষ্মীবিলাস গৃহ,"। § ঐ গৃহখানা সর্ব্বোত্তম, সুপ্রসর ও সুসজ্জিত ছিল§। এখানি বড় ঘর এবং পশ্চিমে অবস্থিত। উহা নানাবিধ পবিত্র ও মনোরম বস্তুতে পূর্ণ ছিল। এই গৃহের একধারে স্তরে স্তরে ভক্তিগ্রন্থরাজি স্থাপিত; এক পার্শ্বে নিত্য ব্যবহার্য্য সুসজ্জিত উজ্জ্বল ধাতব পাত্র সমূহ সজ্জিত। বসন-সংরক্ষিণীতে প্রভুর ব্যবহার্য্য "কৃষ্ণকেলি বসন" (কালপেড়ে ধুতি?) ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নীলশাটি সমূহ

* মুরারিগুপ্তের চৈতন্যচরিত।

§ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

কুঞ্চিতাকারে দোলায়মান। গৃহের প্রাচীরসন্নিধি সুন্দর পর্য্যঙ্ক বিরাজিত; শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতেই শয়ন করেন। প্রাচীরের উপরে মনবিমোহন চিত্র। একখানা চিত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ রহিয়াছেন, সম্মুখে গরুড় যোড়করে দণ্ডায়মান। অন্য চিত্রে নারায়ণ অনন্ত শয্যায় শায়িত, লক্ষ্মী চরণসেবা করিতেছেন; নাভিকমল হইতে কমলযোনি জাত হইয়াছেন, প্রদর্শিত। চতুর্থ গৃহ পাকমন্দির; ইহার একটি প্রকোষ্ঠে "ভাণ্ডার" স্থাপিত। তথায় ভূরি পরিমিত উৎকৃষ্ট তণ্ডুল ও মুদ্গ, মাষ প্রভৃতি পাত্রে পাত্রে সঞ্চিত। পাত্রে পাত্রে মধু, শর্করা, ঐক্ষব, বিবিধ মশালা ও গোধূমচূর্ণাদি রক্ষিত। অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত হয়। এই গৃহেই অধিকাংশ সময়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সখিগণ সহ সংবেষ্টিতা থাকেন। এই গৃহেই সখিগণ সহ বিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দে নিমগন থাকিয়া সেবাকার্য্যে নিয়োজিতা রহেন।

শ্রীশচীগৃহে প্রত্যহ কাঞ্চনা, অমিতা ও চিত্রাদি সহচরিগণের আগমন ঘটে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া তাঁহারা প্রেমার্ণবে নিত্য নিমগ্ন হন।

শ্রীবাসভার্য্যা মালিনী, অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী, শচী-সহোদরা সর্ব্বজয়া, ধাত্রীমাতা ক্ষেমঙ্করী, মুরারিগুপ্ত-ঘরণী মালতী এবং সর্ব্বাণী, সুলোচনা প্রভৃতি প্রবীণাগণও আগমন করেন। তাঁহারাও শচীমাতার সহিত স্নেহামৃত সঞ্চন ও সেবার সাহচর্য্য করিয়া থাকেন।

আর আসিয়া থাকেন পার্ষদবর্গ। তন্মধ্যে প্রভুবর অবধৌত নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য; ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস ও প্রাণপ্রিয়তম গদাধর এবং মুরারি মুকুন্দ ও নরহরি হরিদাস প্রভৃতি প্রধান। তাহাতে প্রেমানন্দ-বারিধি উচ্ছসিত হয়; অন্য ইষ্টগোষ্ঠি, আনন্দকৌতুক, ভোজনবিহার ও কীর্ত্তনতত্তায় দিবা অতিবাহিত হইয়া থাকে। এস্থানে তাহা বর্ণনের স্থানাভাব; ক্রমশঃ তাহা কথিত হইবে।

অল্পদিন হইল, এই শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অপ্রান্ত প্রধান লীলালেখক, শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী মহোদয় "শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অষ্টকালীয় লীলা" নামক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভক্তবর্গকে উপহার দিয়াছেন, তাহাতেই সে অপূর্ব্ব নিত্যলীলা-বারিধির মধুর কল্লোল-ধ্বনি শ্রুত হইবে। প্রত্যেক সৌভাগ্যবান্ গৌরভক্ত উহা সংগ্রহ করিবেন।

এই "শচীর ভবন" ভক্তজনের প্রাণের সামগ্রী; শচীর ভবনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ভক্তের সদা স্মর্ত্তব্য। শচীর ভবনেই ভক্তের সর্ব্ববাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। এজন্য শচী-গৃহের পরিচয় প্রথমেই প্রয়োজন এবং এই জন্যই শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলা-কথা বলিবার আগে শ্রীশচীগৃহকে প্রণাম করিতেছি।

* শ্রীচিত্রলেখা লক্ষ্মীদেবীর সহচরী। পরে তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গিনী হন। (জয়ানন্দ)

সন্দেহের প্রতিকার।

(শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজী)

এই শ্রীপত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং পৌরাণিক গৌরাঙ্গলীলা নামে একটি প্রবন্ধে ভবিষ্যপুরাণ হইতে তদ্বিষয়ক কথা বিবৃত হইতেছে। এই গুলি সময়োপযোগী সুন্দর ও জগন্মঙ্গলকর কর্ত্তব্য কার্য্য।

কিন্তু কালপ্রভাবে বর্ত্তমানে শাস্ত্রবাদী ও যুক্তিবাদী দ্বিবিধ অবিশ্বাসীর সংখ্যাই সংবর্দ্ধিত হইতেছে। প্রথম দল শাস্ত্রীয় শ্লোক শুনিলেই, উহা সেই শাস্ত্রের কোন অংশে কি প্রসঙ্গে কত সংখ্যক শ্লোক আছে ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া বসেন, তাহা দেখাইয়া দিলেও দ্বিতীয় দল বলেন ঐটি যে প্রক্ষিপ্ত নয় তাহার প্রমাণ কি? কারণ যদি এত শাস্ত্রে এমন সব প্রমাণ সত্যসত্যই বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীমদ্রূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণ ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এবং "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" ইত্যাদ্য দুইটি শ্লোক এবং মহাভারতের "সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গঃ" ইত্যাদ্য একটি শ্লোক ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই কেন?

সুবিজ্ঞ বৈষ্ণব লেখকগণ এসকল প্রশ্নের উত্তর-নিরসন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিলেই ভাল হয়, কিন্তু আমাদের পৌরাণিক গৌরাঙ্গলীলার সুযোগ্য সুপণ্ডিত বহুদর্শী লেখক মহোদয়ও 'সামঞ্জস্য বিষয়ে বর্ত্তমানে কিছুই বলিবেন না' বলায় অবশ্যই বিচারলিপ্সু পাঠকগণ নিরাস ও মর্ম্মাহত

অতএব এই পত্রিকাতেই বিরুদ্ধ সন্দেহের ও তর্কের ভিত্তি যে অমূলক কথনমাত্র, একথা সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাই অযোগ্য হইয়াও আমরা তাহার সুত্রপাত করিলাম। রোগজীর্ণ ও জরাজীর্ণ শরীরে পুরাণাদি শাস্ত্রান্বেষণের পরিশ্রম সহিবে না, এবং সময় ও সুবিধার অত্যন্ত অভাব। অতএব আমরা কেবল দ্বিতীয় কথার উত্তরে শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র যাহা বলাইতেছেন তাহাই নিবেদন করিতেছি।

শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে স্বয়ংসিদ্ধ স্বপ্রকাশ বস্তুর পরিচয় গ্রহণটি নিজ হস্তের কঙ্কণ দর্পনে দর্শনের ন্যায় হাস্যকর ব্যাপার! গোস্বামীগণ নিজেই আমার প্রভুর ভগবত্তার প্রত্যক্ষ দর্শক সাক্ষী—তাঁহার অলৌকিক লীলা, অসাধারণ প্রভাব, ভগবল্লক্ষণান্বিত আকৃতি প্রকৃতি, অলৌকিক শক্ত্যাদি বিশেষরূপে দর্শনানুভব ও বিচার করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া চিনিয়া তদীয় শ্রীচরণে আত্মসমর্পন করেন। ঐ সব প্রসঙ্গ এবং রাজার তুল্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও নবাবের উজীরি প্রভৃতি অবহেলে ত্যাগ করিয়া পরম পণ্ডিত তাঁহারা, কেন কি সুখের লাগিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন? সেই সব বিস্ময়কর কাহিনী এবং প্রভুর কৃপায় তাঁহারা কি প্রকার কল্পনাতীত সৌভাগ্য ও অপার্থিব সুখসম্পদাদি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া জীবগণ নিজপ্রভুর রূপ গুণাদিতে মজিলেই তৎকৃপালাভে ধন্য হইবে বলিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থাদিতে তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছেন।

কোনও বস্তুর, ব্যক্তির বা ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শকগণ যেমন নিজের প্রত্যক্ষানুরূপ তত্তদ্বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু সেই বস্তু, ব্যক্তি, বা ঘটনার অপর প্রত্যক্ষানুভূতি সাক্ষীগণের বাক্য নিজ বর্ণিত সেই বস্ত্বাদির অস্তিত্বের প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেন না। তেমনি মহা অভিজ্ঞ পূজ্যপাদ গোস্বামী পাদগণও নানা শাস্ত্রীয় শ্লোক সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেন নাই।

বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রমাণে কোনও অবতারের ভগবত্তা জানিলে তৎপ্রতি ভয়সঙ্কোচ মিশ্রাভক্তি জন্মে, শুদ্ধাভক্তি জন্মে না,—তাঁহাতে মনও মজে না। কাজেই প্রেমলাভের পরবর্ত্তী পরম কৃপা প্রাপ্তিতে বাধা বা বিলম্ব ঘটে। সুতরাং ধ্যানে বা জ্ঞানে পরোক্ষানুভবী শাস্ত্রকারগণের বাক্যদ্বারা কাহাকেও নিজ প্রভুর ভগবত্তা অনুভব করাইবার তাদৃশ প্রয়াস তাঁহাদের ছিল না।

তাঁহারা যেরূপ জোর কলমে নিজেদের সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়—এবিষয় কেহ অবিশ্বাস করিবেন, এ বিশ্বাস—প্রভুর অপ্রকটের অব্যবহিত পরেও তাঁহাদের ছিল না। সে দলের সর্ব্বমান্য সর্ব্বতত্ত্ব বিশারদ শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীর কড়চার এক "যদদ্বৈত" শ্লোকেই একথা বেশ জানা যায়, সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটী এই—

> যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।
> য আত্মান্তর্যামিপুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
> ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো যঃ ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
> ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

এই শ্লোকটি তাঁহাদের সন্দেহ গন্ধশূন্য সুদৃঢ় বিশ্বাসের জাজ্জ্বল্য মান প্রমাণ নয় কি?

কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তাৎকালিক বা ভবিষ্যত্তীয় দুর্ভাগ্য জনগণের মতিগতি বিচারে সুদূরদর্শী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়—প্রকট লীলাকালে প্রভুর ভগবত্তা বিষয়ে সিদ্ধজ্ঞানী ব্রহ্মানন্দ ভারতী ও পরম পণ্ডিত গোপীনাথ আচার্য্য মহোদয়দ্বয় রহস্য প্রসঙ্গাধীনে—শ্রীমদ্ভাগবতের ও মহাভারতের প্রথমোক্ত শ্লোকদ্বয় প্রদর্শন দ্বারা যে সিদ্ধান্ত করেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে তাহা বলিয়াও—

> অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মণ্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
> হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

এই উপপুরাণের শ্লোকটি* আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও গোস্বামিপাদগণের বিচারে (সে বিচারতত্ত্ব সন্দর্ভে বিবৃত আছে) কোন কোন শাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত অপেক্ষা প্রমাণ্য নহে, তথাপি এই শ্লোকটি গ্রহণ করিয়া প্রকাশের ইহাই মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়, যে অন্যান্য শাস্ত্রেও এবিষয়ের প্রমাণাভাব নাই।

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্যেও তাহাই ব্যক্ত হয়—

* কেহ কেহ বলেন এটি বায়ুপুরাণের শ্লোক, তবেই উপপুরাণের শ্লোক বটে।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজ বিলাসিনঃ॥

এই সরলার্থক শ্লোকোক্ত "শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা" কথাটি বিশেষ ভাবে বিচার্য্য; ইহা দ্বারা বেশ জানা যায় যে—প্রচ্ছন্নাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ—বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রের ভিতরে কথিত আছে।

তথাপি অনুধাবনীয় কথা এই যে, বহুত্র বহুজনের দ্বারা সর্ব্বদা আলোচনীয় বেদ ভাগবতাদি বড় বড় শাস্ত্রে প্রায়শঃ তাঁহার প্রচ্ছন্ন বর্ণনা;—সুতরাং অন্যার্থ কল্পনা চলে। আবার যে সকল শাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টাক্ষর বাক্য আছে, সচরাচর সেগুলির অতি অল্প আলোচনা হয়। যাহা হয় তাহাও প্রায়শঃ বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধেই হইয়া থাকে, সুতরাং প্রভুর ভগবত্তা বিষয়ক কথাগুলি গর্ব্বাভিমানী সাধারণ শাস্ত্রালোচক-মণ্ডলীর নিকট গুপ্ত থাকে।

ফলকথা শ্রীভগবান যেমন সাক্ষাৎ দর্শন দান করিলেও তাঁহার কৃপা বিনা তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না, তেমনি শ্রীচৈতন্যস্বরূপের বিশেষ করুণা বিনা শাস্ত্রের গর্ভ-নিহিত তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়াদিও জ্ঞান-নয়নের গোচরীভূত হয় না। সুতরাং এই শ্লোকের তাৎপর্য্যও কবিরাজ গোস্বামিপাদ কৃপা করিয়া বাক্যভঙ্গীতে বলিয়া দিয়াছেন যে—"শাস্ত্রে সংক্ষিপ্তাক্ষরে প্রভুর কথা আছে"। অতএব এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মহানুভব লেখক মহাশয়ের ধৃত ও অধৃত প্রভুর ভগবত্তা ও স্বরূপ প্রদর্শক শ্লোকগুলিকে যাঁহারা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির ন্যায় নূতন ও অদ্ভুত সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রান্তমূলক ও অবিশুদ্ধ।

জগন্মঙ্গলাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল বক্তব্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-ব্যাখ্যায় বলিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ মাধুকুরী পত্রিকায় প্রকাশ হইবার কথা। অতএব আজিকার মত এই স্থানেই আমার বিদায়ের বৈষ্ণবাভিবন্দন। ইতি—

গৌরকথা ও গৌরকীর্ত্তন-পদাবলী।

(প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী)

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—
শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
[illegible]

অর্থাৎ গৌরকথা শ্রবণ কর, গান কর,—আর চিন্তা কর। কবিরাজ গোস্বামীর এই তিনটী আদেশ গৌরভক্তগণের নিত্য পালনীয়। যেখানে গৌর কথা হয়, গৌরলীলা পাঠ হয়, গৌরকীর্ত্তন হয়, সেখানে নিত্য গমন কর,—যিনি গৌরকথা, গৌরতত্ত্ব, গৌরলীলারসকথা কহিতে জানেন, তাঁহার নিত্য সঙ্গ কর। পূজা আহ্নিকের মত ইহা গৌর-ভক্তগণের নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য। তাহার পর দ্বিতীয় আজ্ঞা,—গৌরাঙ্গনাম ও লীলাগান কর। ইহারই নাম কীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন ইত্যাদি। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যার নামও কীর্ত্তন। এই যে গৌরকীর্ত্তন,—ইহার অসংখ্য মহাজনী পদ আছে। এই সকল পদরচয়িতা গৌরভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর নিত্যপার্ষদ ছিলেন। তাঁহার মধুর লীলা ও অপরূপ রূপ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এই সকল পদরত্নগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব পদরত্নগুলি মধুর ভাষায় রচিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি-উদ্দীপক। এই সকল পদরত্নগুলি গৌরকথার অফুরন্ত উৎস। এক একটি পদ লইয়া সমস্ত দিন ধরিয়া কথকতা করিতে পারা যায়, আখর দিয়া প্রহরেক কাল কীর্ত্তন করা যায়। ইহাই হইল গৌরভক্তগণের ভজনাঙ্গ। গৌরকীর্ত্তনের আদি পদ আমাদের পূজ্যপাদ গৌর-আনা গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নীলাচলে বসিয়া রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে প্রভুর প্রকট কালে গৌরকীর্ত্তনের পদ আর কেহ রচনা করেন নাই, যদিও দুই একটি কেহ রচনা করিয়া থাকেন, তাহা প্রকাশ্যভাবে কীর্ত্তন করিতে কেহ সাহস করেন নাই, কারণ প্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার; আপনাকে লুকাইতে তিনি ভাল বাসিতেন। প্রকটকালে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে তাঁহার নিষেধ ছিল। কিন্তু আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞিটি প্রভুর এ আদেশ মানিলেন না। তিনি একদিন নীলাচলে বসিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সহিত গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—রাজপথে গৌর-নগরকীর্ত্তন বাহির করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু রচিত গৌর-কীর্ত্তনের এই আদি পদ শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই যথা—

"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর।
দীন-দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর॥"

[illegible]

সঙ্গে তিনি নীলাচলের রাজপথে বাহির হইলেন। ভক্তগণ ভয়ে আকুল হইলেন, কারণ প্রভু তাঁহার এইরূপ নাম কীর্ত্তন শুনিলে কি মনে করিবেন? কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতসিংহ হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া নাচিতে নাচিতে সকলকে নির্ভয় দিয়া কহিলেন—

'নাচি আমি,—তোমরা চৈতন্য যশ গাও।
সিংহ হই গাহি,—পাছে মনে ভয় পাও॥" চৈঃ ভাঃ

তখন ভক্তগণ ধুয়া ধরিলেন—

কেহো বোলে "জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।"
কেহো বোলে "জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"
"জয় সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয় শ্রীগৌর-গোপাল।"
"জয় ভক্তজন-প্রিয় পাষণ্ডীর কাল॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে মিলিয়া তখন প্রেমভরে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর নাম, লীলা, গুণ ও রূপ বিষয়ক একটি পদ গাইতে লাগিলেন। এই পদরত্নটিও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু রচিত। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই পদরত্নটিও তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা,—

শ্রীরাগ।

পুলকে চর্চ্চিত গায়, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখরে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠ নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি,
সংকীর্ত্তনে করেন বিহার॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে রে।
ন্যাসীবর রূপ ধর, আপনা রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে॥ ধ্রু।
জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর করুণা সিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবন রায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ পুরন্দর,
চরণ কমলে দেহ ছায়া॥

এই হইল গৌর-কীর্ত্তনের আদি পদ। ইহার রচয়িতা স্বয়ং গৌর-আনা-গোঁসাঞি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। তাঁহার রচিত আরও গৌর-কীর্ত্তনের পদ আছে, তবে ভণিতায় তাঁহার নাম না থাকায় সঠিক বলা যায় না, সেগুলি তাঁহার রচিত কি না।

ইহার পর গৌর-কীর্ত্তনের সহস্র সহস্র মহাজনী পদ রচিত হইয়াছে,—সেগুলি গৌরভক্তবৃন্দের কণ্ঠমণি স্বরূপ। অদ্যাবধিও গৌরকীর্ত্তনের পদ গৌরভক্ত কবিগণ নিত্য রচনা করিতেছেন, কারণ ইহা তাঁহাদের ভজনাঙ্গ। মহাজনী পদ ভিন্ন এইভাবে কত শত সহস্র পদ যে রচিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা একত্রে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিলে প্রকাণ্ডাকার এক গৌর-পদ-সমুদ্র গ্রন্থ হয়। এরূপ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থের সঙ্কলন প্রয়োজন। তাহা হইলে গৌর-কীর্ত্তনের পদসংখ্যা নির্ণীত হয়। অদ্যাবধি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারবিষয়ক পদ যত রচিত হইয়াছে, অন্য অবতার বিষয়ক তত পদ রচিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিধিবদ্ধভাবে এই সকল পদাবলী স্থায়ীরূপে গ্রন্থাকারে রক্ষিত হওয়া উচিত। নিত্যধামগত জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় সঙ্কলিত "গৌরপদ-তরঙ্গিণী" শ্রীগ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন গণের শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক, পদ সকল সংগৃহিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী মহাজনগণের পদ সকল এই ভাবে সংগৃহিত ও সঙ্কলিত হইয়া গ্রন্থাকারে সংরক্ষণীয়। এই শুভ অনুষ্ঠানে ধনী গৌরভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এক শ্রেণীর গৌরভক্ত আছেন, যাঁহারা আধুনিক পদ বা গ্রন্থ দেখিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন। মহাজনী পদ ভিন্ন তাঁহারা অন্য কিছু শুনিতে চাহেন না, প্রাচীন মহাজনী গ্রন্থ ভিন্ন অন্য গ্রন্থ তাঁহারা পাঠ করেন না। ইহা তাঁহাদিগের মহাজন-প্রীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যে উদীয়মান গৌরভক্ত কবিগণ, তাঁহারও সাধক, তাঁহাদিগেরও পদ শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক। এই সকল নবীন গৌরভক্তকবিগণ কালে যে মহাজন হইবেন না, এ কথা কে বলিতে পারে? তাঁহাদের রচিত পদগুলিকে আধুনিক বলিয়া একেবারে ছাটিয়া ফেলিলে চলিবে কেন? এই সকল পদের বিষয়, সম্বন্ধ ও ভাব বিচার করিতে হইবে, এই সকল নব নব উদীয়মান গৌরভক্ত কবিদিগের উৎসাহ দিতে হইবে, তবে তাঁহারা উৎসাহান্বিত হইবেন, তবে তাঁহাদিগের মনে গৌর-প্রেমের উৎস ছুটিবে। এই সকল আধুনিক পদে অনেক দোষ আছে, স্বীকার করি, রসাভাস দুষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে যে গৌর-

কথা আছে—গৌরনাম আছে—তাহা কি অনা-

রের বস্তু? তাহা কি ফেলিবার বস্তু? এই সকল আধুনিক পদের ও পদকর্ত্তাদিগের অমর্য্যাদা ও অনাদর করিলে অপরাধ অর্জ্জন করা হয়। গুণরাজখান "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামক একখানি ক্ষুদ্র ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের একস্থানে লিখিত ছিল, "নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই গ্রন্থের এই অংশটুকু পাঠ করিয়াই মহানন্দে প্রেমভরে কহিয়াছিলেন—

"এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত।"

ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথা। অতএব বুঝুন, পদ বা গ্রন্থ আধুনিকই হউন, বা প্রাচীনই হউন, তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহাতে কি বস্তু আছে, কি সম্বন্ধে এই সকল পদ রচিত হইয়াছে, কি তত্ত্ব এই সকল গ্রন্থে নিহিত আছে, তাহা বিচার না করিয়া আধুনিক গ্রন্থ বা পদের নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা, এবং এইরূপে গ্রন্থকর্ত্তা বা পদ কর্ত্তার অসম্মান করা, শাস্ত্রানুসারে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ অনুসারে বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া গণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পূজ্যপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞি যখন তাঁহার রচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" শ্রীগ্রন্থ সংশোধন করিতে দেন, তখন তিনি কি বলিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক গৌরভক্তের স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন,—

প্রভু বলে "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥" চৈঃ ভাঃ

সর্ব্ববিষয়েই প্রথমে বিচার করিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক আধুনিক পদ বা গ্রন্থ যে সর্ব্বথা নিন্দনীয়, তাহা হইতেই পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর নাম গুণ, রূপ, লীলা বর্ণনা যাহাতে আছে, তাহা নিন্দনীয় মনে করা মহা অপরাধের কথা। প্রাচীন ও আধুনিক সকল বিষয় লইয়া বিচার করিতে হইবে। ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন—

মহাজনের যেই পথ তাতে হ'ব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, এই সকল নব নব উদীয়মান গৌরভক্ত কবিগণের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতিপূর্ণ পদ যথাযোগ্য উৎসাহ দিতে হইবে। কোটি কোটির মধ্যে একজন ভাগ্যবান গৌরভক্ত দৃষ্ট হয়। যিনি একবার মাত্র গৌরনাম করিয়াছেন, তিনি আমাদের বড় আদরের বস্তু,—গৌরনাম করে কয় জন? শ্রীগৌরাঙ্গগুণ গায় কয়জন? বহু ভাগ্য না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গচরণে রতিমতি হয় না, কোটি জন্মের সাধনফলে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে জীবের রতি মতি হয়। যিনি একটি শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক পদ লিখিয়াছেন,—তিনি আমাদের মাথার মণি। ভক্তি জগতে আধুনিকতা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গনামের যেমন আধুনিকত্ব নাই, তাঁহার সম্বন্ধের কোন বস্তুতেই আধুনিকত্ব আরোপিত করা যাইতে পারে না। প্রাচীন গৌরভক্ত ও নবীন গৌরভক্ত উভয়েই ভক্ত; শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশে দেখিতে পাই বৈষ্ণবের মধ্যে ছোট বড় ভেদজ্ঞান অপরাধ বলিয়া গণ্য (১)। ভক্তি জগতে ভক্তি লইয়াই সম্বন্ধ; বিচার করিয়া দেখ, এই সকল পদ শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তিভাবপূর্ণ কিনা,—শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত-ভাবানুরূপ কি না? ইহা অপেক্ষা তুমি আর কি চাও? রসাভাসদুষ্ট পদ রসিকভক্তগণের মনঃপূত না হইতে পারে, কিন্তু রসিকভক্ত কয় জন? কে তার বিচারক? রসের ভজনের কোনরূপ ধার ধারেন না, অথচ রসাভাস লইয়া মাথা কুটাকুটি করেন, এরূপ লোকেরও অভাব নাই; প্রাচীনা একটি স্ত্রীকবি একটি পদ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রসময়ী। এই পদরত্নটি পদ-সমুদ্র শ্রীগ্রন্থে স্থান পাইয়া মহাজনী পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপায় এক্ষণে বহু স্ত্রীভক্ত কবির আবির্ভাব হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতি অনাদর প্রদর্শন কি ভক্তোচিত কার্য্য? পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—

চৈতন্য চরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাহার চরণ ধুইঞা করোঁ মুঞি পানে॥

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও গৌরকথার শ্রোতাগণের প্রতি এত বড় সম্মান করিয়া গিয়াছেন। তিনি "গৌরভক্ত" শ্রোতা বলেন নাই,—শুধু "শ্রোতা"

(১) একালে যে বৈষ্ণবেরে ছোট বড় বলে।

বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ গৌরকথা শুনে কয় জন? যাঁহারা গৌরকথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান, তাঁহারা আমাদের নিশ্চয়ই পূজ্য এবং মাননীয়, ইহা কবিরাজ গোস্বামীর কথা,—যার তার কথা নহে। এক্ষণে বুঝুন গৌরকথা, গৌর-গুণগাথা-লেখক গৌরভক্ত নবীন কবিদিগের গৌরকথাযুক্ত পদাবলীর অসম্মান ও অবমাননা করিয়া আমরা অপরাধ অর্জ্জন করিতেছি কি না? এ বিষয়ে বিচার করুন,—মনে মনে বুঝিয়া দেখুন কাজটা কিরূপ গর্হিত, কিরূপ অবৈষ্ণবীয়।

উপদেশ-শতক।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(১১)

শ্রীগুরুর আদেশ ও উপদেশের বিচার করিবে না; কারণ তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্বজ্ঞ। তোমার পক্ষে তিনি শাস্ত্রকার। "আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" একথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

(১২)

শ্রীগুরুর চরণান্তিকে বসিয়া আপনা হইতে বৈষয়িক কোন কথা উঠাইবে না। তবে যদি তিনি প্রশ্ন করেন, সাবধানে উত্তর দিবে; কারণ, তিনি অন্তর্য্যামী, তোমার মনের কথা তিনি জানেন। এই উপদেশ সাধু মহাজন-সঙ্গ পক্ষেও প্রযুজ্য। তাঁহাদিগের কথা অতি সাবধানে শ্রবণ করিবে। উপযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণ লইবে।

সাবধানে শুনিবেক মহান্ত বচন।
যোগ্য হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ॥ চৈঃ চঃ

(১৩)

সদ্গুরু লাভের একমাত্র উপায় মনের ঐকান্তিকী উৎকণ্ঠা, আর্ত্তি ও উদ্বেগ। মনে এরূপ একটা উৎকণ্ঠার উদ্রেক না হইলে গুরুকরণ করা একটা ব্যবহারিক কার্য্যমাত্র। তবে শক্তিশালী সদ্গুরু দত্ত বীজমন্ত্র সকল সময়েই কার্য্যকারী হয়, যদি শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় মন্ত্রদান কার্য্য সিদ্ধ হয়।

(১৪)

শ্রীগুরু ভগবানের ন্যায় নিত্য বস্তু। তিনি অন্তর্দ্ধান হন না, দেহরক্ষা করেন মাত্র। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। তাঁহার শরীর ভগবত শরীর, তাঁহার সংসারযাত্রা, লৌকিক ব্যবহার শিষ্যের পক্ষে তাঁহার লীলা-রঙ্গমাত্র। শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না। শ্রীগুরু ও ভগবানে ভেদবুদ্ধি করিবে না। শ্রীগুরু শ্রীভগবানের মত সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান। শ্রীগুরুনিষ্ঠা-পরায়ণ শিষ্য সর্ব্বদাই শ্রীগুরুর চরণ সন্নিধানে অবস্থিতি করেন।

(১৫)

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধকের পক্ষে পঞ্চম বেদ। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কথা ও তত্ত্ব বেদবাণীর ন্যায় সত্য ও অভ্রান্ত; ইহা যিনি বিশ্বাস না করেন, তিনি যেন ভক্তি পথের পথিক না হন। তাঁহার পক্ষে ভক্তিপথ কণ্টকময় ও অন্ধকারময়, সুতরাং অগম্য।

(১৬)

শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী "গ্রন্থরূপী ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥" একথায় বিশ্বাস না জন্মিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম আচরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি যেমন লুপ্তপ্রায় শ্রীবৃন্দাবনধাম পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পুথিগত ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং আচরিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগুরু, সাধু মহাজন ও আচার্য্যমুখে শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা শ্রবণ নবাঙ্গ ভক্তির সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ বলিয়া জানিবে। পাণ্ডিত্যাভিমানী জ্ঞানগর্ব্বী পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা শ্রবণে ভক্তিলাভ হয় না। পূজ্যপাদ স্বরূপ দামোদরগোস্বামীর উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

যাহ, ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥ চৈঃ চঃ

(১৭)

"শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছি এবং ভাগবতোক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছি" এরূপ কথা ও ভাব কখন মুখে বা মনে আনিবে না; স্বপ্নেও এরূপ ভাব মনে স্থান দিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশবাণী সর্ব্বদা মনে রাখিবে—

"অজ্ঞ হই ভাগবতের লইব শরণ"। চৈঃ ভাঃ

(১৮)

শ্রীভগবান, তাঁহার নিত্যদাস ভক্তবৃন্দ আর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগ্রন্থ,—ইহা অভেদ জানিয়া বহু শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবে। এই তিন বস্তুতে যাঁহার ভেদজ্ঞান আছে, তিনি ভক্তি-মার্গের অধিকারী নহেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে প্রভুবাক্য,—

"মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥"

(১৯)

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত এক বস্তু,—এক তত্ব। যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ অভেদতত্ব, তেমনি এই দুই ভাগবতগ্রন্থ অভেদ বস্তু। কারণ "শ্রীবৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য"। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার। একথায় যাঁহার বিশ্বাস নাই,—তিনি যেন শ্রীগোরাঙ্গভজন না করেন।

(২০)

গৌরভক্তাভিমান যিনিই করিবেন, শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সাধন ও ভজন-ক্রিয়া বলিয়া জানিবেন। এই ভুবনমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে লিখিত। কলিহত জীব দেবভাষা সংস্কৃতের আদর করিবে না,—ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ইহা জানিয়াই এই শ্রীশ্রীগ্রন্থখানি বাঙ্গলাভাষায় সরল মধুর পয়ার ছন্দে লিখিয়াছেন। এই ভুবনমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ খানি গৌরভক্ত মাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। ইহা ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য পূজা ও পাঠ করিবে এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহা বক্ষে ধারণ করিয়া দেহত্যাগ করিবে।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীজাহ্নবা-চরিত।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

দ্বিতীয়বারে শ্রীমূর্ত্তিরূপে গৌর-নিতাই দুই ভ্রাতায় পুণ্যধাম অম্বিকা কালনায় বিরাজ করেন। সে সকল লীলাকথা এই শ্রীগ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে। সূর্য্যদাসপণ্ডিত যখন সপরিবারে দুইটি কন্যারত্নসহ সালিগ্রাম হইতে অম্বিকা কালনায় উঠিয়া আসিয়া বাস করেন, তখন গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের পরমা ভক্তিমতী পত্নী বিমলা দেবী তখন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং সূর্য্যদাস পণ্ডিতের পত্নী ভদ্রাবতীদেবীর উপর এই নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিতাই-বিগ্রহের প্রেমসেবার ভার পড়িল। শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা তখন বালিকা। তাঁহারা শিশুকাল হইতেই পরমা ভক্তিমতী ও দেবসেবাপ্রিয়া ছিলেন। ইঁহাদিগের ভক্তিমতী জননী ভদ্রাবতী দেবী শিশুকাল হইতেই দুইটি কন্যাকে ভক্তিশিক্ষা দিয়াছিলেন,—তাঁহাদিগের কোমল হৃদয়ে নিতাইগৌরপ্রেমের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন।

সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা ছিল। তাঁহার কন্যা দুইটি ভক্তিমতী মাতার শিক্ষাগুণে বাল্যকাল হইতেই দেবসেবাকার্য্যে নিপুণা ছিলেন। বসুধা ও জাহ্নবা দুই ভগ্নী প্রাতে উঠিয়া শুদ্ধাচারে পুষ্পোদ্যান হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া আনিতেন, অতি যত্নে নানাবিধ ফুলের মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে সাজাইয়া দিতেন। পিতামাতা যখন দেবপূজা করিতে বসিতেন, দুই ভগ্নিতে ঠাকুর ঘরের দ্বারে বসিয়া ভক্তিসহকারে পূজা দর্শন করিতেন। পূজা সমাপন হইলে প্রসাদী তুলসী ও চরণামৃত লইয়া তবে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। ভোগ এবং সন্ধ্যা-আরতির সময় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া গলদেশে বসনাঞ্চল দিয়া উভয়ে সমস্বরে স্তব ও বন্দনা পাঠ করিতেন। শ্রীবসুধা, শ্রীজাহ্নবা অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। উভয়েই গৌরাঙ্গিনী, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ও সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা ছিলেন—দেখিলে বোধ হইত যেন দুইটী যমজ ভগ্নী। দুই ভগ্নিতে অত্যন্ত প্রীতি ছিল। জাহ্নবা বাল্যকাল হইতে তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁহার কথা তাঁহার পিতামাতা পর্য্যন্ত মান্য করিয়া চলিতেন। এই তেজস্বিনী বালিকা যে পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের পরম পূজ্যা আচার্য্যাণী হইবেন, শিশুকাল হইতেই তাহার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তত্ত্ব।

গোস্বামীশাস্ত্রমতে শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর তত্ব অতি নিগূঢ়। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীশ্রীনিত্যা-

নন্দপ্রভু। তাঁহার দ্বিতীয় কলেবর,—মূল সঙ্কর্ষণ বলরাম। উভয়েই অভিন্নতত্ত্ব, লীলার উদ্দেশ্যে দেহ ভেদ মাত্র। যখন স্বয়ংভগবান মূল সঙ্কর্ষণের সহিত একত্র হইয়া ধরাধামে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হন, তাঁহাদিগের স্বশক্তিগণও তাঁহাদিগের সহিত নারীদেহ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম নরলীলার সহায়িনী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন। শ্রীভগবানের নিত্য পরিকরগণ সকলেই তাঁহার সঙ্গে লীলা-রসপুষ্টির উদ্দেশে পৃথিবীতে নরনারীরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ অনন্তদেব; তাঁহার অনন্তশক্তি। তাঁহার বক্ষবিলাসিনীদ্বয় শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীও অনন্ত শক্তিশালিনী। পূজ্যপাদ সূর্য্যদাসপণ্ডিত পূর্ব্বলীলায় রেবতী-পিতা ককুদ্মী ছিলেন। তাঁহার কন্যাদ্বয় শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা পূর্ব্বলীলায় রেবতী অর্থাৎ শ্রীবলরামের শক্তিরূপা পত্নী। যথা গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

শ্রীবারুণী রেবতবংশসম্ভবে তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবা।
শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে ককুদ্মীরূপস্য সূর্য্যতেজসঃ॥

আবার কেহ কেহ শ্রীবসুধা ও জাহ্নবাকে পূর্ব্বলীলার কালারাণী ও অনঙ্গমঞ্জরী বলিয়া থাকেন (১)। বৈষ্ণবাচার দর্পণেও লিখিত আছে—

পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর অনঙ্গমঞ্জরী।
মহাভাব মোহনতা তাহাতে প্রচারি॥
পূর্ব্বকাব্দে নাম যাঁর ছিল কালারাণী।
রেবতরাজার কন্যা রেবতী বাখানি॥
মহৈশ্বর্য্য প্রভৃতি তিনের এক কর্ত্তা।
বসুধা বলিয়া নাম এবে সে সুব্যক্তা॥

শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব অতি বিষদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এস্থলে তাহা পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ, ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, যিনি কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন, সেই আদি অবতার পুরুষ মহাবিষ্ণু যাঁহার এক অংশ,—তিনিই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য শ্রীশ্রীবলরাম। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক লোক সকল যাঁহার আশ্রয় এবং যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি,—সেই গর্ভোদশায়ী বিরাট্‌পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ,—তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ। এই শ্রীশ্রীবলরামাবতার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বক্ষবিলাসিনী শক্তিদ্বয়ের নাম শ্রীবসুধা ও জাহ্নবাদেবী। এখন বিচার করিয়া দেখুন,—শ্রীবসুধা ও জাহ্নবাদেবীর তত্ত্ব কত নিগূঢ়, ভক্তিজগতে তাঁহাদিগের স্থান কত উচ্চ। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পূর্ণ শক্তি। এই শক্তির সাহচর্য্য ও সাহায্যে পরমদয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ নামপ্রেম দান করিয়া পতিতোদ্ধার কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বক্ষবিলাসিনী শ্রীজাহ্নবাদেবীর তত্ত্ব বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি জীবাধম গ্রন্থকারের নাই। তবে আত্মশোধনের জন্য দুঃসাহস করিলাম মাত্র। মহাজন কবি ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন—

এই অভিলাষ মনে, গৌরাঙ্গ চাঁদের গুণে
মাতিয়া বেড়াই দিবানিশি।
লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গ, নদীয়াবিহার রঙ্গ
সে সুখ-সাগরে যেন ভাসি॥
লক্ষ মুখে ক্ষণে ক্ষণে, বসুধা জাহ্নবা সনে,
নিতাইচাঁদের গুণ গাই।"
সীতাসহ সীতানাথে, সতত বন্দিয়ে মাথে
তার যশে জগত ভাসাই॥

তিনি আরও লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ-প্রিয়াং প্রেমভক্তিরত্নপ্রদায়িনীং।
শ্রীজাহ্নবেশ্বরীং বন্দে তাপত্রয়নিবারিণীং॥ (১)

---

(১) "কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কালারাণীং বিবৃন্বতি।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিৎ জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে।
উভয়ঞ্চ সমীচিনং পূর্ব্বাচার্য্যাণাং সম্মতং মতং॥

(১) শ্রীল দামোদর গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীজাহ্নবাষ্টকটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

বসন্ত কেতকী কান্তি ইন্দীবরনিভাম্বরা। রত্নাভরণমাল্যাঢ্যা জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে॥
যূথেশ্বরীগণানাঞ্চ প্রধানানঙ্গমঞ্জরি। আহ্লাদিনীশক্তিরূপাচ জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে॥
হংসবংস প্রসূতাচ কৃষ্ণস্যাত্তাত্ত্বিকপ্রিয়া। কৃষ্ণেন রসদাতারৈর্জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে॥
চন্দ্রাংশুকোটিচন্দ্রাংশুকন্দর্প কোটিসুন্দরং। সমুদ্রকোটিগম্ভীরং জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে॥
রাধায়াঃ পূর্ব্বজাং ত্বং হি রাধিকৈকোপমাসমা। রামশক্তি স্বরূপাচ জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে॥

এই হইল পরম ও চরমতত্ত্ব। এখন শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবার জয়গান করিয়া তত্ত্বমিমাংসার ভার কৃপাময় গৌরভক্তগণের উপর দিতেছি। ভাগ্যে থাকে তাঁহার লীলাগান করিয়া আত্মশোধন করিব।

জয় শ্রীবসু-জাহ্নবা নিত্যানন্দ-শক্তি।
যাঁহার কৃপায় হয় নিত্যানন্দে ভক্তি॥
নিতাই চাঁদের কৃপা যদি বাঞ্ছা কর।
শ্রীবসুজাহ্নবা-পদ দৃঢ় করি ধর॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদ হৃদে করি আশ।
জাহ্নবাচরিত গায় দাস হরিদাস॥ (ক্রমশঃ)

হরিনাম মহামন্ত্র জপ্য কি কীর্ত্তনীয় ?

(প্রভুপাদ শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী)

ষোলনাম বত্রিশাক্ষর হরেকৃষ্ণ নাম লইয়া গৌরভক্তগণের মধ্যে একটা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কতকগুলি ভক্তের মত,—এই হরেকৃষ্ণ নাম কেবলমাত্র জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহেন, কতকগুলির মত, উহা জপ্য ত বটেই,—কীর্ত্তনীয়ও বটেন। এই হরিনাম মহামন্ত্র যে জপ্য ও কীর্ত্তনীয় উভয়ই, তাহার প্রমাণ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের ২৩ অধ্যায় মধ্যম খণ্ডে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ বাক্য—

আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে
প্রভু কহে কহিলাও এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইব সভার। সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া। কীর্ত্তন করহ সভে হাতে তালি দিয়া
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে। স্ত্রীয়েপুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত গণকে আদেশ করিলেন এই হরেকৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র অতি যত্নের সহিত সকলেই জপ করিবে, এই জপ প্রভাবে তোমাদের সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। অন্যান্য মন্ত্র জপের যেমন শৌচাশৌচ ও সময় ইত্যাদি বিধান আছে, এই মহামন্ত্র জপের কোনই বিধান নাই, যখন তখন যে সে অবস্থায় বলিবার বিধান দিয়াছেন। "সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর" এই আদেশের দ্বারা কেবলই যে জপ করিতে হইবে এমন নহে, কীর্ত্তন করিবারও আভাষ পাওয়া গেল। পরবর্ত্তি শ্লোকে উহা স্পষ্ট ভাবেই আদেশ করিলেন—

"দশেপাঁচে মিলি নিজ দুয়ারেবসিয়া। কীর্ত্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া"

ইহাই হইল একপক্ষের মত। অপর পক্ষ বলেন, "দশে পাঁচে মিলি ইত্যাদি আদেশ নিম্ন লিখিত পয়ারেরই আদেশ বাক্য যথা—

দশেপাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া। কীর্ত্তন করিহ সভে হাতেতালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥

ইহারই নাম কীর্ত্তন এবং "স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে" এই আদেশ দ্বারা সর্ব্ব সাধারণে মিলিত হইয়া "হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি নামেরই কীর্ত্তন হইল। মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইবে না।

পূর্ব্বপক্ষগণ বলেন আপনাদের এই মত যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা হইলে বিশেষবিধি অনুসারে এক "হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি নাম ব্যতিত অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্ত্তন বাদ পড়িয়া যায়; বরং "দশে পাঁচে মিলিয়া" ইত্যাদি পদ্যাংশ মহামন্ত্র পক্ষে ব্যবহৃত হইলে সকল দিক রক্ষা হয়, কারণ বিধির দ্বারা পাছে অন্যান্য কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন বাদ পড়িয়া যায় বলিয়াই দ্বিতীয় আদেশরূপ "হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি পদের দ্বারা বিশেষ বিধির নিরসন করিলেন, এবং আত্মীয় স্বজনে মিলিত হইয়া কীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন।

এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র সাধন সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহ আমাদিগকে কি উপদেশ দিতেছেন দেখা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র" অনেক নামে ব্যবহৃত হইয়াছেন। যথা—

(ক) কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র (খ) হরিনাম সংকীর্ত্তন (গ) নাম সংকীর্ত্তন (ঘ) নামব্রহ্ম (ঙ) নিত্যসিদ্ধ হরিনাম (চ) নাম (ছ) কৃষ্ণনাম ইত্যাদি।

রসস্বরূপা রসিকা রসাবেশ বিঘূর্ণিতা। হাস্যোল্লাস সদামগ্না জাহ্নবেত্বং প্রসীদ মে॥

অনঙ্গমঞ্জরী পূর্ব্বা কৃষ্ণাহ্লাদবিবর্দ্ধিনী। রামশক্তিস্বরূপা চ জাহ্নবে তং প্রসীদ মে।

জাহ্নবাষ্টকং পঠেন্নিত্যং ভক্তিভাবেন যঃ পুমান্।
প্রেমভক্তি ভবেৎ শীঘ্রং রাধাকৃষ্ণবাপ্নুয়াৎ॥

(ক) কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র—
আপনা সভারে প্রভু করে উপদেশ। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে।
চৈঃ ভাঃ ২৩ অধ্যায়।

(খ)—
সাধ্যসাধনতত্ত্ব যেকিছু সকল। হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

তথাহি—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কীর্ত্তন শব্দটী সাধারণ ব্যবহারিক নাম,ইহা সকল রকম কীর্ত্তনেই ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। কীর্ত্তন শব্দের প্রকৃত অর্থ "উচ্চৈভাষণং কীর্ত্তনম্"। ভগবৎ নামগুণরূপ উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিলেই কীর্ত্তন বলা হায়,—ইহাতে খোল করতাল বা সংখ্যার অপেক্ষা করে না। হরিদাস ঠাকুরের সংখ্যা-পূর্ব্বক হরিনাম জপকেও চৈতন্যচরিতামৃতকার কীর্ত্তন আখ্যা দিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কাজিদমন অধ্যায়ে খোলকরতাল সংযুক্ত তানলয় যোগের আখরযুক্ত নগরসংকীর্ত্তনকেও কীর্ত্তন নামে বিভূষিত করিয়াছেন। উপরোক্ত পয়ারগুলি অনুশীলন করিলে সকলেই বুঝিবেন যে হরিনাম সংকীর্ত্তন, নামসংকীর্ত্তন, নামব্রহ্ম, নিত্যসিদ্ধ হরিনাম, নাম, কৃষ্ণনাম সকলগুলিই এক কৃষ্ণনাম বা হরিনাম মহামন্ত্রের নামান্তর মাত্র। (ক্রমশঃ

মহামন্ত্র—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। কৃষ্ণনাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
চৈঃ ভাঃ আদি ১০ম অঃ

(গ)—কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা।
গঙ্গাজল তুলসী লৈয়া পূজিতে লাগিলা॥
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এই চায় মন॥

* * * *

সংখ্যানাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞমধ্যে। তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রিদিনে।
যাবৎ সমাপ্তি নহে না করি অন্য কাম। কীর্ত্তন সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নামসংকীর্ত্তন। নাম সমাপ্তে করিব তোমার প্রতি আচরণ॥
চৈঃ চঃ অন্ত তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঘ)—
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম। নামব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়। তৈছে নামব্রহ্মের শক্তি নিত্যসিদ্ধ হয়
অঃ প্রঃ ৭ম অধ্যায়।

(ঙ)—
প্রভু কহে কহ হরিনামের বিধান। মহাপ্রভু কহে নিত্যসিদ্ধ ষোল নাম॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥
যদ্যপি আচার্য্য এই ষোল নাম জ্ঞাত গৌরমুখচ্যুত শুনি হৈলা প্রেমানন্দ
অঃ প্রঃ ১০ম অঃ

(চ) হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ—
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
চৈঃ ভাঃ আদি ১০ম অঃ

(ছ)—
নিরবধি সভেই জপেন কৃষ্ণনাম। প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপন দুয়ারে বসিয়া। কীর্ত্তন করেন সভে হাথে তালি দিয়া
চৈঃ ভাঃ ২৩ অঃ

নদীয়া-নাগরীভাব।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী শিক্ষিত-পদবাচ্য ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের রাসলীলার প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, এই পরম সুধাময় অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা অশ্লীলতা পূর্ণ মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিষম অপরাধে অপরাধী হন। তাঁহাদিগের নিকট ব্রজগোপীভাবের মাধুর্য্যরস বড়ই অপ্রীতিকর। ঐরূপ আধুনিক ভাবে শিক্ষিত কোন কোন গৌরভক্তগণের নিকটেও নদীয়া-নাগরীর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতির কথা তদ্রূপ অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলেন "শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রমনীর প্রতিকৃতি দেখিতেও নিজ শিষ্যদিগকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এবং সর্ব্বদা প্রকৃতি বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃতিদর্শনাপরাধে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিজ অন্তরঙ্গ প্রিয়শিষ্য ছোট হরিদাসকেও আপন সঙ্গ হইতে বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। শ্রীশ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনে শ্রীবাসঅঙ্গনে নিজ ভাবের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় পরম ভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিতের বৃদ্ধা শাশুড়ীকেও তিনি গৃহ হইতে নিস্কাসিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। সেই পরমপুরুষ যে নদীয়া-নাগরীর রসের নাগর হইয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব। স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী তাঁহার প্রণীত বৈষ্ণবধর্ম্মের নিন্দাপূর্ণ "ভগবদ্ভক্তির নববিবেক" নামক পুস্তকে উপবি উক্ত ভাবের কথা অনেক আছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর নরহরি, শ্রীলোচন দাস, প্রভৃতি মহাজনগণের উপর বিষম কটাক্ষপাত করিয়া তিনি অপরাধ অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

"রসিক-শিরোমণি শ্রীলোচনদাস শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে বাতায়নদ্বারে বাহির করিয়া নদীয়ার যুবতীবৃন্দের বিলাস-কুঞ্জেও পাঠাইয়াছেন, কারণ পরকীয়া-রসের উপভোগ না করিলে তাঁহার মতে প্রকৃত প্রেমরই সঞ্চার হয় না"।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাধ্ব-গৌড়েশ্বরীচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের লিখিত "জ্ঞানের বিকৃতি" নামক পুস্তিকা সরস্বতী মহাশয়ের অযথা নিন্দা-পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্মদ্বেষী প্রবন্ধপুস্তকের প্রতিবাদ। কিন্তু উক্ত পুস্তিকায় পূজনীয় গোস্বামী মহাশয় পৃথকভাবে নদীয়া-নাগরীর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রতি নাগরোপযুক্ত প্রীতি প্রদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রতিবাদ করেন নাই। সেই জন্যই এবং উপরি উক্ত কারণে এই প্রবন্ধের অবতারণা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে সবিশেষ জানিয়া শুনিয়া ও তদীয় পরম ভক্ত নিত্য পার্ষদ পদ-কর্ত্তৃগণ নদীয়া-নাগরীভাবাত্মক পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণবসমাজে কেন প্রকাশ করিলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তিনি সম্পূর্ণ ভক্তাধীন। শ্রীভগবানের চক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত উভয়েই তুল্য। যে জীব যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে অনুগৃহীত করেন। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ-দ্রোহী কংস মহারাজকে বধ করিবার জন্য যখন কংসসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কেহ শত্রুভাবে, কেহ মিত্রভাবে, কেহ স্বামীভাবে, কেহ বা নবীন নাগর ভাবে, অর্থাৎ যাঁহার যেমন মনেরভাব, তিনি সেই ভাবে শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন! যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তিনি ভক্ত-বৎসল। যে যেভাবে তাঁহাকে ডাকিবে, তাঁহাকে ভজনা করিবে, সে সেইভাবে তাঁহাকে পাইবে। পুত্র স্নেহে বিগলিত হইয়া মা নন্দরাণী এবং শচীমাতা সেই ললিতলাবণ্যময়, পরম সুন্দর, ঢল ঢল রস-মূরতি দেখিয়া, সেই ভুবনভুলান, হৃদয়ানন্দকারী, বালচপলতাপূর্ণ নির্মল রূপরাশি দেখিয়া, সেই অপরূপ ভুবনমোহন রূপ-সাগরে ডুব দিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অনুপম রূপরাশি লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ভুবন-ভুলান ঢল ঢল চঞ্চল রূপরাশি দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? সেই মদন-মোহন সর্ব্ব সন্তাপহারী, মন-প্রাণোন্মাদকারী, মনোহর রূপসুধা পান করিয়া কেহই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারে না। নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদের অপরূপ রূপরাশি জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সেই অকলঙ্ক রূপসাগরে সমগ্র জগৎ ডুবিয়াছিল। রূপের আকর্ষণ অতীব বিষম। বিশেষতঃ রমণীর মন স্বতই রূপমুগ্ধ হয়। তবে ব্রজবালা-দিগের মত রূপাভিলাষিণী, সৌন্দর্য্যপ্রিয়া নদীয়া-নাগরীগণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভুবনমোহন রূপরাশি দেখিয়া আকৃষ্টা বা মুগ্ধা না হইবেন কেন? সর্ব্বদাই শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের অনিন্দিত রূপরাশি, সেই প্রশান্ত অথচ উজ্জ্বল বদন-ভাতি, সেই সকরুণ বিলোল দৃষ্টি নদীয়া-নাগরীর নয়নপথে পতিত হইত। কারণ, নদীয়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নান করিতেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর সর্ব্বদাই পথে ঘাটে বেড়াইতেন, গঙ্গাতীরে তাঁহার নিত্যলীলারঙ্গ হইত। গঙ্গাগতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের স্নানকালীন জলকেলি-রঙ্গ নদীয়ার পথে সেই ধূলিভূষিত অঙ্গের ভাবভঙ্গীপূর্ণ মধুর নৃত্যবিলাস, বদনকমলে সেই সুধামাখা মধুর হরিধ্বনি, যে একটীবার দেখিত বা শুনিত, সেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারিত না। এসকল নয়নানন্দ, সুখোদ্দীপক, চিত্তাকর্ষক, প্রাণা-নন্দকারী, শ্রীভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের লীলাস্ফূর্ত্তিতে কি নদীয়া-নাগরী স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহারা কি শ্রীভগবানের সৃষ্ট জীব নহেন? প্রাণবল্লভ গৌরহরি কি একমাত্র পুরুষেরই সাধনার ধন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি রূপের আকর্ষণ অতীব বিষম। নদীয়া-নাগরীগণ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, তাই বাতায়ন-পথে তাঁহার অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া তাপিতপ্রাণ শীতল করেন, তাই গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে আসা উপলক্ষে নিত্যই প্রাণ ভরিয়া আমার প্রাণগৌরকে দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করেন। তাঁহাদের এ সুখে, এ অতুল আনন্দে, কেহ বাধা দিতে পারেন না। তাঁহাদের সুখ কেবলমাত্র প্রাণ-গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়া-নাগরীদিগের প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। নাগরীগণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-

সুন্দরকে দেখিয়াই সুখী,—সুধু নয়ন ভরিয়া দেখা ভিন্ন আর কিছু তাঁহারা চাহেন না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে তাঁহাদিগের প্রতি চান, তাঁহাদের সঙ্গে রসালাপ করেন, এ বাসনা তাঁহাদের মনে ভ্রমেও স্থান পায় না। ইহাই নদীয়ানাগর শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের নাগরত্ব,—ইহাই নাগরীভাবের গূঢ় উদ্দেশ্য। শ্রীভগবানের মধুর লীলার গূঢ় রহস্য বুঝিবার শক্তি ও অধিকারি কয়জনের আছে? অনধিকারী ও অভক্তদিগের পক্ষে তাঁহার মধুর লীলারঙ্গের প্রতি কটাক্ষ,—মহা অপরাধ বলিব না ত, আর কি বলিব? প্রাণ গৌরাঙ্গ হে! দয়া করিয়া এসকল অজ্ঞ জীবকে জ্ঞানচক্ষু দান কর, তোমার মধুর লীলারঙ্গের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তিদান কর। হে ঠাকুর রসিক ভক্ত বৈষ্ণবগণ! তোমরা এই অজ্ঞ ও অধম কুবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণের জীবদিগকে দয়া কর,—তাহাদের অপরাধ লইও না।

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পুনরাবৃত্তি)

জগবন্ধু শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যদাস নামে বিদিত হইলেন। তাঁহার ভেকের গুরুর নাম জানিতে পারি নাই। যদি কেহ জানেন, কৃপা করিয়া জানাইবেন। চৈতন্যদাসের নবীন বয়স, লাবণ্যময় বপু, পরিধানে বহির্ব্বাস, কণ্ঠে বড় বড় তুলসীর মালা, প্রশস্ত ললাটে সুদীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত, বদনে সদাই "হা বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!"। এই অপূর্ব্ব নবীন বৈষ্ণব বিগ্রহটিকে দেখিয়া এবং তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্যভাবে মোহিত হইয়া, শ্রীধামবাসী প্রাচীন বৈষ্ণব সাধকগণ তাঁহাকে প্রাণতুল্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কোমল স্বভাব, সুধামধুরভাষ, সরল বিনীত ও সলজ্জভাব, নৈষ্ঠিক আচরণ এবং নদীয়াবাসীর প্রতি তাঁহার অকপট প্রীতি দেখিয়া নদীয়াবাসী সর্ব্বলোকে তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রায় সর্ব্বক্ষণ স্থিতি। প্রভুর সেবাইত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার সকল গোস্বামীপাদগণের তিনি প্রিয়পাত্র হইলেন। মা গোস্বামিনীগণও তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। *তাঁহারা তাঁহাকে আদর করিয়া প্রসাদ দিতেন।* চৈতন্যদাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার গোস্বামীপাদদিগের পুত্রকন্যাদিগকে বড় ভালবাসিতেন। নদীয়া-বালিকাগণ তাঁহার বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেন। তাঁহার মনে কি ভাব উদয় হইত, তখন তাহা কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীমন্দিরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীবদনচন্দ্র দর্শন করিতেন। মধ্যে মধ্যে "হা বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!" এই শব্দটি মাত্র শ্রুত হইত। নবানুরাগে নবীন বাবাজী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে গরগর থাকিতেন। যেখানে ভাল ফুল পাইতেন, তুলিয়া আনিয়া প্রভুর জন্য শ্রীমন্দিরে বসিয়া সুন্দর মালা গাঁথিতেন, আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বদনচন্দ্রের প্রতি এক একবার সপ্রেম নয়নে চাহিতেন। ইহা যদি কেহ দেখিত, লজ্জায় বদন অবনত করিতেন। তাঁহার ভাবটি নবানুরাগিনী নবীনা নদীয়াবালার ন্যায় সলজ্জ এবং মধুময়। মালা গাঁথা হইলে তাহা হাতে করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতেন। গোপনে কোন প্রভুসন্তানকে দিয়া বলিতেন "এই মালাগাছটি প্রভুর গলদেশে পরাইয়া দিন, আমি এখানে দাঁড়াইয়া দেখি, কেমন তাঁর শোভা হয়"। এইভাবে দুই বৎসর গেল।

শ্রীবৃন্দাবন গমন। ইহার পর তিনি তাঁহার গুরুদর্শনে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমনের সংকল্প করিলেন। তাঁহার মনের সংকল্প শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে জানাইলেন। প্রত্যাদেশ পাইলেন "শ্রীবৃন্দাবনে যাও, গোবিন্দ গোপীনাথ দর্শন কর, কিন্তু নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিও। তোমার স্থান নবদ্বীপে।" চৈতন্যদাস বাবাজীর সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে মনে দ্বিধা হইল। তিনি মনে মনে চিন্তিত হইলেন, কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিলেন না। তিনি উভয় শঙ্কটে পড়িলেন, শ্রীগুরুদর্শনের জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, এদিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে ছাড়িয়া,—নবদ্বীপ ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে মন সরিতেছে না। পুনরায় তিনি প্রত্যাদেশ পাইলেন "যাও, কিন্তু বেশী দিন সেখানে থাকিও না"। এইবার চৈতন্যদাস বাবাজী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে চৈতন্যদাস। চৈতন্যদাস বাবাজীর দীক্ষাগুরু কে, তাহা সঠিক কেহ বলিতে পারেন

না। কেহ কেহ বলেন তাঁহার গুরুদেবের নাম শ্যামানন্দ। তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী,—উদাসীন। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণধন। চৈতন্য দাস বাবাজী যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব সেখানে ছিলেন। গুরুশিষ্যে মিলন হইলে অপূর্ব্ব প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। নির্জ্জনে বসিয়া গুরু শিষ্যে গৌরকথায় রাত্রিদিন কাটাইলেন। চৈতন্যদাস বাবাজি শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৩।৪ বৎসর কাল বাস করিয়া গুরুসেবায় তাঁহার ইষ্টদেবকে প্রীত করিলে তাঁহারই আদেশে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কথিত আছে তাঁহার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় তিনি ব্রজের ভজন ছাড়িয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া মধুরভাবে শ্রীগৌরাঙ্গভজন করিতে আরম্ভ করেন। চৈতন্য দাস বাবাজির শ্রীবৃন্দাবন ভাল লাগিল না, ব্রজের ভজনে মনের তৃপ্তি হইল না। ৩।৪ বৎসর কাল তিনি শ্রীগুরু সন্নিধানে থাকিয়া গুরুর আদেশে, শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের মধুর ভজনের উপদেশ লইয়া,—নদীয়ানাগরীভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে "প্রিয়াজি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে "প্রিয়াজিবল্লভ" বলিয়া ডাকিতেন। কখন কখন "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ"ও বলিতেন।

শ্রীনবদ্বীপে পুনরাগমন। শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যদাস বাবাজি তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমন্দিরেই স্থান পাইলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার গোস্বামীপাদগণ তাঁহাকে অতি সমাদরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাঙ্গনের একটি কক্ষে স্থান দিয়া প্রত্যহ প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক্ষণে পরমানন্দে চৈতন্যদাস বাবাজি সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্দিরে থাকিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রেমসেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভজনপ্রণালী তখন পর্য্যন্ত কেহ জানিতেন না। তিনি গোপনে তাঁহার নদীয়া-নাগর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে নাগরীভাবে ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে দেখিত চৈতন্যদাস যেন মাটির মানুষ,—স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বদা সলজ্জভাব। গঙ্গা-স্নানে গিয়া তিনি স্ত্রীলোকের ঘাটে নামিয়া স্নান করিতেন, দুষ্ট লোকে কত কি বলিত,তিনি অপরাধীর ন্যায় করযোড়ে ক্ষমা চাহিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের প্রতি এক্ষণে তাঁহার নবানুরাগ। শ্রীগোরাঙ্গ সম্বন্ধায় যাহা কিছু,—তাহা তাঁহার বড়ই প্রিয়। নদীয়াবাসী নরনারী,বালক বালিকা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার এক একটি নিজজন, কেন না তাঁহারা নিত্যধাম নবদ্বীপবাসের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। তিনি সকলকেই অতি সম্ভ্রমের সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত "বাবাজি তুমি এমন কর কেন? যাকে দেখ তাকেই প্রণাম কর কুকুর বেড়াল কিছুই বাদ দাও না, ইহা কেমন কথা?" চৈতন্যদাস বাবাজী বিনতবদনে করজোড়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে নিম্নলিখিত পয়ার শ্লোকগুলি পাঠ করিতেন—

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌর-দাস।

(শ্রীমথুরমোহন চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্ন)

প্রপঞ্চ জগতে জীবনাম অখ্যায়িকা কত আছে, তাহার পরিসমাপ্তি নাই। দাস—এমন মধুর হইতে সুমধুর পদবী অন্য কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। ভগবদ্দাস শব্দটী, প্রাণারাম,—কর্ণানন্দদায়ক, শান্তির যেন সাক্ষাৎ প্রাণ জুড়ান স্থির মূর্ত্তি। ব্রহ্মাপদ প্রাপ্তি অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তজন, দাস-পদবী সমধিক গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করেন। চৈতন্য ভাগবত বলেন—

অল্প করি না মানিহ দাস্ হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
আগে হয় মুক্ত তবে সর্ব্ব বন্ধ নাশ।
তবে সেই হৈতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা-তনু ধরি কৃষ্ণ ভজে॥

তথাহি শ্রীমন্মধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতৌ—
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে (১)

টীকা।

(১) মুক্তা ইতি লীলয়া—স্বেচ্ছয়া, নতু জীববং কর্ম্মপারতন্ত্র্যেণেত্যর্থ

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণও স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

অদ্বৈতপ্রভু বলিয়াছেন—

"হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া" ॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্ম জন্ম দাস সেই বলিল তোমারে ॥

মায়াবিজয়ী ভগবদ্ভক্তি, প্রকৃত মুক্তিদায়িনী। ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে যাঁহারা মুক্ত,—তাঁহারা মহা ভাগ্যবান। ইঁহারা মুক্ত হইয়াও ভক্তিসুধা আস্বাদনার্থ লীলাতনু ধারণ করেন॥ পার্ষদ বল, দাস বল, দিব্যদেহধারী বল,—মূলে এক দাস্যভক্তি। জীবের সুখ দুঃখ ভোগজ্ঞান, সর্ব্ব বন্ধের পরিপোষক স্থূলবৃত্তি। ভগবদ্দাসত্বে, সুখ দুঃখ ভয়ে ভয়ে সুদূরে পলায়ন করে। আমি শ্রীভগবানের নিত্য দাস, শ্রীভগবান আমার প্রভু,—তাঁহার সেবা ও ভক্তি জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন জীবনের অন্য কোন কর্ত্তব্য আমার জন্য নাই, ইহাই দাসের কথা।

শ্রীমদ্ভাগবত—মুক্ত, ও বদ্ধ-সম্বন্ধে বলেন—

যোঽবিদ্যয়া যুক্ত সতু নিত্য বদ্ধো।
বিদ্যাময়ো যঃ সতু নিত্য মুক্তঃ॥ ১১।১১।৭

যে অবিদ্যা যুক্ত সেই নিত্য বদ্ধ। এবং যিনি বিদ্যা-শক্তি প্রধান তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই নিত্য মুক্ত।

মুক্তের বহিরঙ্গ লক্ষণ।

যস্যাত্মা হিংসতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া।
অর্চ্চতে বা ক্বচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ॥ ১৩
ন স্তবিত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বঃ সাধু বা।
বদতো গুণ দোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ সম দৃঙ মনঃ॥ ১৫
ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্নধ্যায়েৎ সাধ্ব সাধুবা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মনিঃ॥ ১৬

অর্থাৎ যাঁহার দেহ দুর্জ্জন অথবা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, বা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদৃচ্ছা ক্রমে কোথাও কিছু পূজিত হইলে, যে ব্যক্তি বিকার প্রাপ্ত হন না, সেই ব্যক্তি মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

কেহ উপকার বা অপকার করিলে, কেহ সাধু বা অসাধু বলিলেও যিনি তাহাদিগকে স্তব বা নিন্দা না করেন, এবং লৌকিক ব্যবহাররহিত সমদর্শী হয়েন, তিনিই মুক্ত পুরুষ।

যিনি ভাল মন্দ কোন কার্য্য করেন না, মিষ্ট বা কটু বাক্য বলেন না, সাধু বা অসাধু কিছুই চিন্তা করেন না এবং যিনি আত্মারাম ও উক্ত বৃত্তি অবলম্বনে বিচরণ করেন, তিনিই মুক্ত। ইত্যাদি।

অবিদ্যা বা মায়া বিজড়িত কার্য্য ও বৃত্তিগুলি বন্ধ শব্দে অভিহিত হয়।

অদ্বৈতপ্রভু "দাসী-নন্দন" হইবার বর কেন প্রার্থনা করিলেন? মহানুভবের মনের কথা সাধারণ ধারণার বাহিরের কথা। দেখা যায়—শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায় বিবৃত নারদের ভক্তিমার্গ প্রাপ্তির সোপান—দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ। তৎক্রিয়ায় মুক্ত সাধুগণের সেবা শুশ্রূষা, তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন, প্রত্যহ হরিগুণ শ্রবণ প্রভৃতিতে নারদের শ্রীভগবানে অপ্রতিহত শ্রদ্ধা এবং মতি জন্মিয়া রজস্তমোনাশিনী সুদৃঢ়া ভক্তি সমুদিতা হইয়া নারদকে পরিমুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্দাস নামে অভিহিত করাইয়াছিল।

মনু বলেন—

"সাদৃশা মেব তানাহু র্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্॥"

অর্থাৎ মাতার দীনতা প্রযুক্ত তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে। মন্বাদিশাস্ত্রে যাহাকে হীন বলিয়াছেন, ভক্তিশাস্ত্রে আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র দাস শব্দ দ্বারা তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। মাতার জাতিতে জাতি নিষ্পাদন হয়, এতদর্থেই অদ্বৈতপ্রভু "দাসী-নন্দন" হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

বিগ্রহং কৃত্বা—শরীরং পরিগৃহ্য ভগবন্তং ভজন্তে মুক্তেরপ্যাধিকমানন্দ মনুভবিতুমিত্যর্থঃ। তথাহি মধ্বাচার্য্যধৃতং মুক্তা অপিহি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ। ইতি ব্রহ্ম তর্কবচনং কৃষ্ণোমুক্তৈরপিজ্যতে ইতি ভারতবচনঞ্চ (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।২৭ মাধ্বভাষ্যে) এত মেবার্থ মতি কৈেতি। তাবাকৃতি রুক্তমিতি "যং সর্ব্ব দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ ইতি নৃসিংহ পূর্ব্ব তাপনীয় শ্রুতেঃ (২।৫।১৬) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ ইত্যনুগন্তব্যম্।

তুমি,—এস।

(শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ)

মোরা অতি দীন হীন বলিয়ে তোমারে ডাকি,
গৌর ! জীবনে না হউক মরণে সহায় হবে না কি ?
পুণ্যাত্মা যারা, জ্ঞানী যারা, পণ্ডিত যারা ভুবনে,
জানি গৌর ! প্রার্থনা নাই, তাদের তোমার চরণে।
তুমি প্রভু, আপনার সুখে গোলক ত্যজি,
আস নাই ধরাধামে কখনো তাদের লাগি।
শুধু ঘৃণিত-পতিত পাপী যারা এই মর্ত্ত্যে,
তুমি এসেছিলে তাদেরই প্রভু, উদ্ধার কর্ত্তে।
কাঙাল সাজিয়ে খুঁজিলে কাঙাল কোথা আছে,
মুখে হরি হরি ব'লে, অমিয় মধুর নাচে।
নয়নের ধারা, কত প্লাবন আকারে বর্ষি,
পাপে তাপে দগ্ধ ধরারে শীতল করিল স্পর্শি।
সেই দিন হ'তে বুঝিল জগতে দীন-দুখি যত,
বন্ধুহীন নয় হে তারা, আছে—বন্ধু তোমার মত।
ভবসিন্দু তীরে বসিয়ে যেজন তোমারে ডাকে,
করুণায় পার করিয়ে দেও, তুমিই তাহাকে।
ওহে দীন দয়াময় জীববৎসল হরি !
আর কত কাল ভবকারায় রাখ্‌বে বন্দী করি ?
দিন শেষে কৃপা করে ল'য়ে যাও পারে,
ভাঙছে মোহ, নাই আর স্নেহ হেথা এখন কারে'।
প্রাণ গৌর, প্রাণ গৌর, করছি কেবল জপনা,
বন্ধুহীন এ জগতে,—জানিয়া তোমারে আপনা।
এস শচী-দুলাল, গৌরগোপাল, নবদ্বীপ-নিধি,
এস প্রেম করুণার অপার বারিধি !
এস'এস লক্ষ্মীপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি
স্বগুণে করহে এসে মহেশের গতি।

তুমি ও আমি।

গৌর হে !

তুমি—ডাক্ দিয়েছ, মধুর বোলে, রইতে নারি ঘরে।
আমি—যাইতে নারি, তোমার কাছে, দুঃখে আছি মরে॥
তুমি—দুখ দিয়েছ, পরাণ-ভরা, হৃদয়-ভরা জ্বালা।
আমি—কেঁদে যে মরি, বিষয় বিষে, হ'য়ে ঝালা পালা॥
তুমি—হাস্‌ছ ব'সে, আমার দুখে, নির্দ্দয় হ'য়ে নাথ।
আমি—কাতর বড়, পরাণ সখা ! করহ মোরে সাথ॥
তুমি—ত্রিতাপহারী, গৌরহরি, আমার দুঃখ হর।
আমি—আকুল প্রাণে ডাক্‌ছি তোমা, গৌর বিশ্বম্ভর॥
তুমি—জীবের দুঃখে, সকল সুখে, দিয়েছ জলাঞ্জলি।
আমি—অধম ব'লে, তাতেই বুঝি, আমায় আছ ভুলি॥
তুমি—দয়াল বড়, সর্ব্ব জীবে, সমান তব দয়া।
আমি—বঞ্চিত বুঝি, অধম বলি', তোমার পদছায়া॥
তুমি—অনাথ-নাথ, অধম-তারণ, পতিতজন-বন্ধু।
আমি—অধমাধম, ভিখারি তব, কৃপার এক বিন্দু॥
তুমি—দুখের দুখী, তাতেই বলি, এসব দুঃখ-কথা।
আমি—প্রাণের দুখে, মনের সুখে, গাইহে গুণগাথা॥
তুমি—অন্তর যামি, জগত স্বামী, করুণা পরকাশ।
পাপের ভরে, কাতর-চিত, উদ্ধার হরিদাস॥

প্রেম-পূজা।

গৌর হে !

ক্ষুদ্র পরাণে, কত আর স'ব, হৃদি ফাটে বেদনায়।
বিশ্ব খুঁজিয়া, না পেয়ে তোমারে, পরাণ ফাটিয়া যায়॥
বিস্মরি' তব, সুধামাখা নাম, করি শুধু হায় হায়।
অর্চ্চিতে নারি, চরণ কমল, কি হ'ল বিষম দায়॥
ফুলমালা ল'য়ে, তুলসী চন্দনে, বসিলে পূজার তরে।
কি জানি কি ভাবে, কি প্রেমে মাতিয়া,নয়নের জল ঝরে॥
চাহিতে পারি না, বদনের পানে, পরাণ কেমন করে।
পদ পানে চাহি', কাঁদি আর ভাবি, কি করিলে গৌরহরে !
(আমি) পারিনা পূজিতে, রাতুল চরণ, ভুলে যাই মন্ত্র তন্ত্র।
হৃদি-সমুদ্রে, অমিয়া উথলে, আলোড়িয়া দেহ-যন্ত্র॥
ধ্যান-ধারণা, দূরে পড়ে' থাকে, হয় মোর হৃদি-কম্প।
নয়নের জলে, পূজিলাম তোমা, বলি' আমি করি দম্ভ॥
একবার চাহি, বদনের পানে, আর বার পাদ-পদ্মে।
প্রার্থনা করি, উদয় হও হে ! অভাগীর-হৃদি মধ্যে॥
পূজা ত জানি না,—ভাল বাসিয়াছি, নদীয়ার গৌরচন্দ্রে।
শচীর দুলাল, হরিয়াছে মন, মজিয়াছি প্রেমানন্দে॥
পূজিব না তোমা'—ভজিব তোমায়, প্রাণবল্লভ তুমি হে !
কেশেতে মুছা'ব, চরণ-যুগল, ডুবে' র'ব তব বিরহে॥

তুমি মোর নাথ,আমি তব দাসী,কি পূজা করিব তোমারে।
শিরে দাও পদ, হেসে কথা কহ, বসিয়া হৃদয়-মাঝারে॥
(দিয়ে) প্রেম-উপচার, প্রণয়-অঞ্জলি, গুপত মন্ত্র জপি হে!
ভাবের উৎস, উছলিয়া উঠি, হৃদয় বহিয়া ছোটে হে!
নির্জ্জনে বসি, কবিতা-কুসুমে, সাজাই তোমারে আমি হে!
হরিদাসিয়ার, পরাণ-রতন, নদীয়ার চাঁদ! তুমি হে!

স্বরবর্ণ স্তোত্র।

অ—অনন্ত চৈতন্য কথা কহিতে না জানি।
আ—আজ্ঞা বলবান তাঁর মনে অনুমানি॥
ই—ইহলোকে পরলোকে গৌরাঙ্গ সহায়।
ঈ—ঈশ্বর হয়েন তিঁহো বড় দয়াময়॥
উ—উত্তম অধম যিনি না করেন বিচার।
ঊ—ঊর্দ্ধ মুখে হরিবোল বলেন বারম্বার॥
এ—একেলা গৌরাঙ্গচাঁদ জীবন আমার।
ঐ—ঐকান্তিক ভক্তিদলে কৃপা মিলে তাঁর॥
ও—ওঁকার প্রণব মন্ত্রে যাঁর অধিষ্ঠান।
ঔ—ঔষধে যাঁহার সত্বা হেরি বিদ্যমান।
ঋ—ঋষিগণে যাঁরে করেন ধ্যান নিরন্তর।
৯—লীলাময় সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর॥
হৃদে পাদপদ্ম তাঁর করি অভিলাষ।
নিশিদিন গুণগায় দাস হরিদাস।

অবৈষ্ণব-সঙ্গ।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন (১)। এখন বিচার্য্য অবৈষ্ণব কে? তাহাদের লক্ষণ কি? পূজ্যপাদ টীকাকারগণ এসম্বন্ধে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইবে। "অবৈষ্ণব" শব্দে বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা বিহীন ব্যক্তিকে বুঝায়। যথাবিধি সাম্প্রদায়িক যোগ্য গুরুর নিকট যাঁহার বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা হয় নাই, এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও যিনি শ্রীএকাদশী ব্রতাদি পালন না করেন তাঁহাকেই "অবৈষ্ণব" বলিয়া জানিবে; ইহা শাস্ত্র-বাক্য (২)। যিনি যোগ্য গুরুর নিকট যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবাচারনিষ্ঠ এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব পদবাচ্য। বিষম বিপদে এবং মহা আনন্দোৎসবেও যিনি শ্রীএকাদশী ব্রত ত্যাগ না করেন, তিনিই বৈষ্ণব। অবৈষ্ণব, ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হইলেও তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রোতব্য নহে; ইহাও শাস্ত্র-বাক্য (৩)। পূজ্যপাদ স্বরূপ দামোদর গোস্বামী পূর্ব্বদেশীয় পণ্ডিত বিপ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যাহ, ভাগবত পড় **বৈষ্ণবের স্থানে**।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে-ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥

অতএব অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ, অবৈষ্ণবের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ, অবৈষ্ণব লিখিত গ্রন্থ পঠন ও পাঠন, অবৈষ্ণব সভায় যোগদান, বৈষ্ণবসভায় অবৈষ্ণব সভাপতির অভিভাষণ শ্রবণ, বৈষ্ণব-সভায় অবৈষ্ণব বক্তার মুখে বক্তৃতা শ্রবণ, এসকল প্রকৃত সাধুবৈষ্ণবোচিত কার্য্য নহে। বৈষ্ণব-সভায় অবৈষ্ণব সভাপতি বা বক্তা নির্ব্বাচনের কুফল শ্রীপত্রিকার ১ম সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে অবৈষ্ণবসঙ্গ,শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ এবং ভক্তিসাধনের প্রতিকুল কার্য্য। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন।

বড়ই আনন্দের বিষয় আজকাল বহু শিক্ষিত ব্যক্তি

---

(১) অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, বহুশিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥ চৈঃ চঃ

(২) গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা পরায়ণঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতঃ প্রাজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।
পমরাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যস্তু তস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী। হঃ বিঃ

(৩) অবৈষ্ণবস্য পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বিতং।
তস্য বাক্যং ন গৃহ্নীয়াৎ শুনানীচং হবির্যথা॥
অবৈষ্ণব মুখোদগীর্ণং শাস্ত্রং ভাগবতং কি যৎ।
বৈষ্ণবা স্তম্ভ সেবন্তে সর্পোচ্ছিষ্টং হবির্যথা॥ সিঃ চঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং ইঁহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা শ্রীপ্রভুর ইচ্ছা, কারণ এই সকল ভাগ্যবান্ শিক্ষিত গৌরভক্তগণের দ্বারা লীলাময় প্রভু আমার তাঁহার বহু কার্য্য সাধন করাইয়া লইবেন। জীবাধম লেখকের সহিত এরূপ বহু শিক্ষিত গৌরভক্তের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম আলোচনা করিতে করিতে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভুবনমঙ্গল নাম লইতে লইতে, সাধু-বৈষ্ণব মোহান্তদিগের সঙ্গ করিতে করিতে এই সকল আধুনিকভাবে শিক্ষিত নবীন গৌরভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই যথাবিধি দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া,বিধিমার্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত সাধন ভজনপথের পথিক হইয়া পরমানন্দে আছেন (১)। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যাঁহাদিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে,—তাঁহারা গৌরভক্ত, কিন্তু বৈষ্ণবাচার এবং দীক্ষাশিক্ষাদি গ্রহণে কুণ্ঠিত এবং বিধিনিয়মের অধীন থাকিতে অসম্মত। দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নিশ্চিৎ এই সকল নবানুরাগী শিক্ষিত গৌরভক্তবৃন্দকে কৃপা করিবেন, তবে ইহা সময় সাপেক্ষ এবং গৌরভক্তগণের কৃপাসাপেক্ষ। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব ও গৌরভক্তগণের সঙ্গগুণে ইঁহাদিগেরও অভীষ্টলাভ হইবে। কদন্ন ও কুসঙ্গ ত্যাগ না করিলে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে রতিমতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সুধু মুখে বৈষ্ণব বলিলেই তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অনিবেদিত অন্নকে কদন্ন বলে, এবং অভক্ত সঙ্গকে কুসঙ্গ বলে। বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন, প্রসাদ নামে অভিহিত, তাহাই বৈষ্ণবের গ্রহণীয়। গোস্বামীশাস্ত্রে অভক্ত শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কৃষ্ণাভক্ত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত। ইঁহাদিগকে কুসঙ্গীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন; সাধু বৈষ্ণবগণ অনন্য কৃষ্ণসেবক ব্যতিত, কামকামী ও মোক্ষকামী কর্ম্মী ও যোগী সকলকেই কৃষ্ণাভক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন। কদন্ন ভোজনে এবং কুসঙ্গ করণে মন দুষ্ট হয়, এবং দুষ্ট মনে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয় না।

এই সকল শাস্ত্রকথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশদরূপে লিখিত আছে। এই শ্রীগ্রন্থ বৈষ্ণবধর্ম্মের বেদ। অনেক শিক্ষিত লোক বলেন, এই শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রথমে সাধুমুখে, আচার্য্যমুখে, এবং গুরুমুখে শুনিতে হয়, তবে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুভূত হয়। তাহার পর ভক্তিপূর্ব্বক সদাচারে নিত্য এই শ্রীগ্রন্থ পূজা ও পাঠ করিতে হয়, তবে শ্রীগ্রন্থরূপী গৌরভগবান কৃপা করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম ও তাঁহার অলৌকিক লীলারঙ্গের রহস্য বুঝাইয়া দেন।

সম্প্রদায়ী সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় না করিলে বৈষ্ণবধর্ম্মানুচরণ সংসিদ্ধ হয় না, বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হয় না (১)। এখন সম্প্রদায় কি তাহা বুঝিতে হইবে। "সং" শব্দের অর্থ সম্যক্, "প্র" শব্দের অর্থ সম্পর্ক। সম্যকরূপ প্রকৃষ্ট প্রকার সম্পর্কই সম্প্রদায় (২)। ইহা বিজ্ঞ মহাজনগণের কথা। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে—

সম্প্রদায়েনোপদিষ্টা স্তেষাং সিদ্ধির্ধ্রুবং ভবেৎ।
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥ (৩)

অর্থাৎ যিনি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া সম্প্রদায়ী সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট,নিশ্চিৎ তাঁহার সাধনে সিদ্ধিলাভ হইবে। সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল হয়। অসম্প্রদায়ী ও সম্প্রদায়ীভেদে বৈষ্ণব দ্বিবিধ। পন্থী ও পথিক। পন্থীগণ সম্প্রদায়বিহীন, এবং পথিকগণ সম্প্রদায়ী।

বৈষ্ণবো দ্বিবিধ জ্ঞেয়ঃ পন্থীপথিক এব চ।
সম্প্রদায় বিহীনাস্ত্যাঃ পথিকাঃ সম্প্রদায়িনঃ॥

পন্থী বৈষ্ণব দুই প্রকার। যাঁহারা গাণপত্য, সৌর, শৈব এবং শাক্ত গুরু হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এক প্রকার পন্থী এবং যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ অপ-

(১) যেবা নাহি বুঝে কেহ,　　শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি,　　জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥ চৈঃ চঃ

(১) গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রং যস্য কর্ণে প্রবিশতি।
স বৈষ্ণব ইতি জ্ঞেয় ইতরস্ত্বাদবৈষ্ণব॥

(২) সংশব্দোঽত্র সম্যগর্থঃ প্রপ্রকৃষ্টার্থবাচকঃ।
দায়ঃ সম্পর্ক ইত্যুক্তঃ সম্প্রদায় বিচক্ষণৈঃ॥ উঃ পুঃ

(৩) সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
ন সিদ্ধাস্তত্র মন্ত্রাস্তু কল্পকোটি শতৈরপি॥

প্রাধী হইয়া মন্ত্রত্যাগী, গুরুবর্জ্জিত ও সম্প্রদায়চ্যুত হন, তাঁহারা আর এক প্রকার পন্থী। এতদুভয়ের ধর্ম্ম পন্থীধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দুই প্রকার অসম্প্রদায়ীগণের সম্প্রদায়ী সদ্গুরুর নিকট পুনঃ মন্ত্রগ্রহণের শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। ইহাদিগকে অবৈষ্ণব বলা যায় না;—কিন্তু যাঁহারা একেবারে বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত, তাঁহারাই অবৈষ্ণব। তাঁহারা সাধু সজ্জন হইতে পারেন, কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইতেও পারেন, কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রসিদ্ধান্তমতে তাঁহারা অবৈষ্ণব পদবাচ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ মতে "অবৈষ্ণব-সঙ্গ"-ত্যাগের অর্থ; সর্ব্বথা বর্জ্জন নহে,—তাঁহাদের সঙ্গ অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত ইষ্ট-গোষ্ঠী নিষিদ্ধ। বহিরঙ্গবোধে তাঁহাদিগকে উপদেশ দানে বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণববুদ্ধ্যে স্তবন, তাঁহাদের লিখিত বা বিবৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রন্থ পঠন বা পাঠন গোস্বামী শাস্ত্রমতবিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত।

ইষ্ট-গোষ্ঠী।

(প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী)

সাধু বৈষ্ণবগণের ইষ্টগোষ্ঠীর কথা প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ইষ্ট শব্দে অভিলষিত বিষয় বুঝায়, গোষ্ঠী শব্দে একত্র মিলন বলিতে পারা যায়। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া হরিভক্তিপরায়ণ সাধুবৈষ্ণবদিগের একত্র মিলন-মূলক ভক্তসম্মিলনীকে প্রাচীন মহাজনগণ ইষ্টগোষ্ঠী নাম দিয়াছেন। ভক্তসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ ভিন্ন ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। স্বসম্প্রদায়ভুক্ত ইষ্টগোষ্ঠীতেই স্বাভীষ্ট লাভ হয়।

গোস্বামীশাস্ত্রমতে বৈষ্ণব তিন শ্রেণীভুক্ত,—যথা, উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ (১)। এই তিন শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব সামাজিক নহেন। তথাপি যে তিনি কৃপা করিয়া বৈষ্ণবসমাজে যোগদান করেন,—সে কেবল তাঁহার কৃপার পরিচয়। তিনিও ইষ্টগোষ্ঠীতে যোগদান করেন। তিনি সর্ব্বভূতে ভগবতসম্বন্ধ রাখিয়া আত্মপর ভেদ করেন না,—তাঁহার নিকট বৈষ্ণব অবৈষ্ণব, শত্রু মিত্র ভেদ জ্ঞান নাই। নামব্রহ্মাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু তিনিও ইষ্টগোষ্ঠীপ্রিয় ছিলেন। এই সকল বৈষ্ণবসাধুগণ যে ভক্তগোষ্ঠীতে যোগদান করেন, তাহা তাঁহাদের ইচ্ছা; তাঁহারা ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহারা পরোপকার বুদ্ধিতে এইসকল কার্য্য করেন,—প্রতিষ্ঠা বা বাধ্য বাধকতার ধার ধারেন না।

মধ্যম বৈষ্ণবগণ সর্ব্বোত্তম সাধুবৈষ্ণবের অনুগত থাকিয়া তাঁহাদিগের উপদেশমত কার্য্য করেন, সর্ব্বোত্তম হইতে সচেষ্ট থাকেন এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া সাধনপথে উন্নীত করেন। উত্তম বৈষ্ণবগণ কর্ম্মক্ষেত্রে কদাচিত দৃষ্ট হন,—সে তাঁহাদের স্বেচ্ছায়—কাহারও অনুরোধ উপরোধে নহে। মধ্যম বৈষ্ণব সাধুগণ কর্ম্মক্ষেত্রে সহজে অবতীর্ণ হন না। তাঁহারা উত্তমাধিকারী সাধু বৈষ্ণবগণের সাহায্য ও সেবাকার্য্যে সতত ব্যগ্র থাকেন, এবং তাঁহাদিগের সঙ্গাভিলাষী। কিন্তু ইঁহারাই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের উপদেশক এবং সহায়। উত্তম এবং মধ্যম বৈষ্ণবসাধুগণ ভজন সম্বন্ধে নির্জ্জনতা ভালবাসেন, তাঁহারা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠাশা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন না। কিন্তু কনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা কনিষ্ঠদিগের মত কর্ম্মক্ষম নহেন। এই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের সংখ্যাই অধিক, এবং তাঁহারাই গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে প্রধান সহায়। ইঁহাদিগের দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারকার্য্য সাধন হইতেছে, এবং ইঁহাদিগের উপরিস্তন উত্তম ও মধ্যম বৈষ্ণবসাধুগণের উপদেশে ও পরামর্শে তাঁহারা এই কার্য্য করিতেছেন। অতএব কনিষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে সকলেই সচেষ্ট হউন। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং সকলে মিলিয়া ইষ্টগোষ্ঠী হয়, আর এই ইষ্টগোষ্ঠীতে কনিষ্ঠই সবিশেষ উপকৃত হন, মধ্যমেরও প্রকৃত লাভ হয়। উত্তমের সঙ্গলাভে ও উপদেশে অশেষ কল্যাণ হয়, হৃদয়ে ভগবত-শক্তির সঞ্চার হয়।

শুধু মাত্র তিনজন বৈষ্ণবেও ইষ্টগোষ্ঠী হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে ততক্ষণে॥

---

(১) ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥ চৈঃ চঃ

এই দুইজন শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও ঠাকুর হরিদাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই দুইজনকে লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন।

দুইজনে মিলিয়া যে ইষ্টগোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী বলে যথা—

দুইজন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল॥

শ্রীল গদাধরপণ্ডিত ও সনাতন গোস্বামী দুইজনে মিলিয়া এরূপ কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী করিতেন।

যেস্থানে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম হয়, তাহাকে সভা বলে। এস্থানে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সকলেই থাকেন। বৈষ্ণবোচিত বিধিনিয়মাবলী সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। ঐস্থানে ইষ্টগোষ্ঠী হয় না,—সভাসমিতি ইষ্টগোষ্ঠীর স্থান নহে।

যে স্থানে একটি সাধু বৈষ্ণব থাকেন,—সেস্থানে তাঁহার নির্জ্জন ভজনপ্রণালী দৃষ্ট হয়। পূজা, পাঠ, জপ, নাম, কীর্ত্তনে তিনি মত্ত থাকেন। ব্যবহারিক বিষয়সম্বন্ধ তাঁহার নাই। এই সমস্তই মহাজনানুগত ভজনপন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, আর এইরূপ ভজনপন্থাই বৈষ্ণবের অনুসরণীয়।

এই যে বৈষ্ণবের ইষ্টগোষ্ঠী,—ইহার ফল অতীব শুভকর এবং মঙ্গলদায়ক। এই ইষ্টগোষ্ঠী হইতেই স্বাভীষ্টলাভ হয়। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, রস-ব্যাখ্যা রস-গান বা রসকীর্ত্তন, কেবল একমাত্র ইষ্টগোষ্ঠীতেই হইতে পারে এবং রাত্রিকালই তাহার প্রশস্ত সময়। শ্রীমন্মহা-প্রভুর পবিত্র চরিত্রে এই বিধিনিয়মটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় যথা—

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥ চৈঃ চঃ

অতএব রস-ব্যাখ্যা, রস-গান বা রস-কীর্ত্তন সভা সমিতি করিয়া ঠাকুর বাটী বা অন্যত্রে দিবসে ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়া দ্বারা যাহা ইদানীন্তন অনুষ্ঠিত হয়,তাহা শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। অর্থ দ্বারা কীর্ত্তন দিয়া তাহার শ্রবণে কোন কোন অংশে অপরাধ অর্জ্জন করা হয় এবং কোন কোন অংশে শ্রবণের ফল হানিও হয়। ভক্তগণ যখন স্বেচ্ছায় নিরুপাধি কীর্ত্তন করেন, তাহার শ্রবণে প্রকৃত কীর্ত্তন শ্রবণের ফল পাওয়া যায়। বেতনভোগী কীর্ত্তনীয়া ও পাঠক এবং শিষ্য ব্যবসায়ী আচার্য্য ও মোহান্তগণ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নিম্নলিখিত উপদেশটি স্মরণ রাখিবেন—

"ধন শিষ্যাদিভি র্দ্বারৈর্যাভক্তিরুপপদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতা হান্যা তস্যাশ্চ লাঙ্গতা॥

অর্থাৎ ধন শিষ্যাদি ফল সংগ্রহের জন্য যাঁহারা ভক্তির আচার ও প্রচার করেন, তাহারাই কপট। কপট শব্দের অর্থ ফলাভিসন্ধান রূপ কৈতব।

কীর্ত্তন।

(যথারাগ)

দয়া কর, দয়ানিধি! নবদ্বীপচন্দ্র।
না জানি ভজন যুক্তি, আর মন্ত্রতন্ত্র॥
জানি সুধু, প্রাণ বঁধু, তুয়া মুখচন্দ্র।
প্রেমে মাখা, ঢল ঢল, আনন্দকন্দ॥
আর জানি, তুমি সুধু, করুণার সিন্ধু।
পতিত পাবন প্রভু, তুমি দীনবন্ধু॥
বুঝি সুধু, তুয়া নাম, সার সর্ব্বধর্ম্ম।
তুয়া লীলাগান সুধু, ভক্তিশাস্ত্র মর্ম্ম॥
জপ তপ ধ্যান গান, আর কর্ম্মকাণ্ড।
ভাল বুঝি সব চেয়ে, ঝুলি ভিক্ষা ভাণ্ড॥
শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনে, মনে লাগে ধন্দ।
বিচার তর্কেতে নাহি, ভকতির গন্ধ॥
আনন্দ-নীরে ভাসি, হেরি পদ দ্বন্দ্ব।
বদন হেরিলে হয়, নাশ ভব বন্ধ॥
তুয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন; তুয়া ভক্ত সঙ্গ।
লীলাকথা আলাপন, ভজনের অঙ্গ॥
নাহি বুঝি কুল মান, তুয়া নাম সর্ব্ব।
গৌরদাস বলে যদি, ইহ বড় গর্ব্ব॥
যাকে দেখি তাকে বলি, কি যে তুমি বস্তু
আশীর্ব্বাদ করি মুক্তি, "গৌরাঙ্গে রতিমস্তু
তত্ত্ব যদি জিজ্ঞাসয়ে, বলি সার তত্ত্ব।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-পদে, স্থির কর চিত্ত॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরাঙ্গের শক্তি।
গোরা-পদ চাহ যদি, তাঁরে কর ভক্তি॥

দাস হরিদাস কহে, পরিচয় আত্ম।
স্মরি মনে অহরহ, নামের মাহাত্ম্য ॥

———

আত্ম-নিবেদন।

(যথারাগ)

হা হা প্রভু শচীর নন্দন।
দয়া কর অধমেরে, বান্ধি তব কৃপাডোরে,
মু বড় অধম দুরজন ॥
ভজনের নাহি গন্ধ, ভোজনের পরবন্ধ,
চাই মুঞি নিত্য নূতন।
ভজনের নাহি লেশ, ধরেছি বৈষ্ণব-বেশ,
যশ আশে করিয়া যতন ॥
চিনির বলদ মুঞি, চিনি খেতে নাহি পাই
শ্রম মাত্র সব অকারণ।
সাজিতে সাধুর সাজ, মনেতে না বাসি লাজ,
মুঞি বড় দুষ্ট দুরজন ॥
বিন্দুমাত্র নাহি জ্ঞান, তবু রাখি অভিমান,
মুই কপটের মহাজন।
ভক্তির সম্বন্ধ নাহি, ভক্তবর আখ্যা চাহি,
ইহা হ'তে মঙ্গল মরণ ॥
কপটের শিরোমণি, পাতকীর চূড়ামণি
মু বড় নারকী অভাজন।
দয়া কর পাতকীরে, কৃপা করি কেশে ধ'রে
শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন।
দাস হরিদাসে ভণে, বৈষ্ণবের কৃপা বিনে,
কপটীর না হয় তারণ ॥

—:*:—

হরি! হরি! কে বুঝিবে মনব্যথা ॥
বৃথায় জনম গেল, সাধুসঙ্গ নাহি ভেল,
কানে না শুনিনু হরিকথা ॥
আপন করম ফলে, বিষয়ের হলাহলে,
মজি মুঞি গেনু যথা তথা।
বেড়াইনু নানা দেশ, দুঃখ পেনু সবিশেষ,
কাল মুঞি কাটাইনু বৃথা ॥
অসতের করি সঙ্গ, হইল শরীর ভঙ্গ,
দুষ্ট জনে খাইল মোর মাথা।
গো ব্রাহ্মণ-দ্বেষী মনে, পূজিনু মুঞি সযতনে,
রচিনু কত না গুণ-গাথা ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব সবে, দাও হে সুমতি এবে,
গাই যেন তুয়া গুণকথা।
দাস হরিদাস কাঁদে, পড়িয়া বিষম ফাঁদে,
কে বুঝিবে তার মনব্যথা ॥

———

গুরু-তত্ত্ব।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পুনরাবৃত্তি)

শাস্ত্রমতে মন্ত্রদানের পূর্ব্বে শ্রীগুরু দীক্ষা-প্রার্থী শিষ্য বিধিমত পরীক্ষা করিয়া উপযুক্তবোধে শিষ্যত্বে ব করিবেন। কতদিন এরূপ পরীক্ষার প্রয়োজন, এবং শ্রেণীর শিষ্যকে কতদিন পরীক্ষা করিতে হইবে, শা তাহারও কাল নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—

"বর্ষৈকেন ভবেদ্‌যোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ ॥
চতুর্ভির্বৎসরৈ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা ॥" তন্ত্রসা

অর্থাৎ 'সদ্‌গুণসম্পন্ন বিপ্র' শিষ্যকে এক বৎসর কা রাজন্যবর্গকে দুই বৎসর কাল, বৈশ্যকে তিন বৎসর কা এবং শূদ্রকে চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবে এই শাস্ত্রশাসনের অর্থ সহজেই বুঝা যায়। যাঁহা অনুপযুক্ত ও অনধিকারী শিষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি না হয়, এ জন্য এই শাস্ত্রশাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন—"বহু শিষ্য না করিবে"। উপরো শ্লোকের অপরার্থও আছে। শিষ্যের মন্ত্রগ্রহণে ঔৎসুব ও উৎসাহ, ধর্ম্মাচরণসাধনে সহিষ্ণুতা, সেবাকার্য্যে কা সহিষ্ণুতা শিক্ষণে যত্ন,—এই সকল বিষয় বিশেষভাবে গুরু দ্রষ্টব্য। এক্ষণে এই শাস্ত্রশাসন একেবারে অমান্য হই তেছে; ইহার ফলে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রকৃত সে ও সেবকের ভাবের অভাব হইয়াছে,—আর এই অভাবে জন্য শিষ্যের গুরুর প্রতি প্রকৃত ভগবতবুদ্ধি-জ্ঞান অবরু হইয়াছে। এখন শিষ্য একদিনে মন্ত্রোপদেশ লইয়া গু যাইতে চাহেন, আর গুরুও তাঁহাকে বিদায় করি পারিলে বাঁচেন, এইরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আ কিছু দিন পরে ডাকযোগে পত্রদ্বারা মন্ত্রোপদেশ প্রেরিত

হইবে,—এ আশা করাও শিষ্যের পক্ষে অসঙ্গত নহে, কারণ, গুরুদেব উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলেই এ ব্যবস্থা করিবেন, এরূপ কাল পড়িয়াছে।

শিষ্য-গৃহে গুরুদেবের বার্ষিক গমন, বার্ষিক বৃত্তি আদায়ের জন্য নহে; শিষ্য এক বৎসর কাল মধ্যে কিরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, মন্ত্রোপদেশের কিরূপ ফল হইয়াছে, এই সকল পরীক্ষা করিবার জন্যই গুরুর শিষ্য বাড়ীতে বার্ষিক গমন। যেমন পুত্রকে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিয়াই পিতার দায়িত্ব যায় না, তাহার উন্নতি অধোন্নতির দিকে পিতার সর্বদা প্রখর দৃষ্টি রাখা যেমন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়াই তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গেল, এরূপ মনে করিলে তাঁহার গুরুত্ব থাকে না। শিষ্যের সদাচার নিষ্ঠতা, ধর্ম্ম শিক্ষা, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর গুরুর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন গুরুই সদ্গুরু বাচ্য। শিষ্য-ব্যবসায়ী গুরু সাধারণতঃ অর্থলোভী এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য।

অনেকে সৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে মন্ত্র প্রাপ্ত হন। তাহা হইলেও শাস্ত্রমতে গুরু-করণ প্রয়োজন। যথা তন্ত্রসারে, "স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রো যদি সদগুরুং প্রাপ্নোতি তদা তত এব তন্মন্ত্রং গৃহ্নীয়াৎ নোচেৎ জল পূর্ণ কলসে গুরোঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বায় বটপত্রে কুঙ্কমেন লিখিতং মন্ত্রং তৎকলসে প্রক্ষিপ্য তত্মাল্য মন্ত্রং গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ স্বপ্নে মন্ত্রলাভ হইলে, ঐ মন্ত্র সদ্গুরুর নিকট পুনরায় গ্রহণ করিবে। যদি সদ্গুরু লাভ না হয়, তবে জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া ঐ কলসে ঐ মন্ত্র নিক্ষেপ করিবে। তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

এখন দীক্ষা কাহাকে বলে, তাহা জানা কর্ত্তব্য। যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, এবং পাপের সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হয়, তাহাকেই শাস্ত্রমতে দীক্ষা বলে।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

পাপক্ষয় ও দিব্যজ্ঞান লাভ বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষার সঙ্গেসঙ্গেই হইয়া থাকে। সদ্গুরুই দিব্যজ্ঞান-দাতা, এবং মহাপাতক-ত্রাতা। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে ভাগ্যবান ব্যক্তির ভাগ্যেই সদ্গুরুর চরণাশ্রয় লাভ হয়,—ইহা শাস্ত্র বাক্য। মন্ত্র-দীক্ষার সঙ্গেসঙ্গেই শিষ্যের নবজীবন আরম্ভ হয়, তাহার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে, শক্তিশালী সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র লাভ হয় নাই। সুধু শাস্ত্রজ্ঞ হইলেই সদ্গুরু বলা যায় না, সৎশাস্ত্রজ্ঞ অথচ স্বয়ং ভক্তিপরায়ণ এবং ভক্তিযাজক এরূপ সাধু বৈষ্ণবই সদ্গুরুপদ বাচ্য। পাণ্ডিত্যের সহিত ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই, শুষ্ক বৈরাগ্যে ও তপস্যায় ভক্তির গন্ধ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বলিয়াছেন—

প্রভু বোলে যার মুখে নাই ভক্তি-কথা।
তপ শিখা সূত্র ত্যাগ তার সব বৃথা॥ চৈঃ ভাঃ

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভক্তি-মার্গাবলম্বী সাধু বৈষ্ণবগণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে সদ্গুরু। তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী নহেন। তাঁহারা নিরুপাধি ভক্তি-যাজক এবং নিঃস্বার্থভাবে ভক্তি উপদেশক।　　　(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব-বন্দনা।

"বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥"

—*—

মঙ্গলাচরণ ও আত্মনিবেদন।

—:০:—

জয় জয় কৃপাসিন্ধু বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু কৃপা দৃষ্টিপাত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ দয়াল ঠাকুর।
কৃপাদৃষ্টে কলি জীবের মোহ কর দূর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত বৈষ্ণব গোসাঞি।
দয়া কর কলিজীবে এই ভিক্ষা চাই॥
জয় জয় কৃপানিধি গৌরভক্তগণ।
জীবপ্রতি কর সবে কৃপাবলোকন॥
উদ্ধারহ সর্ব্বজীবে কৃপাদৃষ্টিপাতে।
সঙ্গে লহ মো অধমে তাহাদের সাথে॥
সাধুনিন্দা পরচর্চ্চা করিয়াছি কত।
খেদ উঠে তাই মনে দুঃখে অবিরত॥

মহাপ্রভুর উপদেশ করিয়া স্মরণ।
বৈষ্ণব-বন্দনে কিছু হৈলা মোর মন ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দ্বিজ প্রতি প্রভুবাক্যং—
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব বন্দন ॥
আত্ম শোধিবার তরে কৈনু দুঃসাহস।
বৈষ্ণব বন্দনে মোর হৈল লালস।
দৈবকী-নন্দনের করি উচ্ছিষ্ট ভোজন।
বৈষ্ণব-মহিমা কিছু করি নিবেদন ॥
উত্তম মধ্যম নাই বৈষ্ণব-মণ্ডলে।
ছোট বড় সবে পূজ্য গরিষ্ঠ সকলে ॥
দন্তে তৃণ দৃঢ় ধরি এ মোর মিনতি।
ক্রমভঙ্গ দোষ মোর না লইবে কতি ॥
দৈবকী নন্দন উক্ত বৈষ্ণব বন্দনে।
যত আছেন মহাজন বন্দি জনে জনে ॥
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে বন্দিনু।
পুনরুক্তি নাহি করি চরণে ধরিনু ॥
না লইও অপরাধ বৈষ্ণব ঠাকুর।
মুঞি চরণের দাস অধম কুকুর ॥
জন্মিয়াছেন,—জন্মিবেন যত প্রভুর গণ।
ভক্তিভরে ধরি মুঞি সবার চরণ ॥
প্রকটাপ্রকট ভেদে করিনু বন্দন।
আবির্ভাব তিরোভাব বেদের কথন ॥
অগ্রপশ্চাৎ বর্ণনের না লইবা দোষ।
সবার চরণ বন্দোঁ হইয়া সন্তোষ ॥
বৈষ্ণব-গোসাঞি পদে এই মোর আশ।
দাস হরিদাসে কর চরণের দাস ॥

(অপ্রকট)

প্রথমে বন্দিব মুঞি দেব বনওয়ারী।
নিত্যানন্দ-বংশধর গদাড্ডি-বিহারী ॥
ইষ্টদেব মোর যিঁহো গুরুকুল-চন্দ্র।
সরবস ধন মোর যাঁর পদদ্বন্দ্ব ॥
বন্দো প্রভু ঘনশ্যাম দোগাছিয়াবাসী।
বলরাম বংশধর সংসারে উদাসী ॥
সার্ব্বভৌম খ্যাতি যাঁর বৈষ্ণব প্রধান।
শাস্ত্রতত্ত্বে পরবীণ প্রেমরস-ধাম ॥
বন্দো প্রভু সীতানাথ মোর পিতৃদেব।
মহা ভাগবত-রত্ন গরিষ্ঠ ভূদেব ॥
বন্দোঁ দাস কৃষ্ণদাস গোবর্দ্ধনবাসী।
বৃন্দাবনে সিদ্ধ খ্যাতি বিরক্ত উদাসী ॥
বন্দোঁ দাস ভগবান কাল্না-নিবাসী।
মোহান্ত বাবাজী সিদ্ধ সাধুকুল-শশী ॥
বন্দোঁ সিদ্ধ চৈতন্যদাস গৌরপ্রেমধাম।
করিলা আশ্রয় যিঁহো নবদ্বীপ-ধাম ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ নামে (যাঁর) প্রেমোল্লাস।
ভজনতত্ত্ব-সার যাঁর নাগরী-বিলাস ॥
কান্তাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গে ভজিলেন যিঁহো।
গৌর-গোষ্ঠী শিরোমণি সর্ব্বপূজ্য তিঁহো ॥
বন্দোঁ শ্রীপ্রভুপাদ নবদ্বীপচন্দ্র।
বৈষ্ণবাচার দর্পণ যাঁর কৃত গ্রন্থ ॥
বন্দোঁ প্রভু বলাইচাঁদ নিত্যানন্দ বংশ।
সকল বৈষ্ণবগণে গায় যাঁর যশ ॥
বন্দোঁ ভক্তিরত্ন প্রভু বিপিনবিহারী।
বংশীবদন-বংশধর উচ্চ অধিকারী ॥
দশমূলরস আদি শ্রীগ্রন্থ রচিলা।
কলিকাতাবাসী হঞা ভক্তি প্রচারিলা ॥
বন্দো রাজবল্লভ বংশীবংশাবতংশ।
যাঁর কৃত গ্রন্থরত্ন মুরলী-বিলাস ॥
বন্দোঁ নীলকান্ত দেব বাঘনাপাড়া বাস।
গ্রন্থ লিখিলেন যিঁহো শ্রীবংশীবিকাশ ॥
বন্দোঁ প্রভু শ্যামলাল গোস্বামী শ্রীপাদ।
বহু ভক্তিগ্রন্থ যিঁহো কৈলা অনুবাদ ॥
বৃন্দাবনবাসী বন্দো গৌর-শিরোমণি।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সাধু চূড়ামণি ॥
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যাঁর,—দীনতার খনি।
অদ্যাপিও বৃন্দাবনে শুনি যাঁর ধ্বনি ॥
বন্দোঁ নবদ্বীপবাসী গৌরহরিদাস।
শিষ্যদ্বারে দেখি যাঁর পূর্ণ পরকাশ ॥
বন্দোঁ গৌরভক্তরত্ন বাবাজি প্রধান।
রাধারমণ চরণদাস যাঁর পুণ্য নাম ॥
নিতাইগৌর রাধেশ্যাম কীর্ত্তনপ্রচারী :
নিতাই সর্ব্বস্ব যাঁর ভক্তি-অধিকারী ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর নাম-মাহাত্ম্য।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাতকীর মধ্যে নাই তত পাপ করে॥
সেই কৃষ্ণনাম জীব লয় বহুবার।
তথাপি না হয় প্রেম পুলকাশ্রু-ধারণ।
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
নিতাই গৌরাঙ্গে নাহি সে সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

—:) * (:—

প্রথম কল্প।

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমরস-ধাম।
জয় শ্রীগৌরাঙ্গহরি নিতাইর প্রাণ॥
জয় জয় গৌরভক্ত নিত্যানন্দ-দাস।
যাঁহাদের কৃপাবলে পূরে অভিলাষ॥
নিত্যানন্দ-দাস আখ্যা বহু ভাগ্যে হয়।
গৌরাঙ্গ স্বরূপ তাঁরা দেখেন নিশ্চয়॥
গৌরাঙ্গ শ্রীমুখবাণী, শাস্ত্রে ইহা কয়।
তিলমাত্র ইথে ভাই না কর সংশয়॥

তথাহি চৈতন্যভাগবতে প্রভুবাক্যং—

"মুখেও যেজন বলে মুঞি নিত্যানন্দ-দাস।
নিশ্চয় দেখিবে মোর স্বরূপ প্রকাশ॥"

হেন নিতাই নামে ভাই,　　গৌরাঙ্গ চরণ পাই,
তাঁর নাম তাই আগে গাই।
নিতাইর কৃপা বিনা,　　শ্রীগৌরাঙ্গ আরাধনা
বিড়ম্বনা,—শাস্ত্রে বিধি নাই॥
গৌরতত্ত্ব যে বুঝেছে,　　পুছহ তাহার কাছে,
নিতাই নামে কত বল ধরে।
শ্রীঠাকুর নরোত্তম,　　কৈলা দূর মহাভ্রম
কলিজীবে বহু কৃপা করে॥

তথাহি শ্রীনরোত্তম দাসের প্রার্থনা,—

"হেন নিতাই বিনে ভাই,　　রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥"

সেই রাধাকৃষ্ণ একীভূত,　　অবতার অদ্ভুত,
সকলে আনন্দ জ্ঞান করি।

অবধূত বলরাম,　　সদা লয় গৌরনাম,
জপতপ সদা গৌরহরি॥
শ্রীগৌর গৌরাঙ্গ বিনে,　　আন নাহি নিতাই জানে
কলিজীবে দিলা গৌরনাম।
গৌরনাম সদা মুখে,　　ভাসে প্রেমানন্দ সুখে
গৌরভক্ত সবে তাঁর প্রাণ॥

তথাহি শ্রীনিত্যানন্দবাক্যং—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ॥"

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
বল ভাই সব মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥"

পুনঃ শ্রীনিত্যানন্দবাক্যং (মাধাইর প্রতি)—

"যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তারে আমি করি পরিত্রাণ॥"

ছাড়ি সর্ব্ব অভিমান,　　পুণ্যকর্ম্ম তপ দান,
লহ সবে শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম।
নিতাই-পদ মাথে ধরি,　　বল ভাই গৌরহরি,
সিদ্ধ হবে সর্ব্ব মনস্কাম॥
বৃন্দাবন রসধাম,　　গৌরগোবিন্দ নাম,
নিত্যানন্দ কৃপাবলে পাই।
নিত্যানন্দ নামে হয়,　　ব্রজভাবের উদয়,
হেন নিতাই ভজ সবে ভাই॥
ব্রজভাব-রসসার,　　নবদ্বীপরস-ধার,
(একেলা) নিতাইচাঁদের গুপ্ত বিত্ত।
গুপ্তবিত্ত দান কৈল,　　আচণ্ডালে বিলাইল,
পদে তাঁর দৃঢ় কর চিত্ত॥
নামরত্ন চিন্তামণি,　　পথে ঘাটে বিকিকিনি,
যে করিল পরম উদার।
নাম তাঁর নিত্যানন্দ,　　কেবল আনন্দকন্দ,
কৃপা তাঁর অসীম অপার॥
লহ নাম নিত্যানন্দ　　যাইবে মনের ধন্দ,
হৃদে ধর নিতাই-চরণ।
গৃহে বা বনেতে থাক,　　"হা নিতাই!" বলে ডাক,
গৌরাঙ্গ দিবেন দরশন॥
গৌরাঙ্গ-শ্রীমুখ-বাণী,　　বিশ্বাস করিবে জানি,
লিখি কিছু ভাগবত হৈতে।

নিতাইর গুণগ্রাম, স্বয়ং প্রভু গৌরধাম,
ভক্তগণে কহিছেন প্রীতে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুবাক্যং—

"নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাই তার প্রেমভক্তি বাধ॥"
"নিত্যানন্দে যার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"
"কোন পাকে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বোলে সেই জন গেলা॥"
"জনম ধরিয়া, হেলায় শ্রদ্ধায়, যে লয় নিতাইর নাম।
আমি বিকাই, তারে দেখাই যুগল রাধাশ্যাম॥"
"সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

প্রভুবাক্যং (মাধাইর প্রতি)—

"আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য করিলাম দঢ়॥"

অন্যত্র—

"মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিমু আমি দঢ়॥"

প্রভু বাক্যং (ভক্তগণ প্রতি)

"নিত্যানন্দ প্রভাবে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ শক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বহি নাই।
সঙ্গী সখা শয়ন ভূষণ বন্ধু ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের, চরিত্র।
সর্ব্ব জীব জনক রক্ষক সর্ব্ব মিত্র।
ইহাঁর ব্যাভার সব কৃষ্ণরসময়।
ইহাঁকে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥"

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র।

আপনার "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" পড়িয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। কলিকাতায় শিক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এইরূপ একখানি পত্রিকার বিশেষ অভাব হইয়াছিল, আপনার "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। সেই দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর নিকট একান্ত প্রার্থনা যে, এই পত্রিকাখানি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম ও তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার কার্য্যে সাফল্য লাভ করুন। এসম্বন্ধে এ দীন অর্ব্বাচীনের মনে একটি কথা উদয় হওয়াতে, আপনার নিকট নিবেদন করিলাম, যদি আবশ্যক বুঝেন তাহা হইলে আপনার পত্রিকায় ইহা আলোচনা করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ সুহৃদয় মহাত্মাদের

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে বৈষ্ণব শ্রীগ্রন্থগুলির বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থগুলির দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন সাধারণের পক্ষে তাহা পাঠ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়াছে। অতএব যাহাতে বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি সহজপ্রাপ্য ও সুলভ হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোথায় গ্রন্থগুলির প্রচারের চেষ্টা হইবে,—না কোথায় তাহাদের মূল্য অযথা বৃদ্ধি করা হইতেছে—বিশেষতঃ যে গুলি বহুপূর্ব্বে ছাপা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ দাম হইয়াছে। আমাদের দেশে কি এমন কোন মহানুভব ব্যক্তি নাই, যিনি বৈষ্ণবদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মের অমূল্য রত্নস্বরূপ শ্রীগ্রন্থগুলিকে কেবলমাত্র ছাপাইবার খরচ লইয়া দিতে পারেন? যদি ইহাও না হয়, তাহা হইলে উদ্যোগপূর্ব্বক সাধারণের সমবেত চেষ্টা দ্বারাও এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পাবে। যাহাহউক এবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ইউরোপীয়েরা ও মার্কিণেরা কি না করিতেছে? কত টাকা ব্যয় করিতেছে। আর এ পোড়া দেশে ঠিক বিপরীত। এদেশে পুরাতন ছাপা বই ফুরাইয়া আসিতেছে বলিয়া, তাহার দাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে। হায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু! কোথায় আপনার অযাচিত কৃপা বিতরণ আর কোথায় ধর্ম্মপিপাসুর রক্তশোষণ! (১)। ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, কলিকাতা।

(১) বৈষ্ণব-সংবাদ স্তম্ভে এসম্বন্ধে মন্তব্য দেখিবেন। পত্রলেখকের সহিত জীবাধম কার্য্যাধ্যক্ষের এসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। এই কলিকাতা মহানগরীতে একখানিও বৈষ্ণব-গ্রন্থের দোকান নাই, একটিও বৈষ্ণব-ভাণ্ডার নাই। ধনী গৌরভক্ত ব্যবসায়ী অনেকেই আছেন। যদি তাঁহারা কৃপা করিয়া এদিকে লক্ষ্য করেন, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হয়। একটি বৈষ্ণব ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী এবং বৈষ্ণবের আবশ্যকীয়, চিত্র, মূর্ত্তি বস্ত্রাদি সকলি রক্ষিত হইলে বৈষ্ণবগণ অনায়াসে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারেন। এই সঙ্গে যদি একটি প্রেস থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বোত্তম। সুলভে বৈষ্ণব গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এবিষয়ে একটা প্রকৃত চেষ্টা এতকাল হয় নাই। এক্ষণে ধনী ও শিক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবিষয়ে সচেষ্ট হউন ইহাই প্রার্থনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দুই খানি পত্র।

নিম্নে দুই খানি পত্র মুদ্রিত হইল। প্রথম খানি শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী শ্রীগোপালভট্ট-পরিবার মাধ্ব-গৌড়েশ্বরাচার্য্য পরম পণ্ডিত প্রবীণ ও প্রাচীন পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম লিখিত। এই পত্রে পূজ্যপাদ সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন। পত্রখানি এই,—

(১)

প্রিয়তম গোস্বামি জি! আপনার প্রেরিত "নবদ্বীপলীলা" ও "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" শ্রীপত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম। আপনি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর নিজজন, সেই জন্যই আপনার অকারণ কৃপা করা স্বভাব; আর প্রভুর যে স্বভাব হয়, তাঁহার দাসেরও সেইরূপ স্বভাব হয়। আমি অধম, সুতরাং শ্রীপ্রভুর সেবা করিবার অনধিকারী, অতএব আপনার ইচ্ছানুরূপ যথানিয়মে গৌরকথার প্রবন্ধ লিখিতে পারি না, তবে সময়ে সময়ে চেষ্টা করিব। আপনি শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন এ অধমকে নিজ সেবায় শক্তি দান করেন, কারণ শ্রীপ্রভুর আজ্ঞা আছে "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে"। আমি নিজে বাঙ্গালা লিখিতে জানি না, অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, ইহাও একটি কারণ। আপনি পরম ভাগ্যবান, শ্রীপ্রভুর সেবার উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন; যদ্যপি শ্রীপ্রভুর সেবা নানাবিধ, তথাপি তাঁহার নাম ও লীলা প্রচার করা সর্ব্বপ্রধান সেবা বলিয়া পরিগণিত। সেই সেবা আপনি করিতেছেন।

(২)

দ্বিতীয় পত্র খানি শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী বহু বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ-প্রণেতা বিরক্ত বৈষ্ণবসাধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় লিখিত। বাবাজী মহাশয় পরম চতুর সুরসিক গৌরভক্ত। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আপনার প্রভু যেমন সর্ব্ব বিষয়ে রঙ্গিয়া তেমনি আপনার লেখার রঙ্গও তদুচিত বটে। "সংসারের ভারে আমি গেলাম, কর্ত্তাতো নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন,—তিনি কিছুই দেখিবেন না"—এই জাতীয় আক্ষেপ-রঙ্গ যে, পতির এক চেটিয়া নহে, প্রভু ভৃত্যেও যে এভাব বেশ চলে, তাহার নমুনা আপনার পত্রে পাঠ করিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিতেছে। আপনার প্রভুর একটি অন্যায়ের বিচার করিতে আমাকে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যে সকল কার্য্যই অন্যায়। লাউ কুমড়া ছাড়িয়া তিনি সর্ষপের মধ্যে তৈল রাখেন,—জোর করিয়া বেগার ধরিয়া নিজের কাজে লাগান, সুতরাং আপনার ন্যায় কার্য্যদক্ষ দাসকে প্রিয়াজির দাসী করিয়া স্বাধীন কার্য্যভার দিয়া দিন রাত্রি খাটাইবেন, "কি দিয়ে আপনি কি করিতেছেন" সেটা চেয়েও দেখ্‌বেন না, তা আর বিচিত্র কি? তাঁহার ভাণ্ডারে হাজার পূর্ণতা থাকুক,—প্রকারান্তরে সব করুন কিন্তু "আমি নিশ্চিন্ত ও উদাসীন" এইভাব দেখাইয়া প্রিয়জনের অভিমান উৎপাদন পূর্ব্বক রঙ্গ দেখা,—তাঁহার দুস্তজ্য স্বভাব। আমার বিচারে এই বিষয়বুদ্ধিহীন ও বিচারবর্জ্জিত ঠাকুরের চরণ ধরিয়া আপনি গোড়ায় গলদ করিয়াছেন"—

আমার উত্তর,—"নিশ্চয়ই"। তাই লিখিয়াছিলাম—
গৌর হে!
তোমার কাজের নাহিক অবধি, জানিতাম যদি আগে।
পলাইয়া দূরে, এড়িতাম তাহা, যা থাকিত মোর ভাগে॥

দীন হরিদাস গোস্বামী।

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেম। রেলওয়ে বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর ভক্তবর শ্রীসাতকড়ি ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার ব্রজপ্রেমিক। ইংরাজিশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ হইয়াও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলভজনতত্ত্ব তিনি বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, এবং তিনি যে স্বয়ং এই মধুর ভজননিষ্ঠ সাধক,—তাহাও আমরা জানি। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীব্রজযুগলের মধুর লীলা, মধুর কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, এবং ব্রজভাবে হৃদয় গদগদ হয়। সাতকড়ি ঘোষ মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ব্রজপ্রেমের উৎস-দ্বার খুলিয়াছেন মাত্র। তাঁহার নিকট হইতে আমরা এরূপ গ্রন্থরত্ন আরও আশা করি। এই গ্রন্থ ৫৩ ল্যাণ্ডসডাউন ষ্ট্রীট, কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়, মূল্য লিখিত নাই।

বৈষ্ণব-সংবাদ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শুভ জন্মোৎসব গত ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে সর্ব্বত্রই মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বহুস্থানে এই ভুবনমঙ্গল শুভদিনে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি-নব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—তাঁহার বামে বহুস্থানে ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যুগলে বসিয়াছেন। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার শ্রীঅমরকৃষ্ণ রায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবার জন্য ৬০০০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ থালা, গেলাস, বাটী প্রভৃতি ভোজন পাত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে গৌরভক্তগণ ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল শ্রীবিগ্রহসেবা গ্রহণ করিয়া প্রেমানন্দে প্রীতিসেবা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত দাদা ও শ্রীমার কৃপায় তাঁহারা পরমানন্দ পাইতেছেন। এসম্বন্ধে যে বিস্তারিত পত্র পাইয়াছি, তাহা স্থানাভাব বশতঃ প্রকাশিত হইল না।

—*—

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাসমারোহে শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজির স্মরণ মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রামদাস বাবাজীর সুমধুর কীর্ত্তনে ও ভক্তিমতী শ্রীমতি ললিতা সখির বিনয়নম্রবচনে ও মধুর ব্যবহারে সকলেই পরম সুখী ও আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ৭।৮ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। এই মঠে শ্রীবিগ্রহাদি অনেক আছেন, কিন্তু ভেট নাই,—এই জন্য এই স্থানে এত লোকের সমাগম হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যে মঠের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা ললিতা সখি ও রামদাস বাবাজির গুরুভক্তির পূর্ণ পরিচয় এবং অকপট শ্রীনিত্যানন্দ-সেবার ফল।

—*—

সম্প্রতি ফরিদপুরে শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তনে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পরম গৌরভক্ত সাধু জগবন্ধুর অনুগত শিষ্যগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে নগর কীর্ত্তনে বাহির হন। ফরিদপুরবাসী মুসলমানগণ এতদিন তাঁহাদের এই কীর্ত্তনে কোন বাধা দেন নাই; কিন্তু সেদিন সাধু জগবন্ধুর শিষ্যেরদল কীর্ত্তন করিতে করিতে মসজিদের নিকট আসিলেই কতকগুলি দুষ্ট মুসলমান এই কীর্ত্তনের দলের উপর আসিয়া পড়ে,—সাধু বৈষ্ণবদিগকে প্রহার করে এবং মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেয়। কীর্ত্তনকারী সাধু বৈষ্ণবগণ অত্যাচারী মুসলমান গণের এই বিষম উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন এবং প্রহৃত হইয়াও হরিনাম কীর্ত্তন ছাড়েন নাই। তাঁহারা আমার "মার খেয়ে কোল দেয়" পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদের গণ,—তাঁহাদের এই প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত কার্য্যে কীর্ত্তনের মহত্বই ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহারা দুষ্ট যবনদিগকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন। আমার দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদের গণের কাজইত এই। জয় নিতাই॥

—*—

নব প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গসমাজমণ্ডলের মুখপত্র "মাধুকরী" গত ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রথম সংখ্যায় প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীপত্রিকা মুদ্রাঙ্কনের বহু ভ্রম লক্ষিত হইল, এবং সময়াভাব বশতঃ শ্রীপত্রিকা অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। প্রুফ দেখিবার ভার যাঁহার উপর ছিল, তিনি কার্য্যে অবহেলা করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ইষ্টগোষ্ঠী অন্তরঙ্গের সহিত হয়, বহিরঙ্গের সহিত "ইষ্টগোষ্ঠী" হয় না; মাননীয় শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর কথোপকথন প্রসঙ্গকে "ইষ্টগোষ্ঠী" আখ্যা না দিলেই ভাল হইত। আমরা এই নবীন শ্রীপত্রিকার সর্ব্বাংশে উন্নতি কামনা করি। শ্রীপত্রিকার পরিচালক, সম্পাদক, প্রকাশক ও লেখক সকলেই যোগ্য ব্যক্তি, অর্থের অভাবও তাঁহাদের নাই। এক্ষণে প্রভুর ইচ্ছায় এই নব পত্রিকাখানি সুপরিচালিত হইলেই সর্ব্ব বৈষ্ণবের আনন্দপ্রদ হইবে।

—*—

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীগ্রন্থের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়া ৬৲ ছয় টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের ব্যয়ে এই শ্রীগ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। এখন বাজারে বা অন্য শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীগ্রন্থ (উত্তম সংস্করণ) কোথাও পাওয়া যায় না। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ১। টাকা মূল্যে এখনও বিক্রিত হইতেছে, কিন্তু তাহারও পুনঃ সংস্করণের সম্ভাবনা নাই। সুলভ মূল্যে বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী প্রকাশ সবিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বহরমপুরস্থ স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের দ্বারা অনূদিত রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর মূল্যও অত্যন্ত অধিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী এযাবৎকাল বহুভাবে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন; ইহার শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগ হইতে বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী সুলভ মূল্যে প্রচারিত হইলে কাঙ্গাল বৈষ্ণবগণের বড় উপকার হয়; কিন্তু এবিষয়ে সম্মিলনীর পরিচালকবর্গ একেবারে উদাসীন। সম্মিলনীর দৃষ্টি যাহাতে এবিষয়ে আকর্ষিত হয়, এই জন্য এই সম্বন্ধে ভক্তবর অমৃতলাল দত্তের একখানি পত্র শ্রীপত্রিকায় মুদ্রিত হইল। কাঙ্গাল বাবাজি

প্রিণ্টার—শ্রীসূর্য্যকুমার মান্না,
রুদ্রপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৭নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদীয়াবিহারি ॥"

—:০:—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

—:*:—

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র !
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র !
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর !
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর !

জ্যৈষ্ঠ ৪৩৭ গৌরাব্দ | ৪ সংখ্যা
১৩৩০ সাল

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভায় নমঃ।

—:*:—

বাল-গৌর।

...ল বিমল, রূপের ছটায়, উজলি' নদীয়া ধাম।
...াহা মরি মরি ! শচীর অঙ্কে, বিরাজে শ্রীভগবান।
... নিন্দি, বদন সুষমা, কুন্দ দশন মরি !
... হাস্য, শোভিত আস্য, খেলিছেন গৌরহরি।
...ল কিরণে, মণ্ডিত বপু, সুন্দর অভিরাম।
...র্দ্ধ চরণ তুলিয়া খেলিছে, নিখিল রসের ধাম ॥
...গণ যাঁর পদপল্লব, ধেয়ানে না পান ধরি।
...। করে সেই, বিশ্ব ভূপতি, শচীর অঙ্কোপরি।
...টী লোমের মধ্যে যাঁহার, অনন্ত কোটী বিশ্ব।
...দেখ খেলে, শচীর অঙ্কে, মরি কি মোহন দৃশ্য ॥
...প নেহারি, বিশ্ব মাঝারে, বহিল প্রেমের বন্যা।
...র্য্য যাঁর, প্রেম বিতরণে, ধরণী হইল ধন্যা ॥
...খল ভুবন বন্ধু তুমি হে, অপার করুণা সিন্ধু।
অভাগিনী, কৃষ্ণদাসিরা পদে রেখ দীনবন্ধু ॥

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী।

গৌর-কৃপানুভূতি।

গৌর হে। (আমায়) কত দয়া তুমি কর।
বুঝিয়াও তাহা,—বুঝিতে পারি না,—মূঢ়মতি আমি বড় ॥
প্রতি কাজে পাই,—কৃপা নিদর্শন, কৃপাময় তুমি নাথ !
যেখানেই যাই,যে ভাবে থাকি না,(তুমি)রয়েছ আমার সাথ ॥
দেখেও দেখি না,বুঝেও বুঝিনা,(তোমার) করুণার ছড়াছড়ি
দয়ার সাগর,—গুণের নাগর,—তুমি মোর গৌরহরি ॥
(আমি)সব কাজে দেখি,আগে গিয়ে তুমি,করিয়াছ ঠিকঠাক্।
বুঝিয়া বুঝিনা,--দেখিয়া দেখিনা,--লেগে যায় চোখে তাক্।
অনুভূতি নাই,—তোমার কৃপার,—মোর দুরাচার মনে।
আত্মগরিমা,—বেড়া দিয়ে ঘেরা,—আমিত্ব-কণ্টক-বনে ॥
মোর তরে তুমি,—কত কাজ কর,--ভুলে যাই আমি সেটি।
এমন কৃতঘ্ন,পামর দুর্ম্মতি—পাবেনাক' তুমি দু'টি ॥
তবু কৃপাকর,—জয় জয় তব—পতিতপাবন নাম।
গৌর গৌরাঙ্গ, নামের মহিমা,—তাই গাই অবিরাম ॥
কৃপা বরিষণ,—কর অনুখন—অধম জীবের প্রতি।
ভবরোগে জরা,—দুরমতি মোরা,—নাহি কদ্ধি অনুভূতি ॥

প্রতি পলে পলে,অধম সকলে, (তুমি) দয়া কর নিতিনিতি।
অহৈতুকী কৃপা,—তোমার হে নাথ !, নাহি তার অনুভূতি॥
অপরাধ করা,—জীবের কার্য্য,—দয়া করা, তব কার্য।
এই কাজ তব,—সব চেয়ে বড়,—মনে হ'লে পাই লাজ॥
কৃপা অনুভূতি,—পরম পীরিতি,—কৃপাবলে পরিচয়।
একবার হ'লে,--হৃদি যায় গলে,(তবে) তোমা সনে পরিচয়॥
কৃপা পরিচয়ে,—তব পরিচয়,—কৃপাকথা প্রেমকথা।
তোমার কৃপার,—অপার মহিমা,—হরি বলে যথাতথা॥

আত্ম-নিবেদন।

(৩)

(যথারাগ)

হরি হরি কবে মুঞি নবদ্বীপে যাব।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে মাগিয়া খাইব॥
ভাসিয়া নয়ন-নীরে, সুরধুনী তীরে তীরে,
গৌর বলে বাহু তুলে নেচে বেড়াইব।
সঙরিয়া গৌর-লীলা, আনন্দে করিব খেলা,
নদীয়া-বালক সনে লীলা-মধু পিব॥
নদীয়া-বালিকা সনে, লীলারস আস্বাদনে
শ্রীনদীয়া-যুগলের জয় জয় দিব।
নদীয়াবাসীর সঙ্গে, লীলামধু-রসরঙ্গে
নবদ্বীপ-রসে মুঞি ডুবিয়া রহিব॥
শ্রীবাস অঙ্গন স্মরি, বাহু তুলি হরি বলি,
সঙ্কীর্ত্তন-রসরঙ্গে রাতি গোঙাইব।
হা গৌর নিতাই বলি, সুরধুনি কুলি কুলি
তৃণগুচ্ছ দন্তে ধরি কাঁদিয়া বেড়াব॥
কাঙ্গালের বেশ ধরি, কাঙ্গাল শ্রীধর স্মরি,
কাঙ্গাল বৈরাগী সনে নদীয়া ভ্রমিব।
হরে কৃষ্ণ হরি বলি, হয়ে প্রেমে মাতোয়ালি,
নদীয়ার ঘাটে বাটে গৌরাঙ্গ ঢুঁড়িব॥
মাধাইর ঘাটে গিয়ে, প্রেমে পুলকিত হয়ে,
জগাই মাধাই বলি ঢুলিয়া পড়িব।
নিদয়ের ঘাটে বসি, কাঁদিবাঙ দিবানিশি,
প্রভুর সন্ন্যাস-লীলা মনেতে স্মরিব॥
জয় শচীমাতা বলি গৌরগৃহে যাব চলি,
শ্রীবাসের বাড়ী কোথা, হ'ত যথা গৌরকথা,
নদেবাসী পদে ধরি কেঁদে সুধাইব॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে, গৌরাঙ্গ নাগরবরে,
দেখা কি পাব না মুঞি,—সবারে পুছিব।
নবদ্বীপ বনয়ারী, শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরহরি,
কোথা গেলে পাব মুঞি কাঁদিয়া বলিব॥
নদীয়ার গলি গলি, সুরধুনী কুলি কুলি,
কেঁদে কেঁদে নিশি দিন গৌরাঙ্গ ঢুঁড়িব।
কর যুড়ি হরিদাস কহে কিছু মন-আশ,
নদীয়াবাসীর মুঞি চরণ ধুইব॥

পৌরাণিক গৌর-লীলা।

শ্রীল মধুসূদন সর্ব্বভৌম গোস্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভবিষ্যপুরাণে ইহার পরে দেবগণের স্তুতি ব[illegible] আছে। সেই শ্লোক গুলির মধ্যে কয়টি শ্লোকাংশ এ[illegible] উদ্ধৃত হইতেছে।

"নমস্তে শচীনন্দন-নন্দকারিন্ মহৎপাপ সন্তাপ দু[illegible] হারিণ্॥"

"অনর্পিত চরীংচিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ-
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরেস্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

"নমস্তে" এই শ্লোকাংশের বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলি[illegible] নাই। "অনর্পিত চরীং" এই শ্লোক লইয়াই কথা। বৈ[illegible] মাত্রেই জানেন এই শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত বি[illegible] মাধবের দ্বিতীয় নান্দী। এই শ্লোক পুরাণের ম[illegible] কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল? হয়ত ভবিষ্যপুর[illegible] আধুনিক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়া গৌর-লীলার পুষ্টিসা[illegible] হইয়াছে, এরূপও অনেকে বলিতে পারেন; কিন্তু ত[illegible] কখনও মনে করিতে পারি না। কারণ, পৌরাণিক শ্লে[illegible] লইয়া নিজকৃত কোন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করার দৃ[illegible] আরও দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রম সন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীমদ্ভা[illegible] বতীয় একাদশস্কন্ধের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" এই শ্লো[illegible] লইয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। অতএব শ্রীরূপ গোস্[illegible]

য পৌরাণিক শ্লোক লইয়া মঙ্গলাচরণ করিবেন, তাহাতে ন্দেহ কি? এখানে আরও একটি কথা বলিবার প্রয়োজন ইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে, শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীরূপকৃত দগ্ধ ও ললিত-মাধব নাটক আস্বাদন করিতেছেন, সেই ময়ে প্রথমতঃ বিদগ্ধ-মাধবের প্রথম নান্দী পঠিত হইল, রে দ্বিতীয় নান্দী। এই দ্বিতীয় নান্দীই "অনর্পিত রীং" শ্লোক। তবে ইহার শেষভাগে "স্ফুরতু বঃ চীনন্দনঃ" এই যুষ্মৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,—পুরাণে কিন্তু ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ" এই রূপ অস্মৎ শব্দ বিন্যস্ত আছে। াহা হউক প্রভু যখন এই নান্দী শ্রবণ করিলেন, তখন কেবল বলিলেন "ইহা অতি-স্তুতি হইল"। ইহার পরে খন ললিত-মাধবের দ্বিতীয় নান্দী শ্রবণ করিলেন, তখন হাপ্রভু রোষাভাস পূর্ব্বক কহিলেন,—

"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষার বিন্দু॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু ইহার পূর্ব্বে বিদগ্ধ-মাধবের নান্দী শুনিয়াছেন, াহাতে এরূপ রুষ্ট হন নাই, কেবল মাত্র বলিলেন,—ইহা াতিস্তুতি। কিন্তু ললিত-মাধবের নান্দী শুনিয়া বিশেষ াবে ক্রুদ্ধ হইলেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; র্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু জানিতেন, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি পৌরাণিক তরাং ক্রোধের কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় নাটকের ান্দী শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামীর নিজকৃত, তাহাতেই াভুর এই ক্রোধভাব। যাহা হউক আমরা আর একখানি ন্থে এই শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, তাহা াখিয়াছি। এই গ্রন্থের নাম "প্রেম-পত্তন"। গ্রন্থকারের াম রসিকোত্তংস। তিনিও এই শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ রিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপকৃত শ্লোকের "স্ফুরতুঃব" ানে পুরাণোক্ত "স্ফুরতু নঃ" এই রূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। ারূপ গোস্বামী অন্যত্র লঘুভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণেও াদশমস্কন্দীয় শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—নমস্তস্মৈ গবতে কৃষ্ণ যামল কীর্ত্তয়ে। ইত্যাদি।

ইহার পরে ভবিষ্যপুরাণের এই স্থানে আর একটি শ্লাক আছে,—মাধুর্য্যৈমধুভিঃ সুগন্ধি ভজনঃ ইত্যাদি। ই শ্লোকটিও শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী নিজ গ্রন্থে সন্নি-বশিত করিয়াছেন। ইহার সিদ্ধান্তও পূর্ব্বানুরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আর একটু শাস্ত্রীয় বিষয় জানা আবশ্যক। বেদের কল্পাঙ্গে লিখিত আছে যে,—"যস্য বাকং স ঋষির্যয়া তেন স্তুয়তে সা দেবতা, যস্তাক্ষর প্রমাণং তচ্ছন্দঃ।" অর্থাৎ বেদের প্রত্যেক মন্ত্রে ঋষি, ছন্দ, ও দেবতা আছেন; যে মন্ত্রটি যাহার বাক্য হয়, সেই তাহার ঋষি। মন্ত্রদ্বারা যাহাকে স্তব করা যায়, সেই তাহার দেবতা। মন্ত্রে যে প্রমাণে অক্ষর বিন্যাস করা যায়, সেই তাহার ছন্দ। সমস্ত বেদ যখন ঈশ্বর বাক্য, তখন তাহাতে অপর কি প্রকারে ঋষি হইতে পারে? উদাহরণ স্বরূপে এখানে গায়ত্রীর কথা বলা যাইতেছে,—গায়ত্রী বিশ্বামিত্র ঋষি। এই বিশ্বামিত্রের জন্ম কুশিক রাজবংশে, সেই রাজবংশ বৈবশ্বত মন্বন্তরের সূর্য্যবংশের অনেক অর্ব্বাচীন। গায়ত্রী নিত্যসিদ্ধ বেদমন্ত্র। তিনি কি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে ছিলেন না? তবে তাহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলেন? তবে যাঁহারা বেদবেত্তা, তাঁহারা জানেন যে বেদ নিত্যসিদ্ধ,—বেদের মন্ত্র সকলও নিত্যসিদ্ধ, সময়ে সময়ে তপোনিষ্ঠ ও সমাধি-বিশুদ্ধ-হৃদয় মুনিগণের হৃদয়ে সেই মন্ত্র সকলের স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। পুরাণ সকলও বেদের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ, পৌরাণিক বচন সকলও নিত্য। যদি বা এই শ্লোকদ্বয় শ্রীরূপ গোস্বামী ও কবিকর্ণপুর গোস্বামী মহাশয়ের গৌরভজন-বিশোধিত হৃদয়ে পুনর্ব্বার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলেও যে ইহা ভবিষ্যপুরাণে ছিল না,—কিম্বা থাকিতে পারে না, এ বিষয়ে যুক্তি বা প্রমাণ কিছুই নাই।

এই স্তব করণের পর দেবগণ শচীদেবীর গৃহ হইতে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; যে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার পুষ্টি সাধন করিতে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ রূপে জন্ম গ্রহণ করিব। তৎশ্রবণে দেবগুরু বৃহস্পতি কলিযুগের দেবাংশে অবতরণ বর্ণন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

উপদেশ শতক।

(শ্রীপাদ হরিদাস্ গোস্বামী)

(২১)

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন ও অনু-

শীলনই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে লীলারস আস্বাদন করিবে। ইষ্টগোষ্ঠীতে বহিরঙ্গ লোকের স্থান নাই। লীলারসাস্বাদনের সময় বিচার ও তর্ক উঠাইবে না,—তাহাতে রসভঙ্গ হয়। লীলারস-সাগরে ঝাড়া ডুব না দিলে রসাস্বাদনের পূর্ণ তৃপ্তি হয় না।

(২২)

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং তত্ত্বোপদেশ,—তাই বলিয়া অবহেলা করিবে না। রসাভাসযুক্ত লীলাকথা, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ তত্ত্বকথা, ভক্তিরসপুষ্টির অনুকূল নহে। পূজ্যপাদ কবি-রাজ গোস্বামীর উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিবে —

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।"

(২৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থ পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত। ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব-পূর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠ সমাপ্ত হইলে, তবে এই শ্রীগ্রন্থ পাঠে অধিকার হয়। পাঠ অপেক্ষা, শ্রীগুরু, সাধু মহাজন ও আচার্য্যমুখে ইহার শ্রবণে অধিকতর আনন্দ ও ভক্তিফল লাভ হয়। সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই অপূর্ব্ব শ্রীগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছেন। প্রত্যেক শিক্ষিত গৌরভক্তের গৃহে এই শ্রীগ্রন্থ পঠিত ও পূজিত হওয়া উচিত।

(২৪)

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ভগবত-বিরহে "হা কৃষ্ণ!" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদাই কলির ভজন। মহাজনকবি লিখিয়াছেন "কলির ভজনই রোদন।" প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য "কৃষ্ণ বলি কাঁদিলে যে কৃষ্ণ ধন মিলে" একথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই কৃষ্ণনাম স্মরণ ক্রন্দন॥

অতএব "হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই!" বলিয়া অকপটে কাঁদিতে শিখ। ইহা দুর্ব্বলের চিহ্ন নহে,—প্রভু আমার কাঁদিয়া জিতিয়াছিলেন,—তুমি ও কাঁদিয়া ধন্য হও।

কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতি জন।
সে ধ্বনি শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন॥ চৈঃ ভাঃ

(২৫)

ভক্তপূজা ও সেবা অগ্রে,—তাহার পর ভগবত পূজা সেবা। ভক্তসেবা না করিলে শ্রীভগবান সেবা পূজা গ্র করেন না। যিনি ভক্তসেবা অবহেলা করিয়া ভগব সেবা করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন "তাঁর পূ মোর গায়ে অগ্নি হেন জ্বলে"। শ্রীচৈতন্য ভাগবতক লিখিয়াছেন "কৃষ্ণ হৈতে সে কৃষ্ণভক্ত সেবা বড়" অতএব ভক্তপূজা বা সেবা তোমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব এমন কি ভগবতপূজা করিতে করিতেও ভক্তসঙ্গ ক অবিহিত কার্য্য নহে।

(২৬)

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা সাধনপথে অধঃপতনের মূ সাধু বৈষ্ণব-নিন্দা ত পরের কথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বা মহাপাপী ও দুরাচার দিগকে উদ্ধার করিয়াছেন ও করি ছেন, "ব্যতিরিক্ত নিন্দুক দুরাচার"। অতএব পরচর্চ্চা পরনিন্দা হইতে দূরে থাকিবে। জগাই মাধাই সর্ব্বা পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই দোষটি ি না। এই জন্য তাহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করি ছিলেন।

(২৭)

সাধু বৈষ্ণবের নিন্দা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহকে সর্ব্বপ্রধান বৈষ্ণবাপরাধ বলে। অপরাধের মোচন বা ক্ষমা করিতে পারেন,—এক ম বৈষ্ণব সাধুগণ,—যাঁহাদের নিকট এই গুরুতর অপর অর্জ্জিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়া "বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি"। ইহা বুঝিয়া বিষম অপরাধ হইতে দূরে থাকিবে। সাধু বৈষ্ণবের ম ছোট বড় ভেদজ্ঞান করিও না; শ্রীচৈতন্যভাগবত বলি ছেন,—

একালে যে বৈষ্ণবেরে ছোট বড় বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিবে কত কালে॥

(২৮)

সাধু বৈষ্ণবগণের ব্যবহার সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির অগ এবং তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। শ্রীভগবানের লীলারঃ যেমন মানববুদ্ধির অগম্য, সাধুবৈষ্ণবের ব্যবহা

সেইরূপ বিচার ও বুদ্ধির অগোচর। অতএব তাঁহাদিগের ব্যবহার ও চরিত্র লইয়া বিচার এবং তর্ক করিবে না। "অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যাভার" শ্রীচৈতন্য ভাগবতের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবে।

(২৯)

নবাঙ্গ ভক্তির সর্ব্ব প্রথম অঙ্গ "শ্রবণ"। ভগবত-কথা শ্রবণে আসক্তি বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে জীবের হৃদয়ে উদয় হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীভগবন্নাম, লীলা ও কথারূপী শ্রীভগবান কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করেন, এই জন্য ভগবত-কথা হৃৎকর্ণ রসায়ন। অতএব সর্ব্বাগ্রে ভাল শ্রোতা হও। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

আদ্যোপান্ত চৈতন্য-লীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥

(৩০)

শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলাকথায় অবিশ্বাস করা মহাপাপ। এই বিচিত্র জগত যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাঁহার অসাধ্য কার্য্য আর কি আছে? মনে এইরূপ বিচার করিয়া শ্রীভগবানের অবতারে ও অলৌকিক লীলায় অকপট ও সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ইহাতে যাঁহার বিশ্বাস নাই,—ভক্তিপথে তাঁহার না আসাই উচিত। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহকাল পরকাল হয় তার নাশ॥ (ক্রমশঃ)

গৌরানুরাগ—একটি পদ।

(যথারাগ)

(সখি!) আমার ভাল যে লাগে না কিছু নয়নে।
গোরারূপ হেরি আমি শয়নে স্বপনে॥
যে দিকে ফিরাই আখি, গৌরময় সব দেখি
গৌরময় জগ হেরি হাসি মনে মনে।
মন প্রাণ চিত-চোরা, নদীয়া নাটুয়া গোরা,
চোখের উপরে মোর ভাসে অনুখনে॥
আখির পলক হারা, যদি হই গৌরহারা,
জগত আঁধার হেরি মুক্তি যে নয়নে।
জগজন-চিতচোরা, আমার পরাণ গোরা
না ভুলি গৌরাঙ্গ যেন জীবনে মরণে।
দাস হরিদাসে কয়, গৌরপ্রেম ঐছে হয়,
গোরা বিনে আন রূপ না লাগে নয়নে॥

যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন

(শ্রীপাদ হরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি)

নমঃ ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকল ত্রায়তে নমঃ॥

"স পুত্রায়" ইহার অর্থ কি? কেন না শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কোন পুত্র হয় নাই। তবে একথা কেন লিখিলেন? "সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতা" বলিয়া গোস্বামীপাদগণ প্রভুকে বন্দনা করিয়াছেন। অতএব শ্রীসঙ্কীর্ত্তনই আমার প্রভুর প্রিয়পুত্র। কেন না সঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন তাঁহার বংশে বাতি দিবার আর কেহ নাই। এখন পর্য্যন্ত শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার আবির্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন আমার প্রভুর বড় প্রিয়। অতএব যদি তোমরা ভাই! শ্রীপ্রভুর ভালবাসার পাত্র হইতে চাও, তবে তাঁহার প্রিয়পুত্র শ্রীসঙ্কীর্ত্তনটীকে ভালবাস। তাহা হইলেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। এ কথার বিশেষ প্রমাণপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই; ভ্রাতঃ! শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ! তোমাদের প্রিয় পুত্রটিকে যে ভালবাসে অবশ্যই তাহার প্রতি তোমাদের স্নেহ হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে "কীর্ত্তন" কি? "কীর্ত্তন" শব্দের অর্থ "গান"। শ্রীভগবানের নাম গান করার নাম কীর্ত্তন। এ অর্থ শুনিয়া অন্য সম্প্রদায়ীগণ একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিবেন। অহো নর্ত্তন কীর্ত্তন! যাহা বেদ-পুরাণাদিতে নাই,—তাহা কোন ক্রমেই অভিধেয় হইতে পারে না।

উত্তর। বেদ কাহার নাম? বেদকে ত্রয়ী বলে, অর্থাৎ বেদ তিন ভাগে বিভক্ত। ছন্দোবন্দ, গদ্য ও গীত। সাম বেদকে সামগান বলে। অতএব উক্ত হইয়াছে "গানাৎ পরতরং নহি" এবং ইতিহাস পুরাণা-

দিতেও গীত দেখা যাইতেছে। শ্রীমহাভারতের "শ্রীভগবদ্গীতা" 'পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ অধ্যাত্মশাস্ত্র।

বাদীপক্ষ। (আর একটু উচ্চ হাসি হাসিয়া) বলিলেন "বেশ কথা! গীত ছন্দে রচিত হইয়াছে, উহা শাস্ত্র বিশেষ মাত্র,—উহা অভিধেয় নহে।

উত্তর। বৈদিক উপাসনার প্রধান মন্ত্রই "গায়ত্রী"। উঁহা ছন্দোবন্ধে রচিত, সুতরাং গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া জপাদি করিতে হইবে,—"স্বরানুরূপ" অবশ্য করিতে হইবে। কারণ, শাস্ত্রে আছে "হীনো মন্ত্রঃ স্বরতো বর্ণতো বা"। অর্থাৎ মন্ত্র সকল স্বর ও বর্ণের ব্যত্যয় হইলে বিপরীত ফল হয়। অতএব যত গুলি মন্ত্র আছে সকলই গীত। বিশেষতঃ গায়ত্রী,—যেহেতু গৈ গানে ইত্যস্য রূপং।

সত্যযুগে একটী মাত্র বর্ণ ছিল। তাহার সংজ্ঞা ছিল "হংস"। শ্রীএকাদশে—"আদৌ কৃত যুগে বর্ণোনৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।" এবং মন্ত্র ছিল (ওঁ) প্রণব। অভিধেয় "ধ্যান" মাত্র। পরে ত্রেতাযুগে, সেই সত্য যুগের পরম হংসেরাই কেবল মাত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হইলেন। অর্থাৎ যদিও বেদ অনাদি সিদ্ধ, তথাপি ত্রেতাযুগ হইতেই (দ্বিজ ও অদ্বিজ ভেদে) সংস্কার বশতঃ জাতি ভেদ সৃষ্টি হওয়ায় গায়ত্রীর উপাসনা,—এই ত্রেতাযুগেই প্রবর্ত্তিত হইল। অতএব "উক্তং পুরুরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ!" এই যুগের অভিধেয় হইল ধ্যান ও যজ্ঞ। যজ্ঞ অর্থাৎ আহুতি ও জপ।

বাদীপক্ষ এবার একটু রসের হাসি হাসিলেন। বলিলেন "তাহাতে তুমি কে? (হরির খুড়ো!) বৈদিক দ্বিজাতিগণ গায়ত্রী দ্বারা ভগবান সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন। তুমি বৈষ্ণব, বেদের গায়ত্রীতে তোমার অধিকার কি?

উত্তর। গায়ত্রীর অর্থ কি? গায়ত্রীর বিশেষ্যপদ হইলেন "ভর্গঃ" ক্রিয়াপদ হইল "ধীমহি"। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অর্থাৎ ভর্গদেবকে আমরা ধ্যান করি। এখন "ভর্গঃ" শব্দের অর্থ কি? তথাচ—স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত অহ্নিকতত্ত্বধৃত যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য বচনং,—

আদিত্যান্তর্গতো বর্চ্চো ভর্গাখ্যো সন্ মুমুক্ষুভিঃ।
জন্ম মৃত্যু বিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ।
ধ্যানেন পুরুষে যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। ১। অতএবোক্তং জ্যোতিরভ্যন্তরং রূপং দ্বিভুজংশ্যামসুন্দরং। ২। ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী "নারায়ণঃ" ।৩। ইত্যাদি আদিত্যাস্যার্ঘ প্রদান মন্ত্রে চ। নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে "বিষ্ণু-তেজসে" ইত্যাদি। ৪।

যাজ্ঞবল্ক কহিলেন "আদিত্যের মধ্যগত যে তোজোময় পরমপুরুষ বিষ্ণু (পুরুষোবিষ্ণুরিতি,—শব্দরত্নাবলী) তাহার নাম ভর্গঃ। যে ভর্গকে (বিষ্ণুকে) মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ জন্ম মৃত্যু ও ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের জন্য ধ্যানাদি দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। ১॥ অতএব গায়ত্রী বিষ্ণুমন্ত্র যিনি গায়ত্রী দ্বারা দীক্ষিত হন, তিনিও বৈষ্ণব ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ক্রমশঃ

রস ও রসাভাস।

(শ্রীনগেন্দ্র নাথ লাহিড়ী বি, এল,)

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবিভাবকাঃ

আমরা ইহার টীকায় দেখিতে পাই, রসিক অর্থাৎ ভগবতপ্রীতিরসজ্ঞ এবং ভাবক অর্থে রস বিশেষ ভাবনা চতুর।

রসিক ভক্ত—রসের ভজন ইত্যাদি প্রকার বহু কথা আমরা সচরাচর শ্রবণ করিয়া থাকি। রস কাহাকে বলে তাহা না বোধগম্য হইলে ঐ সমুদয় উক্তি যথাযথ বুঝিবার কোন উপায় নাই। এখন রস কাহাকে বলে? এক অর্থ উপরি লিখিত শ্লোকের টীকায় দেখিতে পাই—যন্ময়লেনৈব শ্রীভগবতি রস শব্দ প্রযুজ্যতে রসো বৈ স ইতি স এব প্রশম্য লে। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতিশ অর্থাৎ রসময়ত্ব হেতু শ্রীভগবানে রস শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এ একটী দিক,—এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আলোচনা স্থগিত রহিল। রস শব্দের অন্য দিকের অর্থটার আভাস ঐ শ্লোকের টীকায় আমরা পাই, ভগবৎ প্রীতিময় রস আরও পাইতেছি রসিকাঃ হে রসজ্ঞা ইতি ভক্তানামে

জাতরতিস্বাদ্রতেরেব স্থায়িভাবত্বাৎ স্থায়িন এব রস্যমানত্বাৎ, সুতরাং রসজ্ঞ হইতে গেলে আদৌ জাতরতি হওয়ার প্রয়োজন। রতি বা ভাব কাহাকে বলে, ইহা তাহা হইলে বুঝা প্রয়োজন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইহার লক্ষণ বিচার করিতেছেন—

শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

ইহার টীকায় বলিতেছেন—স্থায়ী ভাব সামান্যরূপং প্রেমনামা প্রণয়াদিকমপি ক্রোড়ী কুর্ব্বন্ রতেব পরপর্য্যায়ং স্থায়িভাবাঙ্কুররূপং ভাবং লক্ষয়তি শুদ্ধ সত্ত্বেতি। এই লক্ষণাক্রান্ত রতি বা ভাব,—ইহার অপর পর্য্যায় স্থায়ীভাবাঙ্কুর পর্য্যন্ত লক্ষিত করিতেছে। সুতরাং জাতরতি অর্থে স্থায়ীভাবযুক্ত, ইহা বুঝা যায়। স্থায়ীভাব কাহাকে বলে?

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী-ভাব উচ্যতে।
স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ॥

যাহা বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধভাবকে বশে রাখিয়া রাজার ন্যায় বিরাজমান, তাহাই স্থায়ীভাব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়রতি। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই প্রীতির উদয় হয় এবং জাতপ্রীতি বা রতি ভক্তের লক্ষণ কি এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেমনাম কয়॥

অন্যত্র বলিতেছেন—

এই মত করে যে বা রাগানুগাভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥
প্রীত্যঙ্কুরের রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে হয় বশ শ্রীভগবান্॥

আরও বলিতেছেন—

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের এই স্থায়ীভাব নাম॥

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, যে পর্য্যন্ত ভক্তি,—রতি পর্য্যায়ে না আসিতেছে, তৎপর্য্যন্ত উহা রসে পরিণত বা রস পদবাচ্য হইতে পারে না। সর্ব্বাবস্থায়ই ভক্তিরস নহে। জাতরতি ভক্তের যে ভক্তি,—তাহাই রসে পরিণত হইতে পারে,—তৎপূর্ব্বে নহে। সুতরাং কাহার প্রকৃত রস বোধ সম্ভব এবং কাহার চিত্তে রস প্রসারিত হয় অর্থাৎ এক কথায় কাহাকে রসিক শব্দ প্রয়োগ করিবার সম্ভাবনা হইতে পারে,—তাহার লক্ষণ দেখা যাউক শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দেখিতে পাই—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূণ্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥
আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি, লয়ে কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি।
কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি॥

এই প্রকার যাঁহার লক্ষণ,—তিনি রসিক ...... হইবার যোগ্য হইতে পারেন। একবারে নিরাধার বাণী সন্দেহ নাই—মাদৃশ জীবাধমের উহা হইবার কোন কালেই সম্ভাবনা নাই,—ইহা ধ্রুব সত্য। এই প্রকার জাতরতি ভক্তের চিত্তে কি প্রকারে ভক্তিরসে পরিণত হয়, তাহা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারীভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসোভবেৎ॥

অর্থাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কথায় এই শ্রীকৃষ্ণরতি—

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ পরকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রতি আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রীমিলনে।
[illegible]

কোন্ কোন্ সামগ্রীমিলনে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়, তাহা বলিতেছেন,—

বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি।
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্ব আস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশী স্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন।
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর॥
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সভে মেলি রস হয় চমৎকারকারী॥

সুতরাং এই স্থায়ীভাব যে পর্য্যন্ত বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী,ইহার মধ্যে যে কোন একটীর সহিত যোগ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত স্বয়ং আস্বাদ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ রসরূপে পরিণত হয় না। যখন যখনই যোগ হয়,—তৎতৎ কালেই স্থায়ীভাব রসরূপে স্বয়ং আস্বাদ্য হয়। অর্থাৎ ভক্তচিত্তে রসের উদয় হয় এবং রসবোধ হয়। অবশ্য অধিকারী তারতম্যে এই রসের উদয়েবু ও তাহার বোধের তারতম্য আছে। রতির তারতম্যানুসারে এই রসের উদয় ও তাহার বোধ,—এই উভয়েরই তারতম্য হয়।

ইহা দ্বিবিধরূপে হয়—পরিমাণগত ভেদ দ্বারা ও প্রকারগত ভেদ দ্বারা। শ্রীভগবানে সর্ব্বপ্রকার রসের সমাবেশ,—তিনি রসস্বরূপ। ভক্তের চিত্তস্থিত রতি অনুযায়ী তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই কথাটী সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে রতির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের স্বরূপগত রস বোধ হইতে পারে না। রসবোধের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ লক্ষণ ও যাহা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতে পারা যায়—চিত্তের আনন্দত্ব ও মসৃণতা— রসের স্বভাব আনন্দত্ব ও দ্রবত্ব। ক্ষুধা না থাকিলে সে খাদ্যের রসবোধ সম্যগ্ হয় না।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়িজায়তে রতিঃ

যে জাতীয় সঙ্গ হইবে, রতির প্রকারও তদনুগত হইবে। সেই জন্য শ্রীপাদ গোস্বামীগণ বলিয়াছেন- সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে। শ্রীভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥ অর্থাৎ আশয় স্বজাতি না হইলে সঙ্গ করা উচিত নহে—করিলে অনিষ্ট ব্যতিরেকে ইষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। সঙ্গবিভ্রাটে হয় অনেকেই পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রতির পরিমাণগত ও প্রকারগত ভেদ অনুসারে রসের তারতম্য হইয়া থাকে। রতি যত সান্দ্র হইবে রসবোধ তত নিবিড় হইবে। প্রকারগত ভেদ বিষয়ে শ্রীপা[দ] কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ পরকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রতি আর।
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥

শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের যেরূপ সম্বন্ধ অভিমান হ[য়] তাহার তারতম্য অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধু[র] —ইহা সাধকের স্বভাব ও রুচিহেতু হইয়া থাকে। পূ[র্ব্ব] কোন জন্মে যে প্রকার জাতরতি ভক্তের সঙ্গ হইয়া[ছে] তদনুযায়ী এই স্বভাব ও রুচি গঠিত হয়। যে প্রকা[রে] চিত্তে রতি রসরূপে পরিণত হয় শ্রীভক্তিরসামৃতসি[ন্ধু] বলিতেছেন—

ভক্তিনির্ধূত দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিনাং
জীবনীভূত গোবিন্দপাদ ভক্তিসুখ শ্রিয়াং
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কার যুগলোজ্জ্বলা
রতিবানন্দরূপৈব নীয়মানো তু রস্যতাং॥ (ক্রমশঃ)

হরিনাম জপ্য কি কীর্ত্তনীয়?

(শ্রীপাদ নৃত্যগোপাল গোস্বামী।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈষ্ণবগ্রন্থে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের নামান্তর স্বরূপ হরিনা[ম] সংকীর্ত্তন, নামসংকীর্ত্তন ইত্যাদি নামগুলি যে যে কীর্ত্তন উপলক্ষ করিয়া ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যাইবে,—ঐ সকল কীর্ত্তনই যে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রেরই কীর্ত্তন, ইহাই সাধারণতঃ

উপলব্ধি বিষয়ীভূত বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে। অহর্নিশ ভাই সব বোলহ কৃষ্ণেরে ॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কাঁন্দে সর্ব্বজন। কায়মনবাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন ॥
পরম আনন্দে সব নাগরিয়াগণ। হাতে তালি দিয়া বলে রামনারায়ণ ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে। দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়ে। গায়েন বায়েন সবে আনন্দ হৃদয়ে ॥
হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম। এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥

চৈঃ ভাঃ ২৩ অধ্যায়।

উপরোক্ত পয়ারের নামব্রহ্ম শব্দটী কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রেরই যে নামান্তর তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম এই পদটী ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর হরেকৃষ্ণ নামের সাঙ্কেতিক নামরূপে পদ্যে ব্যবহৃত হইয়াছেন মাত্র। সর্ব্বজন আদৃত ও প্রামাণ্য অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

এমতে দিনরাত সীতানাথেরঘরে। যে আনন্দ হৈল তাহা কে বর্ণিতেপারে
দিনে মহাপ্রভু নাম উপদেশ দিলা। রাত্রে পার্ষদভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন কৈলা।

অনেকেই হয়ত বলিতে পারেন যে দিবাভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে নাম উপদেশ করিয়াছেন,—ইহা সম্ভব, কিন্তু রাত্রে পার্ষদ ভক্ত লইয়া হরেকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন এমন ত বুঝা যায় না? কিন্তু এই কথায় মীমাংসার জন্য পরে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আর এ সন্দেহ থাকিবে না। যথা—

সভে মিলি কর নিতি নাম সংকীর্ত্তন। ধর্ম্মের প্রচার আর সাধুর সেবন ॥
ইথে প্রেমানন্দ লাভ হইবে নির্য্যাস। মোহর লাগিয়ে সভে না ভাব হুতাশ

"সভে মিলি কর নিতি নাম সংকীর্ত্তন" এই সভে মিলি কথার উল্লেখ থাকায় এবং কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন দশে পাঁচে মিলিয়া কীর্ত্তন করিবার আদেশ চৈতন্যভাগবতে থাকায়, উভয় উপদেশই যে এক রকমের ও পরস্পর একতা ভাবময়, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে, সুতরাং হরেকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন বা নামব্রহ্মের কীর্ত্তনও করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। একদিন অদ্বৈতভবনে শ্রীল ঈশাননাগর মহাশয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সম্বাহন করিতে করিতে অতি কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "প্রভু হে! আমি অতি কীটানুকীট, সাধন ভজন কিছুই জানি না,—কি করিলে [illegible] করুন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঈশান নাগরকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ঈশান নাগরলিখিত অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

সহাস্যে মধুরভাবে গৌরাঙ্গ কহিলা। শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা
সাধুর স্থানে করিবেক সদ্ধর্ম্মের শিক্ষণ। সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥
জপ তপ হৈতে নামের মহিমা প্রচুর। নাম লৈলে সর্ব্ব অপরাধ যায় দূর

শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিলেন যে "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র" যাঁহাকে পূর্ব্বে হরিনাম সংকীর্ত্তন বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছেন,—সেই হরিনাম জপ ও তপ করিলে যে ফললাভ,—কীর্ত্তন করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়—এ ক্ষেত্রে জপ করিবার যেমন বিধি আছে,—কীর্ত্তন করিবার বিধিও তদনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষ ফলের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অপরাধ দূর হয়। অদ্বৈত প্রকাশের উনবিংশ অধ্যায়ের ২১৪ পৃষ্ঠায় এই নাম-সংকীর্ত্তন যে খোল করতালসহ সুর তান লয় যোগে কীর্ত্তন করিতে হয়, বা করা উচিত,—তাহা মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। যথা—

সর্ব্ব ভক্তগণে হর্ষে করয়ে গর্জ্জন। মহাপ্রভু আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন ॥
কেহ খোলবাজায় কেহ বা করতাল, কেহ প্রেমে হাঁসেকাঁন্দে যেছেমাতোয়া
ক্রমে সংকীর্ত্তনসিন্ধুর তরঙ্গ উঠিলা। প্রেমানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহে ডুবিগেল
ক্ষণে অশ্রু ক্ষণে কম্প ক্ষণেঅচৈতন্য। ক্ষণে হরিবুলি কাঁন্দে ক্ষণেকরে দৈন্য
বহুক্ষণে নাম সংকীর্ত্তন নিবর্ত্তিয়া। আসনে বসিলা গোরা ভক্তগণ লৈয়া ॥

উদ্ধৃত পয়ারে ভক্তগণ সঙ্গে খোলকরতাল লইয়াই নাম সংকীর্ত্তন করিয়াছেন ইহাই বুঝা যায়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দশে পাঁচে মিলিয়া যে কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন উপরোক্ত কীর্ত্তনই উহার আদর্শ সন্দেহ নাই। করতাল অভাবেই হাতে তালি দিয়া অর্থাৎ হাতে তাল রক্ষা করিয়া নাম সংকীর্ত্তন কর্ত্তব্য; বেতালায় নাম সংকীর্ত্তন করা চলে না। জপ করিতে হইলেও একটা মাত্রা অবলম্বন করিয়া জপ করিতে হয়।

অদ্বৈতপ্রকাশের উনবিংশ অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর একটী অতি সুন্দর উপদেশ দৃষ্ট হয়, সাধারণের পক্ষে ইহা অতি হৃদয়গ্রাহী। যথা—

মহাপ্রভু কহে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মোত্তম।
মুখ্য হরিনামে রুচি কহে সাধুগণ ॥

বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধন "নামে রুচি"। কি করিবে

এই নামে রুচি হয়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আচরণীয়। কীর্ত্তন না করিলে নামে রুচি হয় না,—নাম, রূপ, গুণ, লীলা শুনিতে শুনিতে তবে কৃষ্ণনামে রুচি জন্মায়; নাম নামী অভেদ ও নামে রুচি হইলেই নামীতে রুচি হয়,—নামীর রূপ গুণ লীলায় ডুবিলেও নামীর নামের জন্য ভক্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সুতরাং কিসে এই নামে রুচি হয়,—তাহাই সর্ব্বাগ্রে আচরণীয়। মহাজনগণের উপদেশ মতে জানা যায় নামে রুচি না হইলে জীবহৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার হয় না, প্রেমভক্তিহীন জীবন বৃথা বলিয়াই বহু গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই প্রেমভক্তি লাভের আশায় মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রার্থী হইলে মহাপ্রভু উপদেশ করিলেন,—

ভক্তির সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সংকীর্ত্তন॥ চৈঃ ভাঃ

ইহাতে বুঝা যায় খোল করতাল যোগে কীর্ত্তন করিয়াই হউক, অথবা জপ করিয়া হউক, কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে নাম উচ্চারণ করিয়াই হউক, কিম্বা সাধুসঙ্গ প্রভাবেই হউক সর্ব্বাগ্রে যাহাতে নামে রুচি হয় কলিহত জীবের তাহাই একান্ত করণীয়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহার খোল করতাল যোগে কীর্ত্তন করিতে ভাল লাগে, তিনি কীর্ত্তন করুন, যাঁহার জপ করিতে ভাল লাগে তিনি জপ করুন, ফল কথা যাঁহার যাহাতে নামে রুচি সহজে জন্মান সম্ভব তিনি তাহাই করুন। কলিযুগে হরিনাম-সংকীর্ত্তনই জীবের সাধ্যসার, ইহা ভিন্ন প্রেমভক্তি লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই।

গৌরভক্তের আত্ম নিবেদন।

(শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ)

পরম দয়াল প্রভু তুমি হে গৌরাঙ্গ।
(মোর) কেশে ধরি দূর কর যতেক কুসঙ্গ॥
অশেষ দোষেতে আমি হইয়াছি দুষ্ট।
তাই এবে সহিতেছি এ দারুণ কষ্ট॥
প্রাকৃত রসেতে মোর মন সদা মগ্ন॥
অশেষ পীড়াতে মোর দেহ হল ভগ্ন॥
আয়ুশেষ অবশেষ কিছুদিন মাত্র।
(আমি) ভক্তিহীন দুরাচার বড়ই অপাত্র॥
শমন শিয়রে বসি করে তর্জ্জ গর্জ্জ।
ভুলে গেছি এ সময়ে মোর নিজ কার্য্য॥
কে আসিয়া বলি দিল গৌর গৌরাঙ্গ।
থরহরি কম্প দিল মোর সর্ব্ব অঙ্গ॥
একাকী কুটীরে থাকি গৃহ দ্বার রুদ্ধ।
গৌর গৌরাঙ্গ বলি চিত্ত করি শুদ্ধ॥
প্রেমদাতা নিত্যানন্দ আনন্দ কন্দ।
তাঁর দয়া হ'লে তবে পাই গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ পরিকর দ্বিজকুলরত্ন।
মোর প্রতি কৃপাকরি করিলেন যত্ন॥
নাম তাঁর হরিদাস আচার্য্যবর্য্য।
গৌরকথা প্রসঙ্গেতে নাহি থাকে বাহ্য॥
উদার স্বভাব তাঁর গৌরপ্রেমে মত্ত॥
গ্রন্থাকারে প্রকাশিলা শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব॥
গ্রন্থ পড়ি কান্দি আমি করি ধন্য ধন্য।
কৃপাকর বলে সদা অধম নগন্য॥
সঙ্গ তাঁর লভিয়াছি এ বড় সৌভাগ্য।
হৃষীকেশ হয় তাঁর দাসের অযোগ্য॥

মহামহোপাধ্যায় ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও শ্রীগৌরাঙ্গ।

(১)

শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়-রচিত অনেকগুলি শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক আছে। গত ১১ই বৈশাখ মঙ্গলবার রাত্রিতে আমার পুরাতন কাগজপত্র খুঁজিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় রচিত চারিটি সংস্কৃত শ্লোক হঠাৎ আমার হস্তগত হয়। এই শ্লোককয়টি শ্রীধামবৃন্দাবনবাসী বিরক্ত বৈষ্ণবসাধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদদাস বাবাজীর হস্তলিখিত। দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন শ্রীবৃন্দাবন ধামে কিছু দিন বাস করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হই, সেই সময়ে বাবাজী মহাশয় এই শ্লোক কয়টি ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও সেই সময়ে শ্রীধামে গিয়াছিলেন, এবং নিত্যধামগত পূজ্যপাদ শ্রীরাধিকা নাথ গোস্বামীপ্রভুর বাটীতে ছিলেন। বাবাজী

মহাশয় এই শ্লোককয়টি তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমাকে দয়া করিয়া তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত এই শ্লোক কয়টি দিয়াছিলেন। আমি মূর্খ, শ্লোকের মর্ম্ম কি বুঝিব? বাঁদরের গলায় মুক্তার মালার মত এই সুন্দর গৌরকথামৃতপূর্ণ শ্লোককয়টি আমার পুরাতন কীটদষ্ট কাগজপত্রের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। ইহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আমার নাই,—তাই ভাবিতেছিলাম, এই শ্লোকগুলি বাবাজি মহাশয়কে পুনরায় ডাকে পাঠাইয়া দিয়া ব্যাখ্যা করাইয়া লইয়া শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত করিব। আশ্চর্য্যের কথা,—এই ভাব রাত্রিতে মনে উদয় হইল, প্রাতে ডাকযোগে বাবাজী মহাশয়ের পত্রের সহিত আর একটী শ্লোকের সুন্দর ব্যাখ্যা আসিয়া হঠাৎ পৌছিল। পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অসীম কৃপার কথা মনে করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলাম। বাবাজী মহাশয় কৃত ব্যাখ্যাসহ ন্যায়রত্ন মহাশয় রচিত সেই সুন্দর শ্লোকটি অদ্য কৃপাময় পাঠকবৃন্দকে উপহৃত হইল। অন্যান্য শ্লোকগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

দীন হরিদাস গোস্বামী।

"শ্রীধাম নবদ্বীপের স্বনামধন্য সুরসিক অধ্যাপক মহা-মহোপাধ্যায় ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়—শ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব বর্ণন করিয়া, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহা যমক অলঙ্কারে একটি শ্লোক রচনা করেন। একদিন সেটি ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই—

সদ্‌গৌরবিগ্রহ ইহ প্রবিভাসি তত্ত্বং
সদ্‌গৌরবিগ্রহ ইহ প্রবিভাসি তত্ত্বং।
সদ্‌গৌরবিগ্রহ ইহ প্রবিভাসি তত্ত্বং
সদ্‌গৌরবিগ্রহ ইহ প্রবিভাসি তত্ত্বং॥

ইহার প্রথম পাদের অর্থ—"যিনি রুক্মবর্ণং কর্ত্তার-মীশং" ইত্যাদি শ্রুতিবর্ণিত ও "শুক্লরক্তস্তথাপীত ইদানিং কৃষ্ণতাং গত" ইত্যাদি ভাগবতবর্ণিত ও "সুবর্ণবর্ণ-হেমাঙ্গ" ইত্যাদি শ্রীমহাভারত-বাক্যোপলক্ষিত কলিপাবন শ্রীভগবতাবতার,—আমাদের সম্মুখে বিরাজিত বিশুদ্ধ স্বর্ণগৌর-বিগ্রহ তুমিই সেই বস্তু। (তৎ ত্বং ইহ প্রবি-ভাসি)।

সুনির্ম্মল যশবিকাশের সহিত গ্রহণকারী (তাৎপর্য্য পাত্রা-পাত্র বিচার বিনা যাকে তাকে নিজত্বে গ্রহণ করিয়া পরম-গতিপ্রদাতা এবং যাহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে আর চ্যুতি ঘটে না) আমাদের সম্মুখবর্ত্তী তুমিই সেই স্বয়ং ভগবান। (বিগ্রহ—বিশেষরূপে গ্রহণকারী)।

তৃতীয় পাদের অর্থ—হে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী সদ্‌গৌর। (অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র!, গো অর্থ চন্দ্র, সম্বোধনে গৌঃ) তুমিই জগতের রক্ষক, ধর্ম্মকর্ম্মের ও চক্ষুর প্রকাশক,—রবি-গ্রহ সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ এইস্থানে প্রত্যক্ষীভূত।

চতুর্থ পাদের অর্থ—হে সদ্‌গৌঃ অদ্ভুতোত্তম-দীননাথ! (এখানে গো অর্থ সূর্য্য) তুমি অবিগ্রহ (নিরাকার); শাস্ত্র বিশেষের এই বর্ণনা ঠিক। কারণ ভুবনমোহন-মাধুরীতে-বিরাজিত তোমার এই নরাকার ব্রহ্মমূর্ত্তি—সচ্চিদানন্দময় শ্রীকরচরণাদি প্রপঞ্চাতীত; তুমি প্রাকৃত বস্তুতে আকারিত নহ। তোমার শ্রীবিগ্রহ জীবের-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে; ভক্তিই তোমাকে দেখাইবার একমাত্র কর্ত্রী, তাই শ্রুতি বলেন "ভক্তিরেব দর্শয়তি"; কাজেই ভক্তিহীনের নিকট তুমি অবিগ্রহ,—অথচ এই মন্দির নিজাঙ্গকান্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া এখানে বিরাজ করিতেছ।

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভাগবতভূষণ ও চৈতন্যদাস বাবাজি

—শ্রীধাম নবদ্বীপে চৈতন্যদাস বাবাজি নিজ ভজনানন্দে আছেন। তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়া তীরে বসিয়া কি ভাবিলেন,—পরে উচ্চতীর হইতে "জয় গৌরাঙ্গ" বলিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন, পুনর্ব্বার ঐরূপ করিলেন, এই রূপ পুনঃ পুনঃ করিতেছেন, এমন সময়ে সঙ্কীর্ত্তনের দলবলসহ একখানি নৌকা করিয়া ভাগবত-ভূষণ নবদ্বীপের সেই ঘাটে আসিয়া অবতরণ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি এই অপূর্ব্ব প্রেমের মূরতি খর্ব্বাকার

ধীরে ধীরে এই নবীন বাবাজির নিকট গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিলেন এবং উভয়ে পরম প্রেমভরে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। এই হইল এইদুই পরম প্রেমিক গৌরভক্তের প্রথম শুভসম্মিলন এবং পরিচয়। সে আজ বহুদিনের কথা, কিন্তু সে অপূর্ব্ব মিলনের মধুময় দৃশ্য যাঁহারা দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নয়নে সে অপূর্ব্ব প্রেম চিত্র যেন এখনও অঙ্কিত রহিয়াছে। ভাগবতভূষণ সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার সঙ্গীদিগকে কহিলেন "এই নবীন বাবাজিকে দর্শন করিয়া আমার গৌরাঙ্গদর্শনের ফল হইল,—তাঁহার পবিত্র অঙ্গস্পর্শে আমি পবিত্র হইলাম।"

এক্ষণে এই পরম গৌরভক্ত ভাগবতভূষণের কিছু পরিচয় দিয়া আত্মশোধন করিব। ভাগ্যে থাকে তাঁহার পুণ্যচরিত-সুধা পরে আস্বাদন ও আলোচনা করিয়া ধন্য হইব। ভাগবতভূষণের নাম ছিল রামতনু মুখোপাধ্যায়; তিনি ভাগবতে পরম পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল ভাগবতভূষণ। তিনি এই নামেই পরিচিত ছিলেন। নদীয়া জেলার কোন নগণ্য গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা চারি ভ্রাতা, তন্মধ্যে রামতনু মধ্যম। বড় ভাই বেদান্ত শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন,—বেদান্তবাগীশ তাঁহার উপাধি ছিল। আর দুই ভাই তেমন পণ্ডিত ছিলেন না, ইহাদিগের সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। ভাগবতভূষণের বড় ভ্রাতা বেদান্তবাগীশ বহু শাস্ত্র পড়িয়াও মনে শান্তি না পাইয়া গৃহ ত্যাগ করেন, এবং বহু তীর্থ ভ্রমন করিয়া কোন সিদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীর সঙ্গগুণে—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে তিনি দীক্ষিত হন। কিছু কাল পরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া নিজ ভ্রাতা রামতনুকে বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতে উপদেশ দেন। এই মহাপুরুষের কৃপাবলে রামতনু শ্রীমদ্ভাগবত এবং গোস্বামীশাস্ত্রাদি পাঠ করিলেন,—ভাগবতে পরম পণ্ডিত হইলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া পরমানন্দে গৌরাঙ্গভজন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেই তিনি গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ভাগবতভূষণের শ্বশুরালয় ছিল, রানাঘাটের সন্নিকট উলাগ্রামে। সেখানে তিনি বাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। সেখানকার অধিকাংশ লোকই শাক্ত, গৌরবিদ্বেষী, সুতরাং তাঁহাকে ও তাঁহার ক্ষুদ্র সংকীর্ত্তনের দলকে, বহুভাবে গ্রামবাসী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে হইল। এই জন্য তিনি উলার বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভগ্নিপতির বাড়ী জিরাট বলাগড়ে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি কয়েকজন প্রকৃত গৌরভক্তের সঙ্গ পাইলেন এবং তাঁহাদিগের লইয়া একটী দল বাঁধিলেন। এই দলে তাঁহার কতকগুলি অনুগত অন্তরঙ্গ ভক্ত জুটিল। একদিন তাঁহাদিগকে ভাগবতভূষণ নিজ মনের মর্ম্মকথা বলিলেন। তাহা এই,—"নদীয়ার ব্রাহ্মণ কুমার শচীনন্দন আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছেন। আমি জগত গৌরময় দেখিতেছি,—ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ব্যাখা করিতে গিয়া আমি গৌরলীলা ব্যাখা করিয়া বসি,—গৌরকথা ভিন্ন অন্য কথা আমার ভাল লাগে না,—মুখে আসে না।" এই বলিয়া পরমতেজস্বী পরমপণ্ডিত পরমসুন্দর যুবাপুরুষ ভাগবতভূষণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার কারণ কি?" ভাগবতভূষণ প্রেমাশ্রুলোচনে গদগদভাবে উত্তর দিলেন "বন্ধুগণ! আমি গৌরগদাধর প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের নাম জপ করি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি গৌরমন্ত্র আমি দেশ বিদেশে বিতরণ করিব,—কারণ আমি গুরুর নিকট শুনিয়াছি এই কলিযুগে গৌরমন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রে ফল হইবে না। আমি গৌরমন্ত্র এবং পঞ্চতত্ত্বের নাম জপ করিয়া যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছি, তাহার ভাগী সকলকে করিব,—এই আমার দৃঢ় সংকল্প। আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি এই ব্রত পালন করিব"। ভাগবতভূষণের সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল, যে প্রভুপাদ কোন গোস্বামীসন্তানও তাহা করিতে পারেন নাই।

ভাগবতভূষণ তাঁহার এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। সে সকল কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। এই পরম গৌরভক্ত ভাগবতভূষণের সঙ্গে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির প্রথম মিলন হয়,—নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে। তাহার পর উভয়ে মিলিয়া একত্রে কয়েক দিন যাবৎ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রেমরসালাপ, গৌরকীর্ত্তন প্রভৃতি ভজনাঙ্গের যাজন করেন। এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় হয় এবং উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। ভাগবতভূষণ প্রভু

দস্তান ছিলেন না,—আধকারী মোহন্তও ছিলেন না, কিন্তু দর্ব্ব বৈষ্ণবসাধুগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তৎকালে তাঁহার মত একনিষ্ঠ গৌরভক্ত আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং চৈতন্যদাস বাবাজির তিনি অতিশয় প্রিয় হইলেন। যে নবদ্বীপ ছাড়িয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে চাহেননাই,—এখন ভাগবতভূষণের অনুরোধে—তিনি সেই নবদ্বীপ ছাড়িয়া,—তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে ছাড়িয়া,—জিরেট বলাগড়ে গেলেন। ইহার মর্ম্ম ভক্তবৃন্দ বুঝুন। এ সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণীই সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির এইকার্য্য সমর্থন করেন যথা, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে প্রভুবাক্য পুরী গোসাঞির প্রতি,—

তীর্থদ্বয়ং যদ্যপি তুল্যমিদং মহান্তঃ কাশ্যাদয়েঽপি পুরতঃ কলুষাপহারী।
যমিন্দদাঃ কিল তথাপি মহান্ত এব যদ্দুম্মদীক্ষণ সুখং হি সুখায় তেন (১)

জিয়ড়নৃসিংহ ও চৈতন্যদাস বাবাজি—জিরেট বলাগড়ে গিয়া ভাগবতভূষণ তাঁহার বন্ধু পরম গৌরভক্ত জিয়ড়নৃসিংহের সহিত চৈতন্যদাস বাবাজির মিলন করিয়া দিলেন। এই সময় জিয়ড় নৃসিংহ তাঁহার নিজবাটি বর্দ্ধমান হইতে জিরেট বলাগড়ে আসিয়াছিলেন। এই শুভমিলনে যে প্রেমের উৎস উঠিল, তাহার স্রোতে জিরেট বলাগড় ও বর্দ্ধমান ভাসিল,—রাঢ়দেশ ডুবু ডুবু হইল। জিয়ড় নৃসিংহ চৈতন্যদাস বাবাজীকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিজ বাটি বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন। বর্দ্ধমানে জিয়ড় নৃসিংহের গৃহে বহু গৌরভক্তের সমাগম হইত, গৌরকথা, গৌরকীর্ত্তন, চৈতন্যমঙ্গল গীত প্রভৃতি নিত্য হইত। চৈতন্যদাস বাবাজি এখানে গৌরকথারসার্ণবে ভাসিলেন। ভাগবতভূষণ দেশবিদেশে গৌরধর্ম্ম প্রচার করেন, গৌরমন্ত্র দান করেন, মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমানে আসিয়া জিয়ড় নৃসিংহ ও চৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত মিলিত হন। তিন জনে মিলিয়া যে ইষ্টগোষ্ঠী হয় এবং তাহাতে যে গৌরকথার তরঙ্গ উঠে, এবং গৌরপ্রেমের তুফান বয়, সেই তুফানে পড়িয়া তিন জনে হাবুডুবু খান;—কাহারও জ্ঞানচৈতন্য থাকে না।

এখানে জিয়ড় নৃসিংহের কিছু পরিচয় দিয়া আত্মশোধন করিব। জিয়ড় নৃসিংহের সম্পূর্ণ নাম জিয়ড় নৃসিংহ বরাট। বর্দ্ধমান জেলায় এই মহাপুরুষের নিবাস,—জাতিতে বৈদ্য। বর্দ্ধমান জজ আদালতে ইনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, বিষয়সম্পত্তিও ইহার বেশ ছিল। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর রসিকভক্ত ছিলেন, সেই জন্য চৈতন্যদাস বাবাজির সহিত তাঁহার এত আত্যান্তিক প্রণয়। কথিত আছে চৈতন্যদাস বাবাজির কান্তাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গভজনের শিক্ষাগুরু এই মহাপুরুষ,—জিয়ড় নৃসিংহ বরাট। উভয়ে মিলিয়া যখন নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভজনের কথা হইত, তখন কেহ সেখানে যাইতে পারিত না। অবশ্য ভাগবতভূষণ উপস্থিত থাকিলে তিনি থাকিতেন। কারণ, ভাগবতভূষণের ভজনতত্ত্ব জিয়ড় নৃসিংহ ও চৈতন্যদাস বাবাজির অবিদিত ছিল না। ভাগবতভূষণও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে মধুরভাবে ভজন করিতেন, তবে তিনি একথা প্রকাশ্যে কাহাকেও বলেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ দিনে এ কথা প্রকাশ হইয়াছিল। ভাগ্যে থাকে ত সে নিগূঢ় কথা অন্য প্রবন্ধে বলিব।

চৈতন্যদাস বাবাজির নবদ্বীপে পুনরাগমন।—এই ভাবে দুই জনে বর্দ্ধমানে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে কান্তাভাবে ভজন করিতে করিতে, জিয়ড় নৃসিংহের ইচ্ছা হইল, একবার শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে দর্শন করিয়া আসি। চৈতন্যদাস বাবাজিকে তাঁহার মনের কথা বলিলেন। তখন দুই জনে একত্রে শ্রীধামে আসিলেন। ইহার পর চৈতন্যদাস বাবাজি আর বর্দ্ধমানে যান নাই। জিয়ড় নৃসিংহ বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন "চৈতন্যদাস, তুমি এখানে থাকিয়া প্রভুকে ভজনা কর, তোমার ভজনফলেই আমি উদ্ধার হইব।" ভজননিষ্ঠ শিষ্যের ভজনফলে যে গুরু উদ্ধার হন, ইহা শাস্ত্র ও মহাজন বাক্য।

(ক্রমশঃ)

(১) অর্থাৎ যদি চ শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীবৃন্দাবন এই দুইটি তুল্যতীর্থ এবং অগ্রে কাশী প্রভৃতি মহৎ মহৎ তীর্থ সকল আছেন, এবং তাহারা সকলেই মনুষ্যদিগের পাপসংহারী, তথাপি সাধুবৃন্দই অতিশয় আনন্দপ্রদ, যেহেতু আপনাদিগের দর্শনেই আমার চিত্ত আনন্দরসে বিমগ্ন হইতেছে। অতএব আপনাদিগের মত ভক্তজন তীর্থবাস হইতেও [illegible]

রূপাকর্ষণ।

(শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি)

শ্রীভগবান সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। যশোদানন্দনের ন্যায় শচীনন্দনেও তাহা সদা প্রত্যক্ষ। শিশুকাল হইতেই প্রতিবেশিনী নারীগণ সে সোণার শিশুর বিমোহনরূপে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, নিমাইকে ছাড়িয়া কেহই গৃহে যাইতে পারিতেন না; নিমাইকে দেখিলে নিজ সন্তানের কথা ভুলিয়া যাইতেন। (১)

কোন নারী হরিনাম করিলে কমনীয়কান্তি সেই কচি শিশু যখন কোলে যাইবার তরে কোমল সোণার ক্ষুদ্র বাহু দু'খানি প্রসারিত করিত, কে না আত্মবিস্মৃত হইত তখন? (২)

কিছু বড় হইলে বালকদল খেলার উদ্দেশে নিমাইকে লইয়া যাইত যখন, যখন নিমাই তাদের লইয়া হরিনামের খেলা পাতিতেন, তারা সকলেই আত্মহারা হইত। নিমাইর সে লীলালাবণ্যময় নৃত্যলহরী প্রবীণ পথিককেও অজ্ঞাতে আকর্ষণ করিত ও তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া কোথায় যেন উধাও হইত! (৩)

গঙ্গাঘাটে ইহার পরে, নিমাই নানারূপে চাঞ্চল্য করিতেন যখন, উত্যক্ত হইয়াও বালিকাগণ তখন বিরক্ত হইতে পারিত না। বালরূপের অপূর্ব্ব প্রভাবে বালিকার বিমুগ্ধ হইয়া সব ভুলিত, সকল সহিত। (৪)

যৌবনে নিমাইর সেই অনুপম রূপরাশি ষোলকলা পূর্ণ হইয়া উঠিল যখন,—সেই অপরিমেয় রূপে দশদিক হাসিয়া উঠিল যখন,—ইঁহারাই তদ্দর্শনে তখন বিহ্বল হই[বেন], বিচিত্র নহে।

নিমাইকে যে দেখিত—বিবশ হইত সে; বিচলি[ত] হইত তাঁহারই চিত্ত। ইহারা ত বিমলহৃদয়া সরলা রমণী রূপে কে না আকৃষ্ট হয়? রূপাকর্ষণ স্বাভাবিক। অবো[ধ] শিশুর সাক্ষাতে ধর দেখি একটি সুলোহিত সমুজ্জ্বল ফুল সে উহার জন্যে ক্ষুদ্র বাহুখানি প্রসারিত করিবে। নরনারী সকলেই রূপের স্বাভাবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট; সবার রূপানুরাগ সাহজিক।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ অনুপম, অনন্যসাধারণ—অপরিমেয় বলিয়াছি যে দেখিত, সে আত্মবিস্মৃত হইত; সকল ভুলিয়া এক মোহমদিরাময়—এক মহামহিয়ান আবেশময় সুনির্ম্মল পবিত্রভাবে ডুবিয়া থাকিত; তাঁর চক্ষু আর অন্যত্র যাইত না;—মন আর অন্যত্র ধাইত না,—দেহযন্ত্রও সে আকর্ষ[ণ] ছাড়াইয়া চলিতে পারিত না; চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যা[য়] নরনারী গৌররূপে বাঁধা পড়িত। চুম্বকের ধর্ম্ম যেম[ন] লৌহে আকর্ষিত হইতে বিলম্ব হয় না, গৌররূপাকৃষ্ট নর নারীর অবস্থাও তেমনি হইত। তাদের অন্তর বিম[ল] হইয়া যাইত, কৌটিল্য মাৎসর্য্যাদি চলিয়া যাইত; এ[ক] বিশ্বব্যাপক উদারতায় ভরিয়া উঠিত। আর তাদে[র] মনের ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিত যখন, দেখা যাইত—তাঁদে[র] মুখে কি পবিত্র আনন্দ খেলিতেছে, কি ত্রৈদিব অপার্থি[ব] ভাব নাচিতেছে! আর তাতে তাঁদেরও রূপপ্রভা বাড়ি[য়া] উঠিতেছে!

---

(১) নদীয়ার অতি পুণ্যবতী পতিব্রতাগণের কি মনের গতি।
নিজপুত্রে মন, নাই অনুক্ষণ
ভণে শচীসুত চরিত্র রীতি।"—নরহরি।

(২) নিমাই কাঁদিতেছেন,—দৈবাৎ—
"হেনই সময়ে এক, নারী অতি খেদে গো
হাতে তালি দিয়া বলে হরি;
শুনি চঞ্চল শিশু, ক্রন্দন সম্বরি গো
হাসয়ে তাহার গলা ধরি।"—নরহরি।

(৩) "চৌদিকে বেড়িয়া বালক মাঝে গৌরসিংহ,
মধুময় কমলে যেন দেখি মত্ত ভৃঙ্গ।
হেনকালে পথে যায় দুই চারি পণ্ডিত,
বিশ্বম্ভর খেলা দেখি আইলা আচম্বিত;
অপরূপ দেখে সেই বালকের খেলা;
ললাটে তিলক সবার গলে ফুলমালা।
আপনা পাসরি পণ্ডিত সামাইল মেলে, করতালি দিয়া তারা হরিহরি বলে
যে যায় সে পথ দিয়া সেই হয় ভোরা; সন্যাসী তাজিয়া নারী হয় মাতোয়ারা।
—নরহরি।

(৪) "নানা উপহার অতি যতনে লইয়া গো
দেবতা পূজিতে যেবা যায়;
তা সনে কলহ যত লেখা নাই তার গো,
কিবা বা না করে নদীয়ায়।
যদি কেউ কভু শচী মিশ্রেরে জানায় গো,
তখন কিবা গো সাধুরীতি,
সবাকার মনে অতি কৌতুক বাড়ায় গো,
দেখিলে না রহে বুদ্ধি গতি।"—নরহরি।

যে যাঁহার প্রতি আকৃষ্ট, তৎপ্রতি তাঁহার মনের এক ভাবিক টান জন্মে ; তাহাতে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কা যায় না। আর তখন তাঁহার অনুকরণ করিতে ঃ মন ধাবিত হয়। যাঁহাকে ভালবাস তুমি,—যাঁহার তি আকৃষ্ট তুমি,—তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার চলন বলন, হার অঙ্গভঙ্গি পর্য্যন্ত সমস্তই কি তোমার ভাল লাগে ? আর এক মোহমন্ত্রে অজ্ঞাতে তুমি সে সব অনুকরণ রিয়া লও,—ইহাই সচরাচর ঘটে। গৌররূপাকৃষ্ট নরনারীর ক্ষ এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম কেন হইবে ? সব য়েই তাঁহারা ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রাণাকর্ষী গৌরহরির গামী হইয়া পড়িবেন বিচিত্র নহে। গৌরহরি যাতে ী হন, প্রাণপণে তাঁহারা তাহা করিবেন, ইহাও শ্চয্য নহে,—তুমি যেমন তোমার প্রেমাস্পদের প্রীতি-পাদনের জন্য তাঁর অভিপ্রেত—তাঁর সুখজনক কাজ রিতে অনুমাত্র বিলম্ব কর না।

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রেত কাজ কি ?

ব বলরামদাস বলেন—

রি হরি মঙ্গল, ভরল ক্ষিতিমণ্ডল, রসময় রতন পসার।
গুণ কীর্ত্তন, প্রেমরতন ধন, অনুক্ষণ করু পরচার॥

নাচত নটবর গৌর কিশোর।

খন ভাবে, বিভাবিত অন্তর, প্রেম সুখের নাহি ওর॥ধ্রু॥
ন কনয়, বিরাজিত কলেবর, বিধি যে করল নিরমাণ।
ছিত মনমথ, অঙ্গহি অঙ্গ কত, রূপ দেখি হরল গেয়ান॥
র ভজন, শিব চতুরানন, করু মন মরম সন্ধান।
নাম-হার, যতন করি গাঁথই, পতিত জনেরে করে দান॥
ার কূপে, মগন দেখিয়া জীব, নবদ্বীপ পহুঁ পরকাশ।
রতন-ধন, জগভরি বিতরণ, বঞ্চিত বলরাম দাস॥”

কাজেই নরনারী নির্ব্বিশেষে গৌররূপাকৃষ্ট সকলেই নাম কীর্ত্তনপরায়ণ হইবেন বিচিত্র নহে। আর যাঁহারা রন্তর ভগবন্নামরসে বিভোর, তাঁহাদের হৃদয়ে যে কি বত্র সুধাধারা, কি দৈবদিব অমিয়-প্রবাহ তরঙ্গ তুলিয়া নিয়া নিরন্তর নৃত্য করিতে থাকে, তাহা বুঝিবার হায়! তি কোথায় ?

মায়িক জগতে নরনারীর মধ্যে যে রূপোন্মাদ দৃষ্ট হয়, া [illegible]

কেবল পুরুষই মাত্র নহে, নদীয়ার অনেক ভাগ্যবতী নারীও পথে ঘাটে দেখিতে পাইতেন। যাঁহার ভুবনমোহন রূপ দর্শনে পুরুষগণ আত্মহারা হইত, তাঁহার রূপমহিমায় নারীচিত্ত আকর্ষিত হইলে, সে তাঁহাদের দোষ নহে। তাঁহারা ত মনুষ্যাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে, তবে পার্থক্য এই, গৌররূপের মহিমা এই যে, এ রূপ দর্শনে দর্শকের চিত্ত পবিত্র হইয়া যাইত,—হোক সে নারী কি পুরুষ।

গৌর কৃষ্ণ অভেদ, তাই “সুরম্যাঙ্গাদি” কৃষ্ণের যে সমস্ত গুণ কথিত হইয়াছে, গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও তাহা বর্ত্তিবে। শ্রীকৃষ্ণ “নারীগণ মনোহারী” গৌরহরিও নদীয়ার নাগরী-চিত্তহারী। এজন্যই মহাজনগণের রচিত নদীয়া-নাগরী ভাবের বহুতর মধুর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ার পথে স্ত্রীলোক দেখিলে মাথা হেঁট করিয়া পথের এক পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন, নারী-দের প্রতি ভ্রমেও তিনি চাহিতেন না ; নারী বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক। এজন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতকার “গৌরাঙ্গ নাগর নহেন ” বলিয়া লিখিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাসের একথা সত্য ও অর্থপূর্ণ। কেননা শ্রীগৌরাঙ্গ ছন্নাবতার। “ছন্নকলৌ” ইতি শ্রীমদ্ভাগবত। অতএব যশোদানন্দনের ন্যায় শচীনন্দন প্রকাশ্য নাগর নহেন ; এতেও তাঁহার ছন্নত্ব,—তিনি “ছন্ন” নাগর।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবনদাসের একটি কথা আছে, তাহা এই—

“যেখানে যেরূপে ভক্তগণে করে ধ্যান,
সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান।
অদ্যাপিও চৈতন্য এসব লীলা-করে ;
যার ভাগ্য থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥

বৃন্দাবনদাসের কথার মর্ম্ম যাহা, যুগান্তরে কংস-সভায় একদিন তাহাই প্রমাণিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকে কেহ কোমলাঙ্গ বালক, কেহ কঠিন কলেবর মল্ল ; কেহ মিত্র, কেহ শত্রু, কেহ পুত্র, কেহ পতি ; কেহ বা নবীন নাগর রূপে দর্শন করেন। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। এখানেও তেমন,—ঠিক তেমনি। শ্রীগৌরাঙ্গকে বিদ্যা-ভিমানী পণ্ডিতবর্গ পরম প্রতিভাবান ধীসম্পন্ন পণ্ডিত, [illegible]

সম্পন্ন অপরাজেয় পুরুষ, এবং ভক্তগণ পরম করুণাময় সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি বলিয়া জানিতেন। শচী মালিনী প্রভৃতি প্রাচীনাগণের কাছে চিরদিন তিনি স্নেহের শিশুই ছিলেন। ইঁহারই বয়োধিক ভ্রাতা নিতাইকে দেখিয়া বৃদ্ধা মালিনীর স্তনে দুগ্ধধারা বহিত। যদি কোন যুবতী সুরধুনীতে জল আনিতে গিয়া যুবক গৌরসুন্দরের অনিন্দ্য অতুল্য রূপে, আর দশ জনের মত আকৃষ্ট হন, নিজ ভাবে নাগররূপে দর্শন করেন, এবং গৃহে গিয়া নিজ সখীর কাছে তাহা বর্ণন করেন, তবে তাহা অস্বাভাবিক হইবে না কি? রূপাকর্ষণ অতি প্রবল, অতি শক্তিসম্পন্ন; রূপমাধুরী অজ্ঞাতসারে নয়ন মন হরণ করে। নিমাই যদিও নারীর প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিও করিতেন না, কিন্তু নারীরা সে সন্ধান রাখিতেন না,—রাখার প্রয়োজনও কেহ মনে করেন না। তাঁহারা দেখিয়াই আত্মবিস্মৃত,—দেখিয়াই সুখী। ইহাই এই রূপোন্মাদের বিশেষত্ব, ও ইহাই নদীয়া-নাগরীভাবের গূঢ়রহস্য। এ দীন লেখক কর্ত্তৃক, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছায় কিছু আগে এইকথা গুলিই জনৈকা নাগরীমুখে প্রকাশ হয়—

"আমিও তোমার মতন সজনি হয়েছি পাগলী যেন।
লাজুক গৌরাঙ্গ, স্ত্রীলোক দেখিলে এক পাশ হয় বাটে,
মাথা হেঁট করি যায়, নাহি চায়, একথা সকলে রটে।
কিন্তু যাঁর রূপে ভুবন উজর, কে আছে রমণী হেন
নেহারি সে রূপ নহিবে মোহিতা? না দিবে সঁপিয়া প্রাণ।
সমুজ্জল আলো উঠিলে জলিয়া,—পতঙ্গ ঝাপিয়া পড়ে,
লোহিত জবার চৌদিক বেড়িয়া প্রজাপতি সদা উড়ে।
পতঙ্গের পরিণাম ভয়ঙ্কর আগুণে পুড়িয়া মরে;
গৌররূপাকৃষ্টা আনন্দপাথারে ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরে।"

শান্তিলতা—৮ম সর্গ।

এক নাগরী বলিতেছেন, গৌর রূপে তাঁহাকে এমন করিয়া ভুলিয়াছে যে, গৃহকাজে তাঁহার মন বসে না, সে মধুময় রূপ সদাই চক্ষে ভাসে। তাঁহার স্নান আহার, সুখ, বিলাস বাসনা, কিছুতেই মতি ধাবিত হয় না; গৌরদর্শন বিনে জীবন অধন্য।

"আহা মরি মরি সই আহা মরি মরি।
কিক্ষণে দেখিনু গোরা পাশরিতে নারি॥
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন।
চল দেখি গিয়া গোরার ও চাঁদ বদন॥
কুলে দিনু তিলাঞ্জলি ছাড়ি সব আশ।
তেজিনু সকল সুখ ভোজন বিলাস॥
রজনী দিবস মোর মন ছন ছন।
বাসুদেব কহে গোরা বিনু না রহে জীবন॥"

আর একজনের কথা শুনুন—

"গৌরাঙ্গ-লাবণ্য রূপে, কি কহব এক মু[খে]
আর তাহে কুলের কামিনি।
চাঁদ মুখের হাসি, জীব না গো হেন বা[সি]
আর পীরিতি চাহনি॥
সই লো বিহি গড়ল কত ছাঁদে।
কেমন কেমন করে মন সব করে উচা[টন]
পরাণ পুতলি মোর কাঁদে॥ ধ্রু॥
বিধিরে বলিব কি, করিল কুলের [ঝি]
আর তাহে নহি স্বতন্তরি।
গেল কুল লাজ ভয়, পরাণ বাহির [হয়]
মনের আনলে পুড়ে মরি॥
কহিব কাহার আগে? কহিলে পীরিতি ভা[ঙ্গে]
চিত মোর ধৈরজ না বাঁধে।
নয়নানন্দের বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণি!
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ-প্রেম-ফাঁদে॥"

অন্য একজন রূপমুগ্ধা নাগরী বলিতেছেন—

"সই দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে,
হইনু পাগলী, আকুলি বিকুলি, পড়িনু পীরিতি-ফাঁদে।
সই, গৌর যদি হইত পাখী,
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া-পিঞ্জরায় রাখি।
সই, গৌর যদি হৈত ফুল,
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, দুলিত কানেতে দু[ল]
সই, গৌর যদি হৈত মোতি;
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অ[তি]
সই, গৌর যদি হৈত কাল;
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি, শোভা যে হইত ভা[ল]
সই, গৌর যদি হৈত মধু;
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধু

অপর এক নাগরী বলেন:—

"সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে?

সুরধুনী তীরে, নদীয়া নগরে, উয়ল রসের দে ॥
পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্য কলা।
নদীয়া-নাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা
সোনার বাঁধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে।
ও চাঁদ মুখের, মাধুরী হেরিতে তরুণী হিয়া না ধরে ॥
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের প্রভু, বৈভব কো কহুঁ, ভুবন ভরল যশে ॥"

এই লীলা-লেখকগণ মহাজন, অনেকে সমসাময়িক ও নিজেও রসের উপাসক। ইঁহারা যে কৃষ্ণলীলার সহিত মিল রাখিবার জন্যই মাত্র তদনুকরণে পদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করাও অপরাধ। বাসু ঘোষ, নরহরি প্রভৃতি স্বয়ং গৌরের রূপোন্মাদে বিভোর, ঐ রূপাকর্ষণের শক্তি স্বয়ং অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন; অতএব গৌরাঙ্গের নাগরভাব অসম্ভব নহে। ভাবসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গে কোন ভাবেরই অভাব নাই।

নদীয়া-নাগরীভাবে আজও তাঁহাকে নাগর রূপে পাওয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য পুনঃ স্মরণ করুন, আর তাহার সত্যতার প্রমাণ গ্রহণ করুন সেই সিদ্ধ মহাত্মার—

——————"আমার ভজন হল সারা।
গৌরের কান্তা আমি কান্তা আমার গোরা।"

এতি অমৃত বাক্যে। এই মহাত্মারই মধুময় চরিত এই শ্রীপত্রিকায় প্রভুপাদ সম্পাদক লিখিত সুন্দর প্রবন্ধে পাঠক আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার নাম সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি।

শ্রীজাহ্নবা-চরিত।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

—:*:—

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীনিতাইচাঁদের সংসার-লীলার সূচনা।

—:*:—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার এত সাধের সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারবিরক্ত অবধূত সন্ন্যাসীকে তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগের আদেশ মৃত্যুদণ্ডাদেশ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীনিতাই চাঁদের গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার পরীক্ষার পূর্ণ পরিচয় এই কার্য্যে অনুভূত হয়। শ্রীনিতাইচাঁদ প্রভুর এই অদ্ভুত আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হন। মহাজনকবি তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ প্রভুং বন্দে কলিকল্মষনাশনং।
গৌরাদেশ প্রভাবেন সংসার সুখমাচরৎ ॥ সিঃ চঃ

নীলাচলে একদিন নিভৃতে বসিয়া প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়নে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু পরমদয়াল নিতাইচাঁদের শ্রীহস্ত দুই খানি নিজ শ্রীকরকমলে পরম প্রেমভরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া করুণ ভাষে কহিলেন (১)

আমার মন যেন আজ করে রে কেমন—আমার ধর নিতাই।
জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই ॥
যে ব্যথা আমার অন্তরে, এমন ব্যথিত কেবা ক'ব কারে,
জীবের দুখে আমার হিয়া বিদরিয়ে যায়।
আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হলো,
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়ে যাই ॥

এই বলিয়া জীববন্ধু প্রভু আমার কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় শ্রীনিতাইচাঁদকে হাতে ধরিয়া কহিলেন,—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জীব সব হৈল অন্ধ,
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইবে নাম ॥
কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবের যেন নাহি রয়,
সুখে যেন হরিনাম লয় ॥
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধম গণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুখ।

---

(১) বিরলে নিতাইরে পেয়ে, নিজ কাছে বসাইয়ে,
মধুভাবে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়ে,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে ॥ প্রাচীন পদ।

জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম্ম আচরিয়া,
পূর্ণ কর সকলের আশ।
চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চলে নিতাই বিদায় হ'য়ে,
সঙ্গে চলু গদাধর দাস (১)।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আজন্ম সংসারবিরক্ত অবধূত সন্ন্যাসী। প্রভু তাঁহাকে সংসারী হইতে আদেশ দিলেন কেন? ইহার উত্তর মহাজন মুখে শুনুন। যথা সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে,—

চৈতন্যের মনোবৃত্তি অদ্ভুত কথন।
কখন কি করে কিছু না যায় বুঝন॥
চৈতন্যের আজ্ঞা হৈল নিত্যানন্দ প্রতি।
আচর সংসার-সুখ লোকে হউ খ্যাতি॥
তুমি আমি যখন করিব অন্তর্দ্ধান।
এসব জীবের তবে কৈছে হবে ত্রাণ॥
ক্রমে ক্রমে রহিবেক তোমার নিজশক্তি।
সর্ব্বজীবে উদ্ধারিবে দিয়ে প্রেমভক্তি॥

প্রভুর গৃহী-ভক্ত ত অনেকেই ছিলেন, তাঁহাদিগের বংশাবলী দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারকার্য্য সাধন হইতে পারিত,—তবে কেন তিনি অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদকে সংসারাশ্রম গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন? এস্থলে ইহার একটু বিচার করিব। প্রভু নিজেই বলিলেন, তিনি এত করিলেন তবুও,—"কেহ ত না লইল হরিনাম"। এই তাঁহার বড় দুঃখ। তিনি স্বয়ং যাহা না পারিলেন,—সেকাজ কি সোজা কাজ? তাহার ভার কি যাহার তাহার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? শক্তিশালী আচার্য্য-বংশ সৃজন করিতে ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছিল,—এই জন্য তিনি এই অদ্ভুত আদেশ দিলেন। যাহা কখন কেহ করেন নাই,—তাহাই তিনি করিলেন, কারণ তিনি স্বয়ং ভগবান, স্বতন্ত্র পুরুষ,—ইচ্ছাময়,—যাহা করেন তাহাই মঙ্গলময়,—তাহাই শোভনীয়।

কোন নূতন তত্ত্ব বা ধর্ম্ম আবিষ্কার করা অপেক্ষা তাহা প্রচার করা কঠিন কাজ। এই প্রচারকার্য্যে বিশেষ শক্তিশালী প্রচারকের প্রয়োজন। প্রবল প্রতাপান্বিত শক্তিশালী আচার্য্যবংশ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে প্রভু অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদকে সংসারী হইতে আদেশ দিলেন। প্রচার-কার্য্য মূল উপাসনা-তত্ত্ব হইতে পৃথক নহে। ধর্ম্ম প্রচারকগণ—শক্তিশালী না হইলে,—স্বয়ং ভগবানের বিশিষ্ট নিজজন না হইলে,—ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইহার মধ্যে আর একটি বিশেষ গুহ্য কথা আছে। প্রভু ত স্বয়ং আচরণ করিয়া কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিলেন, এখন গৌরাঙ্গভজন শিক্ষা দিবার উপযুক্ত আচার্য্যবংশ সৃজন না করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব দ্রষ্টা প্রভুর জানিতে বাকি রহিল না। কাহার দ্বারা কি কার্য্য করাইয়া লইবেন,— কে কোন বিষয়ে উপযুক্ত,— সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমার তাহা বিশেষ রূপে জানিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ এই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন,—

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কাঁদিয়া॥

এই পতিতোদ্ধারের জন্যই প্রভু আমার শ্রীনিত্যানন্দ বংশ সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীনিতাইচাঁদ যখন প্রভুকে কহিলেন "প্রভু তোমাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব? দয়াময় প্রভু তখন মৃদু মধুর ভাষে কহিলেন,—

নিত্যানন্দ আলিঙ্গিয়া কহিতে লাগিলা।
গৌড়ে না গেলে তুমি ভক্তিহীন হৈলা॥
অতএব যাইতে হয় আমাকে ছাড়িয়া।
তোমার নিকট আছি জানিবে ভাবিয়া॥
দুই প্রভু মোর দেহে হয়ে দুই অঙ্গ।
কভু নাহি ত্যাগ করি তোমা সভার সঙ্গ॥
দুই প্রভুর সন্তানে হবে প্রভুময়।
করিতে ধর্ম্মের স্থিতি সংসারে নিশ্চয়॥ ভজননির্ণয়।

এই দুই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—শ্রীঅদ্বৈতবংশ থাকিতে পুনরায় প্রভু শ্রীনিত্যানন্দবংশ সৃজন করিলেন কেন? একথার উত্তর দিবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। প্রভুর নীলাচল-লীলা শ্রীগ্রন্থে ইহার বিচার করিয়াছি।

শ্রীনিতাইচাঁদকে বিদায় দিবার সময় প্রভু তাঁহাকে আর একটি অতি নিগূঢ় কথা বলিলেন,—যথা শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে,—

"তুমি যাও গৌড়দেশে করিতে সংসার।

(১) এইটি দাস গদাধরের রচিত পদ। ইনি শ্রীনিতাইচাঁদের সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন। যখন প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকে সংসারী হইতে আদেশ দিলেন, তাঁহার সঙ্গে তিনি গৌড়দেশে আসেন।

তবে এই সব জীবের হইবে উদ্ধার ॥
পুন আসিব আমি তোমার মন্দিরে।
স্বরূপ স্বভাবে তুমি জানিবা আমারে ॥
তোমার গৃহেতে হবে মোর অবতার।
ভক্তি বিলাইয়ে পুন তারিব সংসার ॥
গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে প্রকাশীর নয়।
অচিন্ত্য তোমার লীলা কেহ না জানয় ॥
পূর্ব্বে জন্ম বিস্তার না করিলে দ্বাপরে।
এবে তোমার বংশবৃদ্ধি হইবে সংসারে ॥"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুকে গোস্বামী-শাস্ত্রে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ গৌড়দেশে আসিলেন। বিদায়ের সময় প্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কানে কানে বলিয়া দিলেন,—

"সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা হয়।
সেই দু'য়ে শীঘ্র তুমি কর পরিণয়॥

অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন,—

এত শুনি নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিল।
অচল প্রভুর আজ্ঞা ঠেলিতে নারিলা ॥ সিঃ চঃ

এই সকল কথা নির্জ্জনে হইল,—কেহ কিছু জানিতে পারিলেন না,—এই হইল অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সংসার-লীলার সূচনা। (ক্রমশঃ)

গোরা-রস।

(শ্রীযোগেন্দ্রমোহন দাস)

জগত ভাসিল গোরা-রসে।
গোরা-রসে ধরা হাসে, নব নব রঙ্গরসে,
কুসুম হাসিছে প্রেমাবেশে ॥
গোরা নামে ঝরে সুধা, নাশ হয় ভব-ক্ষুধা—
রসের মুরতি হয় কায়া।
ছিঁড়ে মায়া মোহজাল, মিটে সব গোলমাল,
নাচে গায় প্রেমে মত্ত হঞা ॥
গৌর নামে হ'লে রতি, জীব লভে দিব্য জ্যোতি,
সে জ্যোতিতে সব পরকাশ।
নাহি কোন বিঘ্নবাধা, ঘুচে যায় সব ধাঁধাঁ,
গোরা গুণে হৃদয় উল্লাস ॥
ষড়রিপু বশ হবে বিধি-লতা শুষ্ক হ'বে,
হবে সব নিত্যময়, দূরে যাবে ভব ভয়,
ভাসে জীব আনন্দ-পাথারে ॥
হেন গৌররসে মোর, চিত্ত না হইল ভোর,
মজিয়া রহিনু বৃথা রসে।
উপায় নাহিক দেখি, সবে মোরে দেয় ফাঁকি,
কাঁদে সদা এ যোগেন্দ্রদাসে ॥

—:০:—

শ্রীগৌরদাস।

(শ্রীমথুরমোহন চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্ন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের পরমদয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্ম জন্ম দাস সেই বলিল তোমারে ॥

এই শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যে, বহিরঙ্গগণ বলিতে পারেন "এ কেমন প্রভু ? দাসই বা কেমন ?" আমরা ইহার সরল খাঁটী উত্তর দিতে পারি—যে আমাদের জগন্মঙ্গল মহাপ্রভু পরমদয়াল, এবং পরম দয়া—বিতরণই তাঁহার এ পরম দয়াল অবতারের মুখ্যাভিপ্রায়। রক্ত-মাংসের দেহে যদি চর্ম্মের ভিতর প্রদেশে জমাট পুঁজ রক্ত সংস্থান হয়, তবে বুদ্ধিমান্ পরিবার-কর্ত্তা যেমন চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র-নিপাতে ঐ স্থান বিমুক্ত করিয়া দেন, তাহার ফলে রোগী আরোগ্য লাভ করে,—আমাদের পরম দয়াল শ্রীভগবান আমাদের মঙ্গলকামনা করিয়াই তদীয় দাসগণকৃত অপরাধাদির শাস্তি প্রদান করেন। ইহাতে দাস-দেহ পরিশুদ্ধ হয়,—এবং তখন সেই দাস 'দাস' পদবাচ্য হয়। যাঁহারা শ্রীভগবানকে নিজজন করিয়া লইয়াছেন,—যাঁহারা নিরাবিল খাঁটী ভাবে আত্ম সমর্পনানন্তর প্রাণের টানে অনন্যমনে একবার বলিয়াছেন, "গৌর গোবিন্দ! আমরা তোমার হ'লেম", ~~তাঁহারা এই যে~~ অপরাধের শাস্তি,—উহা শাস্তি বলিয়া আদৌ মনে না করিয়া ঐ শাস্তিই শ্রীভগবানের পূর্ণ কৃপা বলিয়া আপন মনে আপনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন।

দেহবিজ্ঞান পাঠ করিলে জানা যায়, হৃদপিণ্ড হইতে পরিশুদ্ধ রক্ত সকল নিঃস্রাবিত হইয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ

তখন দৈহিক মল ঐ পরিশুদ্ধ রক্তে মিশিয়া শোধিত শোণিতকেও দূষিত করিয়া ফেলে। আবার এই অপরিশুদ্ধ রক্ত শিরানলে প্রবেশিত হইয়া পুনরায় ফুস্‌ফুস্‌ সঞ্চিত বাহিরের অম্লযান বায়ুর সংযোগে পুনঃ সংশোধিত হয়। এরূপ না হইলে জীবের জীবন রক্ষা পায় না। আহারাদি করিলে মল-মূত্র যদি সুপরিষ্কৃতভাবে নিঃসারিত না হয়, তবে তাহা বিষম ক্লেশপ্রদায়ী ও প্রাণসংঘাতী প্রবল ব্যাধিরই পূর্ব্ব লক্ষণ আনয়ন করে। গৃহীর গৃহকার্য্য করিতে করিতে সর্ব্বদাই ময়লা সঞ্চয় হয়। সুগৃহী গৃহকার্য্যে এক দিকে যেমন ময়লা সঞ্চয় করেন, অপর দিকে আবার ঝাড়ু দিয়া তেমনিভাবে ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। এই ভাবেই জগতের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সন্নিবদ্ধ আছে।

দাসের দাসত্বের মত শ্রীভগবানের প্রতি সতত ভক্তি প্রদর্শন করাই জীবের স্ব স্বরূপ কার্য্য। তাই—

কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা ভুলে গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥ চরিতামৃত।

জীবে যখন স্ব স্বরূপ 'দাস্য' বিস্মৃত হয়,—তখনই সে মায়ার বিশ্বব্যাপিনী করাল কবলে কবলিত হয়। ধরিতে গেলে মায়ার অধীন হওয়াটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল অপরাধ। এই মূল অপরাধের শাখা প্রশাখাদি অপরাধ কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাগুক্ত মলিনত্ব ও এই অপরাধ একই ভাবে মায়াপ্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্যে অহর্নিশ মায়িক জীবের কেবল ক্লেশের কারণীভূত হয়। মলিনত্ব বাড়িতে দিলে, যেমন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়া শেষে যেমন দুস্ত্যজ্য হয়, জীবের অপরাধও তেমনি বাড়িতে বাড়িতে অনন্ত জন্ম মরণেও শেষ সীমা প্রাপ্ত হয় না। এমত্যবস্থায় শ্রীভগবান যদি তদীয় ভক্তজনের হৃদয়কমলে উপবেশন করিয়া ভক্তগণের পাপাপরাধাদি দূরীকরণ করাইয়া দিয়া জন্ম জন্ম নিজ দাসত্ব দিয়া পরিশুদ্ধ শান্তি প্রদান করেন, তবে তাঁহার মত আমাদের এমন বান্ধব আর কে আছে?

ভক্তিশাস্ত্রে যদিও দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধ বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার দাস বলিতেছেন—

অপরাধ সহস্রানি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥
হরিভক্তিবিলাস ৮ম।

অর্থাৎ হে মধুসূদন! আমি দিবারাত্রির মধ্যে যে সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি, তৎসমুদয় আমাকে দাস বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করুন। দাসগণের আর একটী শক্তিশালী বল আছে। তাহা এই—

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ নমে ভক্ত প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং॥

অর্থাৎ হে গোবিন্দ! তোমার নিজের প্রতিজ্ঞা আছে, তোমার ভক্তজন কখনই বিনষ্ট হইবে না, আমি ইহা স্মরণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি।

ভগবদ্দাসাকাঙ্ক্ষী সজলনেত্রে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

অজ্ঞানাৎ অথবাজ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতং।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দাস্যে নৈব গৃহান মাং॥
হঃ ভঃ বিঃ ৮ম।

অর্থাৎ জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃই হউক আমি যে যে অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি তৎসমুদায় ক্ষমা করিয়া আমাকে দাস ভাবে গ্রহণ করুন।

এখন কথা হইতে পারে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।"

উক্ত ক্ষমায় তো শাস্তি হইল না,—ক্ষমা হইল। এতদুত্তরে বলা যায়, স্বকৃত দোষ বা অপরাধ যদি নিজের উপলব্ধি হইয়া আত্মানুশোচনা হয়, তবে ঐ আত্মানুশোচনাই অপরাধের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তি। আমার হৃদয়-স্বামী যদি তাঁহার স্বভাবসুলভ করুণায় আমার মত অপরাধীকে ঐ অপরাধের কথা বুঝাইয়া দিয়া আমাকে ঐ অপরাধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে শাস্তি প্রদান করেন, তবে আমার ঐ দয়াল প্রভু হইতে অধিক দয়াবান্ প্রভুই বা কে? আর আমার মত সৌভাগ্যশালী দাসই বা কে?

অপর পক্ষে শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমি দাসকে আমি দুঃখ দিয়া বড় ভালবাসি। দাস বলিতেছেন—প্রভোঃ তুমি দয়াময় নামধারী—ত্রিজগতে অনুসন্ধান করিয়া তো কোথাও তোমার দুঃখদাতা, নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে এ কেমন কথা? আমাদের মায়িক জগতের অবধারিত নিয়ম—প্রতিদান। আমি যাহাকে ভালবাসিব সে আমাকে অবশ্য ভালবাসিবে। আমি যাহার সহিত বন্ধুতা ব্যবহার করিব, সে আমার সহিত বন্ধুতা ভিন্ন শত্রুতা প্রদর্শন করিবে না। তবে কি আমি

যা তুমি জগৎ ছাড়া, যে তোমাকে ভালবাসিলে তুমি দুঃখ শান্তি দিয়া ঐ ভালবাসার প্রতিদান দিবে? ভগবান বলিতেছেন—দাস! তুমি মূর্থ আর আমি বিজ্ঞ। মায়ার প্রবল প্রভাবে তোমরা যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া মনে কর,—আমি উহা সুখ দুঃখ বলিয়া মনে অনুভব করি না। আমার বাসনা,—আমার দাসজনের হৃদয়ে আমি সতত বিশ্রাম করিয়া উহাদিগকে আমার হ্লাদিনীর আনন্দ সতত প্রদান করি। জীব আমার শরণাগত হইয়া আমাকে কর্ম্মার্পন করিলে জীবের ভজনক্লেশ তখন তিরোহিত হয়। উহার রক্ষার জন্য সমস্ত শ্রম, চেষ্টা—কার্য্যাদির সকল ভার আমার উপর পতিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ খাঁটী কথা বলিয়াছেন, যে "যথা কৃষ্ণ তথা নাই মায়ার অধিকার", অপরন্তু গীতা স্থলে আমিও বলিয়াছি—অর্জ্জুন! "মম মায়া দুরত্যয়া—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"॥ এমতাবস্থায় মায়াবিজড়িত দাসদেহের মায়া দূরীকরণার্থে আমাকে যে সকল ক্রিয়া কলাপ করিতে হয়, তাহাই আমার দাসগণ স্বস্বভাবে 'শান্তি" বলিয়া মনে করে। আমি জানি উহা আমার দাসগণের পরম স্বস্ত্যয়ণ। এবম্প্রকারে আমার দাসগণ মায়ামুক্ত হইলে তাহাদের হৃদয়াসন জুড়িয়া বসিয়া আমার বিশ্রামের পরম সুবিধা হয়। মায়িক ক্লেশ অনুভব করিয়া আমার দাসগণ, একমাত্র আমি ক্লেশহারী জানিয়া অনন্য মনে যখন প্রাণের টানে আমাকে ডাকে, তখন পানা কাটিয়া ডুব দেওয়ার মত আমি উহাদের হৃদয়ে উপস্থিত হই। ঐই প্রকার ক্লেশে ক্লেশে, কুম্ভকারের আম-মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রাদি যেমন তদীয় অন্তরাগ্নিময় পোয়ানে দগ্ধীভূত হইয়া জলে বিগলিত হওয়ার আশঙ্কাহীন হয়, আমার দাসগণও তদ্রূপ মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়া জন্ম জন্ম আমার দাসত্বই প্রার্থনা করে এবং আমিও তাহাদিগকে আমার দাসত্ব প্রদান করিয়া মায়ামুক্ত করতঃ চিরশান্তি ও চিরানন্দ প্রদান করিয়া থাকি।

স্বয়ং ভগবান পরমদয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—'দাসগণ! তোমরা একবার নবদ্বীপের আমার 'শচীমাতার ঘর' অনুসন্ধান কর। অনুসন্ধানের বড়-বিশেষ সুবিধা করিয়াছি। আমার দাস—হরিদাসের উপর আমি ভাবাবশে, আমার অন্তঃপুরের ঘরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি। "বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-বিলাপ" গ্রন্থে বর্ণিত আমার বিবাহিতা অর্দ্ধাঙ্গিনীর "শাস্তি"—কি ভজন,—তাহা তোমরা মনে মনে সুবিচার করতঃ বেশ বুঝিতে পারিবে। যদি তোমরা জ্ঞাননেত্রে এই সকল দৃশ্যগুলি অবলোকন কর এবং নিরপেক্ষ মনে ইহার সুবিচার কর, তবে দেখিতে পাইবে ভগবদ্দাস-দাসীর শাস্তির পরিণাম অমৃত হইতেও অমৃতময়,—মধু হইতেও মধুময়।"

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বিরচিত শ্রীযুগোল-পরিহার-স্তোত্র।

১। হে সৌন্দর্য্য-নিদানরূপ-পরম মাধুর্য্য-লীলা স্ফুরণ! হে মাধুর্য্য বিশেষ ভূষণধর বংশীবিলাসিন্ বিভো! হে বৃন্দাবিটবিবিলাসবিলসৎ কেলিকলা কৌমুদী! হে রাধে হে কৃষ্ণচন্দ্র! স্ব চরণে শরণং মে বিধেহি।

২। হে নন্দনন্দন প্রভো! হে রাধিকে শ্রীমতি! হে শ্রীমন্ ললিতা বিশাখিক সখি! হে শ্যামলে! প্রমোদে! হে লীলাললর্ত্তি মানস লসৎ ভ্রূভঙ্গিম প্রেয়সি! হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! স্বচরণে শরণং মে বিধেহি।

৩। হে পীতাম্বর শোভশোভন কর! হে নীলাম্বরধারিণি! হে বংশীবট কেলিকৌতুকবর! হে হে নিকুঞ্জেশ্বরি! হে রাস বিলাস লম্পটপটো! হে সুন্দরি রঙ্গিনি! হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! স্ব চরণে শরণং মে বিধেহি।

৪। হে জাম্বুনদদ্যুতিজ্যোতিরধিকে! হে শ্রীমন্ শ্যামল! হে শ্রীপঙ্কজপত্র-নেত্র যুগোল! হে খঞ্জনী লোচন! হে চূড়া বেণীবন্ধে চামরকরে! হে রাসবিলাসিনি! হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! স্ব চরণে শরণং মে বিধেহি।

৫। হে হে শারদ পূর্ণচন্দ্রবদন! হে স্বর্ণ শোভাধরে! হে শ্রীবৎসাঙ্কিত পীত নব্য সভ্য সুশোভে! হে চিত্র লেখাঙ্কিত! হে বিম্বাধর চারুচিত্রচিবুকে ভঙ্গ ত্রিভঙ্গ কল! হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! স্ব চরণে শরণং মে বিধেহি।

৬। হে হে ভানুসুতে ঘশোমতি-সুত! শ্যামাম্বুজ সুন্দর! হে চেতে চেতন হরে! হে নাগরী নাগর! হে হে প্রেয়সী সঙ্কর রতিকল্প কেলিরসোন্মাদিনি! হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! স্ব চরণে শরণং মে বিধেহি।

মন্মথ! হে বৈদগ্ধি সীম গীম গরিমন্! হে প্রাণনাথ,প্রভো! হে রাম্যা পরমা পরা পরাৎপর পরস্থান বেহারি সদা! হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! স্ব চরণে শরণং মে বিধেহি।

৮। হে কারুণ্যামৃতসিন্ধো যদসৎ লাবণ্যলীলানট! হে গোপীগণ-গোধনচর গোবিন্দচন্দ্র! স্ব চরণে শরণং মে বিধেহি।

হে হে কৃপানিধান করুণাময় কল্পবৃক্ষ কারুণ্যধাম অতি কাতর শোকমগ্নং মাং রক্ষ কৃষ্ণ রমণ রতিনাথ দেব! হা হা কদাম্বু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে। ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র বিরচিতং শ্রীযুগোল পরিহার স্তোত্রং সম্পূর্ণং। (১)

রাজা লক্ষ্মণসেন রচিত একটী প্রাচীন পদ।

নিম্নলিখিত প্রাচীন পদটী মুখে মুখে এত দিন গীত হইয়া আসিতেছে, এইটির মত প্রাচীন বাংলা পদ বোধ হয় আর নাই। কৃষ্ণবিরহবিধুরা ব্রজগোপীগণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

বোলো হে বোলো হে উদ্ধব মাধবে।
আমরা যে ভাবে, কৃষ্ণের অভাবে
সদা স্মরণ করিছে কাল, নাহি মানি কালাকাল,
বিনা সেই কালের কাল, আছি হে মৌনভাবে।
দেখ ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দাবন, বহে না সমীরণ,
বৃক্ষোপরি পিকগণ, আছে নীরবে।
দেখ ব্রজ বধুচয়, স্বচক্ষেতে সমুদয়
পাগলিনীপ্রায় সব ভাবে।
লক্ষণ ভূপে কয়, একথা মিথ্যা নয়
এখন পরিহরি রাই কিশোরী, পেয়েছে কুব্জা নারী,
ব্রজনাথ ব্রজপুরী কেন আসিবে॥ পদ-সমুদ্র।

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোৎগীর্ণ এই প্রাচীন অষ্টকটি নিত্যধামগত পরম বৈষ্ণব গৌরদাস দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত। কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহা এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানি না। অষ্টকটি ছন্দভঙ্গ এবং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষে দুষ্ট, কারণ কোন সময়ে বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা ৺বদনচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক ইহা কীর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি তাঁহার নিকট উহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে যদি কোন গ্রন্থে বা গৌরভক্তের নিকট এই অষ্টকটি সংগৃহীত থাকে, তদৃষ্টে সংশোধন করিয়া দিলে

একটী গান।

তাল যৎ—রাগিনী সিন্ধু।

আর কি ভয় দেখাও শমন
আমি তোমার তালুক ছাড়া।
আমার রাজা শ্রীগৌরাঙ্গ
যাঁর তালুক এই মুলুক যোড়া॥
কত শত পাপাচারী, যাঁর প্রভাবে গেল তরি
(তুমি) কি ভয় দেখাও ভ্রুকুটি করি,
আমি তাঁরই নামে মোহর-করা।
যা রে শমন যা রে ফিরে, ও তোর জারিজুরি খাটবে না রে,
আমার ভবের ভয় গিয়েছে দূরে
দেখ সহস্রারে মানিক যোড়া॥
শ্রীগৌরাঙ্গ পদমূলে, (গেলে) চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে,
তাই এ নৃত্য কুতুহলে, দিয়েছে ঐ নামের বেড়া॥

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী।

একটী হিন্দী পদ।

(দোঁহা)

আমার জনৈক পরম গৌরভক্ত উচ্চশিক্ষিত হিন্দুস্থানী বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক কয়েকটি হিন্দী দোঁহা লিখিয়া কীর্ত্তনে গাহিয়াছিলেন। সে আজ চারি বৎসরের কথা—সুদূর আজমীর (রাজপুতানায়) এই কীর্ত্তনের স্থান ছিল। আজ পর্য্যন্ত সেই মধুর দোঁহাটির সুর আমার যেন কানে বাজিতেছে। প্রিয় গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দকে এই পদরত্নটি উপহৃত হইল।

যথারাগ।

শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপ গৌরাঙ্গ-দেবা।
(প্রভু গৌরাঙ্গ দেবা,—গৌরাঙ্গ দেবা।)
সুরমুনি নর ধরত ধ্যান, পাওত অনুপম কল্যাণ,
তনমনধন আরোপিত কর করতে তুয়া সেবা।
কলিমলছে দূষিত পথি, নানা জীবনক নাথ,
ভবসাগর তরণীরূপ আপ জনম লেবা॥
চার বেদ ছহু শাস্ত্র, আঠারহ পুরাণ নাথ,
গায়ত তুয়া বিমল জ্ঞান তো না পাওয়ে ভেওয়া।
জ্ঞান ধ্যান যোগ যজ্ঞ জপকো নহি জ্ঞান নাহি

কেবল চরণারবিন্দ ভক্তি মোহি দেওয়া ॥
ধন্য ধন্য নবদ্বীপ যিস্‌মে অবতার লিন।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পারণ-জগ-খেওয়া ॥

শ্রীনিতাইগৌর-নাম-মাহাত্ম্য।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতএব—

ঢ় অভিমান দীনহীন হৈয়া। হা নিতাই হা নিতাই বলিয়া কান্দিয়া ॥
দ্বারে ফির নদীয়া নগরে। কাঁদ গিয়া ব'সে সুরধুনী তীরে
গ্য গৌরলীলা দেখিতে পাইবে। নবদ্বীপ-রস হৃদয়ে স্ফুরিবে
রাঙ্গসুন্দর দেখা দিবে ভাই। বল অকপটে বলু হা নিতাই
তের গুরু হন নিত্যানন্দ। তাঁর কৃপা বিনা সব নিরানন্দ ॥
নিত্যানন্দ রূপ নিত্যানন্দ। গুণ সঙরিয়ে হয় প্রেমানন্দ ॥
নায় তার তুচ্ছ ব্রহ্মানন্দ। নিতাই আমার আনন্দ কন্দ ॥
বা না ভজে সে ভাগ্যমন্দ। সরবস ধন নিতাইচন্দ ॥
নিত্যানন্দ করিয়া যতন। নিতাই চরণ পরম রতন ॥
ত্যানন্দ নাম যে করে বারেক। চরণে তাঁহার প্রণাম শতেক
হরিদাস নিতাইর গুণ। এহ'তে অধিক কিআছে পুণ্য ॥

ভজ বন্দিত-ভবঅজ, নিতাই-পদ-পঙ্কজ,
জয় পদ্মাবতী-সুত নিত্যানন্দ রাম।
নিতাই নামেতে হয়, গৌরপ্রেম ভাবোদয়,
নবদ্বীপ-রসময় নিতাই গুণধাম ॥
নবদ্বীপ-রসার্ণবে যে জন ডুবিতে চাহে,
সেজন নিতাই নাম আগে যেন লয়।
নিত্যানন্দ নাম করি, ডাকিলে শ্রীগৌরহরি,
সর্ব্ব অবতার-সার মিলিবে নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"নিতাই কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি ॥
ভজ ভাই হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে পাই চৈতন্য চরণ ॥
ভজ ভাই হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র ॥

সবে লহ, নিতাইর নাম, গৌরাঙ্গ-ধন মিলিবে।
[illegible]
গাও সবে গাও, নিতাইর গুণ, গৌরাঙ্গ সদয় হইবে।
বল সবে বল, নিতাইর জয়, প্রেমরতন মিলিবে ॥
কর সবে কর, জীবন সম্বল, নিত্যানন্দ গুণগাথা।
জনে জনে ধরি, বিনয় করিয়ে, কহ তাঁর দয়া-কথা ॥
পরম দয়াল, নিতাই আমার, অক্রোধ পরমানন্দ।
অধম নারকী, দাস হরিদাসে, দান দেহ পদদ্বন্দ্ব ॥

তথাহি পদং—

জয় জয় রোহিনীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ,
যাঁর অংশ কলাতে গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,
সেই রাম রোহিনীনন্দন॥
(যাঁর) লীলা-লাবণ্য-ধাম, আগমে নিগমে গান,
যাঁর রূপ ভুবন মোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পঁহু দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগ্ধী যার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ॥"

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাহার কৃপায়॥"

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

শান্তিলতা। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। সুন্দর এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত। এই খানি খণ্ডকাব্য। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সুমধুর লীলা-কাহিনী, অতি মধুর ভাষায় ইহাতে বর্ণিত আছে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ-বৃত্তান্তও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বনিধি মহাশয় বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপরিচিত। এই গ্রন্থখানি তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে লিখিত; সুমধুর নবদ্বীপরসে তিনি এই গ্রন্থখানি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। নবদ্বীপ-রসলোলুপ গৌরভক্তগণ এই গ্রন্থপাঠে অপার আনন্দ পাইবেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় একজন সুকবি, এই গ্রন্থে তাঁহার কবি-

শ্রীষড়গোস্বামীর সূচক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুস্তকালয় শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৴০ এক আনা। মহাজনী পদ উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছেন। একত্রে ষড় গোস্বামীর সূচক পাইয়া গৌরভক্ত সাধকগণের ভজনের সুবিধা হইবে।

ভ্রম সংশোধন।

শ্রীপত্রিকার ১ম সংখ্যার ১০ পৃষ্ঠায় শ্রীজাহ্নবাচরিত প্রবন্ধে তাঁহার জন্ম শক ১৪১১ স্থানে ১৪২০ শক পঠিতব্য।

বৈষ্ণব-সংবাদ।

শোক-সংবাদ—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিতিক পরম গৌরভক্ত নদীয়া কৃষ্ণনগরবাসী আনন্দগোপাল সেন বি এ, সম্প্রতি গৌরধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ডাকঘরে বড় চাকুরী করিতেন। ২০ বৎসর কাল পেনসন্ ভোগ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যভাণ্ডারে ভক্তি উদ্দীপক সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ বহু প্রবন্ধরত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি, সেগুলি তাঁহার উপযুক্ত বংশধরগণ একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের গৌরধামগত পিতৃদেবের প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা করিবেন। তিনি সদাচারনিষ্ঠ, সরল প্রকৃতি এবং নিরহঙ্কারী বৈষ্ণব ছিলেন। দিবা রাত্রি বৈষ্ণবগ্রন্থাদি আলোচনা করিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামীকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা-শ্রীগ্রন্থ কি আর বাহির করিবেন না? আমার যে কাল ফুরাইল। বেঁচে থাকিতে থাকিতে কি বাকি লীলাটুকু পড়িতে পাইব না? কারণ আমার যে আয়ু অল্প,—আর তো বেশী দিন নাই। আপনি মহাপ্রভু ও প্রিয়াজির আদেশক্রমেই হউক অথবা জীবের প্রতি সদয় হইয়াই হউক, শ্রীনবদ্বীপ-লীলা লিখিয়া ছাপাইতেছেন, এবং ইহা বাঙ্গালী সকলে পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন; কিন্তু আমি যে এই শ্রীগ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর লীলারঙ্গ চাক্ষুষ দর্শনের ফল পাই এবং এই গ্রন্থপাঠে কতই যে আনন্দ অনুভব করি, তাহা লিখিয়া কি জানাইব?"

বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি এই সুবৃহৎ শ্রীগ্রন্থ ৭।৮ সংখ্যা মাত্র পাঠ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, কারণ ইহার মুদ্রাঙ্কণ এখনও শেষ হয় নাই। এই শ্রীগ্রন্থের ৯।১০ সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন।

কীর্ত্তন-বিভ্রাট—আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ, বাগের হাটে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে রাত্রি ১০ টার পর হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ভদ্রলোকটীর বাটী স্থানীয় সব ডেপুটি কালেক্টর বাবুর বাটীর পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। হরিসংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে সুব ডেপুটী কালেক্টর বাবুর নাকি নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি তাঁহার চাপরাশি দিয়া প্রথমে কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি পুলিশে সংবাদ দিয়া কীর্ত্তন ভাঙ্গাইয়া দেন। এই মহাপুরুষ একজন খাটি হিন্দু! জগাই মাধাই দল ক্রমশই বাড়িতেছে, ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রভুকে আবার আসিতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর জন্মভিটা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহনদাসের নবাবিষ্কৃত রামচন্দ্রপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা সম্বন্ধীয় কাগজপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ লইয়া আজ প্রায় দেড় বৎসর কাল কি আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা সাধারণ লোকে কেহ জানেন না। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক জন সভ্য লইয়া স্বয়ং শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া সভাসমিতি করিয়াছিলেন,—পরিষদের পক্ষ হইতে এবিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ লোকও প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ মীমাংসা কি হইল,—এপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহনদাসের এবিষয়ে পরিশ্রম এখন পর্য্যন্ত অক্লান্ত, এবং অধ্যবসায় অপরিসীম দেখা যাইতেছে। সাহিত্যপরিষদকে তিনি প্রাণপণে এবিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। তিনি কাঙ্গাল বাবাজি, ভিক্ষা তাঁহার জীবনোপায়। ভিক্ষা করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং কলিকাতায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া পরিষদকে সর্ব্বভাবে তিনি সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু সাহিত্য পরিষদ এপর্য্যন্ত তাঁহাকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য দান করিয়া উৎসাহিত করেন নাই। পরিষদের সদস্যগণের ইহা কি কর্ত্তব্য নহে?

প্রতিবাদ—শ্রীপত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বৈষ্ণবসংবাদ স্তম্ভে শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বক্তৃতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিতে 'ভক্তি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাতরত্ন আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন বেদান্তবাগীশ মহাশয় "বৈষ্ণবধর্ম্ম মূর্খের ধর্ম্ম" একথা বলেন নাই। একথা শুনিয়া আমাদের মনে বড় আনন্দ হইল। তবে কবিরাজ কিশোরী মোহন গুপ্ত মহাশয় এসম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানিলেই আমরা অধিকতর আনন্দিত হইব এবং তদ্বারা আমাদের যদি কিছু ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইবে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে (১নং উল্টাডিঙ্গী জংসন রোড শ্যামবাজার) শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটি বিশুদ্ধ সুলভ সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে একটী সুসমাচার অবশ্যই ইহার মূল্য সুলভ হইবে।

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদীয়া-বিহারি॥"

—:০:—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

—:*:—

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র!
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!

ম বর্ষ | আষাঢ় ও শ্রাবণ ৪৩৭ গৌরাব্দ | ৫।৬ সংখ্যা
১৩৩০ সাল

শ্রীমুখ।

—০—

মৃদু মৃদু কম্পিত অরুণ অধর,
অশ্রুজলে গণ্ডযুগ ভাসে নিরন্তর।
প্রফুল্ল কমল আঁখি ডুবু ডুবু তারা—
রুদ্ধ কণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিতেছে গোরা।
করুণার অবতার নদের নিমাই,
করুণায় টলমল চাঁদমুখ তাই।
কঠিন কলির জীব! এস একবার,
মুখ পানে চেয়ে দেখ প্রভুর আমার।
একবার চাহিলে ও চাঁদমুখ পানে,
ভুলিতে নারিবে আর জনমে জনমে।
কত ভালবাসা আর কত যে করুণা,
কত চাঁদ কত সুধা কত মধুরিমা।
উছলি উছলি পড়ে গোরার বদনে,
দেখিলে ভুলিতে কেহ নারয়ে জীবনে।
বারেক দেখিলে প্যারে ওই মুখচাঁদে,
প্রাণের ভিতরে প্রাণ লুটাইয়া কাঁদে।
ধুয়ে যায় পরাণের যত কুটিলতা,
শত শত জনমের পাপ মলিনতা।
গোলকের ধন প্রেম হৃদয়ে উদয়,
উথলে পরমানন্দ—কৃষ্ণদাসী কয়।

শ্রীমতি সুশীলাসুন্দরী দেবী।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি,—

—:*:—

(জয়) গৌর-ঘরণী, প্রেমরূপিণী, জগত-জননী তুমি মা!
তুমি নারায়ণি, তুমি মা লক্ষ্মিমি, পতিতপাবনী শুভদা॥
কলির জীবের, বড় আদরের, মাতৃমূর্ত্তি তুমি গো।
পরাণ ভরিয়ে, মা ব'লে ডাকিয়ে, কত কি যে আমি বলি গো॥
সব শুন তুমি, বিশ্ব-জননি! কোন কথা পড়ে থাকে না।
দয়াময়ী মাগো! তোমার কৃপায়, কেউ মোরে কিছু বলে না॥
(আমি) মনের আনন্দে, ছন্দবন্ধে, কত কি যে করি রচনা।
শুনায়ে তোমায়, কত সুখ পাই, ভাল লাগে কি না বল না।

গৌরাঙ্গ-লীলার,সমুদ্র মধ্যে,(আমায়)ফেলিয়া দিয়াছ তুমি ত।
জানিয়ে তাহাকে, ছুনিয়ার মাঝে, অকৃতী অধম পতিত॥
(এখন) হাবুডুবু খেয়ে,মরিগো জননি! অগাধ অথাই জলেতে।
কুল নাহি তার, লীলা-পারাবার, বিষম ভাবনা মনেতে॥
কত আশা মনে, শয়নে স্বপনে, লীলা-তরঙ্গ খেলে গো।
ছুটি হাতে আর, কাজত চলেনা,শত হাত কোথা পাই গো॥
কত ভাব হয়, মনেতে উদয়, ভাষায় লিখিতে পারি না।
লিখিতে বাসনা, কেন হয় এত, ইহার মর্ম্ম বুঝি না॥
এ বৃদ্ধ বয়সে, যুবার মতন, আর ত খাটিতে পারি না।
বুড়া হইয়াছি, মনত বুঝে না, বিশ্রামের ধার ধারি না॥
কে যেন আমাকে, ধরিয়া কেশেতে, করায় কার্য্য সতত।
(আমি) কলের পুতুল, তাঁহার হাতেতে, কেমনে হইব বিরত॥
কে তিনি জানি না, কিছুই বুঝি না, জানি সুধু তাঁর নামটি।
(হে) গৌর-গৌরাঙ্গ, স্থান দিও পদে, (এই)
হরিদাসিয়ার মিনতি॥

আত্ম-নিবেদন।

(যথা রাগ)

(৩)

হে বৈষ্ণব সাধুগণ, গৌরাঙ্গের প্রিয় জন,
তুমি সবে ভুবন পাবন।
মুঞি অতি অভাজন, পাপাচারী দুষ্টজন,
পদে কিছু করি নিবেদন॥
খেদ উঠে সদা মনে, না চিনিনু তোমা ধনে,
না লইনু তোমার স্মরণ।
এবে বুক ফেটে যায়, করি সদা হায় হায়,
বৃথা গেল দিন অকারণ॥
ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, পূজিলাম দেবী দেবা,
বৃথা হৈল ভজন পূজন।
বৈষ্ণব চরণ ধূলি, শ্রদ্ধায় মস্তকে তুলি,
না কৈনু [illegible] ভূষণ॥
বৈষ্ণবের পাদোদক, সাধন বল একক,
মুঞি তাহা না কৈলু গ্রহণ।
সাধু বৈষ্ণব সঙ্গে, না মজিল প্রেমরঙ্গে,
প্রাণঘাতী মোর দুষ্ট মন॥
বৈষ্ণব-বিগ্রহ হেরি, গৃহে না আনিনু ধরি,
শ্রদ্ধা করি করিতে সেবন।
এবে খেদ মনে উঠে, দুঃখে যায় বুক ফেটে,
জীবাধম মুঞি অভাজন।
কহে দীন হরিদাস, বৈষ্ণব সেবাভাস,
শিরে ধরি বৈষ্ণব চরণ॥

(৪)

যথা রাগ।

হা হা প্রভু গৌরচন্দ্র দয়াল ঠাকুর।
ভক্তদ্বারে রাখ মোরে করিয়া কুক্কুর॥
অধিকারী নহি মুঞি হইবারে দাস।
ভক্তদাস উচ্চপদ নাহি করি আশ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবসেবায় নাহি অধিকার।
অধম পতিত মুঞি পাপী দুরাচার॥
রতি না হৈল মোর হরিনাম গানে।
মতি না হৈল মোর লীলারস পানে॥
গৌর গৌরাঙ্গ নামে না হৈল রুচি।
নীচসঙ্গী জীবাধম,—মু বড় অশুচি॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণ হইয়ে প্রবল।
যা' কিছু আমার ছিল হরিল সকল॥
নরপশু করি মোরে রাখিল ধরাতে।
ভক্তদ্বারে তাই বাঞ্ছা কুক্কুর হইতে॥
যাহা তাঁহা নাহি যাই,—রহি ভক্তদ্বারে।
ভক্তভুক্ত অবশেষ খাই ভক্তি ভরে॥
হা হা প্রভু গৌরচন্দ্র বৈষ্ণব ঠাকুর।
হরিদাসের এ প্রার্থনা করহ মঞ্জুর॥

পৌরাণিক গৌর-লীলা।

(শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম.)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই দশমাধ্যায়ের শেষে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম বর্ণন তাহার পরে আনন্দগিরি, ধনশর্ম্মা, ও পুরীশর্ম্মা[illegible] বিবরণ। দ্বাদশাধ্যায়ে ভারতীশ গোরক্ষনাথ, [illegible] ও চুণ্ডি রাজের জন্মবৃত্তান্ত [illegible] আছে। ত্রয়োদশ অধ্যা[illegible] অঘোরপন্থী, ভৈরব, হনুমান ও বাণশর্ম্মার বৃত্তান্ত। চতুর্দ্দ[illegible] অধ্যায়ে রামস্থিজ স্বামীর বৃত্তান্ত। পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রিলোচ[illegible] বৈশ্যের কথা, ষোড়শাধ্যায়ে রঙ্কণ বৈশ্যের কথ[illegible] সপ্তদশাধ্যায়ে কবীর, নরশ্রী, পিপা ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু[illegible]

জন্মবৃত্তান্ত। অষ্টাদশাধ্যায়ে সুধন ভক্ত ও রোহিদাস ভক্তের কথা। উনবিংশ অধ্যায় হইতে আবার শ্রীচৈতন্য-লীলা আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীভগবানের লীলা মাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী এবং মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময়ীভেদে ত্রিবিধ। যে ভক্ত যেরূপ অধিকারী, সেই ভক্ত সেই প্রকার লীলাই দর্শন করিয়া থাকেন এবং সেইরূপই বর্ণনা করেন। ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব নাটক ও পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা,—মহাভারতাদিতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা, এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময়ী লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীগৌরলীলাও ত্রিবিধ। শ্রীগৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী লীলা-গ্রন্থ ও উপাসকগণের নাম প্রকাশ করিব না।—কারণ সে আমাদের অত্যন্ত রহস্যজনক গুপ্ত ধন (১)। প্রভুর মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময়ী মিশ্র-লীলার গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি। প্রভুর ঐশ্বর্য্য-লীলার গ্রন্থ ভবিষ্য পুরাণাদি—ইহার উপাসক, সর্ব্বসাধারণ বহিরঙ্গ লোক; সুতরাং ভবিষ্য পুরাণে কেবল ঐশ্বর্য্য-লীলাই পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবে তাহার বিস্তার করিলাম না,—সংক্ষেপে তালিকা মাত্র প্রদত্ত হইল।

দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী, শ্রীধর স্বামী, রামানন্দ, নিম্বাদিত্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও মাধবাচার্য্য, ইঁহাদিগের প্রত্যেকেরই মহাপ্রভুর সহিত মিলন ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিচার এবং শেষে প্রভুর আনুগত্য স্বীকার বর্ণন করা হইয়াছে। বিংশাধ্যায়ে ভট্টোজি দীক্ষিত, বরাহমিহির বাণীভূষণ, ধন্বন্তরী, জয়দেব প্রভৃতি মহানুভবগণের শ্রীমন্মহা-প্রভুর সঙ্গে মিলন বিচার ও প্রভুর আনুগত্য স্বীকার বর্ণিত হইয়াছে। পরে প্রভু এই সকল নিজ পরিকরবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সপরিকরে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণরূপী জগন্নাথ-দেবকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রীজগন্নাথদেব তাহার উত্তর দিলেন। তখন প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহাভিষেক করিলেন। সেই হইতে লোক সকল মহাপ্রভুর অনুগত সঙ্গী হইল।

এইসকল লীলার মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিচার্য্য আছে। পুরাণ সকলের প্রক্রিয়া এই যে, দুইটি কালের পৃথক পৃথক লীলাকে এক কালে বর্ণনা করা হয়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে দুইটি বরাহ-লীলা এক করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুই বরাহ দুই পৃথক কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একটি নীল বরাহ,—একটি শ্বেত বরাহ। নীল বরাহ চতুষ্পদ, ব্রহ্মার নাসিকা হইতে আবির্ভূত, আর শ্বেত বরাহ জল হইতে আবির্ভূত। ইনি নরাকার বরাহ,—ইহারই সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয় মুনি দুইটি লীলা এক স্থানে একসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ নীল বরাহ কল্পারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,—সে সময়ে প্রচেতা ও দক্ষ ছিলেন না। তবে দিতি ও হিরণ্যাক্ষ কোথায়?

যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বরাহদেবের দুইটি লীলা একত্র বর্ণিত হইয়াছে,—সেইরূপ ভবিষ্যপুরাণে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর প্রকট ও অপ্রকট লীলা একত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, জয়দেব, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকটের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারা কিরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন,—সাধারণ লোকের মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রদর্শী তাঁহারা এ বিষয়ে নিঃসন্দিহান। যেহেতু গৌরলীলা নিত্য, শ্রীগৌর-ধাম নিত্য, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকরগণও নিত্যদাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় পূর্ব্বে ভরদ্বাজ মুনি, সুরভিদেবী ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যেমন [illegible] দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণও নিজ নিজ সাধনবলে প্রভুর দর্শন লাভ ও কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

---

(১) পূজ্যপাদ সর্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয় যাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন, তাহা এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় আর গুপ্ত রহস্য [illegible]হ। নদীয়ানগরীভাবে ভজন করিয়া শ্রীনবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাজি শ্রীপ্রভুকে পতিভাবে পাইয়াছিলেন। ঠাকুর নরহরি, বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ, লোচনদাস প্রভৃতি মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের [illegible]র রসের রসিক ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও প্রাচীন পদাবলীতে গৌরাঙ্গসুন্দরের মাধুর্য্যময়ীলীলা বর্ণিত আছে। উচ্চাধিকারী সাধকগণই গৌরাঙ্গপ্রভুর মধুর ভজনের অধিকারী। নিম্নাধিকারীর পক্ষে এ ভজন-[illegible] ভয়াবহ। সম্পাদক।

ভূতোপ ভবিতাথবা ভবতি বা কস্তাপি যংকোপি য়া
সম্বন্ধো ভগবত্পদাম্বুজরসে নাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎসর্ব্বং নিজ ভক্তিবৈভব মহৈশ্বর্য্যেন বিক্রীড়িতৈ
শ্চৈতন্যস্য কৃপাবিজৃম্ভিত তয়া জানন্ত নির্ম্মৎসরাঃ॥

এই শ্লোকের মর্ম্ম এই, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালে যে সমস্ত মহাজনগণ শ্রীহরিভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুরই কৃপার বিলাস। শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপা ব্যতীত ত্রিকালেও কাহারও ভক্তিলাভ সম্ভব নহে। সুতরাং পূর্ব্ব কালীন মহাজনগণও যে শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার জলন্ত প্রমাণ ভবিষ্য পুরাণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাইতের আত্ম-বিলাপ।

(শ্রীপাদ নৃত্যগোপাল গোস্বামী)

গৌর হে!

দয়া ক'রে যদি, কেশেতে ধরিয়ে, টানিলে চরণতলে।
সাধন ভজন, সাধুর সঙ্গ, কিছু না করিতে দিলে॥
মায়ার কুহকে, ঘুরাইলে দেশ, বিষয়ের কীট করি।
সময় যে গেল, শমন আইল, ভাবিয়া এখন মরি॥
বড় ভরসায়, বেঁধেছিনু বুক, শিখেছিনু "গৌর" বুলি।
তুমি সে মোদের, আর কারে ভয়, চরণে রাখিবে ফেলি॥
সেবা ত তোমার, করেনি কখন, ক'রেছি স্বার্থ সিদ্ধি।
বুঝেছি এখন, ভুলাইয়ে ভক্ত, অর্থের ক'রেছি বৃদ্ধি॥
ক্ষমা কর নাথ, অধম জানিয়ে, অভাজন নিরুপায়।
অধম নৃত্য, তোমারই ভৃত্য, রাখ' মার' যে বা হয়॥

রস ও রসাভাস।

(শ্রীনগেন্দ্র নাথ লাহিড়ী বি, এল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাধন-ভক্তির দ্বারা ভাব-ভক্তির উদয় হয় এবং তৎসময় ভক্তি রসে পরিণত হয় এবং ক্রমে গাঢ় হইয়া অবশেষে প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। ভক্ত কোন্ স্তরে গেলে এই রসবোধের অধিকারী হইবে এবং সাধকের অবস্থার ক্রম বলিতেছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততো সঙ্গ ততোহথ ভজনক্রিয়া।
ততঃ অনর্থ নিবৃত্তিস্যাৎ তত নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
ততাসক্তি স্ততভাব স্তত প্রেমাভ্যুদঞ্চতি—

ভজন দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ বাসনার তাড়না তিরোহিত হইলে নিষ্ঠা হয়, তৎপরে রুচির উদয়, তৎপর আসক্তি এবং তাহার পর ভাবের উদয়,—সর্ব্বশেষে প্রেম। এই ভাবের উদয় হইতেই রসবোধের সঞ্চার হয়। দুইটী কথা আমরা পাইতেছি,—ভাব ও রস এবং প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকেও দেখিয়াছি রসিক ও ভাবক শব্দ দুইটী আছে। রসিক শব্দের আলোচনা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে,—ভাবক শব্দের অর্থ কি? বৈষ্ণবের সাধনা,—ভাব সাধনা;—টীকায় দেখিতে পাই ভাবক অর্থে রস বিশেষ ভাবনা-চতুর ব্যক্তি। ইহা লীলা-স্মরণকারী ভক্তের প্রতি প্রযুজ্য বটে এবং তাঁহার পক্ষেই রসিক শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে; সব ভাবকই রসিক হইতে পারেন না,—তবে এস্থলে যে শ্রেণীর ভাবকের উদ্দিষ্ট হইয়াছে,—তাহারা রসিক বটেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধু পারে॥

তবে রস ও ভাব এই দুইএর মধ্যে কি বিভেদ,—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন—

ব্যতীত্য ভাবনা বর্ত্ম য চমৎকার ভাবভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জলে বাঢ়ং স্বদতে য রসো মতঃ॥

ভাবনার সীমা অতিক্রম করিয়া চমৎকারাতিশয় হেতু সত্ত্বোজ্জল হৃদয়ে যাহা আস্বাদনীয় হয়,—তাহাই রস। এই সত্ত্বের দ্বারা হৃদয় উজ্জল হইয়াছে কাহার? সত্ত্ব অর্থে আমরা কি বুঝি—

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

সাক্ষাৎ বা গৌণভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাব দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে,—তাহাকে সত্ত্ব কহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধের ভাব দ্বারা আবৌ চিত্ত আক্রান্ত হইলে,—তবে রসের উদয় সম্ভব। যাহার চিত্তে কৃষ্ণের সম্বন্ধে কোন ভাব হয় না,—তাহার ভাগ্যে রস বোধও হয় না। ভাব কাহাকে বলি—

ভাবনাখ্যা পদে যস্তু বুধেনানন্ত বুদ্ধিনা।
ভাব্যতে গাঢ় সংস্কারশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে।

ধীর ব্যক্তি অনন্ত বুদ্ধি হইয়া গাঢ় সংস্কারযুক্ত চিত্তে যাহা ভাবনা করেন,—তাহাই ভাব। রসের ও ভাবের পার্থক্য টীকায় বলিতেছেন,—অথ কারণ কার্য্যাদ্যস্তিত্বেন সাম্যেঽপি রস ভাবয়োর্ভেদমাহ দ্বাভ্যাং ব্যতীতেতি। স্বত্বং ভাবকারণত্বেন পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং শুদ্ধ সত্ব বিশেষঃ সমাধি ধ্যানয়োরিবানয়োঃ ভেদ ইতি ভাবঃ॥ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও প্রভেদ আছে—ভাব শুদ্ধ সত্ব বিশেষ অর্থাৎ স্বপ্রকাশক রসের ও ভাবের পার্থক্য সমাধি ও ধ্যানের যে প্রভেদ,—সেই প্রকার। তাহা হইলে আমরা আলোচনা দ্বারা এই পর্য্যন্ত পাইতেছি—

ভক্তভেদে রতি ভেদ পঞ্চপবকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্য রতি আর॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি এপঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়।
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি বহে ভক্তমনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥ চৈঃ চঃ

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,—শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত কি চক্ষে কি ভাবে গ্রহণ করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কি অভিমান,—ইহারই তারতম্যে ভক্তের রতির বিভিন্নতা হয় এবং তদনুযায়ী রসবোধের ভেদ দৃষ্ট হয়। এখানে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক,—যে নানাজন নানাভাবে শ্রীভগবৎতত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের ভজন-প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, পরতত্ব-বস্তু তাঁহাদিগের নিকট রস স্বরূপ প্রতীয়মান ও পরিগৃহীত হয়েন। সুতরাং ইষ্ট প্রাপ্তি হইতে হইলে,—রস বোধ না হইলে চলিবে না,—ইহা নিতান্ত সত্য কথা। সাধকের সহিত দেহান্ত সময়ে যাইবে,—একমাত্র রসবোধ সংস্কার,—আর কিছুই যাইবে না। এতৎকারণে রসিক না হইলে রসময় শ্রীবিগ্রহের রসময় সেবন একান্ত অসম্ভব। কেবল শ্রীভগবান রসময় হইলেই সাধকের পক্ষে যথেষ্ট নহে—সেই স্বরূপের তত্বও তাঁহার চিত্তেও প্রবেশ করা একান্ত আবশ্যক, অন্যথা শ্রীভগবৎ স্বরূপবোধের অভাব হেতু শ্রীবিগ্রহের উপযোগী রসময় সেবনের অভাব যে ঘটিয়া যাইবে,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল সূর্য্য থাকিলেই হয় না,—সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু থাকারও প্রয়োজন। যাঁহার যে প্রকার শ্রীভগবানে রতি (এখানে রতির প্রকারগত ভেদের কথা বলিতেছি) তাঁহার চিত্তেও তদনুগত রস সম্ভাবনা হইবে। দেখা যাইতেছে পঞ্চ প্রকার মুখ্য রতি এবং সাত প্রকার গৌণ রতি,—সুতরাং শান্ত রস, দাস্য রস, সখ্য রস, বাৎসল্য রস ও মধুর রস এ পাচটী মুখ্য রস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় এই সাতটী গৌণরস,—মোট দ্বাদশ রস। রসের বিচারে দেখা যায়,—এক রসযুক্ত ভক্তের চিত্ত এবং তদনুভূত শ্রীভগবৎরস অন্য রসের ভক্তচিত্তের রস—লক্ষণ এবং তাঁহার অনুভূত শ্রীভগবৎরস এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য রহিয়া গিয়াছে। এক জনের চিত্ত আর এক জনের মত নহে,—এক জনের অনুভূত রস আর এক জনের নিকট সেই প্রকার অনুভূত হয় না। ভক্ত-চিত্তের বৈচিত্র্যে ও ভগবৎরসতত্বের সীমাহীন আবির্ভাবের সূক্ষ্ম বিচার ও আলোচনা ও তদনুসারে সাধন ভজনের পন্থা নির্দ্দিষ্ট করা শ্রীবৈষ্ণবশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য,—ইহা আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। শান্ত ভক্তের এক প্রকার লক্ষণ এবং তাঁহার নিকট প্রতিভাত শ্রীভগবৎতত্ব এক প্রকার,—দাস্যভাবযুক্ত ভক্তের চিত্ত তদ্রূপ নহে,—এবং তদনুভূত শ্রীভগবৎতত্ব সেই প্রকার নহে। এখন এই পঞ্চ প্রকার ভক্ত-চিত্তের লক্ষণ এবং তদনুভূত শ্রীভগবৎরসতত্বের লক্ষণ কি প্রকার,—তাহা দেখা যাউক।

শান্তরস—শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।

দাস্যরস—পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে,—
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণের সুখ দেন নিরন্তর।

সখ্যরস—দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রম হীন।

বাৎসল্য রস—সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব আর।
মমতা আধিক্য তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
মধুররস—মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্ত ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।

এই পাঁচ প্রকার রতির আবার আর একটী বিভাগ আমরা দেখিতে পাই যথা—

পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্য সখ্য মধুরে ত করে সঙ্কোচন।

সুতরাং ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি কোন জাতীয় ভাব অপর এক জাতীয় ভাবকে সঙ্কোচিত করে। একটী আর একটির বিরুদ্ধ,—যথা শান্তভাব সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের বিরুদ্ধ। (ক্রমশঃ)

অবৈষ্ণব-সঙ্গ।

(২)

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি বৈষ্ণবগণ তিন ভাগে বিভক্ত উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, বৈষ্ণবাচারনিষ্ঠ, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে অকপট শ্রদ্ধাবান। ইদানীন্তন কতকগুলি কপট বৈষ্ণবের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদিগকে বহির্মুখজ্ঞানে বৈষ্ণবগণ কৃপা করিবেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে তাঁহাদের সঙ্গত্যাগ করিবেন (১)।

এই সকল বহিরঙ্গ লোকদিগকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, যাঁহারা বৈষ্ণবতত্ত্ব কিছু কিছু আলোচনা করেন ও বুঝেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সম্মান ও ভক্তি করেন, অথচ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করিতে অনিচ্ছুক। দ্বিতীয়, যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, অথচ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছুই ধার ধারেন না, বৈষ্ণব চিহ্নও ধারণ করেন না, অনেক স্থলে দীক্ষা স্বীকারও করেন না,—মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করেন,—কিন্তু মুখে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। তৃতীয়, বৈষ্ণব ভাবাপন্নও নহেন, বৈষ্ণবশাস্ত্র চক্ষেও দেখেন নাই,—অথচ মজা দেখিতে হুজুগ করিয়া বৈষ্ণবসভায় গমন করেন, এবং সভাসমিতি হইতে ফিরিয়া আসিয়া অযথা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্কবিতর্ক করেন। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষিত লোকই অধিক। শাস্ত্রে ইহাদিগকে বহির্মুখ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ধূর্ত্ততা করিয়া যদি কেহ বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করিয়া বা বৈষ্ণবভাবে বিভাবিত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈষ্ণবসমাজে মিশিতে চাহে, তাহাকে কপট বৈষ্ণব বলে। এরূপ কপট বৈষ্ণবদিগের সঙ্গ বড়ই ভয়াবহ। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে মর্য্যাদা বা তাহার সঙ্গ করিলে ভক্তি ক্ষয় হয় (২)। কপট বৈষ্ণবের সঙ্গ ভক্তি ক্ষয়কারী। ইহাদিগকে ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে গ্রহণ করিতে সাধুমহাজনগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল লোক নিঃসন্দেহ বৈষ্ণবের কৃপার পাত্র,—কিন্তু তাঁহারা কৃপাভিখারী নহেন,—তাঁহাদের দৈন্য নাই,—'আর্ত্তি' নাই,—বৈষ্ণবের কৃপা কি করিয়া পাইবেন? তাঁহারা "না পড়িয়া পণ্ডিত" হইয়াছেন,—বৈষ্ণবধর্ম্ম আচরণ না করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন,—একেবারে উপদেশ প্রার্থী নহেন, কিন্তু উপদেশ দান করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই জন্য প্রকৃত বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা এই চারিটি বৃত্তি লইয়া সাধু বৈষ্ণবগণ জীবোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী আছেন। শ্রীভগবানে-প্রেম,—ভগবদ্ভক্তজনের প্রতি মৈত্রী, বহির্মুখ জীবদিগের প্রতি কৃপা,—তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। উপেক্ষা তাঁহাদের সর্ব্বশেষ বৃত্তি। অনেকে এরূপ

---

(১) ততঃ দুঃসঙ্গ মুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ। শ্রীমদ্ভাগবত।

(২) কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎপ্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদয়মীপ্সিত সঙ্গলব্ধ্যা।
উপদেশামৃত

কুবুদ্ধিপরায়ণ লোক আছেন, তাঁহারা অল্প বুদ্ধি বশতঃ কুতর্কবলে কোন প্রকারেই আত্মোন্নতি স্বীকার করেন না, উপদেশ গ্রহণে স্বীকৃত হয় না,—ইহারাই উপেক্ষণীয়। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণই উপেক্ষা করিয়া থাকেন (৩)। উত্তমাধিকারীগণ কাহাকেও উপেক্ষা করেন না। তাঁহারা অতিশয় যত্নের সহিত সর্ব্ববিধ জীবকে ঈশ্বরের অংশজ্ঞানে আদর করিয়া সাধু ও সৎপথে আনিবার চেষ্টা করেন।

অবৈষ্ণব-সঙ্গগুণে ভক্তিক্ষয় হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর এই ভক্তিক্ষয়ই সাধনপথে অধঃপতনের মূল। সুতরাং প্রকৃত বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবের সঙ্গ করেন না, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশও তাই,—অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগী না হইলে ইষ্টে একনিষ্ঠা ভক্তির উদয় হয় না,—স্বধর্ম্মে গাঢ় নিষ্ঠা হয় না। কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বথা অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ করিবেন। আধুনিক বৈষ্ণব-সভা সমিতিতে কদাচিত প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ সদাচারী সাধু বৈষ্ণবের দর্শন লাভ হয়,—অবৈষ্ণব ও বহিরঙ্গ লোকে সভা পরিপূর্ণ, এরূপ ক্ষেত্রে সদ্ধর্ম্ম ও সদ্ভক্তির আলোচনা এরূপ সভা-সমিতিতে একরূপ অসম্ভব। এই সকল বৈষ্ণব-সভা ও সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোগকর্ত্তাগণ একথা যে একেবারে বুঝেন না,—তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন মতাবলম্বী প্রকৃত তেজস্বী বৈষ্ণব নহেন, অনুরোধ ও উপরোধে তাঁহারা এই কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ,—উদ্যম যে প্রশংসনীয়,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের বিচার-বুদ্ধিহীনতার দোষে মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। যে পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধু বৈষ্ণবগণের হস্তে এই সকল সভাসমিতির পরিচালনা ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত না হইবে,—যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশমত ইহার কার্য্যাদি ও নিয়মাবলী আমূল পরিদর্শিত ও পরিবর্ত্তিত না হইবে,—ইহা দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের কথা তদূরে থাকুক,—পদে পদে অধোন্নতিই সাধিত হইবে। প্রকৃত বৈষ্ণবসাধুগণের কৃপা ভিক্ষা করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া অবৈষ্ণব জ্ঞানী ও ধনী এবং তথাকথিত শিক্ষিত পদবাচ্য ব্যক্তিবর্গের একাধিপত্যে এইসকল সভা-সমিতি কোন কালেও শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্মের কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না (১)। তবে বহিরঙ্গদিগকে অন্তরঙ্গ করিবার চেষ্টা,—যদি এই সকল সভাসমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য হয়,—তাহা হইলে মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু এই সদুদ্দেশ্যের উল্লেখ ত সম্মিলনী বা সভাসমিতির নিয়মাবলীতে দেখিতে পাই না। এপর্য্যন্ত কতগুলি শিক্ষিত লোক যথারীতি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবাচার পালন করিতেছেন, তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিলে লোকের মনে কিছু আশা ভরসার সঞ্চার হয়।

(৩) ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ভাগবত।

(১) প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণব-সম্মিলনীর কোন অধিবেশনে বলিয়াছিলেন "একজন শিক্ষিতের সহানুভূতি কোটি অশিক্ষিতের অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়" এবং এই কথা উক্ত সম্মিলনীর পরিচালকগণ গত ১০।১১।১২ সংখ্যা শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের উদ্ধৃত করিয়া অশিক্ষিত সাধু বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রতি অজ্ঞাতসারে কটাক্ষ করিয়াছেন। প্রভুপাদের এই উক্তি কি ভাবে কখন উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশবাণীর ইহা যে বিরোধী,—তাহা নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যে প্রমাণিত হইবে।

"প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।" চৈঃ চঃ
"ধন নাহি জন নাই নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এসকল চৈতন্যের ভৃত্য॥" চৈঃ ভাঃ
"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥" চৈঃ চঃ
"বন্দী করিয়াছো মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে,—তোমা জানিব কেমনে॥" চৈঃ ভাঃ
সার্ব্বভৌম বাক্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি।

মহামহোপাধ্যায় ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও শ্রীগৌরাঙ্গ।

(২)

(শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজি)

পরম মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অবশিষ্ট শ্লোক চারিটির যথাজ্ঞান তাৎপর্য্য নিম্নে দিলাম।

(১)

কৃত্বা কাঞ্চন-শৈল সোদররুচিং মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীং
বিশ্বগ-বিশ্বহিতায় বিশ্বপতিনা নিঃশ্বৈক-নিস্তারিনা।

নানাশাস্ত্র-সমুদ্র-সার পরম প্রেমামৃত স্রোতসা
সানন্দং নিরমায়ি নীরস-কৃশ-দেশঃ নদীমাতৃকঃ ॥

এই শ্লোকের আলোচনায় জানা যায়, ভাগ্যবান অধ্যাপক মহাশয়ের প্রাণে সর্ব্বাদৌ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার অলৌকিক করুণার স্ফূর্ত্তি হয়। ইহাই সৌভাগ্যের সরল পন্থা, যেহেতু নিঃস্বার্থ দয়া যেমত ভজনীয় গুণাবলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, তেমনি ভগবৎস্বরূপেরও অসাধারণ গুণ। নির্ব্বিকার ব্রহ্ম-স্বরূপে ও নির্গত পরমাত্মাস্বরূপে কার্য্যকরী দয়া দৃষ্ট হয় না, সুতরাং তাঁহারা সেব্য নহেন,—ভাব্য। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুনির্ম্মল ধী-বৃত্তিতে শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রের প্রতি সেব্যবুদ্ধি অবশ্যই সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পূর্ণ বিকশিতা ও ক্রিয়ান্বিতা হওয়ার পূর্ব্বেই এই সকল শ্লোক রচনার অল্পকাল পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। জাগতিক দৃষ্টান্তেই জানা যায়,—দয়ায় সমস্ত জগৎকে যেমন আপন করে, অন্য কিছুতেই তেমন হয় না। দয়ার অবধি গুণনিধি আমাদের মহাপ্রভুর পাপী, তাপী, অধম, অযোগ্য, উন্মুখ, বহির্ম্মুখ সমস্ত জীবের প্রতি,—সমান দয়া। তিনি চিররোগাক্রান্ত পুত্রের জননীর ন্যায় জীবের দুঃখে কাঁদেন; অতএব তাঁহার মত জীবের আপনজন আর কেহ নাই।

মহানুভব মনিষীগণ বলেন,—শ্রীগৌরচন্দ্রের অনন্তগুণ-শক্তি-মহিমার বিচারের কোনও প্রয়োজন নাই। জীবের জন্য অঝোরনয়নে অনবরত অশ্রুধারা বর্ষণেই তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা সুব্যক্ত। কোনও যুগে, কোনও কল্পে, কোনও মহাপুরুষ,—কি কোনও অংশ-ভগবান্‌ও এমনটি করেন নাই;—এবং করা অসম্ভব।

নির্ম্মলমনা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিচারদৃষ্টি এতদূর প্রসারিত হইয়াছিল, (তাঁহার সহিত আলাপে জানি) কিন্তু সদ্গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার সৌভাগ্যলাভের তিনি সময় পান নাই।

যাহাহউক তাঁহার মত সুপণ্ডিত-শিরোমণির লেখনীমুখে নিঃসৃত আলোচ্য শ্লোকের তৃতীয় পাদটি—বড়ই প্রাণারাম ও বড় মধুর—[illegible] সাধক ভক্তের যোগ্য এবং জগতের সুমহান্ হিতসাধক; কারণ শুষ্কজ্ঞানমার্গীয় পণ্ডিতগণ আত্যন্তিক দুঃখনাশরূপা সাযুজ্য মুক্তি বা মোক্ষকেই সকল পুরুষার্থের সার বলিয়া জানেন, কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহাশয় তাহার উপরের বস্তু ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিত্য ও অখণ্ড সেবার সাধক পরম প্রেমামৃতকে "সর্ব্বশাস্ত্রের-সারভূত পরমপুরুষার্থ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার আনুষঙ্গিক ফলে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়।

(শ্লোকাক্ষরের তাৎপর্য্য)

বিশ্বপতি (জগৎপালক শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র) নিঃস্ব (নিরুপায় সাধনবল পুণ্যবলাদি বিহীন) জনগণের নিস্তারার্থ এবং সম্যক্ প্রকারে বিশ্বগ্ অর্থ সম্যক্) বিশ্বের হিতসাধনার্থ,—স্বর্ণগিরি-সুমেরুর সহোদর-সদৃশ কান্তিময়ী জগন্মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (আমার মনে হয় দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনোত্থিত সুধা বণ্টন কালে তিনি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে কেবলমাত্র দেবগণকে সুধা পরিবেশন করিয়াছিলেন—অসুরগণকে মোটেই দেন নাই,—তাহাতে যেন লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া) এবারে নানাশাস্ত্ররূপ সমুদ্রের সারভূত পরম প্রেমামৃতকে মহানদীরূপে সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিয়া তাহার প্রবাহে নীরশ, কৃশ, (ভক্তিরসশূন্য, শুষ্ক জ্ঞানের বালুকা ও কর্ম্মকাণ্ডের কঙ্করময়) দেশকে নদী মাতৃক করিয়া দিয়াছেন। বৃষ্টির জন্য আর দেবারাধনার প্রয়োজন রাখেন নাই।

(২)

কর্ণঃ কৃষ্ণ-পরাঙ্মুখঃ জড়তয়া কল্পোহপ্যকল্পক্রিয়াম্ ?
ন চিন্তামণি রত্ন কর্কশতয়া সা কামধেনু পশুঃ।
তস্মাদ্ বর্গ চতুষ্টয়াধিকদধৎ চৈতন্যচন্দ্রং বিনা
প্রেমা পামর-পালন ক্ষমমহং লোকেন লোকত্রয়ে ॥

মহাপ্রভুর সর্ব্বাতিশায়ী করুণার গুণমহিমার সঙ্গে তুলনীয় কোনও মহদ্‌বস্তু-কোথাও নাই। অঙ্গরাজ কর্ণ নৃপতির প্রসিদ্ধি ছিল,—দাতাকর্ণ। ব্রাহ্মণবেশী ভগবানের পরীক্ষা-রূপ প্রার্থনায় তিনি, কোনও বিচার না তুলিয়া একমাত্র পুত্র বৃষকেতুকে করাতে চিরিয়া তন্মাংস, তাঁহাকে ভোজন করিতে দেন, অতএব লোকে খ্যাত,—তাঁহার মত দাতা আর কেহ নাই,—কিন্তু তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন না। কৃষ্ণপরাঙ্মুখের কার্য্য নিঃস্বার্থ দয়ার উদাহরণই হয় না। পুত্রের প্রাণ তো ছোট কথা—আপন শরীরের রক্ত নিজের মাংস পর্য্যন্ত ধর্ম্মলাভার্থ দানের উদাহরণ শাস্ত্রে আছে কর্ণের দানও ধর্ম্মার্থে দান—স্বার্থপ্রণোদিত দান,—দয়ার দান নহে।

"কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে" কৃষ্ণভক্ত না হইলে নিঃস্বার্থ দয়ার একবিন্দুও জীবে লাভ করিতে পারে না। যদি বল, তবে কল্পতরুর সহিত তুলনা চলুক, কল্পতরুর দান ত ধর্মলাভের বা স্বার্থসাধনের জন্য নহে?

উত্তর। না, কল্পও অর্থাৎ কল্পতরুও দয়াল গৌরাঙ্গচন্দ্রের অনুকল্প নহে। কিঞ্চিৎ (কিয়ান্) পরিমাণেও নয়। কারণ কল্পতরু জড়বস্তু, তার দয়াদাক্ষিণ্যাদি চিদংশোদ্ভূত গুণ সম্ভবই হইতে পারে না।

জগতে আরও একটি মহিমার বস্তু আছে—চিন্তামণি। তাহার সহিতও তুলনা চলে না। কারণ তাহাও জড়বস্তু। বিশেষতঃ কল্পতরুর ভিতরে বা একটু প্রচ্ছন্ন রস আছে, কর্কশান্বিত চিন্তামণিতে তাহাও নাই।

আচ্ছা তাহা যেন হইল, কিন্তু কামধেনু যে আছে? সে ত স্পষ্ট চিৎকণ-জীববস্তু এবং বাঞ্ছিত-দাত্রী বটে, তার কাছে যা চাই তা পাই। অতএব তাহার সহিত তুলনায় দোষ কি?

উত্তর। পশুর সহিত প্রভুর নবশীলোচিত দয়ার তুলনা? বিবেক বিহীন পশু যাহা দিবে তাহাতে গৃহীতার প্রকৃত উপকার কি অপকার,—সে নিজেই তাহা জানে না, সুতরাং তার দানে সচরাচর উপকার অপকার দুইই হয়।

ফলতঃ জাগতিক কল্পতরু কামধেনু চিন্তামণি প্রভৃতি হইতে বাঞ্ছিত প্রাপ্তির ফলের আধিক্যে লোকে, অধঃপাতগ্রস্থই হয়, কারণ তাঁহারা মায়িক বস্তু প্রদান করিয়া মায়াবন্ধনই ঘটায়। ভক্তি প্রভৃতি অপার্থিব সম্পদ্ দানের শক্তি তাহাদের নাই।

আর ইহাদের কা কথা, মানবের পরম মঙ্গলপ্রদ প্রেমভক্তি দানের সামর্থ্য অংশ-ভগবান্ গণেরও নাই। চতুর্ব্বর্গাপেক্ষা মহামঙ্গলময় প্রেমের ধারণকারী (দধৎ) কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তদ্বিনা প্রেমের দ্বারা পামর কুলকে পাবনক্ষম,—অন্যকেহ তিনলোকে অবলোকন করা যায় না। (নলোকে,—দেখি না);

(৩)

জগন্নাথভূবসাম্যং জগন্নাথভুবিস্ফুটং।
যৎপ্রসাদেন বিশেষামেকো ভাবোহিজায়তে॥

কবিগণের একটি ধর্ম এই যে,—উপমা আংশিক বা একদেশিকই হউক, সকল বস্তুই উপমালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সেই লোভ সামলাইতে না পারিয়া এই শ্লোকে উপমার দ্বারা প্রভুর মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—হে জগন্নাথমিশ্রের নন্দন! (জগন্নাথভুব!) যাঁহার প্রসাদে (শ্রীমহাপ্রসাদের গুণে) সমস্ত বিশ্ববাসী একভাব প্রাপ্ত হয়, এই পৃথিবীতে (ভুবি) একাংশে কেবল সেই নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথের সহিত তোমার সুব্যক্ত (স্ফুটং) সাম্য বর্ত্তমান। তাৎপর্য্য—তুমি যেমন নির্ম্মর্য্যাদা কৃপাপ্রসাদদ্বারা অভিমান ও মায়ার বন্ধনাদি ঘুচাইয়া জগৎকে এক ভাবযুক্ত কর, তেমনি তিনিও শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা জগজ্জীবের মধ্যে তদ্রূপ অবস্থা আনয়ন করেন।

(৪)

রূপং স্বর্ণানুরূপং বিদধদিহ গয়া গঙ্গয়া সেবিতাঙ্ঘ্রীঃ,
কৃষ্ণঃ সম্ভূয় ভূয় ভুবি বিমলকুলে গৌরবর্ণ-বিবর্ণঃ।
স্মারং স্মারং প্রিয়র্ণং যুগনয়নগলদ্ বারিধারাধরোহয়ং
তীর্থং তীর্থং সতীর্থৈরটতি বটতি হাবাধিকা রাধিকেতি॥

পরম করুণা পরিভাবনের ফলে শ্রীভগবল্লীলাদির প্রতি চিত্তের প্রধাবন,—স্বাভাবিক ব্যাপার। মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহাশয় সেই সৌভাগ্যদশা লাভ করিয়া এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। শ্লোকের তাৎপর্য্য,—গয়া-গঙ্গা যাঁহার শ্রীচরণোদ্ভব ও চরণ-সেবিকা সেই শ্রীকৃষ্ণই এই পৃথিবীতে (ভুবি) বিমল বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে স্বর্ণ নির্ম্মিত রূপপ্রভা ধারণ পূর্ব্বক (অথবা স্বর্ণপ্রতিমা শ্রীরাধার কান্তি গ্রহণ করিয়া) সম্ভূত হইয়া, সুন্দর গৌর বর্ণ দ্বারা প্রশংসিত সমস্তকে বিবর্ণ করিয়া যেন বিরাজিত।

ইহা অবশ্যই জগতের মহাভাগ্য। কিন্তু হায়! তিনি স্বয়ং প্রিয়ার ঋণ (প্রিয়র্ণং) অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজলীলায় শ্রীরাধাদির নিজ ভজন ও তদুচিত প্রীতি ব্যবহারে নিজের অসামর্থ্য ও ত্রুটি স্মরণ করিয়া নয়নযুগলে বিগলিত বারিধারা ধারণ করিয়া, সতীর্থ (প্রেমাধীন ভক্তগণের) সহিত, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন (অটবি) এবং হা রাধিকা! (হার হইতেও অধিকা শ্রীরাধা) বলিয়া শ্রীরাধানাম রটনা করিতেছেন (রটতি);

তীর্থভ্রমণ-লীলাকালে অনেক অনুভবী ভক্তগণই প্রভুকে স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহার কৃষ্ণভাব জাগাইয়া তুলিতেন,—ইহা সত্যকথা। কিন্তু রাধার ঋণ স্মরণ করিয়া প্রভু "হা রাধিকা" বলিয়া

তীর্থে তীর্থে রাধানাম রটনার কোনও কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি লীলাগ্রন্থে পাওয়া যায় না। "রাধাঋণ শোধের লাগি গৌরলীলা" ইত্যাদি কথা বাউল দলের রসবোধবিহীন পদকর্ত্তা ও পয়ারকর্ত্তাগণের মনঃকল্পিত কথা। শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের অন্তরঙ্গ কারণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃসো বা॥"

ইত্যাদি শ্লোকে লিখিত আছে। তাহাতে ঋণ শোধের কথা কিছু নাই। খামখেয়ালি সহজিয়া বা বাউল পদকর্ত্তা ও পয়ারকর্ত্তার সংখ্যা কম নহে। শুনা যায় শ্রীনবদ্বীপে তাহাদের কৃত অনেক আধুনিক পদ কীর্ত্তনও হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় তাহা না জানিয়া সরলান্তঃকরণে ইহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া সম্ভবতঃ শ্লোকের শেষ কথা-গুলি লিখিয়াছেন।

রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা, তত্ত্ব, ও উপাসনার উপলব্ধি সদ্গুরুর বিশেষ কৃপা ও জগৎগুরু গোস্বামী পাদগণের অক্ষরে অবগাহন বিনা, লাভ হয় না।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরাঙ্গ-বক্ষবিলাসিনী; এই তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব ও পরিচয়। এই একটি কথাতেই তাঁহার সর্ব্বতত্ত্ব ও মহিমা নিহিত আছে। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ইচ্ছায় এত দিনে *শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগ্রন্থ ও পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশক স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু। ভক্তিতত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে এতকাল শ্লোকরূপে নিবদ্ধ* ছিল, মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধিকার মহিমা ও তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমমাধুরী কেহ জানিত না, ব্রজরস-মাধুরী একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল (১), শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি লইয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচরণ করিয়া ভাগবতীর ভক্তিতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাতত্ত্ব কলিহত জীবকে শিক্ষা দিলেন; এবং স্বীয় স্বরূপশক্তি ভক্তি-দেবীকে প্রকাশ করিলেন। ভক্তিশব্দে বিষ্ণুভক্তিই বুঝিতে হইবে। এই বিষ্ণুভক্তিই গৌরাঙ্গ-বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী,—ইহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য (২)। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব ও ভক্তি-তত্ত্ব,—একবস্তু। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাকারা মূর্ত্তিমতী ভক্তিদেবী। ইহার অধিক তত্ত্ব যদি কেহ আর কিছু বুঝিতে বা জানিতে চাহেন,—তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সুবৃহৎ পুণ্যচরিত প্রকাশিত হইয়াছেন (৩)। এই সকল ভক্তি-গ্রন্থাবলী যতই অধীত, আলোচিতও আস্বাদিত হইতেছেন, ততই গৌরাঙ্গ-ভক্তগণ প্রিয়াজির প্রকৃত তত্ত্ব ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপার আনন্দ পাইতেছেন। শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল উপাসনা গ্রহণ করিয়া গৌরভক্ত গৃহী বৈষ্ণবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন হইতেছে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ প্রেমসেবার ফলে তাঁহাদিগের ভাগ্যে অলৌকিক লীলারঙ্গ দর্শন লাভও ঘটিতেছে। এসকল কথা গৌরভক্তগণ অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন কোন গৌর ভক্ত এবং আচার্য্যসন্তান নদীয়া-যুগলসেবাপরায়ণ এই সকল সাধক ভক্তবৃন্দের প্রতি, এবং তাঁহাদিগের উপাসনার প্রতি কুটিল কটাক্ষ বান নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কেহ কাহারও ভজনের প্রতি কটাক্ষ করেন,—ইহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রমত বিরুদ্ধ,—ইহা বৈষ্ণবের কাজ নহে, ইহাতে অপরাধ অর্জ্জিত হয়। শ্রীশ্রীগোর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল *ভজননিষ্ঠ সাধক ভক্তবৃন্দের ভজনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া* পরোক্ষে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রতি বৈমুখ্যভাব প্রদর্শিত

---

(১) যদি গৌরাঙ্গ না হত, কি মেনে হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহি[illegible] [illegible]নাত কে॥

(২) শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীবিষ্ণুভক্তিঃ সাম্প্রতং বর্ত্ততএব।
শ্রীঅদ্বৈত। ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ। অথ কিং সংসু জ্ঞানাদিমার্গেষু ভক্তিরেব বিষ্ণোঃ প্রি[illegible]
কবি কর্ণপুরগোস্বামী

(৩) মহাত্মা শিশির বাবু পরিচালিত পুরাতন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা [illegible] শ্রীহরিদাস গোস্বামী প্রণীত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনামস্তোত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামঙ্গল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-মনন-পদ্ধতি মোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীবিষ্ণু[illegible] ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

করা হয়। ইহা গৌরভক্তের পক্ষে সামান্য অপরাধ নহে। ইঁহাদের চরণে জীবাধম লেখকের বিনীত নিবেদন এই য়,—তাঁহারা যদি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত প্রভুবাক্য নিম্নলিখিত পয়ার শ্লোক দুইটি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া সাবধান হইবেন। মহাপ্রকাশের সময় প্রভু মুকুন্দকে বলিয়াছিলেন,—

"ভক্তি স্থানে ইহান হৈল অপরাধ।
এতেকে ইহান হৈল দরশন বাদ॥" (১)
"ভক্তি স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি॥"

যদি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত ও ব্যাখ্যাত তত্ত্ব তাঁহারা না মানেন,—কিম্বা অগ্রাহ্য করেন,—তাহাতেও ততোধিক অপরাধ। অতএব তাঁহারা এই বিষম অপরাধ বাঁচাইয়া কাজ করিবেন।

কস্যচিৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাসানুদাসাভাসস্য।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কথা।

(শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি)

—:*:—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কথা বলা পরম ভাগ্যের বিষয়। ভাগ্যবান যিনি,—তাঁহার কাজ ইহা। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কথা কহিতে পারিলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কান্ত প্রীত হন,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কথা কথকের প্রতি তাঁহার শুভদৃষ্টি পতিত হয়,—তিনি তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কথা কহার মাহাত্ম্য কত,—ইহাতেই অনুভব করুন।

পতি পত্নী সম্বন্ধ সব চেয়ে প্রগাঢ়, ও বড়, এ সম্বন্ধটি গঠিত সব রসের সেরা মধুর রসে। মধুর রসেই ইহা পরিপুষ্ট ও জীবিত। এ সম্বন্ধই উভয়কে একপ্রাণ করিয়া তুলে। যদি বলেন 'তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কান্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে চলিয়া গিয়াছিলেন?' কিন্তু ইহা একটি কথাই নহে। তুমি যদি পার্থিব ধনার্জ্জনের তরে দূরে চলিয়া যাও, তবে কি আত্মীয় স্বজনকে বর্জ্জন করা হয়? শ্রীগৌরাঙ্গও ত কতবার বলিয়াছেন—তিনি অপার্থিব পরম ধন অর্জ্জনের জন্যে যাইতেছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের এই বাক্যটি স্মর্ত্তব্য,—"পরমার্থে ত্যাগ,—ত্যাগ কভু নহে।" অতএব লীলাপুরষোত্তম শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কান্তের এ ত্যাগ,—কেন বর্জ্জন বলিয়া গণ্য হইবে? যেমন শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর কর্ত্তৃক নীত হইলেও ভক্তগণ তাঁকে শ্রীমতি হইতে বিযুক্ত মনে করিতে পারেন না।

একটা প্রাসঙ্গিক কথা এস্থলে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ,—এতদঞ্চলে এক বৈষ্ণব তীর্থবিশেষ। এখানে শ্রীমহাপ্রভুর অতি প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ আছেন। শ্রীমহাপ্রভু একা নহেন, তাঁহার পার্শ্বে আছেন বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ। এরূপ অপূর্ব্ব শ্রীগৌর-কৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ আর কুত্রাপি নাই। সর্ব্বত্রে প্রায়শঃ শ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ দেখা যায়; স্থান বিশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ-গদাধর, এবং অন্যত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গও আছেন; কিন্তু কেবল মাত্র ঢাকাদক্ষিণেই শ্রীগৌর-কৃষ্ণ যুগলরূপে কেন বিরাজিত, সে কথা বড়ই সুন্দর। (প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাহার মর্ম্ম অতিসংক্ষেপে বলা যাইতেছে)

শচীগর্ভে অষ্টকন্যা জাত হইয়া পরলোক গত হন, পরে বিশ্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বরূপ যখন প্রায় ৮বৎসরের বালক, তখন জগন্নাথমিশ্র শচীদেবীকে লইয়া পিতার আহ্বানে জন্মস্থানে ঢাকাদক্ষিণে গমন করেন। তথায় কিছুদিন বাসের পর শচীদেবী গর্ভ ধারণ করেন। জগন্নাথ-জননী তখন এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করেন। তিনি স্বপ্নে অবগত হন যে, তাঁহার বধূর গর্ভে যে পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠান হইয়াছে, সুর-তরঙ্গিনী-তীরেই তিনি অবতীর্ণ হইবেন—অন্যত্র নহে। শোভাদেবী (কমলাবতী) প্রভাতের এই স্বপ্নকথা পতি উপেন্দ্র মিশ্রের গোচর

---

(১) শ্রুতি বলেন "ভক্তিরেব দর্শয়তি"। ভক্তি দ্বারাই শ্রীগৌর-চন্দ্রের দর্শন লাভ হয়। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। ভক্তিদেবী অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র কর্ত্রী। ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবান আস্বাদিত হন, সুতরাং ভক্তিই ভগবত্প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, এবং এই ভক্তিই সকলের ভজনীয় ও প্রাপ্তব্য। সর্ব্বসাধন বিবর্জ্জিত মহাপাপীও যদি ভক্তিদেবীর শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার ভগবত প্রাপ্তি হয়। সার্ব্বার্থ পরাভবকারিনী ভগবতশক্তিই ভক্তি, আর এই ভক্তিদেবী

এবং পুত্রসহ বধূকে সুরধূনীতীরে প্রেরণ করিতে উদ্যোগী হন। নবদ্বীপযাত্রার প্রাক্কালে যখন বধূ শাশুড়ীর নিকট বিদায় লইতে গমন করেন, শাশুড়ী সোহাগভরে বধূর করে ধরিয়া অনুরোধ করেন তখন যে, সে গর্ভে তাঁহার স্বপ্ন-নির্দ্দিষ্ট যে মহাপুরুষের উদ্ভব হইবে, তাঁহাকে দেখিতে তাঁহার বড়ই আকাঙ্ক্ষা; এ বাসনাটি বধূকে পূর্ণ করিতে হইবে—যথাকালে নাতিকে হেথা পাঠাইয়া দিতে হইবে। শাশুড়ীর সাধ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়া শচীদেবী নবদ্বীপে আগমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, শচীদেবীর সে গর্ভের সন্তানই,—শ্রীগৌরাঙ্গ।

শচীর দুলাল নিমাই কেমন শিশু,—কেমন সর্ব্বজন মনোহারী, তাহা "রূপাকর্ষণ" প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। প্রতিবেশিনীগণ যে শিশুকে পাইলে,—আপন তনয়ের কথা ভুলিয়া যাইত,—সে শিশু নিজ জননীর কেমন প্রাণের ধন, তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। ফলতঃ শচী তিলার্দ্ধকাল নিমাইকে নয়নের অন্তরালে রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। শিশুর যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, সাধারণতঃ জনক জননীর সতর্কতা তত কমিতে থাকে, শচীদেবীর পক্ষে কিন্তু ইহার বিপরীত হইয়াছিল। তাহার কারণ, অদ্ভুত শিশু মাঝে মাঝে সাপ লইয়া খেলা করিতে পথে বাহির হইয়া পড়িত। প্রতিবাসীরা 'হাউ' করিয়া উচ্চ ধ্বনি করতঃ শিশুকে ভয় দেখাইত, বলা হইত "হাউ" আসিতেছে,—ধরিয়া লইয়া যাইবে। "হাউ" নামে শিশুকে কখন বা ভীতবৎ দেখাইত বটে,—কিন্তু তেজস্কর শিশু তথাপি পথে বাহির হইয়া পড়িত—বুঝি বা "হাউ" কে দেখিতে। "হাউ" যাই হোক, একদা কিন্তু শিশু মহাশয় ধরা পড়েন। মেঘমালী নামে এক তস্কর অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল! শিশুকে স্পর্শ করিলে,—তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া লইলে,—তস্করের পূর্ব্ব সংকল্প কোথায় চলিয়া গেল, তাহার মন নির্ম্মল হইল, আর তার কি এক মোহ উপজাত হইল;—অমনি সে এ পথ ওপথ ঘুরিয়া, পুনর্ব্বার শিশুকে তাহার বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়া দিল!

নিমাই যত [illegible] ততই বৃদ্ধি [illegible]

চিরদিনই ছেলের পাছে শচীদেবীর মনটি ফেলিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

বিশ্বরূপ কিছুদিন পরে গৃহত্যাগ করিয়া অনন্তপথের পথিক হন,—তখন কেবল শচী নহেন, জগন্নাথও নিমাইকে নয়নের বাহির করিতে পারিতেন না। পাছে জ্ঞানী হইয়া নিমাই জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করে,—এই ভয়ে জগন্নাথ পুত্রের পাঠ বন্ধ করিয়া দেন।

যে নবদ্বীপ পৃথিবীর সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও বিদ্যার গৌরব করিত অধিক,—যে নবদ্বীপে পণ্ডিত ব্যতীত কেহই সর্ব্বাদৃত ছিল না,—যেখানে পণ্ডিতের পদমর্য্যাদা ধনী মানী কুলীন প্রভৃতি সকলের চেয়ে অধিক ছিল,—পণ্ডিত আত্মীয়, পণ্ডিত কুটুম্ব, থাকাই মাত্র যথায় প্রধান কার্য্য ও গৌরবাত্মক ছিল,—সেই নবদ্বীপের একজন প্রধান পণ্ডিতের পক্ষে নিজ পুত্রকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়া আনা,—বড় সামান্য কথা নহে। অতঃপর জগন্নাথ দেহত্যাগ করিলে বালক বহু চেষ্টায় গুরুগৃহে যাইতে মাতার অনুমতি প্রাপ্ত হন। প্রতিভাশালী বালক দেখিতে দেখিতে বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী ও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন।

নিমাই যদিও তখন বালকমাত্র, মুকুন্দ সঞ্জয় নামক এক ধনী নাগরিকের গৃহে টোল স্থাপন করিলেন। অত্যল্প কালমধ্যে তাহা শিক্ষার্থীগণ দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং নবদ্বীপে সে টোলও খ্যাতি লাভ করিল।

কিছুদিন পরে নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলেন। পদ্মাতীরে পুত্র বিদ্যা বিতরণ করিয়া সত্বরে ফিরিবে, মনে করিয়া শচী আশ্বস্তা রহিলেন। শাশুড়ীর সেই অনুরোধের কথা ভয়ে তিনি পুত্রের কাছে কহিলেন না। পুত্র বহুদূর শ্রীহট্টে না যায়,—ইহাই শচীর মনের কথা,—য[illegible] নিমাই শ্রীহট্টের বুরুঙ্গা নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বুরুঙ্গায় তাঁহার পিতামহ জাত হইয়াছিলেন, এবং ইহা তাঁহার জ্ঞাতিগণের প্রধান বাসস্থান। নিমাই যথাকালে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া পত্নী লক্ষ্মীর দেখা পাইলেন না, বিরহ-সর্পের দংশনজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া তিনি পূর্ব্বেই দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন!

শচী যখন স্নানে যাইতেন, একটি বালিকা তাঁহাকে দেখিলেই প্রতিদিন প্রণাম করিত। আদর করি[illegible] প্রতিদিন তার মুখচুম্বন করিতেন। শচীকে দেখি[illegible]

বালিকার মনে কি ভাব হইত, কে জানে ? তবে তাঁহাকে দেখিলে সকলে আত্মহারা হইত, বিবাহের আগে যাঁকে দেখিয়া নিতান্ত বালিকা লক্ষ্মী মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কোনও এক শুভ মুহূর্ত্তে সুরধুনীতীরে তাঁহারই দরশনে ইনিও আত্মহারা হইয়াছিলেন কি না, সে কথা "কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পান" যদি, তবে তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই যে বিদ্যুদ্দামদীপ্তা সনাতন-সুতা বিষ্ণুপ্রিয়া,—পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার কথা মনে করিতেই শচীর ইঁহার কথাই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হইল,—আর ইঁহাকেই শচী আপন বধূ করিয়া লইলেন।

বিবাহের বৎসরের পরে নিমাই গয়ায় গমন করেন; গয়া হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন যখন,—তখন সে নিমাই আর নাই; অন্য এক ভাবে তিনি তখন সদা বিভোর। সেই ভাবের মহা উর্ম্মী তাঁহারে তালে তালে নাচাইয়া কোথায় লইয়া চলিল, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সমবেত চেষ্টাতেও তাহা রোধ হইল না,—নিমাইকে কুলের বাহির করিয়া দিল!

গয়া গমনের আগে গৌরাঙ্গ এ প্রগাঢ় ভাবরাশি কিরূপে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, বুঝা অসাধ্য। "চাপিয়া" বলিতেছি, কেননা এ ভাব তাঁহার নূতন নহে,—পূর্ব্ববঙ্গের শস্য শ্যামল সুন্দর প্রান্তরে,—ঘননিবিড় গহন কান্তারে, বিশালবক্ষা সুনীল-সলিলা কল্লোলিনীর কুলু-কুলু নদী পুলিনে,—এভাব সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই,—তথায় ইহা ইত্যগ্রে স্ফুরিত হইয়াছিল।

অসম্ভব নহে—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এসব বিবরণ অবগত ছিলেন। "গৌরবক্ষ-বিলাসিনী" স্বয়ং গৌরের মুখে এ সব যে শুনিতে পান নাই, ইহা বলা যায় না। স্বামী হইতে সে ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়া শ্বশুরের জন্ম স্থান ও দিদি শাশুড়ী প্রভৃতির কথা কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই, এমন হইতে পারে না। আর তখন তাঁহার শ্বশুর দেশ-দর্শনের বাসনা হওয়া স্বাভাবিক বটে।

পতিমুখে পিতামহ-গৃহের কথা শুনিয়া—বিচিত্র নহে বিষ্ণুপ্রিয়া সখী-সম্বোধনে বলিবেন—

শুনিয়াছি জননীর মুখে
শ্বশুরের জন্মস্থানে　　বধূ পুত্র পরিজনে
অপেক্ষা করিছে　　পুনঃ হেরিতে প্রভুকে।
এই বলিলেন উনি "যাওয়া হতে পারে,"
যদি কভু যাওয়া হয়　　দাসীরে লইতে ভয়
হবে না ত সুধাও উঁহারে।
পতি নাহি নিলে বল কে যাইতে পারে?"

শান্তিলতাকাব্যে বর্ণিত বিষ্ণুপ্রিয়ার এ বাসনাটি তখন কিন্তু পূর্ণ হয় নাই; কারণ ইহার পরেই,—বলিয়াছি গৌরাঙ্গ গয়ায় গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে যে ভাব-তরঙ্গের কথা বলা গিয়াছে, গয়া হইতে আসিলেই তাহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল,—নিমাই আর গৃহে রহিতে পারিলেন না। পিতামাতার বিমল চিত্তে বহুদিন পূর্ব্বে ভাবী ভয়ের যে ছায়াপাত হইয়াছিল, তাহা সত্যে পরিণত হইল,—নিমাই সন্ন্যাসী হইলেন।

সন্ন্যাসের পর নিমাই শান্তিপুরে আসিলে, ভক্তগণ শচীদেবীকে শান্তিপুরে আনিলেন। পুত্রবিরহে পুত্রহারা জননীর অন্তর তখন জর জর,—তখন তাঁর অন্য চিন্তা,—অন্য ভাবনা নাই,—নিমাইর চিন্তা ছাড়া,—নিমাইর মঙ্গল কামনা ছাড়া। পুত্রকে দেখিয়াই শচীর মনে হইল,—হায় প্রাণের নিমাইর এই কাঙ্গাল বেশ! ইহা তাঁহারই দোষে হয়তঃ ঘটিয়াছে। তিনি নিজ সুখের তরে ব্যস্ত থাকায় জরাতুরা শাশুড়ীর সুখ ভাবেনও নাই,—তাঁহার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করেন নাই—নিমাইকে দূরে যাইতে দিবেন না বলিয়া। কিন্তু আজ তাঁহার নিমাই দূরান্তরের পথিক,—হয়তঃ তাঁহার সেই অপরাধের ফলে! শচী শিহরিয়া উঠিলেন, আর তাঁর নিমাইর ভাবী কল্যাণ-কামনা করিয়া, তখনই তাঁহাকে শাশুড়ীর অনুরোধ জানাইলেন। সেই অনুরোধ পালনার্থই গৌরাঙ্গের পুনর্ব্বার শ্রীহট্টাগমন ঘটে। কেবল শ্রীহট্টে নহে,—এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে অম্বিকায় গৌরদাস গৃহে, তৎপর জশোড়ার জগদীশালয়ে, তাহার পরেই ঢাকাদক্ষিণে পিতামহীসদনে উপনীত হন। এই সময়ে তিনি আসাম ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। (৪০০বৎসরের প্রাচীন পুঁথিতে এ সকল বিবরণ পাওয়া যায়)

ঢাকাদক্ষিণে পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বৃদ্ধা

নাতির সন্ন্যাসবেশ তাঁহাকে পীড়া দিতে থাকে,—শচীর কথা, বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা, সতত চিত্তে জাগিতে থাকে; ইহাতে বৃদ্ধা অভিভূত হইলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার কি এক কুহকবশে নিমাইর এক অপূর্ব্ব রূপভাতি নয়নে ভাসিয়া উঠিল, সে রূপ সন্ন্যাসীর নহে,—গৃহীর। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধার নয়নে সেই নদীয়া-নাগরের ছিন্ন স্বর্ণকান্তি, অপূর্ব্ব ইন্দ্রনীলমণি দ্যুতিতে পরিণত হইল! ইনি যে নন্দ-নন্দন! বৃদ্ধা জ্ঞান হারা হইলেন।

নাতির স্নেহাহ্বানে যখন পরে তাঁহার মোহ ভাঙ্গিল,—দেখিতে পাইলেন তিনি,—সম্মুখে সেই দেবপ্রভা সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন; আর বৃদ্ধা যে দুই রূপ দেখিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুই বিগ্রহ নাতির নির্দ্দেশে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। ঢাকাদক্ষিণের গৌর ও কৃষ্ণ যুগল বিগ্রহই সেই প্রাচীন মূর্ত্তি। গৌরের পার্শ্বে এখানে কেন কৃষ্ণ বিরাজিত, তাহার ইতিহাস নীরবে ইঁহারাই প্রচার করিতেছেন।

এই ঢাকাদক্ষিণে সম্প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পতিসহ আসিয়াছেন—শ্রীনদীয়াযুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শান্তিলতা কাব্যে বর্ণিত দেবীর বাসনা বুঝি অপ্রকটে এইরূপে পূর্ণ হইল।

আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যুগলের প্রতি কেহ কেহ এখনও কটাক্ষ করেন। কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ স্ত্রীত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হন,—এখন আবার দেবীর সহিত তাঁহার অর্চ্চনা কেন? এই হাস্যকর আপত্তির উত্তর সেই ভাবেই দেওয়া সঙ্গত।

শিশুকালে নন্দের দুলাল "গোপাল" বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—তাঁহার গোপাল মূর্ত্তির অর্চ্চনা আছে। কৈশোরে তিনি কানাই নামে খ্যাত, তাঁহার কানাই মূর্ত্তিরও পূজা হইয়া থাকে। তার পরেই তাঁর রাধার সহিত সম্মিলিত যুগল রূপে আরাধনা। এ যদি হইতে পারে, তবে গৌর-গোপাল, গৌর-নিতাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যুগলের অর্চ্চনাতেই বা কি বাধা? গৌরাঙ্গ পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন,—কৃষ্ণও ত পরে রাখাল বেশ ত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণ করেন। রাজবেশধারী কৃষ্ণের যুদ্ধে অসুর সংহার,—আর সন্ন্যাসবেশী গৌরের হরিনাম মহাস্ত্রে পাতকী সংহারে (ত্রাণ) ফল একই নহে কি? রসলুব্ধ ভক্তের। যেমন শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশে প্রলুব্ধ নহেন, তেমনি গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার ন্যায় তাঁহার নদীয়া-লীলার বিগ্রহই রস-লোলুপ ভক্তের অর্চ্চনীয়। ফলতঃ শেষটাই মাত্র গ্রহণীয় হইলে, কি শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীগৌরাঙ্গ, কাঁহারই নিত্য লীলার সার্থকতা থাকে না। সে থাক,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কথা বর্ণন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অবান্তর অনেক প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল; বলিতেছিলাম বিষ্ণুপ্রিয়া-কথায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকান্ত প্রীত হন। কেবল বিষ্ণুপ্রিয়াকান্ত কেন? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকান্তের প্রতি অনুরাগী যাঁরা,—তাঁরাও বাদ যান না। স্মরণ করুন,—সে দিন কি না আনন্দই হইয়াছিল,—যে দিন শ্রীঅদ্বৈতাদি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ তুলিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কান্তের সহিত রহস্যালাপ করিয়াছিলেন। যথা—

"ভগবান্—শ্রীবিষ্ণুভক্তিঃ সা ভবৎসু বর্ত্তত ইব।
অদ্বৈত—ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া।
ভগবান্—অথকিং সৎসু জ্ঞানাদি মার্গেস্থ ভক্তিরেব বিষ্ণোঃপ্রিয়া।
অদ্বৈত—অতএব তামঙ্গী চকাব।"

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

ঈদৃশ রহস্যালাপের ফলে হইত,—মধ্যে মধ্যে অদ্বৈতের আহার-নিমন্ত্রণ,—আর কাহাকেও আহার করানই আত্ম তুষ্টির প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কথায় গৌরের দাসানুদাসগণ যত আনন্দ লাভ করেন,—অন্য কিছুতেই তেমন নহে। যদি, তুমি কাহাকেও ভালবাস, তবে তাহার আত্মীয়বর্গ—পিতামাতা পত্নী পুত্র,ইহাদিগকেও ভালবাসিবে,—সকলেই প্রেমাস্পদের প্রিয়,—সকলেই তোমার তখন প্রিয় হইয়া পড়িবে। যদি তাহা হয়, তবে তোমার গৌরের পত্নী কেন না তোমার ভজনীয় হইবেন? গৌরের যিনি আদরের, তিনি তখন প্রধান অর্চ্চনীয় হইয়া পড়িবেন। এমন হইয়াই থাকে; যাঁরা গৌরকে চিনিত না, গৌর ভজনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কাছে তাঁর পরিজন সকলই প্রিয়তর হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক,—এমনটি না হইয়া পারে না; কাজেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-কথা ভক্তবর্গের অতি প্রিয় কথা,—অতি আদরের ধন। দুই মহাত্মা ইদানীং এই সুধার ভাণ্ডার হইতে সুধারাশি তাপিত জীবের জন্য বিলাইয়া দিতেছেন,

একজনের কীর্ত্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত। বহুবার উহা পাঠ করিয়াছি, প্রত্যেক বারেই নূতন বোধ হইয়াছে। "পাঠ করিয়াছি" বলা ঠিক নহে,—দর্পণে লীলা-চিত্র গুলি স্পষ্ট অবলোকন করিয়াছি,—আর মোহিত হইয়াছি। আমরা দুর্ব্বলচেতা লোক, ভজন সাধনের কি জানি? মনচঞ্চল,—সারাদিন বিষয়ে উধাও হইয়া কোথায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কে বলিতে পারে? সেই চঞ্চল মনকে সংযত করিবার এক প্রধান উপায়,—ঈদৃশ লীলাগ্রন্থপাঠ। লীলাকথা যথায় কীর্ত্তিত হয়, লীলাময় তথায় অলক্ষ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন,—তাহা না হইলে ঈদৃশ গ্রন্থ পাঠ কালে তাদৃশ আবেশতা আসে কিসে? প্রভুপাদ শ্রীল হরিদাস গোস্বামী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত রূপ যে অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন,—তাহা আস্বাদনে ভবজ্বালা নিবিয়া যাইবে,—প্রাণের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবে,—হৃদয় পবিত্র হইবে। আর একজন পরিবেষ্টা ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বি, এ। তিনিও এই সুধাভাণ্ড হাতে লইয়া লোকের পিপাসা দূর করিতেছেন। তাহার "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হইয়াছে শুনিয়াছি,—উহার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি।

উপদেশ-শতক।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(৩১)

নবাঙ্গভক্তির দ্বিতীয় অঙ্গ "কীর্ত্তন"। কীর্ত্তন দুই প্রকার বৈয়াসিকী ও নারদীয়। ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা,—ভগবল্লীলা-কথা আলোচনা প্রভৃতিকে বৈয়াসিকী কীর্ত্তন বলে,—এবং খোল করতাল দ্বারা সুর তাল লয় সংযোগে ভগবন্নাম ও লীলা গানের নাম নারদীয় কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তন প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক করিবে। শুদ্ধাচারে ও শ্রদ্ধা সহকারে নবাঙ্গভক্তির অঙ্গগুলি যাজন করিবে। "চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পাঠ"। ইহা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ।

(৩২)

মনে প্রকৃত বৈরাগ্যভাবের উদয় না হইলে, বাহ্যিক বৈরাগ্যভাব দেখান,—কপটতা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাকে "মর্কট বৈরাগ্য" আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তিনি বলিয়াছিলেন "মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া"। অতএব অন্তরে বৈরাগ্য চাই। লোক দেখান বৈরাগ্য সকল অনর্থের মূল জানিবে।

(৩৩)

গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে বিষয়ভোগ নিষিদ্ধ নহে। অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করা বড় কঠিন কথা। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া বিষয়ে অনাসক্তিই প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ। বিষয়ে অনাসক্তি হয়,—ভগবতকৃপায়, ভগবত কৃপা লাভ হয়,—ভগবতসেবায়। তোমার বিষয়সমূহ ভগবতসেবায় নিয়োজিত কর, তোমার সংসার ভগবত-সংসারে পরিণত কর। তুমি ভগবদ্দাস মাত্র,—দাসের প্রভুর বিষয়ে আসক্তি,—ইহা ভগবতপ্রীতি মাত্র,—বিষয়ের প্রতি নিজের আসক্তি নহে। কিন্তু দাসের মত দাস হওয়া চাই,—সমস্ত বিষয় ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া সেই সকল বিষয় ভগবত-বিষয়জ্ঞানে রক্ষা করা,—ভগবতবিষয়ে নিয়োজিত করা,—বিষয়ে আসক্তি নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাসকে শ্রীমুখে উপদেশ দিয়াছিলেন "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া"। অন্তরে ভগবন্নিষ্ঠা চাই—এই নিষ্ঠায় ভগবতসেবার বিষয় সকল নিয়োজিত করিবার ক্ষমতা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
আচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার॥" চৈঃ চঃ

(৩৪)

নিজ ইষ্টে একনিষ্ঠা ভক্তিকে গোঁড়ামি বলে না। নিজ নিজ ইষ্টে একনিষ্ঠা ভক্তি জন্মাইবার জন্যই ঋষি মহাজনগণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। নিজ ইষ্টে গাঢ় নিষ্ঠা জন্মিলে সেই নিষ্ঠা তখন সর্ব্বদেবে ও সর্ব্বজীবে উপজাত হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ক্ষমতা দান করে। এইরূপ ক্ষমতাপন্ন সাধু মহাজনগণই পরমহংস পদ বাচ্য। পরমহংস সিদ্ধ মহাজনগণের উৎপত্তিই সম্প্রদায় হইতে। অতএব সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাচরণকে নিন্দা করিও না। তোমাকে কোন না কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইতেই হইবে। সম্প্রদায় বিহীন গুরুদত্ত মন্ত্রও নিষ্ফল হয়—ইহা শাস্ত্রবাক্য।

(৩৫)

সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণই তোমার সম্মানার্হ। স্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহাজনগণকে স্বজাতীয় সাধু বলে। ভক্তি-সাধকের পক্ষে প্রথমাবস্থায় স্বজাতীয় সাধু ভক্ত মহাজনগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের নিকট উপদেশ গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে নিজ ইষ্টে গাঢ় নিষ্ঠা জন্মে,—কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের চঞ্চল মন স্বধর্ম্মে সুদৃঢ় হয়। পরে পরিপক্ক ভজনাবস্থায় যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহাজনগণের সঙ্গ ও উপদেশ গ্রহণে কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। শ্রীপাদ গোস্বামীগণ এই জন্যই বলিয়াছেন "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধোসঙ্গ স্বতো বরে"।

(৩৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র মতে "ব্রজে বাস" পঞ্চ-সাধনের মধ্যে একটি সাধন। অপর চারিটি সাধুসঙ্গ, নাম কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন। শ্রীকৃষ্ণ-তীর্থে বাসের প্রাধান্য সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তীর্থ-বাসের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এবং তীর্থবাসী ভক্তিসাধকের আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি না হইলে, সুধু তীর্থক্ষেত্রে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিলে তীর্থবাস করা হয় না। তীর্থাশ্রয়, অর্থাৎ ধামাশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীভগবান,—তাঁহার নাম ও ধাম,—এক বস্তু, এক তত্ত্ব। ধামাশ্রয়ের অপর নাম "ক্ষেত্র-সন্ন্যাস"। পূজ্যপাদ গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীক্ষেত্রে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তীর্থ-বাস করিয়াছিলেন—পূজ্যপাদ গোস্বামীপাদগণ "ব্রজে বাস" করিয়াছিলেন,—রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডধামাশ্রয় করিয়াছিলেন। এরূপ "ব্রজবাসের" ফল কৃষ্ণপ্রেমোদয়। "ব্রজে বাস" বা 'শ্রীনবদ্বীপ বাস" একই কথা জানিবে।

(৩৭)

ধর্ম্মপ্রচারক যে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন,—সেই ধর্ম্ম—তিনি স্বয়ং আচরণ না করিলে প্রচারে কোনই ফলোদয় হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, "আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য। তুমি সর্ব্ব গুরু তুমি জগতের আর্য্য॥" যিনি আচার ও প্রচার দুই কার্য্যই করেন,—তিনি আচার্য্য বর্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের এত আদর হইয়াছে।

(৩৮)

দৈহিক কষ্টসাধনে প্রকৃত ধর্ম্ম-লাভ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন "পয়ঃ পান করিলে মোরে নাহি পায়"। তাই বলিয়া ভোগাসক্তিকে প্রশ্রয় দিবে না। সংসারবিরক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসদিগের প্রতি শ্রীপ্রভুর উপদেশ-বাণী,—"ভাল না খাইবে,—ভাল না পরিবে"। শরীর রক্ষা হেতু যেরূপ সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন, তাহা শরীরকে অবশ্য দিবে। ভোগের শরীর ভজনযোগ্য নহে।

(৩৯)

অকপটে নিজ পাপ স্বীকার করিবে,—স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শ্রীভগবানের নিকট আত্মগ্লানি ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া আত্মনিবেদন করিবে। জগাই মাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অকপটে নিজ পাপ স্বীকার করিয়া 'আর নারে বাপ" অর্থাৎ আর পাপকার্য্য কখন করিব না," বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং এই প্রতিজ্ঞা তাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন। পরম দয়াল পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু এইজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া মুনি-ঋষি করিয়া দিয়াছিলেন। অনুতাপই পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত,—ইহাতেই পাপের জড় মরে। চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তে পাপীর শাস্তি হয় বটে, কিন্তু পাপের জড় মরে না। কারণ পাপীগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় পাপাচরণ করে।

(৪০)

পাপীকে ঘৃণা করিও না,—পাপকে ঘৃণা করিও। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তবৃন্দকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। তিনি বলিয়াছিলেন—"এ দুইজনেরে যে করিবে পরিহাস। এ দুয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ।" সাধু বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বাশ্রমে কি ছিলেন,—কি করিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার তোমার প্রয়োজন নাই,—তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনই তোমার অনুশীলনীয়। জগাই মাধাইকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধকের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশই দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

হরিনাম জপ্য কি কীর্ত্তনীয়?

(শ্রীপাদ নৃত্যগোপাল গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থখানি অনুশীলন করিলে বুঝা কি ভাবে সাধন-ভজন করিলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্য্য বলিয়া স্বীকার রিয়া গিয়াছেন, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভজনানন্দী বৈষ্ণব জনগণ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী লম্বন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপিও ন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানের নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণও র্ব্বোক্ত গুরুপ্রদর্শিত প্রণালী অনুসারেই সাধন-ভজন রিয়া থাকেন। হরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে হরিদাস রের আচরিত নাম সাধনের প্রণালী যথাযথ উদ্ধৃত ল,—

্যমূণ জীব শুদ্ধ গুরুর কৃপায়। শ্রীযুগল ব্রহ্মনাম সৌভাগ্যেতে পায়॥
ী মালার নাম সংখ্যা করি স্মরে। অথবা কীর্ত্তন করে পরম আদরে॥
গ্রন্থ সংখ্যা করি আরম্ভিবে নাম। ক্রমে তিন লক্ষ স্মরি পুরে মনস্কাম॥
মধ্যে কিছু নাম করিবে কীর্ত্তন। তাহে সর্ব্বেন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তি আনন্দনর্ত্তন॥

রোক্ত পদ্যাংশটি বিচার করিলে সহজেই অনুমিত হয়, যিনি জপ করিতে বাসনা করেন, অর্থাৎ যাঁহার ই রুচি, তিনি প্রথম প্রথম এক গ্রন্থি হইতে জপ ম্ভ করিয়া ক্রমে তিন লক্ষ পর্য্যন্ত জপ করিবেন এবং র মধ্যে কিছু কিছু কীর্ত্তনও করিবেন,—আর যাঁহার নে রুচি, তিনি পরম আদরে ঐ নামব্রহ্ম কীর্ত্তন বেন, অত্যধিক জপ না করিয়া পরম আদরে ভক্তি ক নাম কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তন দ্বারাই জপের ফল লাভ তে পারিবেন। এই বিষয়টি অধিকারীবিচারে ও পরিষ্কার ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

মার্গেতে গাঢ়তর রুচি যাঁর। শ্রবণ কীর্ত্তন সিদ্ধি তাহাতে তাহার।
ঐকান্তিকী রতি হইবে যাঁহার। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি কেবল তাহার॥

। সেবাপরায়ণ তিনি কায়মনবাক্যে সেবা করিবেন। র অনুকূল সেবাপ্রভাবে শ্রবণকীর্ত্তনাদির ফল নাতেই লভ্য হইবে। আর যিনি নামপ্রিয়, সর্ব্বদা ই যাঁহার রুচি, তাঁহার কর্ত্তব্য শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ অর্থাৎ তিনি সাধুসঙ্গে সতত ভগবতগুণানুবাদ শ্রবণ করিবেন ভগবৎ রূপ, গুণ, লীলার কীর্ত্তন করিবেন এবং জপ করিবেন। ফলকথা ঐকান্তিকভাবে নামজপ অথবা কীর্ত্তন অথবা জপ কীর্ত্তন উভয়ই যত্ন সহকারে করিলে, তবে প্রেম লাভ হয়, নচেৎ প্রেমভক্তিপ্রাপ্তি জীবের ভাগ্যে সহজ লভ্য নহে। এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জপের অধিকারী কে? এবং কোন অবস্থায় জীবের এই নাম শ্রবণে প্রবৃত্তি আইসে, তাহাও অতি সুন্দর ভাবে হরিনাম চিন্তামণির ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

উচ্চ সংকীর্ত্তনে কর শ্রদ্ধার প্রচার। শ্রদ্ধালব্ধ জীবে করে সদ্গুরু বিচার।
সদ্গুরু নিকটে করে শ্রীনাম গ্রহণ। অনায়াসে পায় সে কৃষ্ণপ্রেম ধন॥

* * * *

সুশ্রদ্ধ হইলে দিবে নাম উপদেশ। এইরূপে নাম দিয়া তার সর্ব্বদেশ॥

শ্লোকগুলি আস্বাদন করিলে বেশ বুঝা যায় যে, যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মে নাই তাঁহাদের পক্ষে নাম সংকীর্ত্তনই শ্রদ্ধা অর্জ্জনের প্রধান উপায়। নামে শ্রদ্ধা জন্মিলে তবে নাম গ্রহণ বিধি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ ব্যতিরেকে কখনই প্রেম লাভ হয় না। (১) সুতরাং সাধারণ জীবের পক্ষে নাম সংকীর্ত্তন শ্রদ্ধা লাভের পরম উপায়,—সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে নামে রুচি হওয়া বহু সৌভাগ্যসাপেক্ষ,—বহুকাল কঠোর সাধন ব্যতিত এ সৌভাগ্যলাভ হয় না। (২) যখন নামে রতি জীবের ভাগ্যে সহজে হয় না এবং নাম সংকীর্ত্তন করিতে-করিতে ক্রমে যখন রতির বিকাশ হয়, তখন সাধারণ

(১) নিসর্গত লোক সব বিষয়ে আসক্ত, স্মৃতিকালে বিষয় অন্তরে অনুরক্ত॥
রুচি যায় অন্যস্থানে নামে উদাসীন, নামে চিত্ত লগ্ন নহে জপে প্রতিদিন॥
চিত্ত একদিকে অন্যদিকে নাম। তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম।
লক্ষনামে হৈল পূর্ণ সংখ্যা মালা গণি। হৃদয়ে নহিল রস বিন্দু গুণমণি॥
হঃ চিঃ ১৩ অঃ

(২) নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ। বিষয় ছাড়িয়া করে নাম সংকীর্ত্তন॥
সেই সাধু জনে অন্বেষিয়া তাঁর সঙ্গ। করিবে সেবিবে ছাড়ি বিষয় তরঙ্গ॥
ক্রমে ক্রমে নামে রতি হইবে সঞ্চার। অহংতা মমতা যাবে নারা হবে পার।
নামের মাহাত্ম্য শুনি অহংমম ভাব। ছাড়িয়া শরণাগতি ভক্তের স্বভাব॥
নামের শরণাগত যেই মহাজন। কৃষ্ণ নাম করে পায় প্রেম মহাধন।

* * * *

সেই ধন্য ত্রিজগতে সেই ভাগ্যবান। কৃষ্ণ কৃপা যোগ্য সেই গুণের নিধান
স্তুতি অর্হদিনে তাঁর শ্রীনাম গ্রহণে। ভাবোদয় হয় আর পায় প্রেমধনে॥

জীবের পক্ষে হরিনাম সংকীর্ত্তনই রতি লাভের পরম উপায়। হরিনাম সংকীর্ত্তন বলিলেই যে কেবল ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবে,—তাহাও নহে। এই নাম কীর্ত্তন সম্বন্ধে হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে দেখা যায়, কৃষ্ণনামকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এক মুখ্য হরিনামও অপর গৌণ (৩)। যেসকল নাম কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে লীলার স্মরণ হয় তাহাই মুখ্য, অপর গৌণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র মধ্যে মুখ্য নামের "হরে, কৃষ্ণ, রাম" এই তিনটি নামেরই বিদ্যমানতা দেখা যায়,—আর যখন মুখ্য নাম সকল কীর্ত্তনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনের কোন বাধা আছে বলিয়া ত মনে হয় না। যখন মহামন্ত্র কৃষ্ণনাম খোল করতাল যোগে কীর্ত্তিত হইবেন, তখন সাধক কীর্ত্তনের ফল-ভাগী হইবেন, আর যখন তুলসী মালায় সংখ্যা পূর্ব্বক জপ করিবেন,—তখন জপের ফল পাইবেন ;—এইমাত্র বুঝা যায়, তবে বিশেষ বিচার পূর্ব্বক অনুধাবন করিলে দেখা যায় জপের ফলও যাহা, কীর্ত্তনের ফলও তাহা,—উভয়ের একই উদ্দেশ্য,—কৃষ্ণপ্রেম লাভ। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জপও কীর্ত্তন বিষয়ে অনুশীলন করিয়া আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে আমি তাহাই প্রকাশ করিলাম। যদ্যপি এই বিষয়ে কোন ভক্তের মতদ্বৈধ হয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব। জয় গৌর!

গুরুতত্ত্ব।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঋষিগণ শাস্ত্রে গুরুশিষ্য-পরীক্ষার ফল ও নিয়ম, যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। গুরু যখন শিষ্যকে ভক্তির অধিকারী বলিয়া জানিবেন, এবং শিষ্য যখন গুরুকে সদ্গুরু এবং ভক্তবর বলিয়া জানিবেন, এবং শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, সেই সময়ই দীক্ষা প্রদান ও গ্রহণের প্রকৃত সময়। শিষ্যের পক্ষে এই অধিকার লাভ গুরুসেবার ফল, এই জন্য দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে কিছুদিন কায়মনবাক্যে গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। এই অধিকার লাভ হইবামাত্রই ভক্তিমান শিষ্য ভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভক্ত গুরুচরণান্তিকে প্রপন্ন হন (১)।

উপযুক্ত ভক্তই উপযুক্ত গুরু,—সদ্গুরু শব্দের অর্থই সদ্ভক্তিপরায়ণ ভক্তিপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান গুরু। একনিষ্ঠ গৌরভক্তই গৌরদাসাভিমানী শিষ্যের উপযুক্ত সদ্গুরু। উপযুক্ত শিষ্য না হইতে না পারিলে, উপযুক্ত গুরু প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। প্রভুর উপদেশ "যোগ্য হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ।" সেই রূপ যোগ্য হইয়া তবে শ্রীগুরু পদাশ্রয় করিবে। পূজ্যপাদ তুলসীদাস গোসাঞি বলিয়া গিয়াছেন "গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা মিলে এক" এ কথা ধ্রুব সত্য। শিষ্যের ভজনবলে গুরুর পরমার্থ লাভ হয়,—একথাও শাস্ত্র বাক্য, আবার শিষ্যের পাপে গুরুর পাপ স্পর্শ হয়,—ইহাও শাস্ত্রসঙ্গত কথা। অতএব গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অতি গুরুতর। এই সম্বন্ধ বুঝিয়া যিনি দীক্ষা দান করেন,—তিনি সদ্গুরু পদবাচ্য, এবং যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন,—তিনি সৎ শিষ্য।

এক্ষণে গুরু শিষ্যকে ভক্তির অধিকারী বলিয়া কি করিয়া জানিবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, শ্রদ্ধাবান হইলেই জীব ভক্তির অধিকারী হয়। বিষ্ণুভক্তি, কৃষ্ণভক্তি, গৌরভক্তি, শুদ্ধাভক্তির নামান্তর মাত্র। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বলে সাধু, গুরু, এবং মহাজনবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা সৎসঙ্গের ফলে জীবহৃদয়ে উদয় হয়,—আর এই শ্রদ্ধা একবার হৃদয়ে উদয় হইলে গুরু-কৃপায় ও তাঁহার উপদেশবলে, আর তাহার ক্ষয় হয় না বরং,—উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। এই শ্রদ্ধাবলে প্রকৃত সাধু সঙ্গলাভ হয়,—সাধুসঙ্গলাভে ভজনক্রিয়ায় আসক্তি হয় এবং এই ভজনক্রিয়াবলে অনর্থ সকলের নিবৃত্তি হয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্গুরুর এবং শিষ্যের লক্ষণ সকল বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে সে সকল এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। কৃপাময় পাঠকগণ তাহা শ্রীগ্রন্থে দেখিয়া লইবেন।

---

(৩) গোপালগোবিন্দরাম শ্রীনন্দনন্দন। রাধানাথ হরি যশোমতী প্রাণধন।
মদনমোহন শ্যামসুন্দর মাধব। গোপীনাথ ব্রজনাথ রাখাল যাদব॥
এইসব নিত্যলীলা প্রকাশক নাম। এসব কীর্ত্তনে জীব পায় কৃষ্ণধাম॥

(১) তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরু মেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং আচার্য্যবান পুরুষো বেদঃ॥ বেদ।

দীক্ষাগুরুকে ত্যাগ করিতে নাই,—ইহা শাস্ত্রবাক্য। কন্তু শাস্ত্রে দীক্ষাগুরু ত্যাগের বিধিও আছে। দুইটি ারণে দীক্ষাগুরু পরিত্যজ্য হইতে পারেন। প্রথম,—শিষ্য খন গুরুকরণ এবং গুরুবরণ করিয়াছিলেন,—সে পিতা াতার উপদেশেই হউক বা নিজ মতেই হউক—সে সময়ে াদি বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞ ভক্তিমান সদ্‌গুরু পরীক্ষা করিয়া নর্ব্বাচিত না করিয়া থাকেন এবং কার্য্যকালে ভজন- থে তাঁহার দ্বারা কোন ধর্ম্মোপদেশ বা সৎপরামর্শ সম্বন্ধে পকার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিধি অনুসারে াতীয় গুরুর পদাশ্রয় কর্ত্তব্য (১)।

দ্বিতীয়,—যখন দীক্ষা হয়,—যখন গুরুকরণ হয়, াই সময় গুরু সদ্‌গুরু ছিলেন, কিন্তু কুকর্ম্মবশে বা কুসঙ্গ াবে পরে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া তিনি বৈষ্ণবদ্বেষী এবং াপাচারী হইয়াছেন, এরূপ দীক্ষা গুরুকে পরিত্যাগ করা চিত। দীক্ষা গুরুকে অল্পজ্ঞান সম্পন্ন বলিয়া ত্যাগকরা চিত নহে। এরূপ স্থলে গুরু-সম্মানের সহিত তাঁহার নুমতি গ্রহণ করিয়া অন্য উপযুক্ত সদ্‌গুরুর নিকট তত্ত্বাদি ক্ষা করিবে।

গুরুতত্ত্ব প্রকৃত ভাবে যাঁহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়াছে াহার পক্ষে জগত গুরুময়,—তিনি সর্ব্ব জীবে গুরুর কাশ দেখেন। সকলেই তাঁহার গুরু,—তাঁহার কথা তন্ত্র। শ্রীগুরুদেবের অন্তর্দ্ধান নাই,—তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। তিনি যখন সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান, খন দ্বিতীয় গুরু, তৃতীয় গুরু, চতুর্থ গুরু এরূপ ভাব মনে াসিতে পারে না। শ্রীগুরুরূপী শ্রীভগবান ইচ্ছাময়; নি ইচ্ছা করিয়া কোন উপযুক্ত আধারে প্রবেশ করিয়া দ্বারায় শিষ্যকে তাঁহার অধিকারানুযায়ী দীক্ষা শিক্ষা দান রিয়া থাকেন। ইহাকে দ্বিতীয় গুরুকরণ, বা দ্বিতীয় র দীক্ষা গ্রহণ বলে না। এইভাবে কোন কোন মহাত্মা ও াজনগণের দুই তিন গুরু লক্ষিত হয়। এ বিষয় ান্তরে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে।

---

(১) যো ব্যক্তি ন্যায়রহিত মন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥
অন্যত্র— নারদপঞ্চরাত্র।
গুরোরপ্য বলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতি পন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

পুনশ্চ—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ।

যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন।

(শ্রীপাদ হরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাদি পক্ষ। ভাল মানিয়া লইলাম ভর্গ,—বিষ্ণু। তাহাতেই বা তুমি কে? তোমার গৌড়েশ্বর ও সেই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরাণ পুরুষ নারায়ণ নহেন। যদি বল সেই নারায়ণই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা হইলেও আমরা তোমার কলিযুগের গৌড়েশ্বর নারায়ণকে গায়ত্রী দ্বারায় উপাসনা করি না। আর গায়ত্রীর অর্থ তুমি যাহা করিলে, তাহা ঋষিবচন দ্বারা সমর্থন হইলেও, উহা তোমার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুকুল বটে, কিন্তু অদ্বৈতবাদী মতে গায়ত্রীর আর একটু অর্থ আছে, তাহা শ্রবণ কর,—

"ওঁ তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।" ১। সবিতুঃ প্রসবিতুঃ সৃষ্টিকর্ত্তুঃ ব্রহ্মণঃ ২। দেবস্য দোতনশীলস্য পালনকর্ত্তুঃ বিষ্ণোঃ। ৩। ভর্গো ভর্গস্য (ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা আর্ষঃ) ভর্জ্জন শীলস্য রুদ্রস্য। ৪। বরেণ্যং বরনীয়ং প্রসংশিতং "রূপং" ধীমহি। অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের প্রসংশিত এমন যে রূপ, আমরা তাহার ধ্যান বা উপাসনা করি। অর্থাৎ সেই রূপ তোমার বিষ্ণুরও আরাধ্য।

উত্তর। তোমার কথাই আমার স্বীকার্য্য। রূপকে উপাসনা কর,—রূপ শব্দের অপর অর্থ বর্ণ। গুণবাচক শব্দ, সুতরাং স্বতন্ত্র তিষ্টিতে পারে না, কাজেই তদ্রূপ বিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহে লক্ষণা করিতে হইবে। ইহার প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রে দেখ। প্রথম অধ্যায় ২য় পদে ২৩ সূত্র। "ওঁ রূপোপন্যাসাচ্চ ওঁ"। মাধ্বভাষ্যঃ। যদা পশ্যঃ পশ্যতে "রুক্ম" বর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিতি। (মুণ্ডকোপনিষদ) একো নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা, ন শঙ্কর স মুনি ভূর্ত্বা সমচিন্তয়ৎ। ত এত ব্যজায়ন্ত। বিশ্বে, হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্যমোবরুণ রুদ্রেন্দ্রা ইতি। তস্য হৈতস্য পরমস্য নারায়ণস্য চত্বারি "রূপানি" শুক্লং রক্তং রৌক্মং কৃষ্ণমিতি। স এতান্যে তেভ্যোঽভ্যচীরূপদ বিশ্বমিশ্রাণি ব্যামিশ্রঞ্চ অত এতাদৃগেতদ্ "রূপ" মিতি। তস্তৈবহি "রূপানি" অভিধীয়তে,—আবির্ভূয়তে।

অর্থাৎ নিত্য গোলোকে শ্রীভগবানের অসংখ্যরূপ নিত্য

শ্রীবিগ্রহ, নিত্য লীলাদির সহিত বিরাজিত আছেন। সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা উপন্যাস, অর্থাৎ আবির্ভূত হন। অনন্তরূপের চারিরূপ প্রধান। যথা শুক্ল, রক্ত, রৌক্ম ও কৃষ্ণ। এই চারিবর্ণ মধ্যেও লীলা গুণ প্রকাশ অপেক্ষা করিয়া উত্তর উত্তর প্রধান। অর্থাৎ শুক্লবর্ণ অবতার হইতে রক্তবর্ণ—রক্তবর্ণ অবতার হইতে রৌক্ম (পীতবর্ণ) পীতবর্ণ অবতার হইতে কৃষ্ণবর্ণ অবতার প্রধান। এই চারিবর্ণ অবতার হইতে কৃষ্ণপীতবর্ণ অবতার প্রধানতম, যেহেতু এই রূপ সর্ব্বশেষ বর্ত্তমান কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই যুগের পুরুষার্থ অভিধেয় সম্বন্ধাদি সকলই সম্পূর্ণ। শ্রুতি আছে,—"কৃষ্ণকৃপাহি কেবলং"। এই রূপাবতারের "কৃপা" অত্যধিকা ও অহৈতকী। বিপরীতাখ্যা,—অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণ চতুষ্টয়াবতারে ভজন করিলে কৃপা করেন। বর্ত্তমান যুগীয় কৃষ্ণপীত বিমিশ্র বর্ণাবতারে প্রহার করিলেও কৃপা করেন। সুতরাং অন্যান্য যুগের দেব ঋষিগণ এখানে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। তথা শ্রীএকাদশে "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং" ইত্যাদি।

ব্রহ্মসূত্র সকল শ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। অতএব "রূপোপন্যাসাচ্চ" এই ব্রহ্মসূত্রের মূল শ্রুতি দেখ। তথাচ মুণ্ডকোপনিষদি। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতঃ শোকঃ" অর্থাৎ যদা জুষ্টং সেব্যমানং ঈশং পশ্যতি। তদা বীত শোকঃ বিগত ক্লেশঃ মুক্ত ভবতীত্যর্থঃ। জুষ্টং অর্থাৎ সেব্যমান ঈশকে যে সময়ে জীব দর্শন করেন, তখনই জীব মুক্ত হন। জুষ ধাতুর অর্থ সেবা ও প্রেম। অতএব ইহার পরিষ্কার অর্থ এই যে জীব যখন ভগবানকে (প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারায়) উপাসনা (অর্থাৎ তন্মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া) তাঁহার সেবা করিতে করিতে তাঁহাকে শুক্লরক্তাদি বর্ণ বিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন,—তখনই জীব মুক্ত হন।

অশরীরস্যং কথং দর্শনং। ইত্যপেক্ষয়ামাহ অর্থাৎ অশরীর ভগবানকে কি প্রকারে দেখা যায়? এই অপেক্ষায় আর একটি শ্রুতি বলিতেছেন,—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরম সাম্য মুপৈতি॥

(সাম্যমিত্যপি পাঠঃ) অস্য মাধ্ব ভাষ্যঃ। যদা পশ্য ইতি পশ্যতীতি পশ্যঃ দ্রষ্টা জীবঃ যদা রুক্মবর্ণং হেম বর্ণ বিগ্র (শ্রীগৌরসুন্দর) রূপোপন্যাসাচ্চেতি সূত্রাৎ ইত্যাদি অত্র দ্রষ্টা পশ্যতি (ঘাসমত্তি মুখেন ইত্যাদিবং বাক্যরচনা তাৎপর্য্যাভাবঃ।

যেকালে রুক্মবর্ণ অর্থাৎ হেমবর্ণ শ্রীবিগ্রহ (শ্রীগৌ সুন্দরকে) দর্শকেরা দর্শন করেন, তখনই পাপ পুণ্য দগ্ধ হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন। এইস্থানে দর্শকেরা দর্শন করেন,—একথাটির তাৎপর্য্য নাই,যেমন মুখের দ্বারা আহা করে, সেইপ্রকার। আহার করে বলিলেই মুখ পাওয়া যায়, তেমনি দর্শন করে বলিলেই দর্শক পাওয়া যায়। অতএব দর্শন শব্দের অর্থ, যদি দর্শনের উপযুক্ত হইয়া দর্শন করে। দর্শনের উপযুক্ত অর্থাৎ তন্মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যদি দর্শন (অর্থাৎ ভজন করে)। দর্শনং শব্দ "দৃশির্ প্রেক্ষণে" ইত্যস্য রূপং। ঈক্ষণং ইত্যনেন লোকানাং সিদ্ধেঃ প্রশব্দেন বিশেষার্থ জ্ঞাপকাৎ। দর্শনং ভজনমিতি অতএবায়মর্থঃ হেমবর্ণ বিগ্রহঃ শ্রীগৌরসুন্দর তন্মন্ত্রে দীক্ষিতঃ সন্ তং শ্রীগৌরাঙ্গংপশ্যতি ভজতি ইতি। এক্ষ এই প্রসিদ্ধ শ্রুতির অর্থ হইল এই যে,—যদি কোন জীব শ্রীগৌরাঙ্গমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিধানানুসারে তাঁহার উপাসনা করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি পুণ্যপাপ (ভব বন্ধন) হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে প্রেমলক্ষণাভক্তি প্রাপ্ত হন।

এক্ষণে এই শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রাদি অনুরূপ স্মৃতি শ্রবণ কর। তথাচ মনুসংহিতায়াং "প্রসংশিতারং সর্ব্বেষা অণীয়াং সমনুষপি। "রুক্মাভং" স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাৎ ত পুরুষং পরঃ।" অস্য টীকায়াং। রুক্মাভং (উপাস ভেদে) শুদ্ধ স্বর্ণাভং স্বপ্নধীঃ আত্মধীঃ। ব্রহ্মসংহিতায় শ্যামৈ "গৌরৈশ্চ" রক্তৈশ্চ শ্বেতৈশ্চ পার্শ্বৈভিরিতি পুরাণ শ্রবণ কর। বায়ু পুরাণে, শুদ্ধো "গৌর" সুদীর্ঘা ইতি। প্রথমস্কন্দে,—"অন্তঃ কৃষ্ণঃ বহির্গৌর ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে, শুক্লোরক্ত স্থাপীত": ইদানীং কৃষ্ণতাং গ ইত্যাদি। ইতিহাস শ্রবণ কর। মহাভারতে,—সুবর্ণ ব "হেমাঙ্গ" ইত্যাদি। তন্ত্র শ্রবণ কর। "মুক্তিসঙ্কলিনী তন্ত্রে,—"যত্র দ্বিজমণি "গৌর" ইত্যাদি।

এখন দেখ গায়ত্রী দ্বারায় যদি রূপের উপাসনা হ

তবে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস তন্ত্র সকলেই এক বাক্যে আমার গৌড়েশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উপাসনা গায়ত্রী (গানের) দ্বারায় করিতেছেন। অতএব "কীর্ত্তনই" সর্ব্ব প্রধান উপাসনা। (ক্রমশঃ)

কীর্ত্তন-স্মৃতি।

গৌর হে।

(তোমার) মধুময় নাম, কীর্ত্তন ক'রে, কত সুখ হয় মনে।
পারি না রাখিতে, সে সুখ হৃদয়ে, ঝরে তাই আঁখি-কোনে॥
কেঁদে কেঁদে বলি, এস গুণমণি, এস হৃদয়ের মাঝে।
বলিতে বলিতে, বিহ্বল হইয়ে, দেখি তোমা যেন কাছে॥
সেই রূপে যেন, দুবাহু তুলিয়া, হরি হরি বলি মুখে।
(তুমি) চলেছ নাচিয়া, নদীয়ার পথে, আপনার মন সুখে॥
দূর হ'তে দেখি, রূপ অপরূপ, না পারি যাইতে কাছে।
মন বুঝে মোর, ও মোর দয়াল (তুমি) কাছে আস নেচে নেচে॥
চোখোচোখি হ'লে, কেঁদে ফেলি আমি, আকুল হৃদয়াবেগে।
নাচিতে নাচিতে, দয়া করে তুমি, হাত ধরে লহ ডেকে॥
লাজ সরমে, মরে যাই আমি, তবু তুমি নাহি ছাড়।
পরশের সুখ, দিয়ে তুমি মোরে, ভালবাসা কর গাঢ়॥
আদর করিয়ে, কতভাবে চাহ, নাচাইতে অবলায়।
ঠেলিতে না পারি, তব কথা আমি, পড়িনু বিষম দায়।
শিখাইয়েছ তুমি, গাইতে আমারে, বাজাইতে করতাল।
নাচি প্রেম ভরে, তোমার খাতিরে, অদ্ভুত পীরিতি-জাল॥
(এবে) চাহ তুমি মোরে, নাচাইতে ঘোর, উদ্দণ্ড ভাব লয়ে।
বুঝ না হে কেন, আমি যে অবলা, পারিনা সরম ভয়ে॥
(তবু) গেলাম নাচিতে, তোমার খাতিরে,
(আমি) কি বা না করিতে পারি।
নাচিতে নাচিতে, পড়িনু ভূমিতে, প্রাণ গেল দেহ ছাড়ি॥
(তুমি) ধরিলে আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, (ওহে) রঙ্গিয়া রসরাজ।
অবলার সনে, কিবা এ রঙ্গ, এ নহে উচিত কাজ॥
গায়ে ব্যথা মোর, মাজায় বেদনা, হাতেতে লাগিল চোট্।
কাঁপে থর থর, কোমল অঙ্গ, শুষ্ক হইল ওঠ॥
(আর) এরঙ্গ কর'না, অধিনীর সনে, ওহে নদীয়ার চাঁদ।
হরিদাসিয়াকে, দয়া করে দাও,—এই কাজটিতে বাদ॥

বাঁশি।

(বসি) হৃদয় মাঝারে, সুমধুর স্বরে, কে হে বাজাও বাঁশরি।
(আমি) আকুল পরাণে, শুনি মনে মনে, হৃদয় পরাণ ভরি॥
কানে বাজে বাঁশি, সম্ভ্রম নাশি, কুল মান বুঝি গেল।
ত্যজিয়ে স্বজন, সব পরিজন, (এবার) যেতে বুঝি মোরে হ'ল
আমি যাব কোথা?
(বসি) হৃদি-নদীয়ায়, মোর গোরারায়, করে কত লীলারঙ্গ।
(বলে) "চল নদীয়ায়, যাবে হায় হায়, পাবি কত সাধুসঙ্গ॥
স্বজন দুর্জ্জন, দস্যু অগনণ, চল ত্যজি নদে ধামে।
(তুই) কেন ভুলে গেলি, মোর লীলাস্থলী, ভেদ নাই ধামে নামে
ভূতের বেগার, আর কেন আর, চল্ নদে ত্বরা করি।
নববৃন্দাবনে, দেখিবি নয়নে, (তোর) পরাণের গৌরহরি॥
এই ব'লে বাঁশি বাজে—
(আমি) রহিতে নারি যে, স্বজন সমাজে, এক তিলার্দ্ধ কাল।
স্বজনাখ্য দস্যু, করিয়াছে বড়, হৃষিকেশে নাজেহাল॥

দীন হৃষীকেশ ঘোষ।

—:*:—

নদীয়া-যুগল প্রেম-সেবা।

গৌরাঙ্গ সুন্দর, নব নটবর, নব নবদ্বীপ-ইন্দু।
নাগরীবল্লভ, ভুবন দুর্ল্লভ, পূর্ণ করুণাসিন্ধু॥
লাবণ্য-বারিধি, সর্ব্ব গুণনিধি, অঙ্গ ভূষিত মালে।
চন্দন চর্চ্চিত, দেহ সুবলিত, অলকা তিলকা ভালে॥
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, মাখান অমিয়া, সুন্দরীকুল রাণী।
গৌর বামে বসি, প্রেমানন্দে ভাসি, হাসি কহে রসবাণী॥
যুগল মিলনে, প্রেম আলাপনে, নদীয়া যুগল ভোর।
প্রেমী-রসে মাতি, বহে দিবা রাতি, আনন্দ নাহি ওর॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রেম বিনোদিয়া ভুবনমঙ্গল রূপ।
নদীয়া নাগরী, রসের গাগরী, রসময় রসকূপ॥
নদীয়া যুগলে, যে ভজে বিরলে, নাহি তার দুখ লেশ।
ভজন আনন্দ, পাহিয়া যোগেন্দ্র, ভ্রমিতেছে দেশ দেশ॥

যোগেন্দ্রমোহন দাস।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-বন্দনা।

(শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ)

এ যুগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ নবদ্বীপ ধাম।
যেথানে স্ফুরিত হ'ল আগে হরিনাম॥
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা অদ্বৈত গোঁসাই।
বিষ্ণু মন্ত্র উপাসনা করিলা যে ঠাঁই॥
যেথানে আকুল প্রাণে সকল বৈষ্ণব।
যুগ অবতার লাগি করিলেন স্তব॥
জাহ্নবী করেন যেই ভূমি প্রক্ষালন।
যেথানে করেন বাস বুধ অগনণ॥
যথা জগন্নাথ মিশ্র, শচী জগন্মাতা।
কশ্যপ অদিতি সম স্থাপিলেন ধাতা॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা হেরি শুভ লগ্ন চয়।
যেথানে হ'লেন আসি গৌরচন্দ্রোদয়॥
সে চাঁদ দেখিতে যথা গঙ্গা স্নান ছলে।
দেব দেবী অবতীর্ণ হ'লেন ভূতলে॥
রাঢ় দেশ হ'তে আসি প্রভু নিত্যানন্দ।
যেথানে বাড়ায়ে ছিলা কীর্ত্তন আনন্দ॥
রামকৃষ্ণ বেশে গৌর-নিতাই দুজন।
করিলা আইয় যথা বিমোহিত মন॥
কভু ভক্ত ভাবে, কভু ভগবান হৈয়া।
বিরাজিলা যথা গৌর সঙ্গোপাঙ্গ লইয়া॥
জগাই মাধাই দুই পাষণ্ড উদ্ধারি।
যেথানে প্রেমের জয় ক'রেছিলা জারি॥
গলায় কাপড় বাঁধি দন্তে তৃণ লইয়া।
সেই নবদ্বীপ বন্দি দণ্ডবৎ হৈয়া॥

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পুনরাবৃত্তি)

প্যারি ও সখি মাতা। চৈতন্যদাস বাবাজি [নব]দ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন, ইহার পর একবার [...] গিয়াছিলেন, আর কোথাও তিনি নবদ্বীপ [...] শ্রীখণ্ডের কথা পরে বলিব।

প্রায় দশ বৎসর হইল তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পিতৃব্য গৌরনাথ রায় এখনও জীবিত,—তাঁহার পিতৃব্য পত্নীও জীবিতা আছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্বধন চৈতন্যদাসকে দেখিয়া যান,—শুধু দেখিয়াই তাঁহাদের সুখ। এক্ষণে তাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহাদের প্রিয়তম জগবন্ধু এসংসারের জীব নহেন,—এ পৃথিবীর লোক নহেন, যেন কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র করিয়াছেন। মনকে এই বলিয়া তাঁহারা প্রবোধ দেন, কিন্তু চৈতন্য দাসের সেবা সুশ্রূষার জন্য কোন আপনার লোক তাঁহার নিকটে থাকে, প্রাণে তাঁহাদের এরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা হয়। দয়াময় শ্রীগৌর ভগবান তাঁহাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ কবিলেন। "চৈতন্যদাস বাবাজির বৈমাতৃক একটি বালবিধবা ভগ্নি ছিলেন। তিনি পরমা ভক্তিমতী ছিলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গচরণে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল।" তাঁহার নাম ছিল প্যারি। এই ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটির একটি ভক্তিমতী বিধবা ননদিনী ছিলেন,—তাঁহার নাম ছিল সখি মাতা। বাবাজী মহাশয়ের পিতৃব্য গৌরনাথ দেশে ফিরিয়া গিয়া এই দুইটি ভক্তিমতী স্ত্রীলোককে নবদ্বীপবাসের পরামর্শ দিলেন এবং তাঁহাদিগের নবদ্বীপবাসের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। দুইটি স্ত্রীলোকই সমবয়স্কা,—অনধিক চল্লিস বৎসর তখন তাঁহাদিগের বয়স। চৈতন্যদাস বাবাজির সেবা সুশ্রূষা করিবার জন্য এবং তাঁহাদিগের ভজন সাধন শিক্ষা ও তীর্থবাসের উদ্দেশ্যে, এই দুইটি পরমা ভক্তিমতী স্ত্রীলোক এই সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করিতে আসিলেন। তাঁহারা পৃথকভাবে ভজন কুটীর করিয়া থাকিতেন, মাধুকরী করিয়া জীবন যাপন করিতেন, মধ্যে মধ্যে চৈতন্যদাস বাবাজীর নিকট আসিয়া তাঁহার সেবা পরিচর্য্যাদি করিতেন। কথিত আছে এই দুইটি স্ত্রীলোক চৈতন্যদাস বাবাজির নিকট গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মধুর ভজন শিক্ষা দেন। এই দুইটি স্ত্রীলোকের ভজনপ্রণালী ছিল অপূর্ব্ব,—প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে বসিয়া লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন, তাহার পর বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়া ভজন শিক্ষা করিতেন,

তাঁহার সেবা পরিচর্য্যাদি করিতেন। ভিক্ষালব্ধ মাধুকরীর অংশ তাঁহারা বাবাজি মহাশয়কে দিতেন। এই ভাবে তাঁহারা দুই জনে শ্রীনবদ্বীপে বসিয়া গুরুসেবা করিয়া গৌরাঙ্গভজনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন, মধুর ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গভজনের সৌভাগ্য কোটির মধ্যে এক জনের ভাগ্যে উদয় হয় কি না সন্দেহ। চৈতন্যদাস বাবাজি নিজ ভজন-তত্ত্ব এই দুই উচ্চাধিকারিণী শিষ্যাকে কিছু কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন। পুরুষের মধ্যে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য নবদ্বীপ-রস-রসিক রসিকভক্ত একজন মাত্র ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কৃষ্ণদাস বাবাজি। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির অন্তর্দ্ধানের পর এই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরসংলগ্ন তাঁহার সমাধিস্থলে বসিয়া বহুদিন শ্রীগৌরাঙ্গভজন করিয়া কিছুদিন হইল অতি বৃদ্ধবয়সে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। ভাগ্যে থাকে তাঁহারও পুণ্যচরিত কিছু কিছু আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিতে চেষ্টা করিব।

নবদ্বীপরস-রসিকা নাগরীভাবে সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজি।—চৈতন্য দাস বাবাজির একণে পূর্ণ নদীয়া-নাগরীভাব। তিনি স্ত্রীলোকের মত বেশভূষা করেন, গৌরবর্ণা সুন্দরী নদীয়া-বালিকা দেখিলেই তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গনাগর বিষয়ক রস-কথা কহেন,—আদর করিয়া বহু সম্মান করেন—আর মনে মনে ভাবেন "আহা! ইহাঁদের কি সৌভাগ্য, ইহাঁরা কত না সৌভাগ্য করিয়া নদীয়া-বালা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—ইহাঁরাই বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ গৌরাঙ্গনাগরকে পতিভাবে পাইবেন। কারণ ইহাঁদের সহজ প্রেমভাব,—আমার প্রতি বিধাতা বিমুখ,—পুরুষদেহ লইয়া নদীয়ার বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে"। এই তাঁহার মনের ভাব,—এই ভাবে বিভাবিত হইয়া বাবাজী মহাশয়কে সময়ে সময়ে বিশেষ অনুতপ্ত দেখা যাইত। মধ্যে মধ্যে গুন গুন স্বরে তিনি গান গাহিতেন,—

"হরি! হরি! হেন দিন কবে বা হবে গো!
নদীয়াবাসীর ঘরে,—অপরূপ রূপ ল'য়ে,
তনয়া হইয়া মুঞি জনমিব কবে গো॥"

শ্রীনিত্যানন্দ বংশের প্রভুপাদ গোস্বামীদিগকে দেখিলে তিনি সসম্ভ্রমে ঘোম্‌টা টানিয়া দিতেন,—তাঁহাদিগের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতেন না। তাঁহার ভাব ছিল,—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের অগ্রজ,—তাঁহার বংশাবলীর প্রাচীন গোস্বামী-পাদগণ ও তাঁহার পক্ষে ভাসুরের মত মাননীয় ও পূজনীয়। শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় অল্পবয়স্ক বালক দেখিলে তাহাদিগকে বাবাজী মহাশয় "ভাসুর পো" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আদর করিয়া হাতে ধরিয়া মিষ্টান্ন প্রসাদ দিতেন। তাহা-দিগকে লইয়া বালকের মত খেলা করিতেন।

চৈতন্য দাস বাবাজী নিত্য নূতন নদীয়া-নাগরীবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেমাবেশে অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাঁহার সহিত কত রস-কথা বলিতেন,—মৃদুমধুর স্বরে প্রাণবল্লভ বলিয়া প্রেমভরে ডাকিয়া অপার প্রেমানন্দ অনুভব করিতেন। প্রাতে উঠিয়া মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন,—তাঁহার দুই নয়ন দিয়া প্রেমনদী বহিত,—হাতের মালা হাতেই রহিয়া যাইত,—জপ আর হইত না। ইহার কিছুক্ষণ পরে তিনি শ্রীমন্দিরের দ্বারে গিয়া অতিশয় প্রেম-ভরে মৃদু মধুর ভাষে ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রাণ-বল্লভকে জিজ্ঞাসা করিতেন "ওগো! আজ কি দিয়ে ভোজন করিবে, বল দেখি? তুমি শাক বড় ভাল বাস, কিসের শাক আজ পাক করিব? গর্ভ-মোচার ঘণ্ট কি আজ করিব?" এইরূপ প্রেমরসপূর্ণ ভোজনবিলাস বিষয়ক প্রশ্ন করিয়া, একদৃষ্টে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিতেন, পরে পাকগৃহের দ্বারে গিয়া সেবাইত মা গোস্বামিনীকে মৃদুমধুর বচনে কহিতেন "মা গোসাঞি! আজ প্রভু আমার কচুর শাক ও গর্ভ-মোচার ঘণ্ট খাইতে চাহিয়াছেন। যেন এই দুইটি ব্যঞ্জন আজ পাক হয়"। মা গোস্বামিনীগণ সকলেই চৈতন্যদাস বাবাজিকে বিশেষরূপে জানিতেন ও চিনিতেন,—সকলেই তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। অধীধম লেখকের জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন সেবাইত ছিলেন। তিনি একণে গৌরধামগতা। তিনি চৈতন্যদাস বাবাজিকে সবিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, উপরোক্ত কথাগুলি আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

সিদ্ধ-চৈতন্যদাস বাবাজি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরতি দর্শন

করিয়া ঠাকুর নরহরি কৃত শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক পাঠ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতেন। তাঁহার মুখে এই স্তবটি বড় সুন্দর লাগিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন, সুকণ্ঠ ছিলেন, স্বরের সঙ্গে এই অপূর্ব্ব অষ্টকটি পাঠ করিতেন। ইহার প্রথম স্তবকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

গোপীনাং কুচ-কুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমশ্চারুণং
নিন্দৎ কাঞ্চনকান্তি রাস-রসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ়কবাভিবন্ধনবশান্ লোমোদ্গম দৃশ্যতে
আশ্চর্য্য সখি পশ্য লম্পট-গুরো সন্ন্যাসীবেশং ক্ষিতৌ॥

স্তব পাঠ শেষ করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের বদন-চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া গুন গুন স্বরে মধুকণ্ঠে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এই গানটি গাহিতেন।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হোয়ো তুমি।
বঁধু, তোমার চরণে আমার পরাণে, লাগিল প্রেমেরফাঁসি।
মন প্রাণ দিয়া সব সমর্পিয়া, নিচয় হইনু দাসী॥

নদীয়াবাসী এবং বিদেশী বহু ভক্তবৃন্দ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব গান শুনিতেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবভঙ্গী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। (ক্রমশঃ)

আমার প্রভু।

(শ্রীবসন্তকুমার দে)

১। মোর প্রভু শচীর নন্দন।
উপায়-বিহীনজনে, খুঁজি লয় নিজগুণে
অভাব পূরায়ে করে আনন্দ বর্দ্ধন।
তথাপি জীবের তরে কাঁদে অনুক্ষণ॥

২। মোর প্রভু বিশ্বরূপ—ভাই।
ভ্রাতৃভাবে বিশ্বগণে, আলিঙ্গিয়া জনে জনে
অকৃতী পাষণ্ড যত দেয় কোলে ঠাঁই।
সাক্ষী তার বারমুখী জগাই মাধাই॥

৩। মোর প্রভু গদাই-বঁধুয়া।
দেখিয়া জীবের পাপ, অন্তরেতে পেয়ে তাপ
ঘুচাইল দুঃখতাপ সদয় হইয়া।
নিবারিল ভবতাপ আঁখি-বারি দিয়া॥

৪। মোর প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
প্রেমবৃষ্টি বরিষণে সুশীতল জগজনে,
জীব প্রতি করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত।
ভূলোকে গোলক-খেলা জীবের সাক্ষাত॥

৫। মোর প্রভু নরহরি ধন।
নাগরীর চিতচোরা পীরিতি মূরতি গোরা,
যাহার কটাক্ষ বাণে মূরছে মদন।
রসরাজ মূর্ত্তি রামানন্দ-বিমোহন॥

৬। মোর প্রভু নিত্যানন্দ-প্রাণ।
ভাল মন্দ অবিচারে গৌর দিলা যারে তারে,
আপনি বিকা'য়ে করে গৌর অভিমান।
অসাধন চিন্তামণি নিতাইর প্রাণ॥

৭। মোর প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর।
করিলেন শুভদৃষ্টি স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল প্রতি
ভক্তিপথে সর্ব্বলোকে দিলা অধিকার।
আচার্য্য সাজিয়া করে ভক্তির প্রচার॥

৮। মোর প্রভু শ্রীবাসের বাসে,—
কীর্ত্তন আনন্দ রঙ্গে বিহরে ভকত সঙ্গে
'ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রকাশে,
পাপ তাপ হরি,—মোহ-তিমির বিনাশে।

৯। মোর প্রভু শিবার* ঠাকুর।
পরিজন সুত দারা, নাহি জানে গোরা ছাড়া,
যার প্রেমে প্রভু বলে-"শিবার কুক্কুর,
সেও মোর প্রিয় বটে, অন্য বহু দূর"।

১০। মোর প্রভু শ্রীধর-"চঞ্চল"।
হাটে ঘাটে যার সঙ্গে কোন্দল করয়ে রঙ্গে
প্রেমের প্রাবল্যে খায় অপবিত্র জল।
শ্রীধর-কোন্দল প্রিয় দুর্ব্বলের বল।

১১। মোর প্রভু বাসুঘোষ-হিয়া।
তিলেক গৌরাঙ্গ ছাড়া হইলে পরাণে মরা
নয়নে নয়নে রাখে গৌর বিনোদিয়া।
(যার কাছে) ভাবময় গোরা রয় ভাব রূপ হৈয়া।

১২। মোর প্রভু কাঙ্গাল ঠাকুর।
কেহ নাহি পুছে যারে, কোলে নেয় স্নেহভরে।

---

*শিবার—শিবানন্দের।

প্রেমানন্দে সদা তারে রাখে ভরপুর।
এমন দয়াল মোর প্রেমের ঠাকুর॥

৩। মোর প্রভু অগতির গতি।
ত্যজিলে বান্ধবগণে, রোগী পাপী তাপী জনে,
"হা গৌরাঙ্গ" ব'লে যদি ডাকে ত্রাসে অতি।
অমনি ছুটিয়ে যান প্রভু তার প্রতি।

৪। মোর প্রভু অদোষ-দরশী।
বিগর্হিত স্বেচ্ছাচারে যে গিয়েছে ছারে খারে
সেও যদি হা হুতাশে ডাকে গৌর-শশী!
প্রেমিক করিয়া দেয় ত'ার হৃদে পশি।

শ্রীশ্রীজাহ্নবা-চরিত।

চতুর্থ অধ্যায়।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

—:০:—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়দেশে আগমন এবং শুভ বিবাহের উদ্যোগ।

—:*:—

অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে আসিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে সপ্তগ্রামে আছেন। এই গ্রামের সন্নিকট [illegible]গাছিয়া গ্রামে তাঁহার আর এক শিষ্যের বাটী। তাঁহার [illegible]ম কৃষ্ণদাস হোড়। তিনি মহা সমাদরে শ্রীনিতাই[illegible]দকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন (১)। উদ্ধারণ দত্তও [illegible]ঙ্গ গিয়াছেন। এই স্থানে বসিয়া রঙ্গিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ [illegible]হার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের নিকট মহাপ্রভুর আদেশ [illegible]পন করিলেন। উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ তাঁহার ভক্তগণ এই [illegible]চ সম্বাদে পরমানন্দ পাইলেন। তাঁহারা উপযুক্ত পাত্রী [illegible]নুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে সুবর্ণ বণিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তাৎকালিক নৈহাটির রাজা নইর দেওয়ান ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার ছিলেন। নৈহাটির উত্তরে উদ্ধারণ দত্তের বাসা বাড়ী ছিল, তজ্জন্য সেই স্থানের নাম উদ্ধারণপুর হইয়াছিল। বণিক সম্প্রদায় পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদের বিশেষ কৃপাপাত্র (২)। এই উদ্ধারণ দত্তই অবধূত নিতাইচাঁদের শুভ বিবাহের প্রধান উদ্যোগ কর্তা হইলেন। তিনি স্বয়ং অম্বিকাকালনায় গিয়া প্রথমে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের নিকট এই শুভ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন (৩)।

এই অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমেই সূর্য্যদাস পণ্ডিত ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং উদ্ধারণ দত্তকে কটুভাষে আপ্যায়িত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। উদ্ধারণ দত্ত ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীনিতাইচাঁদকে সকল কথা বলিলেন। তিনি করযোড়ে নিবেদন করিলেন "প্রভু, সূর্য্যদাসের কন্যা বসুধাদেবী সর্ব্বাংশে আপনার উপযুক্ত পাত্রী, এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাটির সহিত আপনার শুভ বিবাহ হইলে, আমাদের মনে বড় সুখ হয়। আপনি কৃপা করিয়া একটু ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে হাত করুন, তবেই আমাদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হয়",—যথা প্রেম বিলাসে,—

"করহ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ অতি পরিপাটি।"

রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদ ইহা শুনিয়া একটু মৃদুমধুর হাসিলেন, আর কোন কথা কহিলেন না। সে দিন ভক্তবৃন্দ সহ পরমানন্দে কীর্ত্তন করিলেন। সেই রাত্রিতে সূর্য্যদাস পণ্ডিত নিশিশেষে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। এই অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা শ্রীনিত্যানন্দবংশবিস্তার গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে,—পণ্ডিত সূর্য্যদাস বাক্য,—

গত নিশি শেষে এই দেখিনু স্বপন।
জ্বালধ্বজ রথে চড়ি এক মহাজন॥
শুভ্র গৌর কান্তি এক প্রকাণ্ড শরীর।
আরক্ত লোচন মহা মহা মল্লবীর॥

---

(১) পণ্ডিত কৃষ্ণদাস হোড়্আনন্দিত হঞা। [illegible]

(২) বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥ চৈঃ ভাঃ

(৩) বিবাহের অভিপ্রায় জানিনু যখন।
সূর্য্যদাস নিকটেতে করিনু গমন॥
উদ্ধারণ দত্ত বাক্য—প্রেঃ বিঃ
বিবাহের প্রস্তাব আমি যখন করিনু। [illegible]

করিয়া গম্ভীর রোল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে।
প্রেমে অঙ্গ গর গর ডাহিনে বামে দোলে॥
আমার দুয়ারে রথ রাখিল আসিয়া।
এই বাড়ী পণ্ডিতের কহেন হাসিয়া॥
শঙ্খ বলম্বিয়া হল মুষল ধরিয়া।
আমারে ডাকিয়া নিল হাত সারি দিয়া॥
পুষ্পেতে মণ্ডিত চূড়া কুণ্ডল এক কানে।
নীল ধটি পরিধান নূপুর চরণে॥
পরিসর বক্ষশোভা কৌস্তুভ যেমনি।
বনমালা কণ্ঠে দোলে অধর রঙ্গিণী॥
তাহাতে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে।
অলকা তিলক মুখপদ্ম সে ঝলকে।
মোরে কহে তোর কন্যা বিভাইব আমি॥
অদ্যাবধি আমারেহ না চিনিলা তুমি॥
এতেক কহিয়া মোরে কৈল অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি হঞাছে বিহান॥

এই স্বপ্ন দেখিয়া সূর্য্যদাসপণ্ডিত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রীকে স্বপ্নকথা সকলি কহিলেন। সেখানে তাঁহার কন্যা বসুধা উপস্থিত ছিলেন,—তিনিও শুনিলেন। অনুরাগে তখন তাঁহার অবস্থা কি হইল একবার শুনুন,—

বসুধা শুনিল স্বপ্ন গৃহমাঝে থাকি।
স্বাভাবিক প্রেম উপজিল ঝরে আঁখি॥
বসনে আপন মুখ ঝাঁপিয়া রহিল।
নয়নের নীরেতে বসন ভিজি গেল॥ নিঃ বঃ বিঃ

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি বসুধাদেবীর স্বাভাবিক প্রেম,—সহজ প্রণয়-সম্বন্ধ। তাই নিতাইচাঁদের নাম শুনিয়াই নবানুরাগের লক্ষণ সকল আপনিই উদয় হইল। সূর্য্যদাস পণ্ডিত পরমভক্ত,তিনি বুঝিলেন,—এসকল শ্রীনিতাইচাঁদের লীলারঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি বর্ণাশ্রমী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, নিতাইচাঁদ আশ্রমত্যাগী অবধূত সন্ন্যাসী, কি করিয়া সমাজে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইতে পারে,—এই ভাবিয়া সূর্য্যদাসপণ্ডিত চিন্তায় অধীর হইলেন। তিনি মহাসঙ্কটে পড়িয়া ইষ্ট স্মরণ করিতে লাগিলেন (১)।

এইভাবে প্রাতঃকাল গেল। মধ্যাহ্নে ভোজনাদি সমাপন করিয়া তিনি সপ্তগ্রামে রওনা হইলেন। যথাকালে তথায় পৌছিয়া উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে প্রথমেই সর্ব্ব সমক্ষে নিতাইচাঁদ কহিলেন,—

——"ইহোঁ কুকর্ম্মী রাজা হয়।
ইহার দুই কন্যা করিব পরিণয়।" প্রেঃ বিঃ

এই কথা শুনিয়া সূর্য্যদাসপণ্ডিত করযোড়ে তাঁহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত পরম দয়াল নিতাইচাঁদের নিকট বর্ণনা করিলেন এবং এই শুভ বিবাহ সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করিয়া কহিলেন "প্রভু হে! তোমার লীলারঙ্গ বুঝিবার শক্তি আমার নাই। এক্ষণে দাসের কুটীরে পদার্পণ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া কৃতার্থ করুন"। পরম দয়াল নিতাইচাঁদ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উদ্ধারণদত্ত প্রমুখ নিজগণ সঙ্গে অনতিবিলম্বে সূর্য্যদাসপণ্ডিতের বাটি শালিগ্রামে গেলেন (১)। সূর্য্যদাস পণ্ডিতও ইহাঁদিগের সঙ্গে চলিলেন।

যথা সময়ে শ্রীনিতাইচাঁদ দলবলসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যদাসপণ্ডিতের গৃহে আসিয়া পৌছিলেন সূর্য্যদাসপণ্ডিত যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গণসহ শ্রীনিতাইচাঁদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর দিন তাঁহার সংকল্প আত্মীয় কুটুম্ব ব্রাহ্মণ সজ্জনের নিকট প্রকাশ করিলেন। অবধূতের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ শুনিয়া সকলেই সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং সমাজচ্যুতির ভয় দেখাইলেন। তিনি মহা দুঃখিত ও শঙ্কিত হইয়া পরম দয়াল নিতাইচাঁদের নিকট আসিয়া অকপটে তাঁহার চরণে সকল কথা নিবেদন করিলেন। তিনি করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন "প্রভু হে! আমার আত্মীয় কুটুম্ব ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলেই এই শুভ সম্বন্ধের বিরোধী,—আমাকে সমাজ ও জাতিচ্যুত হইতে হইবে। আমি এখন কি করি প্রভু! বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি"। এই কথা শুনিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ কিছুই উত্তর দিলেন না। তিনি সপরিকরে বাসা হইতে উঠিলেন, এবং উদাসভাবে ক্ষুন্নমনে গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন,—পথে কাহারও সহিত কোন কথা কহিলেন না। ইহা দেখিয়া সকলেই বিশেষ চিন্তিত

---

(১) সূর্য্যদাস পণ্ডিত অতি হৃদয়ে সন্তুষ্ট।
——— কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ॥ নিঃ বঃ বিঃ

(১) স্বপ্ন-কথা বলি সূর্য্য আনন্দিত হৈল।
নিত্যানন্দ রাম লৈয়া শালিগ্রামে গেল॥ নিঃ বঃ বিঃ

দুঃখিত হইলেন। সূর্য্যদাসপণ্ডিত বিষণ্ণমনে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং মনের দুঃখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—

হে কৃষ্ণ ! এমন কি করিবেন বিধাতা।
নিত্যানন্দ আমার কি হইবেন জামাতা ॥ নিঃ বঃ বিঃ

তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন আমি জাতি কুল, আত্মীয় স্বজন কিছুই চাহিনা,—আমার কন্যাকে তুমি এই অবধূত ঠাকুরের হস্তে প্রদান কর। ছার আমার একান্ত ইচ্ছা,—এই শুভকার্য্যে যেন তিলার্দ্ধ বিলম্ব না হয়"। সূর্য্যদাসপণ্ডিত কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন "তুমি উদ্যোগ কর, আমি একার্য্য করিবই,— যাহাই বলুক না কেন ?"

এমন সময় গৃহাভ্যন্তরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। হঠাৎ বসুধাদেবী অপস্মার রোগাক্রান্তা হইলেন। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া ভূমিতলে পতিত আছেন। দাসদাসীগণ জাহ্নবাদেবী ইহা দেখিয়া মহা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সূর্য্যদাসপণ্ডিত ও তাঁহার পতিপ্রাণা স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া জ্ঞানশূন্যা কন্যার নিকটে গিয়া যাহা দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। তখনই চিকিৎসক ডাকা হইল। সকলেই একবাক্যে রোগ অসাধ্য বলিলেন (১)। কন্যার আসন্নমৃত্যু দেখিয়া সূর্য্যদাসপণ্ডিত বসুধাদেবীকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার উদ্যোগ করিলেন। এমন সময়ে, এই অশুভ সংবাদ পাইয়া গৌরীদাস পণ্ডিত সেখানে আসিয়া কহিলেন—

"বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরাইয়া আন তার ধরিয়া চরণে॥
যাবত জিয়তি তাবৎক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার॥
বাঁচাইতে পারে তবে কন্যা দিব তারে।
এই প্রতিশ্রুতি বাক্য কহিনু সবারে॥ নিঃ বঃ বিঃ

(১) হেনকালে গৃহমধ্যে ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধা দেবীর কিবা হৈল॥
ধাক্কা মুখে প্রবেশিল গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ দুয়ারে॥
অসম্বিত অঙ্গ কম্প উত্তান নয়ন।
সর্ব্বাঙ্গ শীতল মুখে আবরণ ক্ষীণ।
চিকিৎসকগণ দেখি করিল নির্দ্ধার।
কদাচিত প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার॥ নিঃ বঃ বিঃ

এই কথা শুনিয়া সূর্য্যদাসপণ্ডিত দুই ভ্রাতার সহিত এবং আত্মীয় স্বজন সঙ্গে শ্রীনিতাইচাঁদের নিকটে গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তখন গঙ্গাতীরে নিজ পরিকর সহ কীর্ত্তনে মত্ত,—তাঁহার কমল নয়নে প্রেমনদী বহিতেছে। তখন গৌরীদাস পণ্ডিত ও সূর্য্যদাস পণ্ডিত সগোষ্ঠী তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন; শ্রীনিতাইচাঁদ গৌরীদাসকে দেখিয়াই প্রেমভরে সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে একটি স্নেহপূর্ণ চপটাঘাতে পূর্ব্বলীলার স্মৃতি জাগাইয়া দিলেন। তিনি প্রেমাবেশে কহিলেন,—"আমাকে চিনিতে পারিলি না ?

"ভুলিয়া রহিলি সব মর্ম্ম গোয়ালিয়া" ?

দুই ভ্রাতায় তখন শ্রীনিতাই-চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমভরে আকুল হইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ গৌরীদাসপণ্ডিতের অঙ্গে পদ্মহস্ত প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিত তখন প্রেমাশ্রুলোচনে কহিলেন,—"প্রভু হে! আমার ও আমার ভ্রাতার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বড় অভিমান ছিল, তুমি পরম দয়াল, এই বৃথা অভিমান দূর করিবার জন্যই বুঝি এই লীলারঙ্গ করিলে ?" এই বলিয়া সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বিপদের কথা সকল একে একে নিবেদন করিলেন এবং তাহাকে একবার মৃতপ্রায় বসুধাদেবীর নিকট যাইতে হইবে বলিয়া অনুরোধ করিলেন। অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ ঈষৎহাসিয়া ইহা স্বীকার করিলেন এবং স্বগণসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যদাসপণ্ডিতের গৃহপ্রাঙ্গণে আসিলেন (১)। সেখানে বসুধাদেবীর বস্ত্রাবৃত নিস্পন্দ শরীর পড়িয়া রহিয়াছে,—তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে (২)। তাঁহার বদনের আবরণবসন মুক্ত হইলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইলেন, এবং যেমন তাহার শ্রীঅঙ্গের বাতাস জ্ঞানশূন্যা বসুধাদেবীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল,—অমনি তিনি চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।—সম্মুখে তাঁহার প্রাণবল্লভকে দেখিয়া

(১) মতান্তরে বসুধাদেবীকে গঙ্গাতীরস্থ করা হইয়াছিল, এবং গঙ্গাতীরেই শ্রীনিতাইচাঁদ এই লীলারঙ্গ করিয়াছিলেন (অদ্বৈতপ্রকাশ) কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার বর্ণিত এই লীলারঙ্গ শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহেই অভিনীত হইয়াছিল।

(২) বসনে আচ্ছন্ন তনু কিরণ উপরে।
স্থির বিদ্যুৎ যেন ঝলমল করে॥ নিঃ বঃ বিঃ

লজ্জায় নিজহস্তে মস্তকের বসন টানিয়া দিয়া "একি ?" বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন (৩)। এই সময় পরম দয়াল নিতাইচাঁদ আরও কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। তিনি সূর্য্যদাসপণ্ডিতের গোষ্ঠীকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যময় ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। সে রূপ কেমন শ্রবণ করুন,—

"উর্দ্ধে ধনুর্ব্বাণ মধ্যেশ্রীহল মূষল।
নর্ম্ম দুই হস্তে ধরে দণ্ড কমণ্ডল॥
মস্তকে কীরিটি শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব অঙ্গে মণিভূষা করে ঝলমল॥ নিঃ বঃ বিঃ

সূর্য্যদাস পণ্ডিতের অঙ্গণে সকলেই এই পরমৈশ্বর্য্যময় ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেন,—সকলেই ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। গ্রামস্থ বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও শ্রীনিতাইচাঁদের ষড়ভুজমূর্ত্তি দর্শনলাভ হইল। তাঁহারাও এই পরমাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে এই পরমাদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিয়া বিষ্ণুমণ্ডপে গিয়া সপরিকরে উপবেশন করিলেন। উপস্থিত গ্রামবাসী সকলেই তখন তাঁহার জয়গান করিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যদাসপণ্ডিতকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন,—

সবে বলে সূর্য্যদাস বিপ্র ভাগ্যবান।
জামাতা মিলিল সে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ নিঃ বঃ বিঃ

পরম দয়াল নিতাইচাঁদের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যলীলারঙ্গ দেখিয়াও গ্রামবাসী পণ্ডিত ও কুলাচার্য্যগণের মনের ভ্রান্তি দূর হইল না। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া বলিলেন "অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের গোত্রাদি জানিয়া বেদবিহিত সংস্কার করিয়া উপবীত ধারণ করিতে হইবে" (১)। একথা যখন শ্রীনিতাইচাঁদের কানে গেল, তিনি পরমানন্দে ইহা স্বীকার করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—

যা' কর তাহা কর মোর দায় নাই।
একেলা স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞি॥ নিঃ বঃ বি

একথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিত তাঁহার ভাবী জামাতার পুনরায় উপবীতের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যথাবিধি দিন স্থির হইল,—বাদ্যভাণ্ড বাজিতে লাগিল,—পুরস্ত্রীগণ সূর্য্যদাসপণ্ডিতের গৃহে একত্রিত হইয়া মাঙ্গলিক ক্রিয়া করিলেন (২)। তাহার পর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আসিলেন। বৈদিক বিধি অনুসারে উপনয়নের দ্রব্যাদি সকলি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীনিতাই চাঁদ মুণ্ডিত মস্তকে অরুণ বসন পরিধান করিয়া স্কন্ধে ঝুলি লইয়া যজ্ঞস্থলে বেদীর উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপজ্যোতিতে যজ্ঞস্থল আলোকিত হইল। তিনি যখন "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া স্কন্ধে ঝুলি করিয়া দাঁড়াইলেন, সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহিণী ভদ্রাবতীদেবী সর্ব্বপ্রথমে সুবর্ণ মুদ্রা ভিক্ষা দিলেন।

সম্ভ্রম করিয়া সূর্য্যদাসের গৃহিনী।
সুবর্ণের যত মুদ্রা ভিক্ষা দিল আনি॥ নিঃ বঃ বিঃ

তাহার পর সকলেই ভিক্ষা দিলেন। পুরোহিত যখ পুনরায় গায়ত্রীমন্ত্র দীক্ষা দিতে শ্রীনিতাইচাঁদের কানে কাছে গেলেন, তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন "উহা আমা মনে আছে"। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং গায়ত্রীমন্ত্র পা করিলেন (৩)। অতঃপর শ্রীনিতাইচাঁদ পুনর্ব্বার দ কমণ্ডলু ধারণ করিলেন এবং হাসিয়া কহিলেন,—

"বার বার তিনবার এই ত প্রকাশে"।

অর্থাৎ এইবার লইয়া তাঁহার তিন বার দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করা হইল। প্রথম গৃহস্থাশ্রমে উপনয়নকালে —দ্বিতীয়, সন্ন্যাশাশ্রম গ্রহণকালে,—তৃতীয়, এই বিবাহে পূর্ব্বে।

শুভ-উপনয়নকার্য্য সমাধা হইলে সূর্য্যদাস পণ্ডিত গৃহিণী তাঁহাকে একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন তিনি চলিতেছেন কেমন,—

(৩) দশম দশার শেষ তনুতে প্রকাশ।
এসময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস॥
অঙ্গ গন্ধ গিয়া নাশা প্রবেশ করিল।
মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন পাইল॥
তনুর বসনে সে বদন ঢাকি নিল।
একি একি বলি গৃহে প্রবেশ করিল॥ নিঃ বঃ বিঃ

(১) সবার হইল পরামর্শ—এক মত।
বেদ সংস্কার পুন দিব উপবীত॥ নিঃ বঃ বিঃ

(২) স্ত্রীগণেতে বিলায় সিন্দুর গুয়াপান।
তৈল সন্দেশ কত বিবিধ বিধান॥ ঐ

(৩) পুরোহিত কহে গায়ত্রী দানের নিমিত্তে।
নিত্যানন্দ কহে ওসব আছে মোর চিত্তে॥ ঐ

চরণে পাদুকা স্কন্ধে ছত্র চলি যায়।
সকলেই দেখে যেন নব-বটু প্রায়॥ নিঃ বঃ বিঃ

যথাবিধি তিন দিবস নিতাইচাঁদ এই প্রকোষ্ঠে নির্জ্জনে ব্রহ্মচারীবেশে থাকিলেন (১)। গৃহের বাহির হইয়া তিনি সূর্য্যদাসপণ্ডিতের বিষ্ণুমণ্ডপে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীগণ সকলেই আছেন। সূর্য্যদাস-পণ্ডিত তখন মহানন্দে শুভ-বিবাহের দিন স্থির করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী।

"শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" পত্রিকায় (১০।১১।১২ সংখ্যা একত্রে) ৩৩৮ পৃষ্ঠায় শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অষ্টম বিশেষ ও নবম অধিবেশনের (গত ১৪ই ও ১৫ই মাঘে) বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। এই বিবরণ যে প্রকৃত বিবরণ নহে, তাহা শ্রীদীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত সুদীর্ঘ পত্রে পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পত্র "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এই বিবরণ পাঠ করিয়া "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" শ্রীপত্রিকায় (১ম সংখ্যা) বৈষ্ণবসভায় অবৈষ্ণব সভাপতি নির্ব্বাচন এবং বক্তা নিয়োগের কুফল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কি,—তাহা শ্রীপত্রিকার পাঠকগণ জ্ঞাত নহেন, এইজন্য শ্রীদীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "আনন্দবাজার পত্রিকায়" এই পত্রের কোন কোন অংশ ত্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে প্রকাশিত এই সভার বিবরণীতে প্রসিদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম বক্তা শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের নামগন্ধও উল্লেখ নাই,—অথচ তিনি এই অধিবেশনের দুইদিনই সভায় বক্তৃতা করিয়া সভাপতির বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। "শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে" এত বড় অবৈষ্ণবীয় ব্যাপারটিকে ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ ভাবে এ ব্যাপার শেষ হইবে না। প্রকৃত বৈষ্ণব-সমাজে ইহার ঘোর আন্দোলন চলিতেছে,—আশা করি শ্রীযুক্ত কুলদা বাবু এসম্বন্ধে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিবেন এবং এই আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবেন।

সম্পাদক।

শ্রীদীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ-প্রেরিতপত্র।

নবদ্বীপের গানের মেলা আরম্ভ হইয়াছে। মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব দিনে এই মেলার আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ একাদশীর দিন হইতে মেলা বেশ জমিয়া উঠে। এ বৎসর কলিকাতার "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী" হইতে একখানি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। সেই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল "নবদ্বীপে গোরাচাঁদের আখড়ায় ১৪ই মাঘ রবিবার হইতে ১৩ই মাঘ পর্য্যন্ত এই সভার অধিবেশন হইবে।

এইরূপ রাষ্ট্র করা হইয়াছিল যে কাশীমবাজারের মহারাজ, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বরাহনগরের রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী প্রভৃতি অসংখ্য গণ্যমান্য পদস্থ ও পরিচিত ব্যক্তিগণ এই সভায় আসিবেন। নবদ্বীপের যাত্রীগণ প্রায় অধিকাংশই অশিক্ষিত,—যাঁহারা কিছু কিছু লেখা পড়া জানেন, তাঁহারা আশা করিতেছিলেন, একটা কিছু খুব বড় দরের ব্যাপার হইবে। কিন্তু শেষে দেখা গেল, শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ব্যতীত কলিকাতা হইতে আর কেহ আসেন নাই। কাশীম বাজার হইতে মহারাজার জমিদারী কর্ম্মচারী শ্রীবামাচরণ বসু এবং একজন ভাগবত ব্যাখ্যাতা গোস্বামী আসিয়াছেন। এতদূর গুজব হইয়াছিল যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ও আসিবেন। কার্য্য কালে সভায় কিছু বেশী করিয়া লোক জমাইবার জন্য সভার দিন প্রাতঃকালে ঢেঁড়রা দেওয়া হইল, যে শ্রীযুক্ত কুলদা বাবুর বক্তৃতা হইবে। এই মর্ম্মে অনেকগুলি বিজ্ঞাপনও নবদ্বীপের স্থানে স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। নবদ্বীপের মাঘোৎসবের মেলায় প্রতিবৎসরই কুলদা বাবুর বক্তৃতা হয় এবং সেই বক্তৃতায় বহু লোকের সমাগমও হইয়া থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর যে বিজ্ঞাপন প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে ৪১জন লোকের নাম ছাপা ছিল, কিন্তু কুলদা বাবুর নাম ছিল না। সুতরাং সভার দিনে তাঁহার নামে ঢেঁড়রা দেওয়া ও তাঁহার বক্তৃতা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যে কেন হইল, তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়। এই সভার প্রথম দিনের অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহোদয়দ্বয় যে বক্তৃতা করেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে গত ১১বৎসর কলিকাতা বৈষ্ণব-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়-মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমাদর খব

(১) প্রধান গৃহেতে প্রভু প্রবেশ করিলা।
তিন দিন সেই মতে নির্জ্জনে রহিলা।।
অতি প্রাতে সূর্য্যরথ দর্শন করিয়া।
বাহির হইলা বিপ্রবদন দেখিয়া।। নিঃ বঃ বিঃ

বেশী রকম বাড়িয়া গিয়াছে ; হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যার্ এ, চৌধুরী প্রায় বৈষ্ণব হইয়াছেন ; তাঁহার বাড়ীতে রূপার টবে তুলসী গাছ বসিয়াছে এবং সেই তুলসীর পূজাও হয়। তাঁর বাড়ীতে বৈষ্ণব-সম্মিলনী হইয়াছিল ; তিনি দরিদ্র মালাতিলকধারী বৈষ্ণবদিগের সম্মান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন, আর তাঁহার বাড়ীর সভায় ভাগবত ও কীর্ত্তন শুনিবার জন্য বহুসংখ্যক বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার দড়ীর জুতা পায়ে দিয়া ভক্তিসহকারে বসিয়াছিলেন। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই সমাদর অমূল্য বাবু, বামাচরণ বাবু প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিচালিত বৈষ্ণব সম্মিলনীর দ্বারা হইয়াছে। অমূল্য বাবু যে বড় জামা বিং, তাহা বামাচরণ বাবু সভায় বলিয়া গেলেন। অমূল্য বাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন "একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত চৈতন্য-চরিতামৃতের জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন, তিনি প্রথম কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় দার্শনিক মতের সহিত তাহার তুলনামূলক দেড় হাজার পৃষ্ঠা সমালোচনা করিয়াছেন এবং শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চৈতন্য চরিতামৃতের প্রতিপাদিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবদর্শন পৃথিবীর উচ্চতম দর্শন ও ধর্ম্ম। অমূল্য বাবু জার্ম্মাণ ভাষায় পৃথিবীর যাবতীয় উচ্চতম দর্শনের এই সমালোচনা পড়িয়াছেন,—তাহাও সভায় বলিলেন। কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে অতি সামান্য জিনিস এবং নিম্নশ্রেণীর ও অশিক্ষিত লোকের জন্য, এই সব কথা এমন ভাবে বলিলেন যাহাতে সভাস্থ বৈষ্ণবমাত্রেই বিশেষরূপ ব্যথিত ও ক্ষুণ্ণ হইলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের মত নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ জানেন সুতরাং তাঁহাকে যখন সভাপতি করা হয়,—তখন সভার কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ এই সমালোচনা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন ; সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার জন্য অমূল্য বাবু সর্ব্বশেষে যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে বলেন "আমাদের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন সুতরাং কেহ বৈষ্ণবনিন্দা করিলে বা বৈষ্ণবগণের সাধনার প্রতি অশ্রদ্ধার কথা বলিলে বৈষ্ণবগণের তাহা শান্তিভাবে শ্রবণ করা উচিত, সভা হইতে উঠিয়া যাওয়া উচিত নহে।

(প্রথম দিনের সভার এই বিবরণ কাগজে ছাপাইলাম। কাগজের লেখার প্রতিবাদ করিবার শক্তি বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে খুব বেশী রকম বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আমার এই বিবরণের প্রতিবাদ অনেকেই করিতে পারেন ; সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন যে, ইহার কোনও প্রতিবাদ ছাপাইবার জন্য প্রেরিত হইলে, যে আথ্ড়ায় সভা হইয়াছিল সেই আথ্ড়ার মহান্ত সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট আমাদের এই বিবরণ সম্পূর্ণরূপে সত্য কি না জানিয়া তাহার পর ঐ প্রতিবাদ পত্রস্থ করিবেন। এই সভার পরম শ্রদ্ধাস্পদ এবং বৈষ্ণবসমাজের সুপরিচিত পরম পণ্ডিত ভক্ত শ্রীমৎ অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহার নিকটও সম্পাদক মহাশয় সংবাদ লইতে পারিবেন। নতুবা এই স্বরাজের আন্দোলনের দিনে আমরা এই বিবরণী প্রচার করিয়া এবং ইহার পর এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়া যে অতি প্রয়োজনীয় মহা সত্যের প্রতি দেশের সত্যনিষ্ঠ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, সেই মহাসত্যের অপলাপ হইবে।)

সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই অর্থাৎ শতকরা ৮০জন লোক কুলদা বাবুর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের নব্য ন্যায়ের আবৃত্তি বা তাহার ব্যাখ্যা শুনিতে যান নাই এবং অল্প সংখ্যক ভিক্ষা ব্যবসায়ী ও কলিকাতা যাতায়াতকারী বাবাজী ব্যতিত বিলাত ফেরত বড় লোকদের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুরাগ শুনিতে যান নাই,—আর চৈতন্যচরিতামৃতের জার্ম্মাণ অনুবাদের প্রতি কাহারও কোনও আগ্রহ ছিল না।

এই সভায় অবশ্য কুলদা বাবুও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিলেন তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণের বক্তৃতার সহিত খাপ ছাড়া হইল (তিনি বলিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু "কৃষ্ণপারম্যবাদ" প্রচার করেন। পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা চতুর্ভুজ নরায়ণকে আদিতত্ত্ব বলিতেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন যে গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই পরতত্ত্ব,—দ্বারকানাথ বা নারায়ণ নহেন। এই তত্ত্বের সামাজিক অর্থ এই যে, যাহারা মাঠে গোচারণ করে, বা কৃষি প্রভৃতি করে তাহারাই সমাজ জীবনের মূল। ঐশ্বর্য্যশালী নগরবাসিগণ সমাজের মূল নহে। ইহাই যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রধান কথা তখন বর্ত্তমান শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি এই অনুরাগ তত আনন্দের কথা নহে। এবং এই ধর্ম্মও তাহাদের মধ্যে প্রচার করার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে প্রচারিত হয়, সেইজন্য চেষ্টা করা দরকার। মহাপ্রভু অভিধেয় সাধন-ভক্তি বর্ণনায়, রাগানুগা ভক্তিকে উচ্চতম স্থান দিয়াছেন ; রাগমার্গ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বার্ত্তা সুতরাং এই স্বাধীনতার ভাব মহাপ্রভুর নামে দেশে প্রচার করিতে হইবে। বৃন্দাবন-লীলায় ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চতম অধিকার ব্রজগোপিগণ পাইয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মরাজ্যে উন্নততর। তাহারা যাহাতে এই অধিকার লাভ করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই।" তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন ; মোটের উপর তাঁহার কথা পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণের কথার সহিত সব জায়গায় মিলিল না। ইহাই প্রথম দিনের বিবরণ। এসম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন।

প্রথম দিনের সভায় সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় নবদ্বীপের বৈষ্ণব মাত্রেই বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এই বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধনশীল লোকও আছেন। দ্বিতীয় দিনের সভায় আর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয় নাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই সভাপতি করা হয়। মহা মহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়ও অবশ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় দুইজন গোস্বামী পরপর শ্রীমদ্ভাগবত

পাঠ করেন, তাহার পর বামাচরণ বাবুর সুদীর্ঘ বক্তৃতা। সে এক অপূর্ব্ব জিনিস ; সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্ব দিন সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, বামাচরণ বাবু তাঁহার অনেক কথার সমর্থন করিয়া মহা মহোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন করেন। বামাচরণ বাবু জমিদারের চাকুরী করেন, সেরূপ অবস্থায় আধ্যাত্মিক সত্যের, বিশেষতঃ প্রেমধর্ম্মের উপলব্ধি যতদূর সম্ভব, তাহা তাঁহার আছে, এবং বক্তৃতায় তাহাই প্রচার করেন, প্রশংসাবাদে বা তোষামোদে তুষ্ট হইয়া মহামহোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব দিনের ব্যাখ্যানের এক অংশের বিশদ বিবৃতির জন্য অল্প সময় বক্তৃতা করেন, তিনি বলেন যে, "যাগ" যজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তাদি উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মসাধনে কলি-কালের লোক অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, এই অজ্ঞান ও অক্ষম দিগের জন্য চৈতন্যদেব একটী ছোট রকমের সহজ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন, সেই ধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন। ইহাতে অধিকারী ভেদ প্রভৃতি নাই, সকলেই ইহা করিতে পারে। এই সংকীর্ত্তন আমাদের ধর্ম্মহীনতা হইতে রক্ষা করিয়াছে।' আজিও কুলদা বাবুর বক্তৃতা হয়, তিনি যাহা বলিলেন, তাহা তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথার একেবারে বিপরীত। তিনি বলিলেন,—জগৎ বা মানবসমাজ অবনতির দিকে যায় নাই, ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই যাইতেছে ; মধ্যে মধ্যে স্থান বিশেষে মানবের অবনতি দৃষ্ট হইলেও সমগ্র জগৎ উন্নতি-মুখী। যে জাতি শক্তি-হীনতাপ্রযুক্ত এই উন্নতির পথে ঠিক মতে চলিতে পারিবে না কর্ম্মদোষে সে জাতি ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় এই প্রকারে অনেক জাতি ধ্বংসও হইয়াছে,—কিন্তু সেজন্য সমগ্র মানব-জাতির জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির ব্যাঘাত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কার দেখাইয়াছেন যে কলিযুগ-সম্বন্ধে পুরাণে দুই প্রকারের বচন দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর বচন কলিযুগের নিন্দা করিয়াছেন ; আর এক শ্রেণীর বচন কলিযুগকে সকল যুগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কার এই বিরোধী বচন সমূহের মীমাংসা উপলক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে একবার করিয়া স্বয়ং ভগবানের প্রাকট্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কলিযুগ সমূহ পুরাণে প্রশংসিত হইয়াছে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ; সুতরাং "প্রথমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার"। অতএব আমরা অবনতি বা ধ্বংসের দিকে যাই নাই,—উন্নতির দিকেই যাইতেছি। সংকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রবর্ত্তন আমাদের অবনতির পরিচায়ক নহে, উন্নতিরই পরিচায়ক। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না,—ধ্বংস হইয়া যাইব। পরিশেষে কুলদা বাবু শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা গোস্বামীপাদগণের সিদ্ধান্তানুসারে কিপ্রকারে করিতে হয়, বহু বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহা উদাহৃত করিলেন।

আজিকার অধিবেশনের শেষ সময় এই বৈষ্ণব-সম্মিলনীর গূঢ় বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া গেল। নবদ্বীপের মেলার কিছু চাঁদা তুলিবার জন্যই এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। সভায় দুই খানা ভিক্ষাপত্র বিতরণ করা হয়, তাহার এক খানিতে লেখা আছে,ভিক্ষাই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম,—অতএব চাঁদা তোলাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান সাধন। কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং কোষাধ্যক্ষ। অতএব বৈষ্ণবজগতের কল্যাণের জন্য সকলেরই চাঁদা দেওয়া দরকার।

আজিকার সভায় কালনার "পল্লিবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপেন্দু ভূষণ কাব্যসাংখ্যতীর্থ ও নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী মজুমদার বি, এ, মহাশয় বক্তৃতা করেন। ইতি ১০।১০।২৯

বিনীত—

শ্রীদীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ

নবদ্বীপ, সেবাশ্রম।

পীরিতি।

দোঁহার অধর সুধা রসপানে তাহে উপজিল—পী।
নয়নে নয়নে বান বরিষণে তাহে উপজিল—রি।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে তাহে উপজিল—তি।
এ তিন আখর মুনি মনোহর তাহার তুলনা—কি ?

চণ্ডীদাস।

গৌর-আবাহন। (১)

(মম) তমসাবৃত হৃদয়মাঝারে হও হে বিবেক দীপ্ত !
(আমি)মোহের ছলনে দিশাহারা নাথ ! বিবেক আমার সুপ্ত !
(তুমি) শুনাও বিবেক করুণা বিতরি চরণ-নূপুর ছন্দ !
(ওগো) ছড়াও হৃদয়ে মালিকার তব মন্দার ফুল-গন্ধ !
(তুমি) জ্বালাও হৃদয়ে বিবেক আলোক বাসনা কর গো দগ্ধ !
(আমি) সব ভুলে গিয়ে তোমাতে মজিয়ে থাকি যেন হয়ে মুগ্ধ !
(আমি) চাহি না বিরাম চাহি না শান্তি চাহি না বিশাল বিশ্ব,
(শুধু) চাই আমি সদা হেরিতে তোমার শ্রীমুখের চারু হাস্য।
(আজি) ঘুচায়ে বিষাদ এসগো হৃদয়ে জাগাতে নবীন হর্ষ !
(তুমি) ফুটাও শুষ্ক হৃদয়ে কমল দানিয়া চরণ স্পর্শ।
(ওগো)খুলে দাও আঁখি বিবেকের তরে আসিগো যে চির অন্ধ!
(এস) বাঞ্ছিত মম হৃদয় মাঝারে এসগো গৌরচন্দ্র !

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী, কাব্যনিধি।

---

(১) এই বালক ভক্ত-কবির সন্ধান সম্প্রতি পাইলাম। কয়েকটি কবিতা শ্রীপত্রিকায় করিতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার পরিচয় পরে দিব।

শ্রীশ্রীগৌরনিতাই নাম-মাহাত্ম্য।

(প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুনঃ—

"অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তারে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়।।"

নিত্যানন্দ নামে হয়, সংসার বাসনা ক্ষয়,
তবে কেন ভাব অকারণ।
"হা নিতাই" বলি ডাক, পরমাণ পরতেখ,
বিচারের কিবা প্রয়োজন ॥
নিতাই নামেতে যায়, দুঃখ জ্বালা হায় হায়,
প্রেমানন্দে হৃদি হয় পূর্ণ।
সঙ্গ নিত্যানন্দ দাস, নিত্য কর অভিলাষ,
অহঙ্কার সব হবে চূর্ণ ॥
নিতাই-পদ কমল, কর ভাই সম্বল,
নিত্যানন্দ নাম কর সার।
ডাক দেখি বাহু তুলি, হা নিতাই গৌরাঙ্গ বলি,
(দেখ) বহে কি না বহে অশ্রুধার ।।
রূপ হেরি চিত্র-পটে, ডাক'দেখি অকপটে,
বিচার করিয়া দেখ দয়া।
দন্তে তৃণগুচ্ছ করি, কেঁদে বলে দাস হরি,
নিতাই দিবেন পদছায়া ॥

তাই বলি ভাই—

নিত্যানন্দনাম জপ মনেমনে। হা নিতাই বলি কাঁদ গিয়া বনে
নিত্যানন্দ শক্তি দিবেন তোমারে। পা'বে অধিকার গৌর ভজিবারে॥
নিতাইর গুণে পশুপক্ষী ঝুরে। নিতাইর নামে ব্রজরস স্ফুরে॥
নিত্যানন্দগানে দরবে পাষাণ। গর্ব্ব অভিমান হয় খান খান॥
নিতাইচাঁদের মহিমা অপার। স্বয়ং গৌরাঙ্গ করিলা প্রচার॥
বিচার তর্কে প্রয়োজন কিবা। মাৎসর্য্য ছাড়িয়া নাম লইবা॥
খাইতে শুইতে ভ্রমনে কথাতে। পথেঘাটেমাঠে সর্ব্বস্থানেতে॥
দুখে সুখে শোকে সম্পদে বিপদে। হৃদয়ে ধরিয়ে নিতাইচাঁদে
নাম লইবে,—গুণ গাইবে। দয়ার বিচার মনেতে করিবে॥
পাপেরভার লুইবে নিতাই। করিবেন কৃপা চৈতন্য গোসাঞি॥
বল সবে বল জয় নিত্যানন্দ। দুখী হরিদাস পাইবে আনন্দ।

পদ,—যথারাগ।

(আমার) নিতাই বিনে কেবা আছে দয়াময়।
(সে যে) মার'খেয়ে কোল দেয় হেসে কথা কয়॥
হেন দয়া কে করেছে, পাপী তাপী বেছে বেছে,
যেচে যেচে দিলা সবে নাম রসময়।
বিলাইলা অবিচারে, নাম প্রেম যারে তারে
দয়াল নিতাই মোর জয় জয় জয়॥
হেন নিতাই বিনে ভাই, জীবের আর গতি নাই
চরণ ধরিলে যায় শমনের ভয়।
আয় সবে ত্বরা করি, নিতাই চরণ ধরি,
"নাম প্রেম দাও",—বলি কাঁদ রে সদাই॥
নিতাইর দয়া হ'বে, তবে ত গৌরাঙ্গ পাবে,
সবে মিলে গাও ভাই নিতাইর জয়।
দাস হরিদাস ভণে, নিতাইর কৃপা বিনে
গৌরাঙ্গ চরণে রতি কভু নাহি হয়।

তাই বলি—

নিতাই গৌরাঙ্গ নামে, অপরাধ নাহি মানে,
নাম লৈতে বহে অশ্রুধার।
ভবরোগ বৈদ্যরাজ কৃষ্ণদাস কবিরাজ,
কহিলেন এই তত্ত্ব সার॥

তাই বলিয়া—

নামবলে অপরাধ, না করিহ চিত্তে সাধ
প্রেমভক্তি বাদ যাহা হৈতে।
চিত্তে করহ যত্ন, লভিবারে নাম-রত্ন,
আর অপরাধ বাঁচাইতে॥
অপরাধ হয় হোক্, তাহাতে দিবে না ঝোঁক্,
নামে হয় অপরাধ ক্ষয়।
ডাক হা নিতাই বলি, সর্ব্ব অভিমান ভুলি,
গৌরাঙ্গ দিবেন পদাশ্রয়॥
নিত্যানন্দ নাম সত্য, গৌরাঙ্গ ভজন-তত্ত্ব,
স্ফুরয়ে হৃদয়ে যাঁর নামে।
হেন নাম বিনে ভাই গৌরহরি পাইতে নাই,
বিচার করহ মনে মনে॥
এ ভব-সাগর মাঝে প্রেমিক নাবিক সাজে,
গৌরনাম-তরি আরোহিয়ে।
জগদ্গুরু নিত্যানন্দ, পাতিয়ে প্রেমের ফান্দ,
ধরিছেন জীব সমুদায়ে॥

ফাঁদে পড়ি জীবগণে, ডাকে তাঁরে সকরুণে,
হা নিতাই দয়া কর মোরে।
মুখে গৌরহরি বোল, ধরি ধরি দেন কোল
(তিনি) পতিত পাষণ্ডী দুরাচারে॥
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, অক্রোধ পরমানন্দ
হেন দয়া কোথা পাবে আর।
হইয়ে সংসারে মত্ত, নিতাইচাঁদের তত্ত্ব,
না বুঝিল হরি দুরাচার॥
তাই বলি—
বল সবে বল, গৌরহরি বোল, নিতাইচাঁদের জয়।
শুন সর্ব্ব জন, মন দিয়া শুন, ভাগবতে কি বা কয়॥
"সর্ব্ব ভাবে হয় যেন স্বামী নিত্যানন্দ।
তাঁর হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥ চৈঃ ভাঃ
স্বয়ং প্রভু গৌরচন্দ্র, বন্দিলেন নিত্যানন্দ,
ক্ষেত্রে বসি পড়ি এক শ্লোক।
শুন শুন শুন ভাই, এর তুল্য শ্লোক নাই
যা শুনিলে যায় দুঃখ শোক॥
তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে প্রভুবাক্যং—
"গৃহ্লীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ং।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজং॥
"যদিয়া যবনী ধরি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে গৌরচন্দ্র॥" চৈঃ ভাঃ (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব-বন্দনা।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কালীদহ বাসী বন্দো বাবা জগদীশ।
ব্রজরসে মগ্ন ভাব যাঁর অহর্নিশ॥
শ্রীবৈষ্ণব-বিগ্রহ বলি বৃন্দাবনে ধ্বনি।
সর্ব্বলোক পূজ্য যিহোঁ সাধু চূড়ামণি॥
বন্দো খণ্ডবাসী ঠাকুর বদন চন্দ্র।
গৌরকুসুম স্তোত্র যে কৈলা ছন্দবন্ধ॥
শান্তিপুরবাসী বন্দোঁ গোস্বামী শ্রীরাম।
শ্রীঅদ্বৈতবংশধর গৌরগত প্রাণ॥
বন্দোঁ প্রভু রাধিকানাথ অদ্বৈত-কুলরত্ন।
রচিলা ভকতি গ্রন্থ করি বহু যত্ন॥
বৃন্দাবনবাসী হয়ে তারিলেন জীব।
গৌর-আনা-গোসাঞির কুলের প্রদীপ॥
বন্দোঁ প্রভু নীলমণি গোস্বামী শ্রীপাদ॥
গোষ্ঠীসহ কৈলা যিহোঁ বৃন্দাবনে বাস॥
বন্দো রায় বনমালি তড়াশাধিপতি।
রাজর্ষি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনে স্থিতি॥
শ্রীরাধাবিনোদে যাঁর জামাতার প্রীতি।
প্রকাশিলা ভক্তিগ্রন্থ ব্যয় করি অতি॥
বন্দো বৈষ্ণবরাজ লালা বাবু খ্যাতি।
ব্রজে বাস কৃষ্ণসেবা যাঁর প্রিয় অতি॥
বিকট বৈরাগ্যবলে প্রাপ্তি হৈলা ব্রজ।
রাজ্যধন ত্যজি কৈলা সার ব্রজরজ॥
বন্দো বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীপাদ।
শ্রীঅদ্বৈত বংশধর অদ্ভুত প্রভাব॥
জটিয়া বাবা যাঁরে বলে নীলাচলবাসী।
স্থাপিলা ক্ষেত্রেতে যিহোঁ কীর্ত্তি অবিনাশী॥
বন্দো প্রভু মহাবাগ্মী মদনগোপাল।
সজ্জনের বন্ধু যিহোঁ পাষণ্ডীর কাল॥
বন্দো সাধু তোতারাম মোহান্ত প্রধান।
নবদ্বীপে অদ্যাবধি ঘোষে যাঁর নাম॥
স্থাপিলা গৌরাঙ্গ যিহোঁ বর্ত্তমান পীঠে।
ভজিলা গৌরাঙ্গহরি মাধাইর ঘাটে॥
বন্দো ব্রজবাসী প্রাণ গোস্বামী সখালাল।
গোপালভট্ট পরিবার বংশের দুলাল॥
দ্বিতীয় গোপালভট্ট বলি যাঁর খ্যাতি।
বৃন্দাবন-রত্ন যিহোঁ ভক্ত মহামতি॥
বন্দো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁর নাম গোপীলাল।
শ্রীরাধারমণ যাঁর একান্ত দুলাল॥
বন্দো বীরচন্দ্র বর্ম্ম ত্রিপুরাধিপতি।
মাণিক্য উপাধি যাঁর গৌরধর্ম্মে মতি॥
অর্থ দানে কৈলা যিহোঁ গ্রন্থের প্রকাশ।
জনম জনমান্তরের গৌরাঙ্গের দাস॥
বন্দো শ্রীরাধারমণ ঘোষজা উপাধি।
উপযুক্ত মন্ত্রীবর ভক্তকুল-নিধি॥
যাঁর পরামর্শ মতে ত্রিপুরাধিপতি।
ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশে হৈলা হেন মতি॥

বন্দো রামনারায়ণ খ্যাতি বিদ্যারত্ন।
অনুবাদ কৈলা গ্রন্থ করি অতি যত্ন॥
বন্দো বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী শ্রীপাদ।
আজন্ম কৈলা যিহোঁ ব্রজপ্রাপ্তি সাধ॥
বন্দো চৌধুরী খ্যাতি রতনগোবিন্দ।
পদরত্নে গাঁথি মালা ভজিলা গৌরাঙ্গ॥
বন্দো নবদ্বীপবাসী সুধী ব্রজনাথ।
উপাধি বিদ্যারত্ন পাণ্ডিত্য আভিজাত॥
স্থাপিলা গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি হরিসভা মাঝে।
যজিলা গৌরাঙ্গধর্ম্ম ত্যজি মান লাজে॥
বন্দো তাঁর পুত্ররত্ন মথুর পদ-রত্ন!
পিতৃস্মৃতি যে রাখিলা করি বহু যত্ন॥
বন্দো হেমন্ত কুমার ঘোষ বংশজ।
পরম গৌরাঙ্গভক্ত শিশির-অগ্রজ॥
বন্দো শিশির কুমার ভকত বিখ্যাত।
যে রচিলা মধুমাখা নিমাই-চরিত॥
বন্দো শ্রীকেদার নাথ দত্ত মহাশয়।
ভক্তিবিনোদ খ্যাতি ভক্তির আলয়॥
যে রচিলা ভক্তি গ্রন্থ অমৃত মথিয়া।
স্থাপিলা শ্রীমায়াপুরে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
বন্দো রাধাকুণ্ডবাসী শ্রীগোবিন্দ দাস।
দৈন্যাবতার যিহোঁ হরিদাসের প্রকাশ॥
বন্দো দাস বলরাম ব্রজভাবে মত্ত।
গোষ্ঠে গতি কৃষ্ণসহ ভাবাবেশে নিত্য॥
বন্দো শ্রীখণ্ডবাসী ললিত মোহন।
ঠাকুর উপাধি শ্রীনরহরির গণ॥
নদীয়া-যুগল-রসে মত্ত যার হিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্বোধেন "প্রিয়াজি" বলিয়া॥
বন্দো নবদ্বীপচন্দ্র দাদা বলি খ্যাতি।
চরণ দাস বাবাজির প্রিয়পাত্র অতি॥
বন্দো শশীভূষণ কাল্না নিবাসী।
প্রচারিল গৌরধর্ম্ম দ্বারে "পল্লীবাসী"॥
বন্দো সাধু দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ খ্যাতি।
শ্রীপত্রিকাদ্বারে যিহোঁ প্রচারিলা "ভক্তি"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ-পদ-কমল।

(শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর)

গলিত কাঞ্চনে, নবনীত ছানি, কমলে প্রলেপ করি।
তড়িত ধরিয়া, তাহাতে জড়িয়া, বিধি সে রাখিল গড়ি॥
চাঁদের উপর, বেড়ি মেঘদল, কিবা অপরূপ শোভা।
চাঁদ মুখ সুধা, স্মিতাধরধারা, মাখিয়া তড়িৎ প্রভা॥
মেঘের তড়িত, সুধাংশুর সুধা, কিবা সে পিরীতে জড়া।
কি সুন্দর নাসা, খগচঞ্চু বাড়া, পিরীতে অমিয় ঝরা॥
খগচঞ্চু ভয়ে, নাগনেত্র দুটি, বিষামিয় ছুটিলে!
নারীবুক দংশি, পলাইতে চায়, অই সে শ্রবণ বিলে॥
সুমেরুর অঙ্গে, গঙ্গা উপবীত, তরঙ্গিত সুধাময়।
সুনিতম্ব বেড়া, লোহিত অম্বরে, চুম্বিত গঙ্গাপয়॥
গলে মুক্তাহার, মালতীর মালা, কপোলে তিলক শোভা।
শ্রবণে কুণ্ডল—দুল মণিময়, কপোলে মধুর প্রভা॥
সর্ব্বতনুময়, মধুর চুয়ানি, কমলে চন্দন ভাতি।
পরশ করিলে, পরশ লাগিয়া, পরাণ ছুটয়ে মাতি॥
তনু তেজঃ প্রভা, কণিকা লোলুপ, ভাস্কর গগনে চরে।
তনু শৈত্যসুধা, ছটা পিয়া চাঁদ, নিজ তনু পুষ্টি করে॥
অঙ্গগন্ধ লোভে, গন্ধবহ বয়, শীতল মধুর মৃদু।
রসোজ্জ্বল গোরা, রসপারাবার, মাধুর্য্য সুধার বিধু॥
রূপনিধি গোরা, সৌন্দর্য্যের সার, পুরুষ রতন সই।
তড়িতের প্রায়, নয়ন ঝলসি, হায় রে লুকাল কই॥

প্রেরিত পত্র।

(১)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

দাদা হরিদাস বড়ই সাদা মানুষ। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।"

শুধু কর্ণে নয়,—বংশ-প্রবাহের দিক দিয়া এ লীলা তাঁহার শোণিতে শোণিতে মিশিয়া আছে। তিনি যতই দৈন্য প্রকাশ করুন বা কেন,—আমরা জানি তাঁর মতন গৌরভক্ত গৌর মণ্ডলে বিরল! ভক্ত সমাজ আগে গৌর নিতাই,

গৌর বিত্তাই বলিয়াই চরিতার্থতা লাভ করিত। গোলকগত মহাত্মা শিশির কুমার আর এই ভক্তমহাত্মার প্রাণপাত চেষ্টায় লোকে এক্ষণে প্রিয়াজীকেও কলির সদ্ব্যপাস্ত দেবী জ্ঞানে বরণ করিয়া লইয়াছে। এখন ঘরে ঘরে "বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন জয় শচীনন্দন" বলিয়া লোকে আর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে শুনি। বস্তুতঃ সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যুগল নামও মাধুর্য্য ঢল ঢল,—যত বল ততই বলিতে ইচ্ছা হয়। দাদা হরিদাস বড় একটী মহামন্ত্র দিয়া গৌর-গোষ্ঠীর পিপাসিত কর্ণ শীতল করিলেন,তাঁহাকে কোটি কোটি নমস্কার। "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" শ্রীপত্রিকার আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন,—ইহা বড় আনন্দের কথা। আজ দুই বৎসর ধরিয়া দুনিয়াদারীর কথা ছাড়া আর কৃষ্ণ, বিষ্ণু, গৌর কোন কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে না। মহাত্মা শিশির ঘোষের বংশীয়েরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' অংশ লোপ করিয়া 'আনন্দবাজারে' দৈনিক দুনিয়াদারী কথার যোগান' দিতেছেন! গ্রামে নগরে এখন হরি কথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, হরি সংকীর্ত্তন কচিৎ কোথাও শুনা যায়; তৎপরিবর্ত্তে কতগুলি কর্ম্মী পুরুষের নাম যথা তথা ধ্বনিত হইতে শুনি। কিন্তু উহাতে আমরা শান্তি লাভ করিতে পারি না। বরং ভগবিমুখতার ভাব দেখিয়া প্রাণে আতঙ্ক জন্মিতেছে,—ভয় হয় পাছে মৃত্যুকালে তারক ব্রহ্ম হরিনাম শুনাইবারও নাকি মানুষ জুটিবে না। তাই পরমাত্মা পুরুষের নিকটই প্রার্থনা করিতেছি—

আমার প্রাণ আমায় ছেড়ে যাবে রে যখন।
যাবার কালে ব'লে যাইস্ রে শ্রীমধুসূদন।

যাঁহারা গৌরাঙ্গের মধুর লীলা আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহারা যেন গোস্বামীপাদের 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' পত্রিকা খানি সর্ব্বদিকে প্রচারের সহায়তা করেন। তা না হইলে দেশ উৎসন্ন যাইবে,—দেশে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিবে। 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' প্রচারের ফলে পুনঃ ভগবদ্ভক্তি ফিরিয়া আসিবে, মধুর হরিনামে ও খোল করতালের তাধিন্ তাধিন্ তাথৈ তাথৈ শব্দে যত আপদ বালাই দূরে পলায়ন করিবে। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মুখ চাহিয়া সকলেই আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। কলির সদুপাস্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গকে ভাবী বংশধরেরাও চিনিয়া লউক। সুধী ভক্তেরা আমার এই কাতর প্রার্থনার প্রতি কটাক্ষপাত করুন। কারণ আপনার পথ প্রসস্ত করিলে চলিবে না, পুত্র পৌত্র পরম্পরায় যেরূপে ঐ অমৃতের পথ ধরিতে পারে,—তাহার উপায়ও করিয়া যাউন

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।
(মৈমনসিংহ)

মহাশয়— (২)

আপনার প্রেরিত ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখের দুই সংখ্যা "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া" শ্রীপত্রিকা পাঠে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। আমরা এই প্রকার একখানা পত্রিকার অভাব কিছু দিন যাবত বোধ করিতেছিলাম। তাই বিজ্ঞাপন দেখিয়া নমুনার জন্য লিখিয়াছিলাম। আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ,—ইহাতে বৈষ্ণব মাত্রেরই সাহায্য করা উচিত। আজ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। অনেকে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া নানাপ্রকারে প্রতারিত হইতেছেন এবং করিতেছেন। এমতাবস্থায় এই প্রকার পত্রিকায় এবং এই সকল সদ্গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রভুর ইচ্ছায় যখন আপনাদের মত ভক্তদিগের এদিকে লক্ষ্য হইয়াছে, তখন কিছুই অসম্ভব নয়। আমার ভাষাধিকার মাত্র নাই, যাহাতে দুই ছত্র লিখিয়া আপনাকে উৎসাহ জ্ঞাপন করিতে পারিব। কিন্তু না লিখিলে মনকে শান্ত করিতে পারিতেছি না,—তাই কিছু লিখিলাম। এমন দিন আবার কবে হবে যে দিন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "জয় গৌর, জয় নিতাই" ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিয়া নাচিয়া উঠিবে।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
(বন্দর ঢাকা)

গদাই-গৌরাঙ্গদাসের সফল স্বপ্ন।

—:o:—

(শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী)

আমি ৪০৭ গৌরাব্দের ২৫ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের অঙ্গনে শয়ন করিয়া আছি। বড়ই অসহ্য গ্রীষ্ম—

অনবরত পুষ্প পড়িতেছে,—মধ্যে মধ্যে মৃদু হিল্লোল আসিয়া ঠিক যেন অমৃতাভিষেক করিতেছে। এমন সময় স্বপ্নে দেখি যেন একটা মহতী সমিতি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

"সভার বিষয় শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব নিরূপণ। আমি যেন সভার রঙ্গের উপরেই নিদ্রিত হইলাম। সহসা সভাপতি মহাশয় বলিলেন "ওহে গদাইদাস! তোমার "গৌর-তত্ত্ব" বুঝিয়াছ ত।" আমি উত্তর করিলাম, "আমি কিছুই শুনি নাই।"

সভাপতি। সে কি? তুমি কি নিদ্রিত ছিলে?

আমি। আজ্ঞা হাঁ। আমার তন্দ্রা আসিয়াছিল।

সভাপতি। তবে শুন,—বহুল শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বিশেষতঃ তোমাদের শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী বহুবিধ প্রভুসন্তান গোস্বামীসন্তান ও আচার্য্যসন্তান এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ উপাস্য নহেন। কারণ তিনি স্বয়ং ভগবান্ নহেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" সেই স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই রাধার ভাবকান্তি লইয়া এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং স্বয়ংও কৃষ্ণভজন করিয়াছেন এবং সর্ব্ব সাধারণকেও উপদেশ করিয়াছেন তোমরা কৃষ্ণ ভজন কর; এবং কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান মন্ত্রের উল্লেখ নাই। তবে কিনা এত বড় একটা সম্প্রদায় যিনি গঠন করিয়া গিয়াছেন, তিনি সাধারণ মানুষ নহেন। তৎসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক আদি গুরুরূপে তাঁহাকে পূজা করা কর্ত্তব্য।

আমি হঠাৎ বজ্রাহতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম। "সভা কি ভঙ্গ হইয়াছে?" উত্তর হইল, "না।" তবে আমার একটী নিবেদন এই সভার গ্রাহ্য হইবে কি? উত্তর হইল, "হইবে।"

আমি দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে করযোড়ে বলিলাম,—"শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীশচীনন্দন হইয়াছেন। ইহার প্রসিদ্ধ শাস্ত্র কি? দ্বিতীয় কথা শ্রীনন্দনন্দন হইলেন কে?

"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" এই ব্যাখ্যোক্ত শ্রুতি বাক্যে "ইদানীং" শব্দদ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে অদ্যাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন,—ইহার পূর্ব্বে ছিলেন না। এই কথা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মণ্ডলী সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন;—শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব নিরূপণ করা আমাদের সাধ্যাতীত। অতএব সকলে মিলিয়া চল শ্রীধাম নবদ্বীপে যাই,—যেখানে কলিহত জীব দিগের পরম মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর অদ্যাপি প্রকট আছেন। তাঁহার তত্ত্ব তাঁহারই নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

এই কথার পর চারিদিকে মহা জয় জয় ধ্বনি উঠিল। কাহারও মুখে "জয় গদাই-গৌরাঙ্গকী জয়" কাহারও মুখে "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গকী জয়," কাহারও মুখে "জয় নিতাই-গৌরাঙ্গকী জয়" ইত্যাদি ধ্বনি হইতে লাগিল।

আমারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পরে দ্বিতীয় দিন। অদ্য শ্রীধাম নবদ্বীপে সভা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং সভাপতি ও বক্তা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ উবাচ। অনাদি অনন্তকাল হইতে আমি বহুবিধ অবতার গ্রহণ করিয়াছি এবং সকল অবতারের তত্ত্বই শাস্ত্রমুখে স্বয়ং বলিয়াছি,—স্বতত্ত্ব স্বয়ং না জানাইলে অন্যে জানিতে পারে না। অতএব এই কলি যুগের পরিপূর্ণাবতারের শাস্ত্রমূলক তত্ত্ব বলিবার জন্য অদ্য তোমরা যে আমার ধামে আসিয়া জিজ্ঞাসু হইয়াছ,—ইহাতে আমি পরমানন্দিত হইলাম। শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং।

তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে ১১স্কন্ধে ৫অধ্যায়ে ২৮ শ্লোক "কলাবপি তথাশৃনু" এই শ্রীমদ্ভাগবতকে তোমরা অনেকেই মনে করিতেছ উহা অষ্টাদশ পুরাণের একখানি পুরাণ মাত্র। কেহ বা পুরাণ মধ্যেও উহার স্থান না দিয়া বোপদেব রচিত কোনরূপ কাব্য বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা নহে।

ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্র্যর্থং সমাসাধ্য শ্রীমদ্ভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ বেদের উপনিষদ ভাগকে বেদান্ত ২... সমস্ত উপনিষদের ভাষ্য, ভারতার্থ (ভগবদ্গীতার) অর্থ নির্ণয় এবং ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ অবলম্বন করিয়া আমি ব্যাসাবতারে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছি।

আমি মৎস্যাদি অসংখ্য অবতার। "অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ" হইয়া যে সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছি, তাহার শেষ শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত,—ইহা হইতে প্রধান শাস্ত্র আর কিছুই নাই।

উত্তরস্য বলবত্ত্বং পূর্ব্বস্মাৎ ইতি প্রোক্তিঃ।

আমি সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে অবতার হইয়া দেখিলাম কোন শ্রুতির সহিতই কোন শ্রুতির সামঞ্জস্য নাই। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং নভিন্নং" পরে আমি সমস্ত উপনিষদের মীমাংসা করিয়া একখানা দর্শন শাস্ত্র রচনা করিলাম, তাহার নাম বেদান্তদর্শন বা উত্তর মীমাংসা অথবা ব্রহ্মসূত্র। এই বেদান্তদর্শনে চারি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্ম নিরূপণ (সম্বন্ধ তত্ত্ব)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন ইত্যাদি। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধনতত্ত্ব (অভিধেয়) চতুর্থ অধ্যায়ে পুরুষার্থ (প্রয়োজন) অতি সুন্দররূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র (বেদাঃপ্রমানং) শ্রুতি প্রমাণ দ্বারায় "প্রমেয়" করিয়াছি। এবং এই বেদান্তদর্শনও আমি একটী মাত্র শ্রুতি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছি। তোমরা এই কথাটী শুনিয়া অবশ্যই চমৎকৃত হইয়াছ, কিন্তু তাহা নহে। শ্রুতিটী এই,—তথাচ মুণ্ডকোপনিষদি য় মুণ্ডকে।

যদাপশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য মুপৈতি।

এই শ্রুতিতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন অতি সুস্পষ্টভাবে শৃংখলাবদ্ধরূপে বিন্যস্ত আছে। এই শ্রুতিতে রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ গৌরাঙ্গ) কর্ত্তা, ঈশ, পুরুষ, ব্রহ্মযোনি (ব্রাহ্মণ বংশে জাতং) এই পাঁচটী শব্দ দ্বারায় আমি গৌরসুন্দর বিশ্বম্ভরকেই বুঝাইতেছে।

(বিশ্বম্ভরঃ কৈটভজিৎ বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ) ইত্যমরাদয়ঃ। এবং আমি গদাধর-বল্লভ গৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য কেহই পরম সাম্য দিতে পারেন না। সে যাহা হউক এ সকল কথা পরে বলিব।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী শব্দ সম্বন্ধ।

বিদ্বান্ (সাধকঃ) পশ্যঃ (দর্শকঃ) নিরঞ্জনঃ (বিগত ক্লেশঃ) এই তিনটি সাধক।

পুণ্য পাপে বিধূয়, দয়া, কামনা রহিত হইয়া (সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য) পশ্যতে পশ্যতি। অর্থাৎ আমাকে দর্শন (ভজন) করে ইতি অভিধেয়। সাম্যং সমতাং তেষাং সাম্যানাং পরমত্বং? পরং পরব্রহ্ম আমি। (সত্যং পরং ধীমহি ইতি ভাগবত) মাং লক্ষ্মী। স্বরূপা শক্তিঃ গদাধরঃ। দ্বয়োরৈক্যং রূপং মাং শ্রীগৌরগদাধরং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরং বা উপ অনায়াসেন এতি।

অর্থাৎ সাম্য শব্দের অর্থ সমতা। পর শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম আমি। মা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী,—স্বরূপা শক্তি গদাধর। এই দুই একরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ, যাহাকে যুগল রূপ কহে।

"মহাভাব রসরাজ দু'ই একরূপ"

তাহা উপ অনায়াসেন এতি, পাওয়া যায়। সে যাহা হউক সময়মত তোমাদিগকে সে কথা বলিব। (ক্রমশঃ)

গৃহস্থাশ্রম।

(শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ভক্তিরঞ্জন বেদান্তভূষণ)

সংসারে চারিপ্রকার আশ্রম, যথা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
চত্বার আশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে গার্হস্থ্যমূলকাঃ॥
ভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্বনি

অন্য তিন আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের মুখাপেক্ষী; সুতরাং গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ—

চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।
বাল্মীকিয়ে রামায়নে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৬।২২।

অন্যত্র—চত্বারোহ্যাশ্রমা দেব! সর্ব্বে গার্হস্থ্যমূলকাঃ।
শান্তিপর্ব্বনি ৩৩৪।২৪।

অন্যত্র—সর্ব্বেষামাশ্রমানাং হি গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে ৭।৩৪।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ করা কর্ত্তব্য—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পনম্।
হোম দৈবো বলি ভৌতোনৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥ মনুঃ ৩।৭০

অধ্যয়ন, অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা তর্পনের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ ও অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ কহা যায়।

অন্যত্র—দেবযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং তথৈব চ।
মানুষং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥
কূর্ম্ম পুরাণে ১৮ অধ্যায়ে।

অন্যত্র—দিব্যো ভৌমস্তথাপৈত্রো মানুষো ব্রাহ্ম এবচ।
এতেপঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা॥
বরাহ পুরাণে ৮।৩১।

অন্যত্র—তান্বেব মহাযজ্ঞাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি। শতপথ ব্রাহ্মণে ১১।৫।৬।১।

গৃহস্থ এই পঞ্চযজ্ঞ না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইয়া থাকেন—

দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৃনামাত্মনশ্চ যঃ।
নর্ননির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি।
মনুসংহিতায়াং ৩।৭২।

দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা এই পঞ্চকে যে ব্যক্তি অন্ন না দেয়, সে নিশ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে। (এস্থানে "ভৃত্যা" শব্দের কুল্লুক ভট্ট মহাশয় অর্থ করিয়াছেন যে বৃদ্ধ মাতা ও পিত্রাদি—
(ভৃত্যা অবশ্য সংবর্দ্ধনীয়াঃ বৃদ্ধ মাতাপিত্রাদয়ঃ)

গৃহস্থ এই পঞ্চযজ্ঞ করিলে সুনা পাপে লিপ্ত হন না—

পঞ্চৈতান্ যো মহা যজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
সগৃহেহপি বসন্নিত্যং সুনা দোষৈর্নলিপ্যতে॥
মনুসংহিতায়াং ৩।৭১।

সুনাপাপ যথা—

পঞ্চসুনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডণী চোদ কুম্ভশ্চ-বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।

চুল্লী, পেষণী (শীল নোড়া), সর্ম্মাজ্জনী, উদুখল, মুষল ও জলকলস এই পাঁচটিকে সুনা কহা গিয়া থাকে। ইহারা আপন আপন কার্য্যে নিযোজিত হইলে, তদ্দারা যে জীব হিংসা হয়, গৃহস্থই সেই পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশে এই সকল পাপ উৎপন্ন হইলে তাহাতে পাপ আশ্রয় করিতে পারে না,—কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশে কর্ম্ম, তাহা কর্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে। ধান ভাজিলে যেরূপ তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

গোবিন্দ গীতিকা।—শ্রীগনেশগোবিন্দ দাস বৈষ্ণব ভাগবতভূষণ সাহিত্যরঞ্জন প্রনীত। মূল্য ।০ মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভাগবত বিষয়ক ও ভক্তি উদ্দীপক গীত সমষ্টিতে পূর্ণ। গ্রন্থকার ভগবৎভক্ত এবং সুকবি এবং স্বয়ং একজন গায়ক। ভাষা ও ভাব সমন্বয়ে গীতরত্নগুলি বড়ই মধুর হইয়াছে। সকল গুলিই সুর দেওয়া আছে। একটি গীতরত্ন পাঠকবৃন্দকে উপহৃত হইল।

(গৌর) একবার এসে উদয় হওহে আমার হৃদয়-মন্দিরে।
ওহে ভক্তবন্ধু কৃপাসিন্ধু ভক্তে ডাকে সকাতরে॥
আমি জানিনা তোমার ভজন, ওহে ভকতরঞ্জন,
নিজগুণে দোষ ক'রে ভঞ্জন, পদধূলি দাও হে শিরে।
আমি অতি ভক্তিহীন, তাতে ভজন বিহীন,
তুমি ভক্তিহীন জনে সিঞ্চ, ভক্তিপ্রেম বারি;
দয়াল নাম করেছ ধারণ, তাইতে ঐনাম ক'রে স্মরণ
তোমার চরণে নিলেম শরণ যা'ইচ্ছা তাই কর মোরে।

বীরভূমি মাসিক পত্রিকা।—সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম-বক্তা শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই পত্রিকা খানি বন্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে, ভগবদ্ভক্তের পক্ষে ইহা আনন্দের বিষয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় কুলদা বাবুর প্রবন্ধ "কৃপাবাদ ও আত্মশক্তি" পরম উপাদেয় হইয়াছে। এই পত্রিকার সর্ব্বতোভাবে আমরা উন্নতি কামনা করি।

আর কত দূরে বৃন্দাবন। মূল্য ।০ মাত্র শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাবগতরত্ন বি, এ, লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভাগবত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও উন্নতি সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি সম্মত সুচিন্তিত এবং সুলিখিত এরূপ প্রবন্ধ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রকোপে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভাগবতীয় প্রেমধর্ম্ম কিভাবে ও কিরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল, কাঙ্গাল বৈষ্ণবগণ কিরূপ উৎপীড়িত ও উপদ্রুত হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সরল ভাষায় অতি সুন্দররূপে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত তথা কথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভাগবতীয় প্রেমধর্ম্মের বিরোধী ভাব হৃদয়ে গুপ্তভাবে পোষণ করিয়া পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় নানা ধর্ম্মমতের নানারূপ আলোচনা করেন। প্রেমধর্ম্মকে তাঁহারা মূর্খের ধর্ম্ম বলিতেও কুণ্ঠিত হন না॥ এই প্রেমধর্ম্ম যে

কি বস্তু, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই প্রেমধর্ম্মই যে পঞ্চম পুরুষার্থ তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি বিস্তাররূপে ব্যখ্যাত হইয়াছে। এরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজন। গৌর ভক্তবর গ্রন্থকার তাঁহার বক্তৃতায় ও লেখায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রকৃত ভাগবতীয় প্রেমধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি সরল ও মধুর ভাষায় প্রচার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরম উপকার সাধন করিতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে পরিভ্রমণ। —শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। গ্রন্থে দুই খানি ছবি আছে। এই গ্রন্থে গৌরভক্তবর গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আসাম ও ঢাকা দক্ষিণ ভ্রমণ-লীলা প্রসঙ্গ যথাযথ প্রমাণাদি সহ বিবৃত করিয়া অনেকের বহু দিনকার ভ্রম দূর করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণেরও সন্দেহ দূর হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থে প্রভুর যে লীলা বর্ণিত হয় নাই, তাহা অন্যান্য মহাজনী গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাজন লীলালেখকগণ সাধক ভক্ত, যিনি যে ভাবে লীলা দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। মাননীয় গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বহুল পরিশ্রম করিয়া প্রভুর এই অপ্রকাশিত লীলাকাহিনী গুলি প্রকাশ করিয়া লীলালোলুপ গৌরভক্তগণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীহরিনাম-মঙ্গল। —শ্রীধাম নবদ্বীপের বর্ত্তমান বৈষ্ণবসাধু শ্রীভুবনেশ্বর দেববর্ম্মা সঙ্কলিত। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর হরে কৃষ্ণ নাম, যাহাকে হরিনাম মহামন্ত্র বলে, তাহা জপ্য কি কীর্ত্তনীয়, এই গ্রন্থে তাহার শাস্ত্রযুক্তি সম্মত সুন্দর বিচার আছে। এই বিষয় লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাইত গোস্বামীদিগের সহিত কয়েক মাস হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের মতে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে,—জপ্য, কিন্তু এই গ্রন্থে শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা এবং প্রভুপাদ গোস্বামী সন্তানগণ, মোহান্ত বৈষ্ণবগণ ও পণ্ডিত অধ্যাপকগণের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, যে হরিনাম মহামন্ত্র জপ্য এবং কীর্ত্তনীয় উভয়ই। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। চির দিন যাহা মহাজন ও সাধু বৈষ্ণবগণের আচরিত এবং শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বিদিত, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন একটা রীতি প্রবর্ত্তনে প্রয়াস সফলকাম হইবে না। বৈষ্ণব সাধু ভুবনেশ্বর দেববর্ম্মার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে নদীয়াবাসী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হন। শ্রীধাম নবদ্বীপে এই সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়টি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নিরুপাধি সংকীর্ত্তনের আদর্শ।

মহাজনভক্ত। —শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর প্রণীত। মূল্য ।৵০ মাত্র। কালীহর বাবু একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চিহ্নিত দাস। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তিনি নবদ্বীপ রসসিন্ধুর বিন্দু ছড়াইয়াছেন, নদীয়া নাগরীভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা গ্রন্থ পাঠেই অনুভূত হয়। ইহা ভক্তবরের আবেশের লেখা সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর মধুর ভজনাধিকারী ভক্তগণ এই গ্রন্থপাঠে অপূর্ব্ব আনন্দ পাইবেন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ইচ্ছায় ও গৌরভক্তবৃন্দের কৃপায় এত দিনে এই সুবৃহৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা শ্রীগ্রন্থ (যাহাকে বৈষ্ণব সাধুমণ্ডলী "শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত" আখ্যা দিয়াছেন) সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হইলেন। তালন্দ রাজসাহীর জমিদার গৌরভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে এই সুবৃহৎ শ্রীগ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। ইহার পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৮০ বার আনা হিসাবে ৩৷০ মাত্র। আনুমানিক এক সহস্র পৃষ্ঠায় বৃহদাকারে সুবৃহৎ সূচীপত্র সহ আর এক খণ্ডে শ্রীগ্রন্থ সমাপ্ত হইবেন। এই শেষ খণ্ড এখন যন্ত্রস্থ,—শ্রাবণ মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হইবেন এরূপ আশা করা যায়। পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ সত্বর গ্রন্থকারের নিকট এই শ্রীগ্রন্থের জন্য পত্র লিখুন। কারণ প্রথম খণ্ড প্রায় নিঃশেষিত হইল, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতে বিলম্ব হইবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ কার্য্যালয়
৭ বীডন ষ্ট্রীট, অথবা বুড়াশিবতলা।
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

বৈষ্ণব-সংবাদ।

বৈষ্ণব সাহিত্যিকের রাজবৃত্তি ও সম্মান। সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ বৈষ্ণব সাহিত্যিক পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী মহাশয়কে লিখিয়াছেন "আপনি শুনিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইবেন যে শ্রীপ্রভুর কৃপায় এবং আপনাদের আশীর্ব্বাদে এই ইংরাজি মে মাস হইতে আসাম গভর্ণমেণ্ট আমার আশৈশব বৈষ্ণবসাহিত্যসেবার পুরস্কার স্বরূপ মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া পেনসন মঞ্জুর করিয়াছেন। এই কার্য্যে কেবল আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে, তাহা নহে, বৈষ্ণবসাহিত্যেরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এবং শ্রীহট্টবাসী জনসাধারণকেও গৌরবান্বিত করা হইয়াছে"। গৌরভক্তবর অচ্যুতচরণ শ্রীহট্টের সুবৃহৎ ইতিহাসও লিখিয়াছেন, পুরাতত্ত্বে তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বিষয়ে তিনি তত্ত্বনিধি। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" "লিখিয়া এইরূপ সম্মান ও এই বৃত্তিই পাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্য বিষয়ক প্রায় সমস্ত তত্ত্বই গ্রন্থকার শ্রীঅচ্যুত বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজ গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অচ্যুত বাবু এক্ষণে দীর্ঘজীবি হইয়া নিশ্চিন্তে শ্রীগৌরাঙ্গভজনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস। কলিকাতায় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেস আজ ১০ বৎসরের অধিক হইল শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের নামে প্রতিষ্ঠা করেন। আজকাল কলিকাতার মধ্যে ইহা একটি বিশিষ্ট প্রেস, এবং ইহার কার্য্যাদি প্রভুর ইচ্ছায় সুচারুরূপে চলিতেছে, আরও যথেষ্ট শুনা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেসে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কাজ হইল না। আজ এক বৎসরের অধিক হইল শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার ৫।৬ সংখ্যা এই প্রেসে পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষভাবে অনুনয় বিনয় ও তাগাদা সত্বেও এপর্য্যন্ত উহা প্রকাশিত হইল না। বাধ্য হইয়া গোস্বামী প্রভু এই গ্রন্থের ৭।৮।৯।১০ সংখ্যা দুই খণ্ডে পৃথক পত্রাঙ্কে রুদ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ সিমলা কলিকাতা হইতে প্রকাশ করাইয়া লইয়াছেন। ১১।১২ সংখ্যাও প্রায় শেষ হইল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ও লজ্জার কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৬ সংখ্যা এপর্য্যন্তও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে পড়িয়া রহিল। গ্রাহকগণ এই খণ্ডের জন্য হাহাকার করিতেছেন, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহাশয়কে ভক্তসমাজে নানা কথা শুনিতে হইতেছে। এসকল কথা পুনঃ পুনঃ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষকে জানান সত্বেও কোন ফলোদয় হয় নাই। যদি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কাজ এই প্রেসে না হয়, তাহা হইলে "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম উঠাইয়া দিয়া অন্য নামকরণ করিলেই ভাল হয়। (১)

বৈষ্ণব বিদ্যালয়। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীবৈষ্ণবসভা কর্ত্তৃক আর্দ্ধ বৎসর হইল একটি বৈষ্ণব বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ বৈষ্ণব দর্শন ও গোস্বামী শাস্ত্র পঠিত হইতেছে। মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সর্ব্বে[illegible] ইহার পরিদর্শক এবং শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ভাগবতরত্ন ই[illegible] সহকারী মন্ত্রী। ধনী গৌরভক্তবৃন্দের নিকট এই বিদ্যালয়ের উন্নতিক[illegible] অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া পরিচালকগণ নিবেদন করিয়াছেন। [illegible] সৎকার্য্যে সাহায্য করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

(১) এক্ষণে এতদিন পরে এই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীল রূপসনাতনের পূর্ব্বাশ্রমে[illegible] কথা। পূজ্যপাদ শ্রীগোস্বামীপাদ শ্রীল রূপসনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের ব[illegible] লিখিতে গিয়া (১০।১১।১২ সংখ্যা একত্রে) "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকের" লেখ[illegible] শ্রীবামাচরণ বসু মহা[illegible] প্রথম প্রবন্ধেই গোস্বামী পাদদ্বয়ের যবনস[illegible] দোষদুষ্ট স্বভাব ও জীবনের যেরূপ ঘৃণিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তা[illegible] পাঠ করিলে বৈষ্ণবহৃদয় ব্যথিত হয়। এসকল কথার প্রমাণ বৈষ্ণব গ্র[illegible] পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সাধকগণের পক্ষে বৈষ্ণব সাধুগণের পূর্ব্বাশ্র[illegible] জীবনী এবং অবৈষ্ণব ক্রিয়া কর্ম্মাদি পাঠ, শ্রবণ, আলোচনা শাস্ত্রনি[illegible] এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশের সম্পূর্ণ বিরোধী। পূজ্যপা[illegible] গোস্বামীপাদদ্বয়ের পূর্ব্বাশ্রমের পুণ্য চরিত্র এই প্রবন্ধে যেরূপ ঘৃ[illegible] ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণাদি থাকিলে[illegible] তাহা বৈষ্ণবের আলোচ্য নহে, এবং বৈষ্ণব শ্রীপত্রিকায় প্রকাশযোগ[illegible] নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন, তখন তাঁহা[illegible] ভক্তবৃন্দকে এসম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ থাকি[illegible] প্রবীণ গৌরভক্ত বামাচরণ বাবু কখন শ্রীপত্রিকায় শ্রীল রূপসনাতনে[illegible] পূর্ব্বাশ্রমের এই সকল কাহিনীগুলি এত বিস্তারিত ভাবে আলোচ[illegible] করিতেন না। তিনি এই প্রবন্ধশেষে লিখিয়াছেন, "বঙ্গের রাজমন্ত্রীর প[illegible] বিষয়ীর নিকট সুদুর্লভ বস্তু। আমরা দেখিতেছি সেই চাকুরীর খাতি[illegible] দ্বিজোত্তম রূপসনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ক্রিয়াধর্ম্ম ছাড়িয়াছে[illegible] প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়াছেন"। ইহা সত্য কথা নহে। বারান্তরে ইহা[illegible] আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর[illegible] বিষ্ণুপ্রিয়ার চিত্র। জনৈক নদীয়াযুগলভজনশি[illegible] সাধক লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মণ বেড়িয়ার শ্রীমান নবদ্বীপ চন্দ্র রায় সম্প্রতি পু[illegible] ধামে গিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে যেখা[illegible] দাঁড়াইয়া প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেন, শ্রীজগন্নাথ দেবের সম্মুখে সে[illegible] দেওয়ালে শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি সুন্দর চি[illegible] অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াছেন [illegible] ইহার তত্ত্ব নিরূপণে জানিয়াছেন, যে এক অজ্ঞাপিত চিত্রকর স্বেচ্ছা[illegible] এই শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলশ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছে, পূজারি পাণ্[illegible] ম্যানেজার কেহই তাঁহাকে এরূপ আদেশ করেন নাই"। সংবাদটি আশ[illegible] বটে। ইচ্ছাময় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের ইচ্ছা হইয়াছে এখন যুগ[illegible] নীলাচলে বিরাজ করেন, এই শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কন ইঙ্গিৎ মাত্র, শ্রীক্ষেত্রে[illegible] শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহাই তাহার সূচনা।

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদীয়া-বিহারি॥

——:০:——

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

—:*:—

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র!
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!

ম বর্ষ | ভাদ্র ৪৩৭ গৌরাব্দ • ১৩৩০ সাল | ৭ম সংখ্যা।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি,—

কাটোয়া নিবাসী।

কে তুমি আসিলে ভুবন সুন্দর!
দিক্ উজলিছে কিরণে,
ওগো) নাশিলে সবার কলুষ তামস
উজল সুপীত বরণে।
এ রূপ মাধুরী ভুবনে বিরল,
তনুখানি যেন নবনী কোমল,
ত্রিলোক বাঞ্ছিত রাঙ্গা পদতল
কে তুমি অতুল ভুবনে,
ওগো) তোমারে হেরিয়া মন প্রাণ কেন
লুটাইতে চায় চরণে!

(২)

তরুণ অরুণ বরণ ছটায়
ধরণী উজল করিয়া,
ওগো) কে তুমি উদিলে তপনের মত
কত জনমের সুকৃতির ফল,
হেরিলাম তব চরণ কমল,
রূপে দশদিশি করিছে উজল
অন্তর বাহির ভরিয়া,
কি অমৃত-ধারা উছলি উঠিছে
ও রূপ মাধুরী হেরিয়া।

(৩)

ওগো তুমি কার পরাণ অধিক
স্নেহের নয়ন পুতলি!
(আহা) কা'র স্নেহ-কোল ছাড়িয়া এসেছ
কাটিয়া মায়ার শিকলি,
না জানি সে কোন চির অভাগিনী,
তোমারে হারায়ে মণিহারা ফণী,
দিবস যামিনী কাঁদে পাগলিনী,
আঁধার দেখিছে সকলি।
(আহা) কে তুমি গো এলে ক'রে কাঁদাইয়ে

(৪)

নবীন বয়সে যতি সাজ সেজে'
কেন যেতে চাও চলিয়া ?
(আহা) যেও না যেও না কাঁদায়ে সবারে
স্নেহ প্রেম আশা দলিয়া।
নবনী অধিক কোমল তোমার,
ভুবনমোহন তনু সুকুমার,
স'বেনা উহাতে পথক্লেশ ভার,
আতপে যাইবে গলিয়া।
(ওগো) ননীর গোপাল! তরুণ বয়সে
যেও না যেও না চলিয়া।

(৫)

জানি না কে তুমি কোথা হ'তে এলে
করিতে মোদের ছলনা,
(তবু) নিরখি ও মুখ, বিদরিয়া বুক
কেন কাঁদে প্রাণ বল না ?
শুধু ও মোহন রূপ দরশনে,
পলকে পরাণ স'পেছি চরণে,
মায়া সুত সুতা নাহিক স্মরণে
ভুলিয়া গিয়াছি আপনা,
(ওগো) কে তুমি ভুবনমোহন-কান্তি!
যেও না করিয়া ছলনা।

(৬)

(আহা) কি শোভা শোভিছে মরি! মরি! মরি!
কটিতটে নীল বসনে,
(যেন) দামিনী জড়িত নবমেঘমালা
উজল সোনার বরণে।
রাজ অধিরাজ মূরতি এ হেন,
কাঙ্গালের সাজ মানাইবে কেন!
বিম্ব অধরে চন্দ্র উজলে
কুন্দ কলিকা দশনে।
এ রূপ লইয়া কাঙ্গাল সেজো না
বধো না সবারে জীবনে।

(৭)

কে গো যাদুকর! ভুবন সুন্দর!

(আহা) কাঁদায়ে এখন চলে যেতে চাও
ডোর কৌপীন পরিয়া।
চাঁচর চিকুর মুড়াইয়ে মরি!
নটবর বেশ দূরে পরিহরি,
সোনার পুতলি যতি বেশ ধরি,
কেন বা যাইবে চলিয়া ?
(ওগো) তুমি কি জান না তোমার বিহনে
সকলে রহিবে মরিয়া ?

(৮)

হের রূপ হেরি ময়ূর ময়ূরী
শ্রীচরণে পড়ে লুটিয়া,
(হের) তটিনীর নীরে কমল-কোরক
পুলকে উঠিছে ফুটিয়া।
ওগো তুমি বুঝি জীবের জীবন,
জগতের নাথ সবার আপন,
তোমারে নিরখি পুলকিত মন
সকলে ডাকিছে কাঁদিয়া।
কৃষ্ণ দাসীর আকুলমিনতি
যেও না চরণে দলিয়া।

শ্রীমতি সুশীলা সুন্দরী দেবী

গৌরাঙ্গ আমার।

কোটি কন্দর্প জিনি অঙ্গ-কান্তি যাঁর,
কোটি শশীকলা জিনি বদন যাঁহার,
কোটি কল্পতরু সম করুণা যাঁহার,
কোটি মাতা সম যিনি স্নেহ পারাবার,
কোটি পিতৃস্নেহ নহে সমতুল্য যাঁর,
কোটি সমুদ্র সম দয়া পারাবার,
কোটি রমনী-প্রেম তুচ্ছ প্রেমে যাঁর,
কোটি পুত্রস্নেহ হয় যাঁর কাছে ছার,
কোটি কল্প যুগ করি আরাধনা যাঁর,
কোটি মুনি ঋষি না পান চরণ যাঁহার,
কোটি কণ্ঠে গাহি গুণ অন্ত নাহি যাঁর,

কোটি জনম ধরি ত্যজি পানাহার,
কোটি যুগ তপধ্যানে সাধিয়া অপার,
কোটি তীর্থ ভ্রমনেতে দরশন যাঁর,
কোটি দেব আরাধনে না মিলে যাঁহার,
সুশীতল পদতরি,—সর্ব্ব সিদ্ধি সার,
সেই প্রভু দয়াময় গৌরাঙ্গ আমার।

গৌরাঙ্গ আমার প্রভু আমি গৌর দাস।

এই অভিমান ল'যে (যেন) মরে হরিদাস॥

ললাটে তিলক শোভে, হরিনামামৃত লোভে,
অধীর অবশ অঙ্গ গৌরাঙ্গের দাস।
কণ্ঠে তুলসীর মালা, হাতেতে নামের ঝোলা,
নামানন্দে ডগ মগ গদগদ ভাষ॥
দৃষ্টিপাতে সকরুণ, তিরপিত ত্রিভুবন,
প্রফুল্ল বদন-কান্তি মুখে মৃদু হাস।
দাস হরিদাসে কয়, জীবের উচিত হয়,
কায় মন বাক্যে হ'তে বৈষ্ণবের দাস॥

আত্ম-নিবেদন।

(৫)

যথা রাগ

হরি হরি কবে মোর হইবে চেতন।
বৃন্দাবনবাসী জনে, সেবিব অনন্য মনে,
বৈষ্ণব সেবায় আমি কবে দিব মন।
বৈষ্ণব-বিগ্রহ দেখি, ছল ছল হবে আঁখি,
প্রেমে অগেয়ান হ'যে ধরিব চরণ।
কাঙ্খা করঙ্গ হেরি, ফেলিব নয়ন বারি,
হরি নাম শুনি কানে হ'ব অচেতন॥
মালা ঝোলা নিরখিয়ে, তিরপিত হবে হিয়ে,
তিলক হেরিয়া হবে পুলকিত মন।
বৈষ্ণব-বিগ্রহ জানি, শুদ্ধ ভোজ্য পেয় আনি,
মনসুখে বৈষ্ণবেরে করিব সেবন॥
বসি তাঁর পদতলে, প্রেমানন্দে কুতুহলে,
হরিকথা কৃষ্ণকথা করিব শ্রবণ।
হরিদাসের এ মিনতি, হয় যেন হেন মতি,
শ্রীবৈষ্ণব-সেবা কাজে প্রীতি অনুক্ষণ॥

(৬)

হরি হরি কবে হব বৈষ্ণবের দাস।
কবে বা হবে মোর ভব-বন্ধ নাশ॥
করঙ্গ কৌপীন ধারী, সদা মুখে হরি হরি,
হেরিতে শ্রীমূর্ত্তি খানি হবে অভিলাষ।
[illegible] ঝোলা, নেড়া মাথা ছেড়া কাঁথা,

পৌরাণিক গৌরলীলা।

(শ্রীল মধুসূদন সার্ব্বভৌম গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে আমি আর একটি কথার বিচার করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন,—ইহাও একটি মধুময়ী লীলা। শ্রীভাগবতে দেখা যায় গোবর্দ্ধনের উপরেও শ্রীকৃষ্ণ একরূপে বিরাজমান,—আর একরূপে নিম্নে দাঁড়াইয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন। ইহাকে নিজের পূজা ও নিজকেই প্রণাম করা হইল। শ্রীজগন্নাথ দারুব্রহ্ম,—শ্রীগৌরাঙ্গ নর-ব্রহ্ম, অতএব এতদুভয়ে একতত্ত্ব হইয়াও শিষ্যত্ব স্বীকার,—ইহা নিজেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ মাত্র। আর একটি কথা এই যে,—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য হইয়াছিলেন,—ইহাও একটি বিলাস মাত্র। সেই ভাব লইযাই শ্রীঅচ্যুতানন্দ—

চৈতন্য গোসাঞির গুরু কেশব ভারতী।
পিতার এই বাক্য শুনি দুঃখ পাইল শ্রুতি॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি বলিলেন,—

জগদ্‌গুরু ঐছে কর তুমি উপদেশ॥
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হবে দেশ।
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি॥
তার গুরু আছে অন্য কোন শাস্ত্রে নাই॥ চৈঃ ভাঃ

এই পদ্যের "কোন শাস্ত্রে নাই" এই বাক্যটিতে ভবিষ্য পুরাণেই লক্ষ্য করিতেছে। যে সময়ে শ্রীঅচ্যুতানন্দ এই কথা বলিয়াছিলেন, সে সময়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য

কেন? আর যদি বা কষ্ট কল্পনা করিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পরে একথা ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলেও চরিতামৃত গ্রন্থাদিকে লক্ষ্য করিতে পারে না। কারণ তাহাতে শ্রীঈশ্বর পুরী ও কেশব ভারতীর নাম স্পষ্ট লেখা আছে। তাহা হইলে কোন শাস্ত্রে নাই এরূপ বলিলেন কেন? অতএব এই পদ্যে শাস্ত্র শব্দে ইতিহাস পুরাণাদি লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ভবিষ্য পুরাণে পুরী গোস্বামী ও ভারতী গোস্বামীর কথার উল্লেখ নাই। তাই শ্রীঅচ্যুতানন্দ সদর্পে বলিলেন "তাঁর গুরু আছে অন্য কোন শাস্ত্রে নাই"। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে ইহার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সমস্ত আচার্য্যগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে ম্লেচ্ছবিপ্লাবিত সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে শ্রীনবদ্বীপে আসিলেন; ইহার পরে আবার দুইবার ধর্ম্মবিপ্লব দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ নবদ্বীপ আগমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন,—শ্রীপ্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। এইরূপ প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা এক যোগ করিয়া শ্রীভবিষ্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের ঝুলনলীলা।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলার সকল অঙ্গই অভিনয় করিয়াছিলেন। ব্রজের হিন্দোল-লীলা অর্থাৎ ঝুলনোৎসব শ্রাবণ মাসের প্রতিপদ তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনবদ্বীপে বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে ঝুলনোৎসব যথারীতি শ্রী একাদশী তিথি হইতে অনুষ্ঠিত হইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অপূর্ব্ব ঝুলনলীলা কিরূপ প্রকটিত হইত,—তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে।

বর্ষাকাল,—শ্রাবণের বারিধারা অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম সকলি সলিল-স্নাত হইয়া পরম পবিত্র ভাবে ঝুলনোৎসবের জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গও যেন পূত সলিল-ধারা মাখিয়া আনন্দে মাতিয়াছে। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের ঝুলনোৎসবের উদ্যোগ ও আয়োজনে মহা ব্যস্ত। গঙ্গাতীরে এই আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ এই অপূর্ব্ব ঝুলনোৎসব দেখিতে গঙ্গাতীরে ছুটিয়াছে। এতকাল তাহারা ঠাকুরের ঝুলন দেখিয়াছেন,—এখন তাহারা নর-নারায়ণের নব ঝুলনোৎসবে মত্ত হইয়াছে,—এখন তাহারা সচল ঠাকুরের ঝুলনলীলা দেখিতে ছুটিয়াছে। শ্রাবণের সুরধুনী প্রেম-মন্দাকিনী ন্যায় পরিপূর্ণ প্রেমানন্দে তরঙ্গায়িত উপকূল প্রান্তের সুদী শাখাপ্রশাখাবিস্তৃত কদম্ব বৃক্ষতলে শ্বেত পুষ্পাকৃতি ফেনপু সমন্বিত মৃদুমন্দ তরঙ্গাঘাতরূপ ব্যজন দ্বারা কুলকুলনাদে প্রেম সঙ্গীত গাহিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের ঝুলনোৎসবে পরম পবিত্র স্থানটিকে বিধৌত করিতেছেন। তীরস্থ উপবনের সুরম্য পুষ্পবৃক্ষরাজি সুগন্ধি পুষ্পাঞ্জলি দানে নদীয়া বিহারী গৌরহরির ঝুলনোৎসবে তাঁহার প্রেম পূজা আয়োজন করিতেছে। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌর সুন্দরকে নানাবিধ রত্নালঙ্কার সাজে সজ্জিত করিয়া, পুষ্প মালায় বিভূষিত করিয়া ঝুলনোৎসবের কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সেই কদম্ববৃক্ষতলে সুসজ্জিত চতুর্দ্দোল প্রস্তুত। বিচিত্র লতাপত্র শোভিত,—পুষ্পমালায় সজ্জিত সেইচতুর্দ্দোলোপরি পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গ নাগর ধীরে ধীরে উঠিলেন। সময়োচিত ভাব বুঝিয়া ভক্তগণ রাধাশক্তি গদাধরকে প্রভুর বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান করাইলেন। গৌর-গদাধর যুগলে হিন্দোল-লীলা সমুদ্রে ভাসমান হইলেন। এই সকল ভক্তগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু আছেন, শ্রীবাসপণ্ডিত ও নরহরি ঠাকুর আছেন এবং অন্যান্য প্রিয় ভক্তবৃন্দ আছেন। ঠাকুর নরহরি স্বচক্ষে এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া কয়েকটী সুন্দর পদ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গোরা পহুঁ দোলে হিন্দোলেতে। কত সুখ সে ভাব ভাবিতে॥
গদাধর মুখ পানে চায়। পুলকে ভরয়ে হেম গায়॥
পারিষদ উলসিত চিতে। নামাইয়া হিন্দোলা হৈতে॥
বসাইতে নীপ তরুমূলে। নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে॥
অদ্বৈত করয়ে হুহুংকার। বাড়ে মহা সুখের পাথার॥
শ্রীবাসাদি যতন করিয়া। দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া॥
সভার পরাণ গোরারায়। ভুঞ্জিব কি সভারে ভুঞ্জায়॥
[illegible]

স্বচক্ষে লীলা দর্শন করিয়া ঠাকুর নরহরি যাহা লিখিয়াছেন, কৃপাময় পাঠকবৃন্দ এক্ষণে তাহা ধ্যান করিয়া পরানন্দ অনুভব করুন। প্রভুর রূপ, গুণ, লীলা স্মরণই প্রেম প্রাপ্তির চরম ও পরমোপায়। সময়োচিত লীলারসের আস্বাদন ও অনুধ্যানই পরম শ্রেষ্ঠ ভজন সাধন বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

আর একটী মহাজনী পদ উদ্ধৃত করিয়া কৃপাময় গৌর-ভক্ত পাঠকবৃন্দের মনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঝুলনোৎসব-লীলার পবিত্র স্মৃতি উদ্দীপনা করিতে চেষ্টা করিব। যথা,—

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর।
সুরধুনী তীরে গদাধর সঙ্গহি, চাঁদ রজনী উজোর। ধ্রু।
শাভণ মাস, গগনে ঘন গরজন, নল পতি দামিনী মাল।
বরখত বারি, পবন মৃদু মন্দহি, গরজত রঙ্গ বিশাল॥
বিবিধ সুরঙ্গ, রচতহি দোলা, খচিত কুসুমচয় দাম।
বট তরু ডালে, ডোর করি বন্ধন, মালতী গুচ্ছ সুঠাম॥
বৈঠল গৌরবামে, প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গরসে ভাস।
সহচর মেলি, দোলাযত মৃদু মৃদু, দোলা ধরিয়া দুপাশ॥
বাজত মৃদঙ্গ, পুরবরস পাওত, সংকীর্ত্তন পুররঙ্গ।
নিত্যানন্দ শান্তিপুর নায়ক, হরিদাস, শ্রীনিবাস সঙ্গ॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয় আদি বরখত, কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধব দাস, নয়নে কব হেরব, গৌর হোয়ব অনুকুল॥

এখন দেখুন, অচল ঠাকুরের ঝুলনোৎসব করিয়াও এই সকল নদীয়ার ভক্তবৃন্দ সচল শ্রীগৌরাঙ্গ ঠাকুরের ঝুলনোৎসবে কত সময় দিতেন,—কত আনন্দ পাইতেন,—কত পরিশ্রমও ব্যয় করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহারা সচল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মনে করিতেন। শ্রীনবদ্বীপে এই সচল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনে যেরূপ আনন্দোৎসব হইত, অচল ঠাকুরের উৎসবে সেরূপ উৎসাহ ও আনন্দ পরিলক্ষিত হইত কি না,—তাহা কোন পদকর্ত্তা লিখিয়া যান নাই। ভক্তাবতার প্রভু আমার পূর্ব্বলীলার অভিনয়ও করিতেন, এবং উৎসবও করিতেন। সাধক ভক্তবৃন্দ এই উভয়ের বিশেষত্ব ও পার্থক্য অনুভব করিয়াই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। লীলাভিনয় ও উৎসব দুইটিই ভজনাঙ্গ,—ইহা প্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

গদাই-গৌরাঙ্গ-দাসের সফল স্বপ্ন।

(শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন এই শ্রুতি অবলম্বনে যে আমি "ব্যাসাবতারে" বেদান্ত দর্শন লিখিয়াছি তাহা শ্রবণ কর।

বেদান্ত দর্শনে ১ম সূত্র "অথা তো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। ইহার অর্থ, প্রথম ব্রহ্ম কি? ইহা জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইতে হইবে। অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত শিষ্যের গুরু পাদাশ্রয় করিতে হইবে,—অর্থাৎ (দীক্ষিত) হইতে হইবে। এই শ্রুতিতে আছে "বিদ্বান্"। বিদ্বান্—বিদ্যাবান্ বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র (দীক্ষিত)।

২য় সূত্র। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। এই শ্রুতিতে আছে। কর্ত্তা। ৩য় অধ্যায়ে। সাধন। এই শ্রুতিতে আছে। পশ্যতে। পশ্যতি। (উপাস্তে)

৪র্থ অধ্যায়ের শেষ সূত্র। "ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ" এই শ্রুতিতে আছে। সাম্যং উপৈতি। অতএব বেদান্ত দর্শনের প্রথম ও উপসংহারে এই শ্রুতিই মূল।

এই শ্রুতিটীর মোটা মুটি অর্থ হইল এই যে আমি যে স্বর্ণবর্ণ পরম পুরুষ,—অর্থাৎ আমার স্বরূপশক্তি (লক্ষ্মী) বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যুগল রূপ হইয়া যে কালে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ এই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীনন্দন রূপে অবতীর্ণ হইব তখন যে ব্যক্তি আমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমাকে উপাসনা করিবেন তিনি অনায়াসে পরম সাম্য প্রাপ্ত হইবেন।

এখন দেখ শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুটি কি? আর শ্রীমদ্-ভাগবতের সহিত বেদান্ত দর্শনের মিল দেখ। বেদান্ত দর্শনের ২য় সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। বেদান্ত দর্শনে আছে "রূপোপন্যাসাচ্চ"। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে "বিভর্ষি-রূপাণ্য-ববোধ-আত্মা"। বেদান্ত দর্শনের উপসংহারে আছে "ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ"। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে "তদাবিদ্বেতপরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিং।"

এখন তোমরা দেখ সর্ব্ব বেদসার অথর্ব্ব বেদ

এই শ্রুতি। তাহার ভাষ্য বেদান্তদর্শন। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। আর একটি কথা এখানেই তোমাদিগকে বলিয়া রাখি। শ্রীমদ্ভাগবত রচন ও কথনের জন্য যেমন আমি ব্যাস ও শুক রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, তেমনি এই কলি যুগেও আমিই শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচন ও কথনের জন্য শ্রীবৃন্দাবন দাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস রূপে আবির্ভূত হইয়াছি।

"কৃতাদিষু প্রজারাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং"

এই সকল কথা বলিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রেমানন্দে দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে স্নেহ সূচক সম্বোধনে বলিলেন "হে বৎসগণ! এখন তোমরা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর এবং আমি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমার তত্ত্ব যাহা যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিয়া রাখিয়াছি,—তাহা তোমরা এখন একটী একটী করিয়া মিলাইয়া লহ"।

"কলাবপি তথা শৃণু।"

এইপাদে, চারিটী পদ, কলৌ, অপি, তথা, শৃণু। কলৌ, কলিতে,—অপি, ও,—তথা, সেইপ্রকার। (যেরূপ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে আ সম্যক্ রূপে শৃণু, শ্রবণ কর।

এই সময়েই তোমাদিগকে আর একটি বিশেষ কথা বলিতেছি। ইহা সর্ব্বকাল মনে স্মরণ রাখিও। আমি শ্রীমদ্ভাগবতরূপ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া দ্বাপর যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণকেই প্রধান নায়ক করিয়াছিলাম এবং তাৎকালিক শেষ উপাস্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। অতএব প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়েই একটি পরিভাষা করিয়াছি "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" ইহাও "পৌর্ব্বা পর্ব্বে পৌর্ব্ব দুর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ"। এই মীমাংসা সূত্রাবলম্বনে অর্থাৎ সত্যযুগের শ্রীনরনারায়ণ হইতে পরবর্ত্তী ত্রেতা যুগের শ্রীরাম লক্ষণ বলী। তৎপরবর্ত্তী দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বলী। পরে দেখিলাম তৎপরবর্ত্তী কলিযুগাবতীর্ণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ হইতেও বলবান্। পরে আর একটী পরিভাষা করিলাম "ছন্নঃ কলৌ"। অতএব কলির বিবর্ত্তী অর্থাৎ উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গকে "ছন্নঃ" অর্থাৎ লুকাইত রাখিবার জন্য (শ্রীমদ্ভাগবতে) বিশেষ

এমন কি আমিও এই কলি যুগে পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও (আমার ব্যাসাবতারের বাক্য সত্য করিবার জন্য) শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি এবং বহিরঙ্গ লোকদিগকে শ্রীকৃষ্ণভজনে উপদেশ করিয়াছি। কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন নাই। দেখ আমার প্রিয় গদাধর "কৃষ্ণ সেবা ছাড়িলেন তৃণ প্রায়"। এই যে দেখ আমার একান্তভক্ত গদাইদাস ইনিও লিখিয়াছেন "স্বোপাসনাং স্বভক্তেভ্যোদাত্তারং"। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিলেন "স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজন মুদ্রামুপদিশন্"। আর ইহাদের অনেক উপরে গোপাল তাপনী শ্রুতিতে লিখিয়াছি "হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্ত্যা ভয়প্রদং"। সৌম্য (বিপ্রঃ), এবং আমিও শ্রীবাস গৃহে সপ্ত প্রহর মহাপ্রকাশ সময়ে শালগ্রাম শিলার উপর পা দিয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া বলিয়াছি "এই কলিযুগে আমিই শ্রীশচীনন্দন বিশ্বম্ভর নামে স্বয়ং অবতার,—অতএব তোমরা যদি কলিযুগের "পরম সাম্য" চাও তবে আমাকে ভজন কর। "আমি বিনা কৃষ্ণ-প্রেম (পরম সাম্য) অন্যে নারে দিতে"। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ শ্রীরাম, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহা দিতে পারেন না। অতএব শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বারায় আমার তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বলা একটুকু কষ্টকল্পনা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী শ্রীব্যাস ও শুকাবতার শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণদাসাদিও পূর্ব্বাভ্যাসে এবং আমার শাসনে প্রায় তৎরূপই করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে প্রথম সূত্র রূপে লিখিলেন:

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ইহারও মূল ব্রহ্মসংহিতা। শ্যামৈ গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শ্বেতৈশ্চ পার্শ্বদৈঃ সহ। ইত্যাদি। ইহারও উপরে শ্রুতি দেখ। "হৈতস্য পরমস্য নারায়ণস্য (হিরণ্ময়স্য) চত্বারি রূপাণি শুক্লং রক্তং রৌক্মং কৃষ্ণমিতি।

মাধব স্বামি ধৃত (বেদান্তদর্শনের "রূপোন্যাসাচ্চ" এই সূত্রে) মহানারায়ণোপনিষদি। সুতরাং শ্রীমান্ জীবোপি। এস্থলে "তথা পীতঃ" না বলিয়া "কলৌপীতঃ" বলিলেই পরিষ্কার হইত, কিন্তু "ছন্নঃ কলৌ" এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি (ব্যাসদেবাবতারে) বলি নাই। এস্থলে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমবায়ে ভূয়সাংস্যাৎ স্বধর্ম্মকত্বং ইতি

পরে ইহার বিবৃতি একাদশ স্কন্ধে করিয়াছি।

১১।৫।২৯। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈঃ যজন্তিহি সুমেধসঃ॥

এস্থলেও যদি "ত্বিষা কৃষ্ণং" না বলিয়া "ত্বিষা পীতং" বলিতাম, তবে আর কোন গোল হইত না। ইহাও ঐ "ছন্নঃ কলৌ" প্রতিজ্ঞা রক্ষা।

আমার এই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রায় দেড়শত টীকা হইয়াছে, প্রায় সকলেই "ছন্নঃ কলৌ" রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যে দুই চার জনে করেন নাই, তাঁহারা পরমার্থে অবশ্যই আমার প্রিয় হইয়াছেন বটে, কিন্তু বহির্জগতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা অতি অল্প। সে যাহা হউক এখন এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ শ্রবণ কর। বৃ, ধাতুর অর্থ গতি। অল্ প্রত্যয়, বঃ। ঋণ শব্দের অর্থ ধার। বৃ+ঋণ=বর্ণ। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ যশোদা নন্দন। এখন কৃষ্ণ ও বর্ণ এই দুই শব্দে সমাস হইল। বিশেষণ পূর্ব্ব পদে কর্ম্মধারয়ঃ। পদ হইল "কৃষ্ণ বর্ণ" অর্থ হইল "ঋণী কৃষ্ণ"। অতএব আমার কলিযুগের শুকাবতার কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপে লিখিলাম "অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে"। ত্বিষা শব্দের অর্থ কান্তি। অকৃষ্ণ শব্দের অর্থ পীত। ত্বিষয়া কান্ত্যা অকৃষ্ণং পীতং"।

এখন অর্থ হইল এই যে আমি চিৎঘনবপু (গৌর বর্ণ+বিশ্বম্ভর (+),—পরম পুরুষ। সত্য যুগে কলাবতী-নন্দন শ্বেতবর্ণ নারায়ণ হইয়াছিলাম। ত্রেতাযুগে কৌশল্যা-নন্দন রক্তবর্ণ (দুর্ব্বাদল রক্ত) রাম হইয়াছিলাম এবং দ্বাপর যুগে যশোদানন্দন শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ হইয়া ঋণী হইয়াছিলাম,—সেই ঋণী কৃষ্ণ। পীতবর্ণ, অর্থাৎ দ্বাপর যুগের ঋণ আমি শোধ করিতে না পারিয়া এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছি, কিন্তু ঋণটি আমার শোধ করিতেই হইবে! আমি মন্বাদি অবতারে ঋণ শোধের বহুবিধ উপায় লিখিয়াছি। "অল্প বিত্তশ্চ পূজাভি রূপবান্ ব্রতৈস্তথা" ইতি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরঃ। আমি গোপীগণের নিকট ঋণী; অথচ অল্পবিত্ত সুতরাং পূজা অর্থাৎ উপাসনা অবশ্যম্ভাবী। উপাসনার মধ্যে এই কলিযুগে কীর্ত্তন প্রধান। আমি বৃহস্পতি অবতারে লিখিয়াছি "দাসত্বেন শোধেদৃণং" অতএব আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উপবাস ধারণ এবং গোপীদাসত্ব স্বীকার করিয়া গোপী গোপী বলিয়া কীর্ত্তনাত্মক গোপী পূজা করিয়াছি। আমি যাজ্ঞবল্ক্যাবতারে লিখিয়াছি "ব্রাহ্মণশ্চ পরিক্ষীণঃ শনৈর্দাপ্যো যথোদয়ং"। ব্রাহ্মণ যদি পরিক্ষীণ (হীন বিত্ত) অধমর্ণ হয়, তবে ক্রমে ক্রমে যথোদয়ং (চক্রবৃদ্ধি হারে) ঋণ শোধ করিবেন,—ক্রমে ক্রমে ঋণ শোধ করিতেছি। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" এই এক চরণের অর্থ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

"সাঙ্গো পাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং" অঙ্গানিচ উপাঙ্গানিচ অস্ত্রানিচ পার্ষদাশ্চ,—তে তৈঃ সহ। ৩০। ইতি বিগ্রহঃ। অঙ্গশব্দের অর্থ দেহ। আমি যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তরীয় উপনিষদে স্বয়ং এক শ্রুতি বলিয়াছি। "রসো বৈ সঃ" রসন্তে স্বয়মেব ইতি রসঃ। স্বয়ংই আমি রস রসন করিব, (কর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগঃ) এই জন্য "একমেবা দ্বিতীয়ং" হইয়াও দুই দেহ হইলাম। "দেহ ভেদং গতৌ তৌ" শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। অতএব অঙ্গ (দেহ) অর্থাৎ শ্রীরাধা। উপাঙ্গানি অঙ্গা জাতানি ললিতাদি সখি বর্গানি "ললিতাদি সখি তার কায় ব্যূহ রূপ"।

শ্রীরাধা আমার দেহ হইতে আবির্ভূতা হইয়া দ্বাপর যুগে বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে বহুপ্রকার রস রসন করাইয়াছেন, (আমি তাহা শোধ করিতে না পারিয়াই ঋণী হইয়াছি)

সেইমতে ব্রজে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, তিলকিনী, সখ্যা, ভদ্রা, প্রভৃতি প্রধানা। মথুরাতে কুব্জা। দ্বারকায়, সত্যভামা, রুক্মিণী, জাম্বুবতী প্রভৃতি প্রধানা।

অন্যও এই কলিযুগে শ্রীনবদ্বীপে,—শ্রীগদাধর, দাস গদাধর, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, ঠাকুর জগন্নাথ ইত্যাদি এবং পুরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীপ্রিয়া, প্রভৃতি রূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই গেল অঙ্গ ও উপাঙ্গ। অস্ত্রানি, সাধনানি। সাধন দুইপ্রকার "যুগধর্ম্ম প্রচার" ও "অসুর সংহার"। এই উভয় কার্য্য

(+) বিষ্ণুর সহস্র সহস্র নাম সত্বেও যেমন শ্রীকৃষ্ণ নামটি যশোদা নন্দনে রূঢ়,—তেমনি বিষ্ণুর সহস্র নাম সত্বেও বিশ্বম্ভর নামটি শচীনন্দনে রূঢ়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

অসুর দিগের হৃদয় শোধন এবং ভক্ত দিগের হৃদয়ানন্দ প্রদান,—এই উভয় কার্য্যই এক "হরি নাম" দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে।

পার্ষদাঃ নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীবাসাদয়ঃ ইহাদের সহিত। ইতি দ্বিতীয় চরণ।

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈঃযজন্তিহি সুমেধসঃ"।

এবংভূতং কলাবতীর্ণং শচীনন্দনং বিশ্বম্ভরং মাং কৈ র্যজন্তি? সংকীর্ত্তন প্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ।

যজ্ঞৈরিতি ধ্যান-যজ্ঞ-পূজনৈঃ। মধ্যগ্রহন্যায়েন। তথাচ ১১।২।৩২। যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ উপায়া আত্মলব্ধয়ে। অত্র আত্মাশব্দেন ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্ ইতি। অর্থাৎ এই যে আমি স্বয়ং ভগবান্ ,'গৌরবর্ণ শচীনন্দন" বিশ্বম্ভর কলিযুগে অবতীর্ণ হইব আমাকে কি সাধনা (অভিধেয়) দ্বারায় উপাসনা করিবে? উত্তর। যজ্ঞৈঃ। এখন "কৃতেযৎ ধ্যায়তোবিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যয়াং কলৌ তৎ হরি কীর্ত্তনাৎ"। অর্থাৎ সত্যে ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা, কলিতে হরি কীর্ত্তন। হরিঃ পীতঃ। অর্থাৎ গৌর কীর্ত্তন। আমার নাম কীর্ত্তন অথবা আমি যে হরে, কৃষ্ণ, রাম, আমারই এই নামত্রয় কীর্ত্তন করিয়াছি তাহা—

এদিকে হইল যজ্ঞৈঃ। কলিযুগে কি প্রকারে সঙ্গত হয়। যেমন আত্মা শব্দে ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্ বুঝায় তেমন যজ্ঞ শব্দে ধ্যান, যজ্ঞ, পূজা বুঝাইবে। অর্থাৎ চতুঃকর্ম্মময়ী পূজা। ধ্যান, যজ্ঞ, উপচার এবং পাঠ (কীর্ত্তন)। ইহার মধ্যে এই অর্থ পরিষ্কার হইল যে সত্য-যুগে ধ্যান প্রধান। ত্রেতাযুগে যজ্ঞ প্রধান। দ্বাপরে পরিচর্য্যা প্রধান। এই কলিযুগে আমাকে কীর্ত্তন প্রধান ভাবে উপাসনা করিবে।

কে যজন্তি,—কোন ব্যাক্তি আমাকে উপাসনা করিবে? "সুমেধসঃ" সুমেধম্ শব্দের অর্থ সেই মুণ্ডক উপনীষদের বিদ্বান্ (দীক্ষিতঃ)।

[illegible]

পরিভবম্ন্নং ইত্যাদি। তৎপর শ্লোকে আমার মন্ত্র উদ্ধার ১১।৫।৩২ এবং যুগানুরূপাভ্যাং ইত্যাদি। তৎপরে পুরুষার্থ। তদা বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ।

(ক্রমশঃ)

রস ও রসাভাস।

(শ্রীনগেন্দ্র নাথ লাহিড়ী বি, এল)

এথা দেখা যাউক রসাভাস কাহাকে বলে—

পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রস লক্ষণা।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈ রনুকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ পূর্ব্ব লিখিত রস লক্ষণ দ্বারা রস সকল অঙ্গহীন হইলে তাহাকে রসাভাস বলে। আর একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে,—যে কথিত রস সমূহের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও মিত্রতা রহিয়া গিয়াছে,—যথা বৎসল রস মধুর রসের শত্রু কিন্তু সখ্যরস মধুর রসের মিত্র। যে রস বিস্তার করা হইবে সেই রসযুক্ত ভক্ত বা সেই রসস্বরূপ শ্রীভগবৎতত্ত্ব যদি সঠিক বর্ণিত না হয়, বা বিরূপ ভাবে বিস্তৃত হয় তবেই রসাভাস হইয়া দাঁড়াইবে। যাহার রসের বোধ নাই তাহার রসাভাসের জ্ঞান নাই। জিহ্বার তারতম্যানুসারে আস্বাদনের তারতম্য হয়।

যাহার রসের বোধহয় নাই,—তাহার পক্ষে রসাভাস হওয়াই স্বাভাবিক। এই রস অপ্রাকৃত তুরীয়,—একমাত্র তীব্র সাধন ভজন দ্বারা অনুভববেদ্য। উত্তম নায়ক নায়িকা বা মাতা পুত্রের রসবিস্তার করিলেও তাহা প্রাকৃত বই আর কিছু নহে। যে আসল বস্তু দেখে নাই সে সকল জিনিষ ধরিতে পারে না,—তাই শ্রীভগবৎ লীলারস শ্রবণ করিবার সময়ে জড়ভাবযুক্ত চিত্তে কেবল জড় রসেরই উদয় হয়। ইহাকেই অনেকে রসানুভব বলিয়া আত্ম-প্রতারিত হয়েন।

রসময় শ্রীভগবৎ স্বরূপ বোধ,—ব্রহ্মতত্ত্ব বোধের পরে হয় ইহা শ্রীজীব গোস্বামী পাদ শ্রীভগবৎতত্ত্ব সন্দর্ভে বলিয়া-[illegible] ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে রসিক কে? রসবোধের অধিকারী কে? কিন্তু এই রসবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের রসস্বরূপ ইষ্টের প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই। তবে যে [illegible]

তারতম্য আছে। পরতত্ত্ব বস্তু আনন্দস্বরূপ হইলেও,—জ্ঞান স্বরূপ হইলেও এক প্রকার রসযুক্ত নহে। তাঁহাতে যে বৈচিত্র্য ও নিবীড়তা আছে,—তাহার সীমা নাই। যে যতটুকু পারে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী গ্রহণ করিয়া থাকে। রসাভাস প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী কথা মনে হইতেছে—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥"
"স্বরূপ কহে তুমি গোয়াল পরম উদার!
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধুর নাহি পায় পার॥"
"গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য শুনিতে হয় সুখ॥"
"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন অন্ন পাইলেই আর কোন বিচার না করিয়া গ্রহণ করে,—নবীন ভক্ত সেই প্রকার শ্রীভগবৎ নাম, রূপ বা গুণ সংশ্লিষ্ট যেমন তেমন বাক্যই সাগ্রহে শ্রবণ করে,—কিন্তু যাহার আহার্য্য প্রচুর রহিয়াছে, সে যে প্রকার বিচার করিয়া খাদ্যের রস পর্য্যায় আস্বাদন করে,—শ্রীভগবৎ রসানুমোদী সিদ্ধান্তবিৎ প্রবীণ ভক্ত সেই প্রকার রসসিদ্ধান্ত বিচার ও আলোচনা করিয়া আস্বাদন করিয়া থাকেন। একজনের রস বিশ্লেষণের ও তাহার বৈশিষ্ঠ ও বিভিন্নতা বিচারের সামর্থ্য নাই,—আর এক-জনের সে সামর্থ্য রহিয়াছে। দুইটীর মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে না কর অলস।
যাহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥

তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ও রস-সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে,—সাধন ভজনে তাহা অনুভব করিতে হইবে (রসিক ভক্তসঙ্গ করাও না, শ্রীভগবৎতত্ত্ব উপলব্ধির অভাবই হইতেছে,—রসাভাসের একমাত্র কারণ।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত না হইলেও ঐ দুইটী ভক্তির ফলস্বরূপ। যে ভক্তি ঐ দুই ফল প্রসব না করে তাহাকে বন্ধ্যা ভক্তি বা ভ্রমা ভক্তি বলা যায়।

শ্রীভগবত্তত্ত্ব বোধ না হইলে শ্রীভগবত্তরসবোধের উদয় হয় না। যেখানে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভাব সেই স্থলে রসবোধেরও অভাব জানিতে হইবে। অবশ্য এ জ্ঞান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান রূপ জ্ঞান নহে বা এ বৈরাগ্য শুষ্ক বা ফল্গু বৈরাগ্য নহে। অনেকের ধারণা শ্রীকৃষ্ণের প্রকট নর-লীলার রস আস্বাদনের পক্ষে তত্ত্ববোধের ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন প্রয়োজন করে না। তাঁহারা বলেন আমরা মাধুর্য্যের ভক্ত,—ঐশ্বর্য্যের ধার ধারি না। কিন্তু তাঁহারা একথা ভুলিয়া যান,—যে রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তের মধ্যে পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে,—একথাও ভুলিয়া যান যে যাহার জড় চিৎবস্তুর বিভিন্নতা উপলব্ধি হয় না,—শ্রীভগবৎ তুরীয় সত্ত্বার যার অনুভব হয় নাই,—তাহার আনন্দস্বরূপ চিন্ময় রসের আস্বাদন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতে পারে না। তাঁহারা একথা মনে করেন না,—যে বহু সাধনের পরে রস আস্বাদনের সামর্থ্য হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপাদ গোস্বামীগণ যে ভজনের আদর্শ নিজেরা আচরণ করিয়া গিয়াছেন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—সেই আদর্শে সাধনের জীবন গঠিত করিতে না পারিলে অপ্রাকৃত তুরীয় রসের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। ঐ ভজনের আদর্শ টানিয়া নীচে নামাইয়া নিজের যে ভূমিতে অবস্থিত, এবং তথায় স্থাপিত করিলে তাহা অমৃতের পথে লইয়া যাইবে না ইহা নিশ্চয়,—বরং মরণেরই পথে লইয়া যাইবে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা বহু স্থানে দেখিতে পাই।

উপদেশ-শতক।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(৪১)

দোষদর্শন বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। যদি দোষ

চেষ্টা করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি নাম "অদোষ দরশী" তাঁহার শ্রীমুখে প্রসংশা ভিন্ন নিন্দাবাদ কখন কেহ শুনে নাই; ভক্তবৃন্দের গুণ গান করিতে তিনি শত মুখ হইতেন। জীবের স্বভাব অপরাধ করা,—সাধু বৈষ্ণবের স্বভাব ক্ষমা করা। দোষদর্শনে চিত্ত মলিন হয়,—মন অপবিত্র হয়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে,—

করুণা সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয়॥

(৪২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থ বৈষ্ণবকে ভজনরাজ্যে অতি উচ্চ স্থান দিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার ঠাকুর, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রামানন্দ রায় প্রভৃতি সকলেই গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। অবধুত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেও প্রভু গৃহী করিয়াছিলেন। অতএব গৃহে থাকিলে ধর্ম্মাচরণ হয় না,—ভজনে ব্যাঘাত হয়,—ইহা কদাচ মনে করিও না। ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিয়াছেন,—

গৃহস্থ বৈষ্ণবের মন শুন রে পামর।
পদ্মপুষ্প ভাসে যেন জলের উপর॥

(৪৩)

বৈরাগী অর্থাৎ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম বড় কঠিন। তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশও বড় কঠোর। সেই আদেশ মন দিয়া শুন,—"বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন। মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥ বৈরাগী হইয়া যে বা করে পরাপেক্ষা। কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায় আর হয় রসের বস॥ বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন। শাক পত্র ফল মুল উদর ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" ইহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে বসিয়া ভিক্ষা করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এরূপ ভিক্ষাকে বেশ্যাবৃত্তির সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের বাণী "সিংহ দ্বারে বেশ্যাবৃত্তি বেশ্যার আচার"। অতএব প্রকৃত বৈরাগ্যবান না হইয়া এবং প্রকৃত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর উপযুক্ত না হইয়া,—এ পথের পথি হইও না। বৈরাগী হওয়া সহজ কথা নহে।

(৪৪)

ভক্তি মার্গাবলম্বী সাধকের পক্ষে সর্ব্ব প্রথমে দুই বস্তু সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। একটি কুসঙ্গ,—অপরটি কদন্ন দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্য বিষয় বলা ও শুনা এবং খাওয়ান খাওয়া এই ছয় প্রকার সঙ্গের লক্ষণ। সঙ্গত্যাগের অ অসৎ লোকের সহিত এই ষড়বিধ প্রীতির ব্যবহা বর্জ্জন। গোস্বামী শাস্ত্রমতে অসৎ সঙ্গ বা কুসঙ্গ "স্ত্রী সঙ্গী এক,—কৃষ্ণাভক্ত আর"। স্ত্রী সঙ্গী দ্বিবিধ,—অবৈধ স্ত্রী এবং বৈধ স্ত্রী; অর্থাৎ পর স্ত্রী ও বিবাহিতা স্ত্রী বৈধ স্ত্রীতে অত্যন্তানুরক্তি যাহার অর্থাৎ যিনি স্ত্রৈণ,—তিনিও স্ত্রীসঙ্গীর মধ্যে গণ্য। অতএব এরূপ স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ বর্জ্জনীয়। বৈরাগী অর্থাৎ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পক্ষে যে কোন প্রকার স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রী সম্ভাষণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এই অপরাধে তিনি ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতএব স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিও না।

(৪৫)

কৃষ্ণাভক্ত, অর্থাৎ কৃষ্ণের অভক্তদিগকে কুসঙ্গী বলে। গোস্বামী শাস্ত্রকারগণ অনন্য কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত কামকামী বা মোক্ষকামী সকলকেই কৃষ্ণাভক্ত পদবাচ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, এবং গোস্বামী শাস্ত্র সিদ্ধান্তমতে সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ, সুতরাং তিনি স্বয়ং ভগবান। এই তত্ত্ব যাঁহাদিগের হৃদয়ে পরিস্ফু হইয়াছে তাঁহারা কামকামী বা মোক্ষকামী হইয়া অ দেব দেবীর উপাসনা করেন না এবং কামকামী অ দেবোপাসকের সঙ্গও করেন না।

(৪৬)

কদন্ন অর্থে অনিবেদিত অন্ন। বিষ্ণু-নিবেদিত অ ভিন্ন অন্য অন্ন বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে। প্রসাদ ভক্ষ অবশ্য কর্ত্তব্য। পাপার্জ্জিত ধনের দ্বারা সংগৃহীত অন্ন, তাহাকে পাপান্ন বলে। এই পাপান্ন শ্রীভগবা গ্রহণ করেন না,—সুতরাং তাহা ভগবত নিবেদিত হইলে প্রসাদ বলিয়া গণ্য নহে। এরূপ পাপান্ন সাধু বৈষ্ণবে

রস্থ হইলে মন দুষ্ট হয়, তাহাতে বিষম অনর্থ উপস্থিত। অতএব কদন্ন বা পাপান্ন কদাচ গ্রহণ করিবে না।

(৪৭)

বৈরাগী বা সাধু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ীর অন্ন রাজান্ন ও রাজপ্রসাদ গ্রহণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। তাঁহাদিগের ক্ষ রাজদর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং চরণ করিয়া এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুখের বর্ণনা,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।
দুষ্ট মনে নাহি হয় কৃষ্ণের স্মরণ॥" চৈঃ চঃ

উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুর লীলারঙ্গ পাঠ করিও,—অনেক শিক্ষা পাইবে।

(৪৮)

সৎকর্ম্ম করিয়া যাও,—ফলানুসন্ধান করিও না,—পুণ্যের আশা করিও না। সুকৃতির ফল,—পুণ্য সঞ্চয়। পুণ্য সঞ্চয়ের ফল স্বর্গলাভ। স্বর্গলাভে ভোগ সুখের চরম সীমা। অক্ষয় স্বর্গলাভ কামনা বৈষ্ণবের কার্য্য নহে। শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস ও পার্ষদ। শ্রীকৃষ্ণচরণই তাঁহাদের স্বর্গধাম অর্থাৎ নিত্যধাম। অতএব যাহা কিছু পুণ্যকর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনায় করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সকাম ধর্ম্ম নহে।

(৪৯)

কর্ম্মযোগীগণ জন্ম জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে স্বর্গ লাভ করেন,—দেবত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু স্বর্গ ও দেবত্বও ক্ষয়শীল কারণ "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকে বিশন্তি" (গীতাবাক্য)। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাগণের স্বর্গভোগের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। সুকৃতি ও পুণ্য সঞ্চয় শেষ হইলেই দেবগণের মর্ত্তে আগমন করিতে হয়। অতএব বৈষ্ণবগণ সুকৃতি ও পুণ্য কর্ম্মের ফলাশা রূপ স্বর্গ কামনা করেন না।

(৫০)

স্বর্গবাসী দেব দেবীগণও ভক্তপদ প্রার্থী। ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ জন্ম জন্মান্তরে [illegible] পার্ষদ। তাঁহা- যাহা স্বর্গ অপেক্ষাও বড় এবং শ্রেষ্ঠ। অতএব ভগবদ্ভক্তের স্থান দেব দেবী অপেক্ষাও উচ্চে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী "আমা হৈতে আমার ভক্তের পূজা বড়।" ইহা মনে করিয়া ভক্তের পূজা করিবে,—ভক্তসেবা করিবে। শ্রীভগবান ভক্তের মুখে আহার করেন, ভক্তের মুখে কথা কহেন। ভক্তগুরু রূপেই তাঁহার প্রকৃত প্রকাশ,—ভক্তগুরুই তাঁহার প্রকাশ মূর্ত্তি,—ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। প্রভুর উপদেশ,—

"কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস॥" চৈঃ ভাঃ

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোরা-রূপ।

(শ্রীকালিহরদাস বসু ভক্তিসাগর)

স্বর্ণরম্ভা পরে, কমলের ঝাড়ে, উলটি শোভিত চারু।
উরু যুগ মূল, কটি তট কোপা, সে কটি পরম সরু॥
তদুপরে শোভে, সুন্দর উদর, সুধার তরঙ্গ ভরা।
তদুপর কিবা, পুরিসর উর, নাগরীর মনোহরা॥
আজানুলম্বিত, দুদিক্ দুবাহু, সপদ্ম মৃণাল দুলে।
লবণ সমুদ্রে, ভাসমান কম্বু, তদুপরে চাঁদ ঝলে॥ (১)
(কিবা) চরণ যুগল, ফুল্ল শতদল, অমল কোমল বর।
অরুণ শীতলে, আছে তলে তলে, দলে দলে সুধাকর॥
(সেই) চাঁদে চাঁদে ঝরে, সুধা-মন্দাকিনী, চকোরিণী
ঝাঁকে উড়ে॥
কমল কোটরে, মকরন্দ-সিন্ধু, বিন্দু লাগি অলি বেড়ে॥
সে মধু-সিন্ধুতে, সুমৃদু তরঙ্গ, মরকত জ্যোতি মাখা।
মধু-সিন্ধু-রত্ন, প্রেমানন্দচ্ছটা, কোটি কোটি চাঁদ রাকা॥

---

(১) শ্রীপত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যার ১০৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "শ্রীগৌরাঙ্গপদকমল" পদ্যের প্রথম দুই লাইন এই পদ্যের এই স্থলে পাঠ্য। তৎপরবর্ত্তী চরণগুলি পূর্ব্বপ্রকাশিত পদের সংশ্লিষ্ট। "শ্রীগৌর-রূপের" অবশিষ্টাংশ "শ্রীগৌরাঙ্গপদ-কমলের" শেষাংশে ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতে রসাভাস দোষ হইয়াছে, কৃপাময় পাঠকবৃন্দ এই দোষ গ্রহণ করিবেন না। এই ভ্রমপ্রমাদ জন্য রসজ্ঞানহীন জীবাধম সম্পাদকই [illegible]

ভানুদ্বিজরাজ, কমল কুমুদ, একত্র বসতি করে।
কি সম্পদ ওতে, গোপত নিহিত, রক্ষে নাগ-নূপুর বেড়ে॥
গোরা পদ স্মৃতি, কত সুশীতল, কিবা সে পরশ ওর।
পরখ পরশ, দাস কালীহৈরো, মাগে নেত্র জলভোর॥

"শ্রীগৌরাঙ্গদেব।"

আবাহন।

(১)

এস হে গৌর! ভারতে আবার গাহি হরিনাম হরষে!
পাপী তাপী কুল যাক্ তরি' তব চরণ রেণুর পরশে!
নাচুক জগৎ নবীন আমোদে,
ডেকে যাক্ বান নব প্রেম-নদে,
তৃষিত এ চিত মিটাক এ তৃষা, অপরূপ-রূপ দরশে!
(ওগো!) ভকতি কমল উঠুক ফুটিয়া শুষ্ক হৃদয়-সরসে!

(২)

এস হে নিমাই! এস হে আবার হরিনাম গানে মাতিয়া!
দুই বাহু তুলি, হরি হরি বলি, ছড়াও ভূতলে অমিয়া!
মলা মাটী যত হয়ে যাক্ দূর,
হৃদি বীণাতারে তোল নব সুর,
নব দানে দেব ভরিতে হৃদয় রেখেছি আঁচোল পাতিয়া।
এসহে তারক! তারিতে ভারত হরিনাম গানে মাতিয়া!

(৩)

এসহে আবার রুনু ঝুনু রবে চরণনূপুর বাজায়ে,—
চরণে তোমার দিতে উপহার রাখি ফুল-ডালা সাজায়ে!
নয়ন ভরিয়া রাখি আঁখিজল,
হৃদয় ভরিয়া রাখি প্রীতিফল,
বারেকের তরে ল'য়ে যাও পূজা, যাও দীনজনে মজায়ে!
(তুমি) এস হে ভারতে তারিতে আবার চরণ নূপুর বাজায়ে।

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী, কাব্যনিধি।

গৃহস্থাশ্রম।

(শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ভক্তিরঞ্জন বেদান্তভূষণ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিত কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥

শ্রীভাগবতে ১০।২২।২৬।

যাহাদিগের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট, তাঁহাদিগকে পুনরায় কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না; যেরূপ বীজ ভর্জ্জিত কিম্বা কাথিত হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয় না। যাহা হউক যখন সকল আশ্রমবাসীকে গৃহস্থাশ্রমের মুখাপেক্ষা করিতে হয়,—তখন গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ॥
এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ॥

বরাহ পুরাণে ১৬৭।৮।

যেরূপ মাতাকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় জীব বাঁচিয়া থাকে, তদ্রূপ এই গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রমবাসী জীবিত থাকে। (তবে পর্ব্বত কন্দরে যোগীগণ বাস করিয়া তৎস্থানোদ্ভূত কন্দমূল খাইয়া জীবন ধারণ করেন, তাহা অতি বিরল)।

এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মনুষ্য সাধনবলে মুক্তি বা ভগবৎপার্ষদত্বও প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই সংসারে থাকিয়া নামব্রহ্ম আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এক জন্মে না হউক কোন জন্মেও ত হইবে। কিন্তু সংসারে থাকিয়া লোকের উপকার করা হয়, অন্য আশ্রমে থাকিলে সে উপকার করা সম্ভব নহে, কেবল যে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা উপকার তাহা নহে, হরিনাম শ্রবণাদি দ্বারাও মনুষ্যের অন্তর্মল দূর করা যাইতে পারে। মূলকথা সংসারে থাকিয়া মনুষ্যের শরীরের মল অন্তরের মল শোধন করা যাইতে পারে। সংসার ত্যাগ করিলেই যে হরি আসিয়া দীক্ষিত করিবেন,—তাহারও কোন নাই। রাগীব্যক্তির বনে গিয়াও রাগ থাকিবে—

বনেষু দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাং গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মনি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্ত রাগস্য গৃহং তপোবনম্।

শান্তিশতকে ২।৩০।

ভোগস্পৃহালু ব্যক্তি বনে গেলেও ভোগস্পৃহা দোষ থাকে, গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ হইয়া থাকে, যিনি অনিন্দিত কর্ম্ম করেন সেই ভোগস্পৃহাশূন্য ব্যক্তির গৃহই তপোবন হইয়া থাকে।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া সংসার। এ সংসারে থাকিয়া তাঁহাদের ভরণ পোষণ করা কর্ত্তব্য,—

সর্ব্বার্থসম্ভবোদেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।
ন তয়োর্যাতি নির্ব্বেশং পিত্রোর্মর্ত্ত্যঃ শতায়ুষা॥
যস্তয়োরাত্মজঃ কল্য আত্মনা চ ধনে ন চ।
বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তংপ্রেত্য স্বমাংসংখাদয়ন্তি হি॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্।
গুরুংবিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্যোঽবিভ্রচ্ছ সন্ মৃতঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৪৫॥৫-৭।

সমুদায় অর্থ দেহেই উৎপন্ন হয়, যাঁহাদিগের হইতে জন্মিয়াছে ও যাঁহাদিগের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও সেই পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি পিতা মাতার সমর্থ পুত্র হইয়া তাঁহাদিগের জীবিকা সম্পাদন না করেন,—মৃত্যুর পরে যমদূতগণ তাহাকে তাহার নিজের মাংস আহার করায়। সমর্থ ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ মাতা, পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু সন্তান, গুরু ব্রাহ্মণ ও প্রপন্ন ব্যক্তিকে ভবণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে জীবন্মৃত বলিতে হয়।

একথা আর কাহারও নহে, শ্রীকৃষ্ণ কংশবধের পর মাতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া মাতার সেবা করিতে পান নাই বলিয়া মাতা দেবকীকে কহিয়াছিলেন,—

অন্যত্র—বিহায় বৃদ্ধৌপিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বাসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজন্ নারকী ভবেৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ৮মউল্লাসে।২২৩।

বৃদ্ধ পিতা মাতা, শিশুসন্তান, পতিব্রতা ভার্য্যা এবং অক্ষম বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাশ্রম গ্রহণ করিলে নরক ভোগ করিতে হয়।

পুনরায়,—

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চতনয়ং হিত্বা নাবধুতাশ্রমং ব্রজেৎ॥ ১৭।
মাতৄন্ পিতৄন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ১৮।
মাতৃহা পিতৃহা সঃস্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ।
অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যোগচ্ছেদ্ ভিক্ষুকাশ্রমে॥ ১৯॥ ঐ ঐ

পুনরায়,—

জনন্যা বৰ্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ॥

সংসারে পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা—

নাস্তরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্।
মত্বাগৃহী নিষেবেত সদাসর্ব্ব প্রযত্নতঃ॥২৫। ঐ ঐ

পিতামাতাকে মনুষ্যবুদ্ধি করা কর্ত্তব্য নহে,—করিলে পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে—

কুরুতে নরবুদ্ধিঞ্চ মাতরং পিতরং গুরুম্।
অযশস্তস্য সর্ব্বত্র বিঘ্ন এব পদে পদে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৬০ অধ্যায়ে ৭।

পিতামাতা সন্তুষ্ট থাকিলে দেবতারাও সন্তুষ্ট থাকেন—

তুষ্টায়াং মাতরি প্রিয়ে! তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি!
তব প্রীতির্ভবেদ দেবি! পরব্রহ্ম প্রসীদতি॥

মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে ৮।২৬।

(সংস্কৃতগুলি সরল, তজ্জন্য অনুবাদ দেওয়া গেল না)

যে ধর্ম্মে পিতা মাতা ও পত্নীকে অশ্রু বিসর্জ্জন করায় সে ধর্ম্মই না জানি কেমন? ধর্ম্মের লক্ষণ এই—

যতোঽভ্যুদয়নিঃ শ্রেয় স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ।

বৈশেষিক দর্শনে ১।১।২।

যাহা হইতে মঙ্গল ও মুক্তিসিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম্ম।

বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও সহধর্ম্মিনী পত্নীকে কাঁদাইয়া কি ধর্ম্ম হয়? যিনি কাঁদান,তাঁহার কি মঙ্গল হয় কিম্বা তিনি কি মুক্তিলাভ করেন? যদি তিনি মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলে অনন্তকাল নরকে কে বাস করিবে? মাতার এক এক দীর্ঘনিঃশ্বাসে ত পুত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। পত্নীর অশ্রুতেও পতির পতন অবশ্যম্ভাবী। বয়োবৃদ্ধের অভিশাপ কনিষ্ঠকে স্পর্শ করে; কিন্তু বয়ঃ কনিষ্ঠের অভিশাপ কি বয়োবৃদ্ধকে স্পর্শ করে না? জলন্ধর-পত্নী বৃন্দাদেবী নারায়ণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—

অহং মোহং ত্বয়ানীতা ত্বয়া মায়া তপস্বিনা।
তথাতব বধূং মায়া তপস্বী কোঽপি নেষ্যতি॥

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ১৬।৫৫ (পুনামুদ্রিত।

যেরূপ তুমি তপস্বীবেশে আমার মোহ উৎপাদন করিলে, সেইরূপ কোন মায়াতপস্বী তোমার পত্নীকে লইয়া যাইবে।

দেবীকে হরণ করেন নাই? কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়; কর্ম্মফল অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নাই। ভগবানকেও ভোগ করিতে হয়। ভগবান যিনি অজ তিনিও লোককে দেখান যে আমাকেও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্য তিনি কহিয়াছেন—

দেহান্থচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎ সৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুমিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥
শ্রীভাগবতে ১০।২৪।১৭।

কর্ম্মের বলবত্তা দর্শনেও কহিয়াছেন—

সতিমূলে তদ্ বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ॥
পাতঞ্জলদর্শনে ২।১৩।

কর্ম্মের মূল থাকিলে তাহার ফলে জন্ম, আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে। সেই কর্ম্ম পুণ্য ও পাপ বশতঃ আহ্লাদ ও পরিতাপের কারণ হইয়া থাকে।

তেহ্লাদ পরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাৎ। ঐ ২।১৫।

পুনরায় বেদান্ত দর্শনে কহিয়াছেন—

বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষ্যত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। ২।১।৩৩।

ঈশ্বর যে এক জনকে সুখী করেন একজনকে দুঃখী করেন,—তাহা কি তাঁহার বৈষম্য কিম্বা অকৃপালুতা? তাহা নহে। কারণ তাহা কর্ম্ম সাপেক্ষ,

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ। ঐ ২।১।৩৩

(ক্রমশঃ)

নদীয়ার যুগলরূপ।

—):*:(—

(শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য)

মধুর মিলন নদীয়া ধামে, দক্ষিণে গৌরাঙ্গ প্রিয়াজি বামে।
অতুল রূপের পুতুল দু'টি, নিরখি মুরছে মদন কোটি!
রতন আসনে যুগল চাঁদ, ভুবন মোহন পীরিতি ফাঁদ॥
দোঁহার কনক কিরণে কিবা, ঝলকিত সব রজনী দিবা।
পুরুষ যোষিত পরাণ চোর, শচীর মন্দিরে মানিক যোড়।
দোঁহ রূপ... দোঁহাই ... [illegible]
সুরনরসেব্য যুগলে আ'জ, কে দিলরে এই ফুলের সাজ!
রতন জড়িত ভূষণ যত, ফুলের সহিত ঝলসে কত!
যুগল উপরে সোণার ছাতা, রাঙ্গা পদতলে আসন পাত।
আসন নিকটে পাদুকাদ্বয়, হৃদয়ে ধরিতে পরাণে কয়।
যুগল দু'দিকে চারিটি বালা, দাঁড়ায়েছে লয়ে ব্যজন মালা।
বিজয় বলিছে কিছু না চাই, যুগল হেরিয়া মরিয়া যাই॥

বৈষ্ণব-সভায় অবৈষ্ণব বক্তা।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় গোলকগত মহাত্মা শিশির বাবু লিখিয়াছিলেন,—

"আজ কাল কালের গতি বড় মন্দ হইয়াছে। ভারতে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ম অর্থোপার্জ্জন করা বড়ই কঠিন হইয়াছে। অন্যদিকে উপার্জ্জনের কোন পথ না দেখিয়া অনেক গুলি সুচতুর লোক ধর্ম্মবক্তা হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ কতকগুলি লোককে আমরা জানি, তাঁহারা কিছুই শিক্ষা করেন নাই,—যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা যাজন করেন নাই, অথচ অন্য লোককে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত। তাঁহারা যে স্থানে বা যে সভায় যান, তথাকার অধিকাংশ লোকের মনোভাব বুঝিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদিগের মতের সহিত নিজমত ঐক্য করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং তাহাদের নিকট বাহবা লয়েন, আমার বিশ্বাস এই সকল বক্তা দেশের, ধর্ম্মের ও জীবের অমঙ্গল করিতেছেন।"

"ইহার মধ্যে অনেকেই ইদানিন্তন বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্যস্ত। জীবকে জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, এই তাহাদের উচ্চাভিলাষ। কিন্তু আপনারা এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে একেবারে নারাজ। অন্যকে শিখাইতে তাঁহাদিগের উৎসাহের সীমা নাই, কিন্তু নিজে শিখিতে কোনরূপ চেষ্টাই নাই। অন্যে ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে, তাহাদিগকে উঠাইতে ব্যস্ত, কিন্তু আপনি যে হাবুডুবু খাইতেছেন, সে জ্ঞান নাই। ইঁহারা চান কি? জীবে উদ্ধার না আপনার প্রতিষ্ঠা? যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত পক্ষে জীবের উদ্ধার কামনা আছে, তিনি সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং ভবকূপ হইতে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।"

"প্রকৃত বৈষ্ণবগণ সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের পন্থা অন্যরূপ। তাঁহারা অন্যকে শিক্ষা দিবেন,—এ অভিমানই রাখেন না,—অন্যের অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ,—এ অভিমানও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির জন্য

কথা গুলি অতি সারগর্ভ কথা। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার এই সকল কথা। এক্ষণে বৈষ্ণব সভাসমিতিরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং তথাকথিত ধর্ম্মবক্তারও সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ নিরুপাধি ভক্তিধর্ম্ম যাজন করেন,—প্রকৃত বৈষ্ণবগণ কোনরূপ উপাধি ধারণ করেন না। তাঁহারা ভগবদ্দাস,—হরিদাস, কৃষ্ণদাস, গৌরদাস, এই দাসাখ্যাই তাঁহাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাধি বলিয়া মনে করেন। ভগদ্দাস্যাভিমানে তাঁহারা নিজ নিজ গুরুনির্দ্দিষ্ট ভজনপথানুসরণ করিয়া প্রেম ও ভক্তির দ্বারা নিজ মনমত ভগবতসেবানন্দে থাকেন। আর্ত্ত ও জিজ্ঞাসু হইয়া যদি কেহ তাঁহাদিগের নিকটে যান, মহাসমাদরে তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। এই রূপে অনাদি অনন্তকাল হইতে জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচার কার্য্য ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে। অনধিকারী সাধারণ লোকের এই ধর্ম্মে প্রবেশের অধিকার নাই। বড় বড় সভা সমিতি করিয়া হৈ চৈ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার কোন কালে হয় নাই,—হইবেও না। অনধিকারীকে বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মসভায় অনধিকারী ও অবৈষ্ণবের সংখ্যা এত অধিক লক্ষিত হয়,—যে সেখানে কোন প্রকৃত সাধুবৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বোপদেশ দান করিতে কুণ্ঠিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ—

"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রসাস্বাদন"॥

এক্ষণে অবাধে অবজ্ঞাত হইতেছে। এই সকল বৈষ্ণব সভাসমিতিতে সামান্যভাবে গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া প্রকৃত প্রস্তাবে নাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা একেবারে নাই। অথচ রসকীর্ত্তনের জন্য অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এই কাজে কোন কোন স্থানে প্রায় সমস্ত সময়ই দেওয়া হয়। প্রভুর আদেশ "অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রসাস্বাদন" ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলিত হইতেছে। উচ্চ নগরসংকীর্ত্তন ত প্রায় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, কারণ ইহা নামসঙ্কীর্ত্তন,—ইহা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শিক্ষিত লোক গান গাহিয়া পথের বাহির হইতে চাহেন না,—ছোট লোক ভক্তের সঙ্গে মিশিতে চাহেন না।—নগ্নপদে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের প্রভুর এত সাধের উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ লোপ পাইতে বসিয়াছেন। এখন তৎপরিবর্ত্তে রসকীর্ত্তনের প্রভাব ও প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বরাগ, দিব্যোন্মাদ, অভিসার, যুগলমিলন, কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি রসগানের পালা, হারমোনিয়ম, ফ্লুট, তবলা, বেহালা, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রাদি যোগে উচ্চ শিক্ষিত বৈষ্ণব সুগায়ক দিগের দ্বারা এই সকল বৈষ্ণব সভা সমিতিতে গীত হইতেছে। রসগানের মর্ম্ম না বুঝিয়া উত্তম কণ্ঠস্বর এবং সুন্দর সঙ্গতের প্রসংশা করিতে করিতে অনধিকারী শ্রোতাগণ প্রাকৃত রসের ভাণ্ডার লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন। এই কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ? এই কি আদর্শ বৈষ্ণবসভা? এই কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি? হা গৌর নিত্যানন্দ! হা সীতানাথ! এই সকল অজ্ঞ ও অবোধ জীবগণকে সুমতি দিয়া কেশে ধরিয়া সর্ব্বপ্রথমে যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে নিয়োজিত কর।

ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়াগণ রসগান করেন অর্থের লোভে, উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ কিসের লোভে এই রসগানে উন্মত্ত হইয়াছেন, তাহা বিজ্ঞজন মনে মনে বুঝিয়া লইবেন। অনেকস্থলে প্রাকৃত রসপুষ্টি ব্যতিত অন্য কিছু লাভ যে এই কার্য্যে আছে,—তাহা আমাদের ত মনে হয় না।

সম্পাদক।

গুরু-তত্ত্ব।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীগুরু সুধু এক জন্মের নহেন,—তিনি জন্ম জন্মান্তরের গুরু। সাধন ভজনের পরিপক্কাবস্থায় যদি কেহ এক জন্মে উন্নীত হইতে না পারেন, জন্মান্তরে তাঁহাকে দেহ ধারণ করিতেই হইবে, একথা ধ্রুব সত্য (১)। দেহ ধারণ করিলেই গুরুকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

(১) ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত।

যদি এক জন্মে পক্ক না হয় সাধন।
জন্মান্তরে তবু হয়,—না হয় খণ্ডন।
অতএব থাকে যদি জন্মের অপেক্ষা।

শ্রীগুরু নিত্যধন,—তাঁহার সম্বন্ধও নিত্য বস্তু। তিনি কখন প্রকট ভাবে লীলা সূত্রে শিষ্যকে দীক্ষা শিক্ষা দেন,—কখনও অপ্রকট ভাবে অন্তর্য্যামিরূপে শিষ্যের হৃদয়ে উদিত হইয়া জ্ঞান যোগ দান করেন। তিনিই কৃপা পরবশ হইয়া শিষ্যের মঙ্গলার্থে তাহার পুনর্জ্জন্মে পুনরায় প্রকট হন, এবং পুনরায় তাহাকে পূর্ব্ব সাধনানুযায়ী দীক্ষা শিক্ষা দিয়া ভজন-সাধ পূর্ণ করিয়া ভজনের পরিপক্কাবস্থায় উন্নীত করেন।

এই নিত্য গুরুর সম্বন্ধ নিত্য হয়।
কভু বা প্রকট কভু অপ্রকট নয়।
পুনর্জ্জন্মে সেই গুরু প্রকট হইয়া।
সেই শিষ্যে দীক্ষা দেন কৃপা ত করিয়া॥ ঐ

ঠাকুর নরোত্তম দাস লিখিয়াছেন,—

চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
ইহলোকে পর লোকে, কিবা দুখে কিবা সুখে, সে চরণে রহু মোর চিত॥

শ্রীগুরু দুই রূপে বিলাস করেন যথা—

বাহ্যেতে আচার্য্যরূপে জীবে কৃপা করে।
অন্তরেতে ভাব মূর্ত্তি সদাই বিহরে॥
দুই রূপ নিত্য তাঁর এক আত্মাময়।
যেমত শ্রীগঙ্গা দেবী দুই রূপ হয়॥
বাহ্যে নীর রূপে করে লোকের নিস্তার।
অন্তরেতে দেবী রূপে তাঁহার বিহার॥

অতএব শ্রীগুরুতত্ত্বই পরম তত্ত্ব,—এই তত্ত্ব প্রথমে না বুঝিলে ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা বিফল মাত্র।

এখন শিক্ষা গুরুর কথা কিছু বলিব। দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু অভেদ তত্ত্ব (২)।

শিক্ষা গুরুকে ত কৃষ্ণ স্বরূপ জানিবে।
দীক্ষা গুরু শিক্ষা গুরু অভেদ মানিবে॥

এই শিক্ষাগুরুও দ্বিবিধ প্রকার। অন্তর্য্যামী এবং ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরুও দীক্ষাগুরুর ন্যায় শিষ্যের মনে ও সম্মুখে প্রতিভাত ও প্রকট হইয়া ভজনতত্ত্ব শিক্ষা দেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

অন্তর্য্যামীরূপে কি রূপে কি ভাবে তিনি শিক্ষা দেন,—নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন,—তাহা শ্রীভগবান গীতাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন, যথা—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেন মামুপযান্তি তে॥

অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবানকে সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহাকে বুদ্ধিযোগ দান করিয়া নিজ তত্ত্ব স্বয়ং তিনি অন্তর্য্যামী হইয়া শিক্ষা দেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা তিনি বলিয়াছেন, যথা—

"যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।"

এই হইল অন্তর্য্যামীরূপে জীবহৃদয়ে শ্রীগুরুর প্রকাশ ও বিলাস। এখন শ্রেষ্ঠভক্তরূপে কিরূপে শিক্ষাগুরুর প্রকাশ হয় তাহা বলিতেছি। শ্রীভগবান গুরুরূপে প্রকাশ হইয়া শিষ্যকে স্বয়ং দীক্ষা ও শিক্ষা দেন। কোন কোন স্থলে তিনি দীক্ষা দিয়া শিক্ষার জন্য শিষ্যকে স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ সাধুভক্তের হস্তে সমর্পন করেন। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথদাসকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন। যদি শিষ্যের এরূপ সৌভাগ্য না হয়, অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীগুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত ও শিক্ষিত না হন, এবং দীক্ষা গুরু কর্ত্তৃক শিক্ষাগুরুর হস্তে যদি তিনি সমর্পিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কি?

"তবে কোন ভক্তশ্রেষ্ঠ স্বজাতীয় স্থানে।
আপনে করিবে সিদ্ধ সাধন শিক্ষন।
মনের সন্দেহ আর করিবে ভঞ্জন॥" উঃ চন্দ্রামৃত।

এই যে ভক্তশ্রেষ্ঠ স্বজাতীয় সাধু-বৈষ্ণব, মোহান্ত ও গোস্বামীগণ ইঁহারা অনেক ভাবের ও প্রকারের ভক্ত আছেন। কাহারও কোন রসের অধিকার আছে,—কেহ বা কোন ভাবের ভাবুক। আশ্রয়ভেদে রসের প্রকারভেদ হয়। সকলেই সকল রসের রসিক হইতে পারেন না। আপন আপন স্বভাবসিদ্ধ রসে সকলেই রসিকশ্রেষ্ঠ এবং সেই রসের রসিক ভক্তশ্রেষ্ঠ। এই জন্য শিষ্য স্ব-রস পুষ্টি হেতু স্বজাতীয় অর্থাৎ স্ব-রসজ্ঞ রসিক ভক্তচূড়ামণির নিকট ভজন শিক্ষা লইবেন। সকলের নিকট সকল রসের সমভাবে শিক্ষা হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ে পরিপক্ক, যিনি যে রসের রসিক, তিনি সেই বিষয় ও রসের শিক্ষা গুরু হইতে সমর্থ। অন্যভাব বা রসের অধিকার তাঁহাদের নিকট

(২) শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। গীতা।
চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে, শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান শিখিপিঞ্ছ মৌলিঃ। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

না থাকায় তিনি সে ভাবের বা রসের পুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম নহেন। অতএব দীক্ষাগুরু নির্ব্বাচনের পরও শিক্ষাগুরু নির্ব্বাচনের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বড় কম নহে।

এই সকল কথা বিশেষ ভাবে জানিয়া তবে গুরুকরণ করিতে হয়, এবং এরূপ ভাবে গুরুকরণ করিলে, ভজনের পরিপুষ্টি সাধন হয়,—ইষ্টলাভ হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এখন গুরু-শঙ্কট বা গুরু-বিভ্রাট উপস্থিত। নবীন গৌরভক্তগণ অতিশয় সাবধান পূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিবেন।

(ক্রমশঃ)

কাঙ্গালের হৃদয়োচ্ছাস।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় বিষ্ণুপ্রিয়া।
শীতল করহ মোরে পদ-ছায়া দিয়া॥
বিতরিয়া অহৈতুকী করুণা অপার।
দুশ্চেদ্য করম পাশ ঘুচাহ আমার॥
বল প্রভু কতদিনে ঘুচিবে বন্ধন।
অভিমান শূন্য হ'য়ে করিব ক্রন্দন॥
লৌহপিণ্ড সম মোর কঠিন হৃদয়।
নামামৃত পানে তব যদি দ্রব হয়॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ রিপু ষড়।
তব কাজে যদি প্রভু নিয়োজিত কর॥
তবে ত বুঝিব তব করুণা প্রচুর॥
কৃপানিধি তুমি মোর দয়াল ঠাকুর॥
আমার আমিত্ব প্রভু করহ গ্রহণ।
বিনিময়ে দাও তব দাসত্ব রতন॥
আমি দাস তুমি প্রভু করুণার সিন্ধু।
যুগল ভজনে দাও মতি এক বিন্দু॥
হৃদয়ে যুগল মূর্ত্তি প্রকাশি আমার।
জীবনের দুর্ব্বিসহ হর দুখভার॥
এই ভিক্ষা দাও মোরে বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
ভুলি না জীবনে যেন তব রাঙ্গা পা॥
সংসার-সমুদ্রমগ্ন পাপী দুরাচার।
জীবাধম হৃষীকেশে কর মা উদ্ধার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরচিত

শ্রীশ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্র। (১)

শ্রীমদ্রাধা রসময়ী রসজ্ঞা রসিকা তথা।
রাসেশ্বরী রসভুক্তি রসপূর্ণা রসপ্রদা॥
রঙ্গিনী রসলুব্ধাচ রাসমণ্ডল কারিনী।
রাসবিলাসিনী রাধা রাধিকা রসপূর্ণদা॥
নানা রত্না রত্নময়ী রত্নমালা সুশোভনা।
রক্তোষ্ঠী রক্তনয়নী রক্তোৎপল বিধারিনী॥
রমণী রামিণী গোপী বৃন্দাবন বিলাসিনী।
নানারঙ্গ বিচিত্রাঙ্গী নানা সুখময়ী সদা॥
সংসারপার তরণী বেণুগীত বিনোদিনী।
কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ ধ্যান পরায়ণী॥
কৃষ্ণানন্দা ক্ষীণমধ্যা কৃষ্ণা কৃষ্ণালয়া শুভা।
চন্দ্রাবলী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা চ কৃষ্ণবল্লভা॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ অঙ্গপরায়ণী।
ধ্যানাতীতা ধ্যানগম্যা সদা কৃষ্ণ কুতূহলী॥
প্রেমময়ী প্রেমরূপা প্রেমা প্রেম বিনোদিনী।
কৃষ্ণপ্রেম সদা সাধ্বী গোপীমণ্ডল বাসিনী॥
সুন্দরাঙ্গী সুবর্ণাভা নীল বস্ত্র বিধারিনী।
কৃষ্ণানুরাগিনী চৈব কৃষ্ণপ্রেম সুলক্ষণা।
নিগূঢ় রসসারাঙ্গী মৃগাক্ষী মৃগলোচনা।
অশেষ গুণপারা চ কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী রমা॥
রাসমণ্ডল মধ্যস্থা কৃষ্ণরঙ্গী সদা শুচিঃ।
ব্রজেশ্বরী ব্রজরূপা ব্রজভূমি সুখপ্রদা॥
রাসোল্লাস মদোন্মত্তা ললিতা রসসুন্দরী।
সর্ব্ব গোপীময়ী নিত্যা নানা শাস্ত্র বিশারদা॥
কামেশ্বরী কামরূপা সদা কৃষ্ণ পরায়ণা।
পরাশক্তি স্বরূপাচ সৃষ্টিস্থিতি বিলাসিনী॥
সৌম্যা সৌম্যময়ী রাধা রাধিকা সর্ব্বকামদা।
গঙ্গাচ তুলসীচৈব যমুনা চ সরস্বতী॥
ভগবতী ভাগীরথী ভগবচ্চিৎ স্বরূপিনী।
প্রেমভক্তি সদাসাধ্বী প্রেমানন্দ বিলাসিনী॥

সদানন্দময়ী নিত্যা সত্য ধর্ম্ম পরায়ণা।
ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী আন্তা সুন্দরী কৃষ্ণরূপিনী॥
শতমষ্টোত্তরং নাম যঃ পঠেৎ প্রেমদঃ শুচি।
প্রাতঃকাল চ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়ামর্দ্ধ রাত্রিকে॥
যত্র তত্র ভবেত্তুষ্টিং কৃষ্ণপ্রেম যুতোভবেৎ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিরচিতং শ্রীরাধিকায়া অষ্টোত্তর শত নাম সম্পূর্ণং।

শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক।

দহন কনক গৌরো রক্ত কৌপীনধারী
দুরিতচয় বিনাশী কৃষ্ণনামাভিলাষী।
অখিল ভুবনতোষী জন্মমৃত্যু প্রনাশী
বিতরতু তব মোদং শ্রীনবদ্বীপবাসী॥ ১॥
যমভয় পরিহর্ত্তা সর্ব্বভূতার্ত্তি হর্ত্তা
বহুবিধ সুখকর্ত্তা ভক্তলোকৈক ভর্ত্তা।
হরিকথন সুধাশী ভক্তি বর্ম্মোপদেশী
বিতরতু তব মোদং শ্রীনবদ্বীপবাসী॥ ২॥
করক তিলক মালা বংশীমাপ্তে দধানঃ
প্রকটিত কটি মধ্যে নৃত্যগীতৈক চেতঃ।
ব্রজ সুহৃদয়রাশিঃ স্বান্ত বিভ্রান্তি নাশী
বিতরতু তব মোদং শ্রীনবদ্বীপবাসী॥ ৩॥
বিষম বিষয়চেতঃ ধ্বংসিকংসাদি কাল
[illegible]রণ যুগল মধ্যে ভাতি ভর্ত্তা রজন্যাঃ।
কল কলিভব মধ্যে ত্বংহি নারায়ণোহসি
বিতরতু তব মোদং শ্রীনবদ্বীপবাসী॥ ৪॥
[illegible]বাব্ধি তরণে তরিঃ কৃতিবরঃ কৃতার্থীকরঃ
[illegible]বুদ্ধিগণ নাশনঃ সুমতি সঙ্গ সম্বর্দ্ধনঃ।
[illegible]পার মহিমার্ণবঃ কনক বর্ণ কান্ত্যাজ্জ্বলঃ
[illegible]রোতু বরমঙ্গলং সদয় গৌরচন্দ্র স্তব॥ ৫॥
মস্ত গুণ সাগরঃ পরমতত্ত্ব বুদ্ধ্যাকরঃ
[illegible]াৎপরতর প্রভুঃ করক দণ্ডধারী হরিঃ।
ভক্ত পরিপালকঃ কলুষরাশি বিধ্বংশনঃ
[illegible]রোতু বর মঙ্গলং সদয় গৌরচন্দ্র স্তব॥ ৬॥
দঙ্গ করতালিক ধ্বনি বিধারি জপাদিভি
[illegible]

কৃপাদ্রমনসা সদা হরি হরীতি সংকীর্ত্তনঃ
করোতু বরমঙ্গলং সদয়ঃ গৌরচন্দ্র স্তব॥ ৭॥
শচী-হৃদয়নন্দনঃ কুলগুরু স্ত সন্ন্যাসীনাং
কৃতান্ত ভয়ভঞ্জনঃ শুভকরো জগন্মোহনঃ।
কলৌ দুরিত পূরিতাখিল মনুষ্য সন্তারকঃ
করোতু বর মঙ্গলং সদয় গৌরচন্দ্র স্তব॥ ৮॥

ইতি শ্রীরামশরণ তর্কবাগীশ কৃত শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক সম্পূর্ণং। (১)

গৌর-নাম-প্রেম সার।

মন রে!
গৌর নাম কর সবে, ঘুচে যাবে দুঃখ ভবে,
হৃদয়েতে সুখ শান্তি পাবে।
গৌরহরি বল মুখে, দিবা নিশি মন সুখে,
হেসে নেচে গৌরধামে যাবে॥

---

(১) এই স্তব রচয়িতা তর্কবাগীশ মহাশয়ের কিছু পরিচয় দিব। ইনি কৃপাসিদ্ধ গৌরাঙ্গভক্ত ছিলেন। এই মহাপুরুষের নাম রামশরণ মৈত্র, তর্কবাগীশ,—উপাধি। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। কা[শী] মিথিলা প্রভৃতি স্থানে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রথমে নাস্তিকভাবাপন্ন হন। তাঁহার প্রণীত "সিদ্ধান্ত-প্রদীপ" গ্রন্থে তাঁহার নাস্তিকতার পূ[র্ণ] পরিচয় পাওয়া যায়। পরে তিনি বেদান্ত পাঠে কথঞ্চিৎ আস্তিকভাবাপন্ন হন। তিনি একজন সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কৃত "শব্দ রত্নাবলী" ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা সর্ব্ব সমাদৃত। এই পণ্ডিতপ্রবর রামশরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত শান্তিপুর ধামে শ্রীঅদ্বৈত-পুত্র শ্রীপাদ দোলগোবিন্দ গোস্বামী প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। দর্শন মাত্রেই তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার পদাশ্রয় করেন। সদ্গুরুর কৃপায় তিনি তদ্দণ্ডেই দেবদুর্ল্লভ প্রেমভক্তিলাভ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গভজনে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাতে সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত এই স্তবটি এবং এই শ্লোকটি (২) পাঠ করিলেই তাঁহার গৌরাঙ্গে কনিষ্ঠতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পণ্ডিতভক্ত অনেক গুলি ছিলেন,—তাঁহার মধ্যে এই তর্কবাগীশ মহাশয়ের নাম অনেকেই জানেন না। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি পাবনা জেলায় বর্ত্তমান। কথিত আছে তর্কবাগীশ মহাশয় "শ্রীগৌর-তত্ত্ব-দীপিকা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমরা দেখি নাই। সম্পাদক।

(২) বুদ্ধেঃ কর্কশতা কুতর্কজনিতা দূরীকৃতা যেন বৈ,—
প্রাপ্তং গৌরপদং প্রগাঢ় সুখদং যদ্দৃষ্টি মাত্রে গুরুং।
নিত্যানন্দ হৃদর্ক স্বধর্ম্ম সুহৃদং শ্রীদোলগোবিন্দকং,

গৌর নাম উচ্চারিলে, গৌর আসি করে কোলে,
নাম আর নামী নহে ভেদ।
গৌর প্রেম সুধাধার, পান কর অনিবার,
হবে সবে পরম নির্ব্বেদ॥
গৌরপ্রেম মহোদধি, পানে যায় ভব ব্যাধি,
দুরাচার হয় সদাচারী।
গৌর নাম ধ্বনি শুনে, স্থাবর জঙ্গম গণে
প্রতিধ্বনি করে গৌরহরি।
গৌরপ্রেম মহা সিন্ধু, যে লভিল এক বিন্দু,
ধন্য বলি মানি সে জীবন।
গৌরপ্রেম সুধারসে, দিবা নিশি সেই ভাসে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
গৌর গৌরাঙ্গ নাম, জপ মন অবিরাম,
(গৌর) নাম কর জীবন সম্বল।
শয়নে স্বপনে বল, গৌরহরি হরিবোল,
গৌরহরি দুর্ব্বলের বল॥
সম্পদে বিপদে লহ, গৌর নাম অহরহ,
গৌর নাম ভবতাপ নাশা।
প্রমোদ কৌতুক রঙ্গে, ডাক শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রে,
গৌরহরি করিবেন দয়া॥
নৃত্য কর গৌর বলি, প্রেমানন্দে বাহু তুলি,
গৌরহরি দিবে পদ-ছায়া॥
গৌর গৌরাঙ্গ ব'লে, ডাক সবে কুতুহলে,
হাঁগ গৌরাঙ্গ বলে সবে কাঁদ।
গৌরাঙ্গ-চরণ স্মরি, সদা ফেল অশ্রুবারি,
গৌর মোর পিরিতের ফাঁদ॥
গৌর নাম জপি জপি, যায় যেন প্রাণ পাখী
গৌরধামে আনন্দে মাতিয়া।
গোরারূপ চক্ষে হেরি, গোরাপদ বক্ষে ধরি,
যায় যেন যোগেন্দ্র মরিয়া॥

শ্রীযোগেন্দ্র মোহন রায়।

শ্রীশ্রীজাহ্নবা-চরিত।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

পঞ্চম অধ্যায়।

শুভ বিবাহ।

অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদের শুভ বিবাহের দিন স্থির

সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত ধনী জমিদার ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শুভ বিবাহে নদীয়ার জমিদার বুদ্ধিমন্তখান এবং মুকুন্দ সঞ্জয় যেরূপ ব্যয় করিয়া রাজপুত্রের মত বিবাহ দিয়াছিলেন,—এই বিবাহেও উদ্ধারণ দত্ত একাকী সেইরূপ উদ্যোগ করিলেন।

"রাজপুত্রের বিভা সম যেন আয়োজন" নিঃ বঃ বিঃ

সূর্য্যদাস পণ্ডিতও ধনী মহাজন ছিলেন। তাঁহার গৃহে আনন্দের উৎস উঠিল,—নিত্য আত্মীয় স্বজনের সমাগমে গৃহ পরিপূর্ণ হইল,—গৃহে নিত্য মহোৎসব চলিতেলাগিল।

"হইতে লাগিলা নিতিনিতি মহোৎসব।
আসিয়া মিলিল যত আপ্ত বন্ধু সব॥ নিঃ বঃ বিঃ

নানাবিধ বাদ্যভাণ্ডে গৃহ মুখরিত হইল। সুন্দরী পুরস্ত্রীগণে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। শুভ বিবাহের অধিবাস কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল।

বাদ্যকার বাজায়ে বিবিধ বাদ্যগণ। নিতি নিতি শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥
স্ত্রীগণেতে বিলায়ে সিন্দুর গুয়া পান। তৈল সন্দেশ কত বিবিধ বিধান॥
গলাগলি করিয়া নাগরী নারী যত। পণ্ডিতের গৃহে আইলা শত শত॥
বদনে তাম্বুল পুরি নয়নে কজ্জল। অঙ্গ দোলাইয়া এয়ো আইলা সকল॥
নিঃ বঃ বিঃ

পুরোহিত মহাশয় আসিয়া অধিবাসের মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলেন। পুরনারীবৃন্দের মাঙ্গলিক হুলুধ্বনিতে বিবাহ বাড়ী মুখরিত হইল। মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। তখন সুন্দরীবৃন্দ একত্রে জল সাধিতে পথে বাহির হইলেন।

"জল সাধিবারে চলে নাগরীর গণ"।

সন্ধ্যাকালে বরসজ্জা কার্য্য আরম্ভ হইল,—গৌরীদাস পণ্ডিত স্বয়ং শ্রীনিতাই চাঁদকে বরসাজে সজ্জিত করিবার ভার লইলেন (১)। প্রসস্থ বিষ্ণুমণ্ডপের বারান্দার দ্বারদেশে অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ দিব্য আসনে বসিয়া আছেন—তাঁহার প্রফুল্ল বদনে হাসি যেন ধরিতেছে না। গৌরীদাসের মুখের পানে চাহিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। গৌরীদাস পূর্ব্বলীলায় সুবল সখা। কাজেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বেশ রচনা তাঁহার কার্য্য (২)। গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীনিতাইচাঁদকে কিরূপ বর সাজে সাজাইলেন শুনুন,—

(১) নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণু মণ্ডপ দুয়ারে।
গৌরীদাস আসিয়া বরবেশ করে॥ নিঃ বঃ বিঃ

(১) পূর্ব্বে যেন বৃন্দাবনে রোহিনী নন্দনে।
নানাতর বেশ কৈল সুবল আপনে॥

সহজেই নিত্যানন্দ শ্রীঅঙ্গমোহন। তাহাতে আবার দিল কপালে চন্দন।
সহজেই প্রেমমদে ঘূর্ণিত লোচন। তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন।
উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে। কিবা বদনে বিধু মণ্ডল ঝলকে।
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘনসার। মিলিত চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান শুভ্র উপবীত। বিচিত্র সুবর্ণ শৈলে তটিনীবেষ্টিত।
মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল। সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণভূষা করে ঝলমল ॥ ঐ

এদিকে অন্তঃপুরে সুন্দরী পুরনারীবৃন্দ শ্রীবসুধা দেবীকে নানাবিধ রত্নালঙ্কারে সাজাইতেছেন (১)। সে বেশ কিরূপ শুনুন,—

করেতে চিরুনি ধরি, কেশ সংস্কার করি,
স্বর্ণ সূত্র দিয়ে মূল বান্ধে।
ত্রিগুচ্ছ সমান করি, বেণী কৈল মনোহারী,
বদ্ধ কৈল কবরীর ছন্দে॥
রঞ্জন পাটের থোপা, দু'দিকে সুবর্ণ ঝাঁপা,
পিঠে দোলে হ'য়ে সারি সারি।
ললাটের কুন্তলকে, এক এক করিয়া তাকে,
বেণী বনাইল মন হারী॥
বস্ত্রের অঞ্চল দিয়ে, মুছি মুখ নিরখিয়ে,
কুঙ্কুমে মাজিল পুনঃ তায়।
অলকা তিলকা ক'রে, নয়নে অঞ্জন পুরে
সাজাইলা দীঘল রেখায়।
কপালে বিচিত্র করি, বিন্দু দিলা সারি সারি,
চন্দনেতে শ্রীবুক রচিল।
নাশায় তিলক দিয়া, রহে তাহা নিরখিয়া,
তার পরে ভূষা পরাইল॥
নাসাতে যে স্থূল মুক্তা, সুবর্ণের গুণযুক্তা,
দোলে কিবা অধর শিখরে।
তিল পুষ্প অগ্রে যেন, পড়ে মকরন্দ কণ,
স্থূল রূপে বিম্বের উপরে॥
সুবর্ণের কণ্ঠীত্রয়, কণ্ঠ বৃক্ষ পরিচয়,
আর দিন সুবর্ণ পদক।
সে অতি বিচিত্র সাজে, করিল বক্ষের মাঝে,
শোভে যেন অনঙ্গ কনক॥
কর্ণে দিল ঝাঁপা সোনা, সে যেন বিজুরি কণা,
নম্র রহে অঙ্গের উপরে।
রহিয়া একত্রে স্থিতি, স্বভাব চঞ্চল মতি,
অংশ পরশিতে সাধ করে॥

সুবর্ণ বলয় ভুজে, করে নব বঙ্ক সাজে,
তার কোলে কনক কঙ্কণ।
সোনার নূপুর পদে, পরাইল বহু সাধে,
যাবক রঞ্জিত শ্রীচরণ॥
শুক্ল বস্ত্র পরাইয়া, অধরে তাম্বুল দিয়া,
গলে দিল গন্ধ পুষ্প মালা।
চন্দন চর্চ্চিত করি, তাহে গন্ধ দ্রব্য ধরি,
ঘন সার করিয়া মিশালা॥
শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ, দুঁহু পাদপদ্মদ্বন্দ,
হৃদয়েতে ধরি অবিরত।
তাঁর লীলা গুণ গানে, বৃন্দাবন দাস ভনে
প্রেমে উন্মত ভেল চিত॥ নিঃ বঃ বিঃ

এইরূপে সুন্দরী পুরনারীবৃন্দ শ্রীমতি বসুধাকে সাজাইলেন,—বসুধার রূপের আলোকে দশদিক মুখরিত হইল। (ক্রমশঃ)

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী ও চৈতন্যদাস বাবাজি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ বৈরাগী-বিদ্বেষী। কিন্তু সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির প্রতি তৎকালীন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকবৃন্দের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হয়। নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিতপ্রবর নিত্যধামগত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির সঙ্গ করিতেন, এবং এরূপ শুনা যায় তাঁহার সৎসঙ্গফলেই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হৃদয়ে গৌরভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়,—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ভগবত্তায় তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তিনি মাহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে আসিয়া চৈতন্যদাস বাবাজির সঙ্গ করিতেন,—তাঁহার নিকট বসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন,—উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্প্রীতির ভাব লক্ষিত হইত। ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অন্যান্য বৈষ্ণবদ্বেষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এজন্য ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে নিন্দা ও উপহাস করিতেন,—

---

(১) শিল্পী পণ্ডিতা নারী বসিয়া নির্জ্জনে।

চৈতন্যদাস বাবাজি একদিন বলিয়াছিলেন "এই পণ্ডিত প্রবর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চিহ্নিতদাস,—প্রভু ইঁহার দ্বারা হরিভক্তি প্রচার করিবেন,—ইঁহার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে হরিভক্ত হইবেন"। শ্রীধাম নবদ্বীপের হরিসভা এবং পূজ্যপাদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধরগণের বৈষ্ণবাচার এবং বংশানুক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গভজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বাবাজি মহাশয়ের বাক্যের সম্পূর্ণ সফলতা প্রমাণ করিতেছে।

পূর্ব্বস্থলী নিবাসী পণ্ডিত রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুকৃতি বলে চৈতন্য দাস বাবাজির সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং শ্রীগৌরাঙ্গচরণে সুদৃঢ়া ভক্তি ছিল। তিনি পূর্ব্বস্থলী হইতে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির সহিত গৌর-কথা কহিতেন। এই সূত্রে দুই জনের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সৃষ্ট হইল,—উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন। পণ্ডিত রুদ্র কণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র,—মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র। তিনি যখন বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিতেন, বালক পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া আসিতেন। রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের দরিদ্রতা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছিল,—কিন্তু সে কথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। অন্তর্য্যামী চৈতন্য দাস বাবাজি মহাশয় সকলি জানিতেন। তিনি একদিন কথায় কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলেন "ভট্টাচার্য্য! তোমার এই দুইটী পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও যশস্বী হইবে,—ইহাদিগের দ্বারা তোমার সকল দারিদ্র্য দুঃখ দূর হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চিহ্নিত দাস,"। সিদ্ধ সাধু বৈষ্ণবের কথা কখন অসত্য হইতে পারে না। নবদ্বীপের এই মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, পাশ করিয়া প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আইনজ্ঞ যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ডি, এল ছিলেন,—বহু আইন গ্রন্থ লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাবাজি মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে তাঁহারা দরিদ্র পিতার দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে একদিন পণ্ডিত [illegible] বাবাজী ইহাতে প্রীত হইয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! তোমার দুঃখ প্রভু দূর করিয়াছেন,—এখন এক কাজ কর, মহেন্দ্রকে বল, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর জন্মোৎসব সে যেন ভাল করিয়া করে"। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে গিয়া মহেন্দ্রবাবুকে একথা বলিলেন, মহানন্দে মহেন্দ্র বাবু বাবাজী মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। তিনি তাৎকালিক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রধান সেবাইত গৌরধামগত দীননাথ গোস্বামী প্রভুর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতি বর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব বহুব্যায়ে সম্পন্ন করিতেন। তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে বাড়ী করিয়া তথায় মহাসমারোহে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "শ্রীগৌরচন্দ্র চরিতামৃত" কাব্য তাঁহার একনিষ্টা গৌরভক্তির নিদর্শন।

স্বর্গগত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর সঙ্গ করিতেন; তাঁহার গৌরভক্তির পরিচয় তাঁহার রচিত শ্লোকাবলীতে পাওয়া যায়, এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, "যদি কেহ মনে প্রকৃত শান্তি চান, বৈষ্ণবদিগের প্রেমধর্ম্ম বুঝিতে চান, তিনি যেন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর সঙ্গ করেন"। এখন বুঝুন, নদীয়ার পণ্ডিতগণ এই কৌপীনধারী সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার নদীয়া নাগরীভাব দেখিয়া কেহ কখন তাঁহার প্রতি কোন রূপ কটাক্ষ করিয়া অপরাধ অর্জ্জন করেন নাই। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

কৃষ্ণকথা। কবিতাগ্রন্থ। ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ৵০ ও ।৷০ আনা। শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, প্রণীত। গ্রন্থকার শান্তিপুর উচ্চ ইংরাজি স্কুলের হেড মাষ্টার। বহুদিন পরে উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জন প্রকৃত ভক্ত রচিত ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থের ভাব ও প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রন্থের নামেই অভিব্যক্ত হইতেছে। গ্রন্থকার যে একজন এক নিষ্ট কৃষ্ণভক্ত তাহা তাঁহার রচিত গ্রন্থের প্রতি কবিতার [illegible]

নাই,—তিনি প্রাচীন পদকর্ত্তা মহাজন কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কবিতা কুসুমাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিয়াছেন। ইঁহাই অত্যধিক আনন্দের কথা। এই গ্রন্থের সমালোচনা হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ও উপদেশ মতে—

————"ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়"॥ চৈঃ ভাঃ

অতএব "কৃষ্ণকথার" সমালোচনার প্রয়োজন নাই,—কিন্তু প্রয়োজন আছে, ইহা পড়িবার, এবং আস্বাদ করিবার। যাঁহার সৌভাগ্য হইবে,—তাঁহারই এই প্রয়োজন হইবে।

লীলামৃত। কবিতা গ্রন্থ। মূল্য ৵৽ আনা মাত্র। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। ভক্ত গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে রাসলীলা, কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলামৃত অতি সুন্দর ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। বালক বালিকাদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ পরম উপকারী হইবে। ইহার ভাষা অতি সরল এবং মধুময়,—প্রত্যেক কবিতাটি ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ, সরল মতি বালক বালিকা দিগের মনে স্বধর্ম্ম শিক্ষা দিতে এইরূপ গ্রন্থই অমোঘ অস্ত্র।

গান্ধী মহাত্মা। শ্রীযুক্ত কালীহরদাস বসু ভক্তিসাগর প্রণীত। মূল্য ৵৽ আনা মাত্র। গৌরভক্ত বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণ গৌরকথারসে সদামগ্ন থাকেন। গৌর কথা ভিন্ন অন্য কথা কহেন না,—লিখেন না। এই গ্রন্থ খানির নাম দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, ইহাতে গৌরকথা নাই। কিন্তু পাঠে দেখিলাম গৌরভক্ত গ্রন্থকার মহাত্মা গান্ধী মহারাজের অভিপ্রেত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের একটি অতি সুন্দর উপায় বলিয়া দিয়া তাঁহার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার এবং গৌরধর্ম্ম প্রচারনৈপুন্যের পরিচয় দিয়াছেন। সে উপায়টি ভক্তবর গ্রন্থকারের কথায় শুনুন,—

"এখন চাই নীচ পতিত জাতির প্রতি দয়া ও তাহার উদ্ধার। ইহার উপায় শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের উপদেশ ও পদ্ধতি মান্য করা,—আশ্রয় করা। অস্পৃশ্য জাতির পূতিগন্ধে সহসা ভাল লোকেরা ডুবিতে পারে না,—স্বভাবে ডুবিতে দেয় না। ইহাও এক রোগ বটে, কিন্তু ঔষধ চাই। শ্রীশ্রীভগবৎপ্রেমের অমৃত রসে ডুবদিলে আর সে পূতিগন্ধ থাকে না,—সব সমান হয়। হস্ত উত্তোলন কর,—কর, আরও কর,—যত পার নিত্যানন্দের শিক্ষায় গণ্ডুষ না করিলে প্রেমের নির্ম্মল বন্যাও বহিবে না,—অপবিত্রতা, অস্পৃশ্যতাদি ঘৃণাকার বুদ্ধি তিরোহিত হইবে না। আবার গৌরনিতাই ভারতে জাতি গঠনের,—সবকে এক করিবার,—সুন্দর কৌশল দিয়াছেন,—শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন। ভারতময় এই শ্রীনামানুকীর্ত্তন পদ্ধতির প্রচার বন্যা বহুক,—অস্পৃশ্যতা এককালে সম্যক ভাসিয়া যাইবে। নচেৎ কথার উপদেশে ঘুচিবে না,—ঘুচিবে না,—ঘুচিবে না। এই সময়ে সমগ্র ভারতবাসী আমার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে ডাকুন,—খোল করতালযোগে সংকীর্ত্তন করুন। ইদানিং এই সংকীর্ত্তন প্রভাবে বঙ্গদেশে জাতিভেদ একেবারে নাই। এই সংকীর্ত্তন উপলক্ষে আমরা নীচ জাতির স্পৃষ্ট অন্ন তোলা তোলা করিয়া খাই। 'নীচ জাতির সঙ্গে ও একত্র বসিই',—মুচি ডোমের,—সর্ব্বজাতির পদধূলি অঙ্গে মাখিয়া ধন্য বোধ করিয়া থাকে—ইহা নিবেট সত্য। শ্রীগৌরাঙ্গকে যাঁহারা চিনেন না,—তাহারা বৃথা চীৎকার করেন"।

এই সম্বন্ধে সহযোগী "পল্লীবাসীতে" সুরাজ, পাবনা হইতে শ্রীরাধারমণ সাহা লিখিয়াছেন,—

"বিগত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার তারিখে স্থল গোয়াইলবাড়ী গ্রামে মুসলমানের হরি সংকীর্ত্তন দর্শন ও শ্রবণ জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলাম। মুসলমান খোল করতাল সহ হরিসংকীর্ত্তন করে, কথাটা লোক মুখে শুনিয়া আশ্চর্য্যজনক বোধে তথায় যাই। বিকালে স্থল গ্রামের নিকটবর্ত্তী ঠুঁঠাপাঁচিল প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের ৩০।৪০ জন মুসলমান খোল করতাল সংযোগে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেরাম জয় হরেরাম জয়…… প্রভৃতি নাম গান করিতে করিতে স্থল গোয়াইল বাড়ী গ্রামে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ উঠিয়া সংকীর্ত্তনের সম্মুখে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মণ্ডপ সম্মুখে নাটমন্দিরে কিয়ৎকাল গান করিবার পর মুসলমানগণের অনেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর পাবনা জেলার স্থল শাখার সাপ্তাহিক উৎসবের ভাগবৎ পাঠ শ্রবণে যোগদান করিলেন।

তুলসী বৃক্ষ সম্মুখে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মুখে ভাগবৎ পাঠ শ্রবণ জন্য ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের এক নাটমন্দির তলে এবং একাসনে উপবেশন দেখা গেল। ইহাতে অনেক বিশেষত্ব আছে বলিয়াই বোধ হয়, কারণ সচরাচর আমাদের দেশে পুরাণাদি পাঠ ও কথকতা উপলক্ষে দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদির জন্য হিন্দুর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু এখানে মুসলমানও ব্রাহ্মণ একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাগবৎ পাঠ শুনিতেছে। তৎপর সংকীর্ত্তন, পদ গান ও সর্ববিশেষে হরির লুট হইল,—হিন্দু মুসলমান উভয়ে তাহা একসঙ্গে গ্রহণ করিলেন এবং বিদায় গ্রহণকালে মুসলমানগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত কোলাকুলি ও পরস্পর আলিঙ্গন করতঃ প্রস্থান করিলেন।

শুনা গেল, পাবনা জেলার সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত ঠুঁটাপাঁচিল, মাকরা, জোড়দীঘিয়া, রামবাপাড়া, হরগোলা প্রভৃতি ৫৭ খানি

ঙ্গের অধীন যুকরহাটির শা ঈালালউদ্দিন আহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তদঞ্চলে মুসলমানগণ অনেক ন.মাংসাদি বর্জ্জন করতঃ নামাজাদি করে না, কিন্তু গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে এবং হিন্দুর ন্যায় সঙ্কীর্ত্তন করে। প্রায় ৭,৮ বৎসর হইল ই জেলায়ও উক্ত মত প্রচার হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত গ্রামসমূহের মুসলমানগণ হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিযাছে। সম্প্রতি প্রায় দুই বৎসর হইল স্থল গোয়াইলবাড়ী গ্রামের পাকড়াশী বাবুদের সহিত হরিবাসরে যোগদান করিয়াছেন। ইহারা ইদুজ্জোহা ও ফলফেতর প্রভৃতি পর্ব্ব দিনে অষ্ট প্রহর সঙ্কীর্ত্তন করে এবং স্বগ্রামে ঙ্গের বাবুদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান ও তাঁহারা সানন্দে তাহাতে যোগদান করিতেছেন।

উল্লিখিত মুসলমানগণের সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে কোন অংশে হিন্দুর হরি সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা হীন নহে, বরং ভাব ও আবেগপূর্ণ বলিযাই বোধ হইল, তবে গানের স্থলবিশেষ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। হার মধ্যে কয়েকজন মৌলবীও আছেন, কাহারও লম্বা দাড়ী ও বাউলের ন্যায় সুদীর্ঘ কেশ দেখা গেল। শুনিলাম, ইহারা কোরবানী একেবারে বন্ধ করিয়াছেন, মাংসও অনেকে খায় না, তবে মাছ অনেকে খায়। অপর একটী বিশেষত্ব দেখা গেল যে, আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানগণের সহ একত্র বসিলে কথাবার্ত্তায় এক প্রকার ঘ্রাণ অনুভূত হয়, ইহাদের গানে ও একত্রে উপবেশনে সেরূপ কোন বিশেষত্ব উপলব্ধি হইল না। বোধ হয় মাংসাদি বর্জ্জন ও খাদ্যাদির পরিবর্ত্তন, ইহার কারণ।

শুনা গেল মুসলমানগণ সমাজের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সদৃশ হিন্দু আচারে যোগদান করতঃ ইতিপূর্ব্বে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং সাহাজাদপুরে এই উপলক্ষে কোন সময়ে নানা প্রকারে মুসলমানদিগের মধ্যে মোকদ্দমাও উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি মুসলমানগণ হরি সঙ্কীর্ত্তন ছাড়ে নাই, বরং ঈদৃশ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। একজন মুসলমান নির্য্যাতন ভোগ করিলে ......ড়াস জমীদারের চাপুহারা কাছারীতে নালিশ করিলে রায় বাহাদুরের ষ্টেট হইতে তাহার রক্ষাকল্পে সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাবনা জেলার মধ্যে স্থল নওহাটা সমাজ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কুলীনের শীর্ষস্থানীয়। তথাকার ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার এখানকার পাকড়াশী বাবুগণ জেলার মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত জমিদার; তাঁহাদের পক্ষে সাধারণ মুসলমানগণ সহ মিলিয়া মিশিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও একাসনে বসিয়া ভাগবতাদি কৃষ্ণলীলা শ্রবণ অতি উচ্চ আদর্শ ও মহত্ত্বের পরিচায়ক। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে বাস করিয়া এবম্বিধ কার্য্যে যোগদান, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। কালে এতদঞ্চলে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল, সাক্ষী গোপালবাড়ী গ্রামের কায়স্থ বংশীয় অধিকারীদিগের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দৈনিক সেবা ও অষ্টম দোলোৎসব। হরি সঙ্কীর্ত্তন ...

প্রচারিত পূর্ব্বতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের প্রেমবন্যার পুনরাবৃত্তি ও বিকাশ মাত্র।"

অস্পৃশ্যতা দোষ দূরীকরণের প্রধান ঔষধ ভগবত্ত সম্বন্ধ,—আর এই ভগবত সম্বন্ধে নাম সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠানই হিন্দু মুসলমানের মিলনের একমাত্র উপায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া বহু পূর্ব্বে এই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বনে কেহই অগ্রসর হইতেছেন না,— ইহাই দুঃখের বিষয়। মহাত্মা গান্ধি মহারাজের চেলাগণ এ বিষয়ে কি বলেন শুনিতে ইচ্ছা হয়।

সম্পাদক

বৈষ্ণব-সংবাদ।

শোক সম্বাদ। নব প্রকাশিত বৈষ্ণব শ্রীপত্রিকা "মাধুকরী"র নব নির্ব্বাচিত মূল সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপাদ হেমেন্দ্র কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু গত ফাল্গুন মাসেই গৌরধাম গমন করিয়াছেন। তিনি এক জন প্রকৃত তেজস্বী আচার্য্য সন্তান ছিলেন,—বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার এই অকস্মাৎ দেহ ত্যাগ সংবাদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সন্তপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থানে "মাধুকরীর" মূল সম্পাদক একজন উপযুক্ত আচার্য্য সন্তান নিয়োগ হইলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের স্মরণ মহোৎসব। শ্রীপাঠ দেনুড় নিবাসী শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন "বর্ত্তমান বর্ষে ২৯শে বৈশাখ কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি হইতে দিবসত্রয় দেনুড় (দেন্দুরা) গ্রামে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে তাঁহার স্মরণ মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই মহোৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও চব্বিশ প্রহর কালব্যাপী নাম সঙ্কীর্ত্তন, চিড়া ও অন্ন মহোৎসব প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে"। এই সংবাদটি যথা সময়ে দিলেই ভাল হইত। এসম্বন্ধে বিস্তারিত পত্র প্রকাশের শ্রীপত্রিকায় স্থানাভাব।

সোনার গৌরাঙ্গ। সায়েস্তাগঞ্জ (শ্রীহট্ট) হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দেব দাস লিখিয়াছেন "এই শ্রাবণ মাস হইতে "সোনার গৌরাঙ্গ" নামে একখানি বৈষ্ণব মাসিক শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন"। আমরা এই নব শ্রীপত্রিকার আবির্ভাব সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি; পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকা একখানিও নাই,—অথচ গৌর ভক্তের সংখ্যা পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক। এই শুভ সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ। সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১০নং সিমলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত.—এই পত্রিকা খানিকে অনেকে শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকা মনে করিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা বৈষ্ণব পত্রিকা নহে, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ কর্তৃক পরিচালিত নহে। ইহাতে অবৈষ্ণব বিষয় এবং দুনিয়াদারীর অনেক কথাই থাকে। এরূপ পত্রিকার "শ্রীকৃষ্ণ" নাম উপযোগী নহে। এই পত্রিকা বাঙ্গালায় বৈষ্ণব চাহেন

শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক। শ্রীল রূপ সনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের কথা লইয়া যে ঘৃণিত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এতৎসম্বন্ধে প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর সহিত সেদিন আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন বামাচরণ বাবুর এই কার্য্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সবিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। পূজ্যপাদ গোস্বামীপাদ দ্বয়ের পূর্ব্বাশ্রমের কথা বিস্তারিত ভাবে শ্রীগ্রন্থ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। তাঁহারা যে চাকরীর খাতিরে স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেন নাই,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারান নাই,—তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতঃপর বামাচরণ বাবুর কর্ত্তব্য কি তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? তিনি তাঁহার লিখিত "শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের" প্রবন্ধ প্রত্যাহার করিয়া নিজ ত্রুটি স্বীকার করুন। তিনি বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত, বুদ্ধিমানও ভক্তিমান। শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছেন, কয়েক জন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন,—সে সংবাদও আমরা রাখি,—শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে পুনঃ পুনঃ অবৈষ্ণবীয় এবং অপসিদ্ধান্ত পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ হইতেছে দেখিয়া আমরা বাস্তবিক বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। "রাসলীলার" জের এখনও মরে নাই। শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকের" সম্পাদক জানাইয়াছেন অতঃপর আর উহাতে "রাসলীলার" মত অপ-মত পূর্ণ বৈষ্ণবশাস্ত্র বিরোধী প্রবন্ধ ছাপা হইবে না"। কিন্তু এ আবার কি?

"শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" ফাল্গুন সংখ্যা এতদিন পরে নবকলেবরে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম এবারে প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই শ্রীপত্রিকার উপরে লিখিত ছিল "ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র"। এ সংখ্যায় এই কয়টি কথা উঠাইয়া দিয়া সুবুদ্ধির কাজ করা হইয়াছে।

কাঙ্গাল বাবাজি।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী বিরচিত)

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

৪২৯ গৌরাব্দে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসিয়া এই শ্রীগ্রন্থ লিখিত হন এবং সেখানেই মুদ্রিত হন। কৃপাময় গৌর-ভক্তবৃন্দের নিকট এই শ্রীগ্রন্থ কিরূপ সমাদৃত হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের মুখেই শুনিবেন। জীবাধম গ্রন্থকারের কিছুই বলিবার নাই। ইহার পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটক লিখিত হইয়াছেন। এই শ্রীগ্রন্থেও জ্বালাময়ী ভাষায় প্রিয়াজির বিরহ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, কৃপাময় গৌরভক্তবৃন্দের নিকট এই শ্রীগ্রন্থও কিরূপ সমাদৃত হইয়াছেন, তাহাও তাঁহাদিগের মুখে শুনিবেন। জীবাধম গ্রন্থকার চিনির বলদ মাত্র,—এই সকল শ্রীগ্রন্থে যে কি বস্তু আছে,—তাহা সে জানে না,—জানিলে এরূপ গ্রন্থ সে কখনই লিখিতে পারিত না,—একথা ধ্রুব সত্য। বহু বহিরঙ্গ লোক, এই শ্রীগ্রন্থ পাঠে প্রাণভরিয়া কাঁদিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আকৃষ্ট হইয়াছেন,—তাঁহারা জীবাধম গ্রন্থকারের নিকট আসিয়া একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাকে এরূপ প্রাণঘাতী দুঃখপূর্ণ গ্রন্থ প্রনয়ণের জন্য বাক্যদণ্ড দিয়া কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজি শিক্ষিত বিখ্যাত রাজকর্ম্মচারী—যাঁহার নাম প্রকাশ করিব না,—জীবাধম গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনার গ্রন্থ পড়িয়া আমার স্ত্রী তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছারোগ-গ্রস্থা হইয়াছেন, এবং মূর্চ্ছাবস্থায় প্রলাপবাক্য বলেন "হা গৌরাঙ্গ! তুমি বড় নিঠুর! তোমাকে দয়াময় কে বলে? তুমি বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে যে দুঃখ দিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে বড়ই দুঃখ পাইতে হইবে। আপনার গ্রন্থপাঠে আমার স্ত্রীর এই দুরবস্থা হইয়াছে—যদি তাঁহার কিছু হয়, আপনাকে দায়ী হইতে হইবে"। সুখের বিষয় এই ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটির কিছুই হয় নাই—তিনি এখন শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রয় করিয়া পরমানন্দে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজন কবিতেছেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ, ভক্তি-রঞ্জন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"দেব! আপনার শ্রীমূর্ত্তি ত বড়ই সুন্দর, কিন্তু হৃদর এত পাষাণ কেন? কবিদিগের ইহাই স্বভাব যে তাঁহাবা স্ত্রীলোকদিগকে কষ্ট দিতে ভালবাসেন। তাহার প্রমান কবিগুরু বাল্মিকী সীতাদেবীকে,—ব্যাসদেব দ্রৌপদী ও উত্তরাকে কত কষ্ট দিয়াছেন। কেবল আমাদের দেশে এ নিয়ম নহে,—পাশ্চাত্য কবিদিগেরও এই স্বভাব,—সেক্সপিয়র জুলিয়টকে,— আরও পূর্ব্বে হোমার হেলেনাকে দুঃখ দিয়াছিলেন। আপনি শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে কত কষ্ট দিয়াছেন। আমি ত আপনার গ্রন্থের সমুদায় পাঠ করিতেই পারিলাম না—চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল আপনার কুসুমকোমল হৃদয়ে এরূপ হৃদয়বিদারক ভাব আসিতেই পারে না। নিশ্চিৎ ইহা সেই নিজজন-নিঠুর মহাপ্রভুর কাজ। তিনিই আপনাকে দিয়া এরূপ গ্রন্থ লিখাইয়াছেন। তিনি আপনার জ্ঞান হরণ করিয়াছিলেন,—তাহাও নিশ্চিৎ, অথবা আপনার সূক্ষ্ম দেহ তখন সে দেশে থাকেন নাই। ধন্য আপনার লিখন-প্রণালী! রবীন্দ্র বাবুর লেখাও এ লেখার নিকট ভাসিয়া যায়"—

এইরূপ সুপ্রেম ও সস্নেহ গালিবর্ষণ অনেকেই জীবাধম গ্রন্থকারের উপর করিয়াছেন ও করিতেছেন—তজ্জন্য সে তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ। অলমতি বিস্তরেন,—

এই শ্রীগ্রন্থের ভিক্ষা ।৹ চারি আনা মাত্র। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥

——:০:——

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

—:*:—

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র!
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!

১ম বর্ষ | আশ্বিন ও কার্ত্তিক ৪৩৭ গৌরাব্দ | ৮।৯ম সংখ্যা।
১৩৩০ সাল

যুগাবতার। (১)

—*—

(১)

অধর্ম্ম যবে, নিজ গৌরবে, ধরিল ছদ্ম ধর্ম্ম বেশ,
বঙ্গের প্রতি নগরে নগরে, ছিল না কোথাও ভক্তিলেশ।
মায়াবাদী যবে তর্ক আহবে শঙ্কর-মত-খড়্গ বলে,
চিরন্তন সে হিন্দু-ধর্ম্ম বিনাশিল বেদ স্থাপন ছলে।
উদিল সেদিন নদীয়া গগনে উজলি' সে ভ্রম অন্ধকার।
শচীমার কোলে পূর্ণচন্দ্র ধন্য কলির যুগাবতার।

(২)

তন্ত্রের মত-বিপথে পড়িয়া ছার খার যবে বঙ্গবাসী,—
কৌলি রসিক বীরাচার আর বামাচারস্রোতে চলিল ভাসি'
বর্ণ গুরুর দর্প-পেষণে দলিত হইল নীচের শির,
পাষণ্ডগণ প্রতাপে যখন ঝরিল ভক্ত-নেত্র-নীর।
নামিল সেদিন নদীয়া-আকাশে সে কি অপরূপ জ্যোৎস্নাধার,
হরি হরি বোলে ভরিয়া ভুবন আইল কলির যুগাবতার।

(৩)

শান্তিপুরের বিজনে বসিয়া অদ্বৈত যবে সাধন রত,
কৃষ্ণ-চরণ নিষ্ঠ মানস, অবতার যাঁর জীবন ব্রত।
ভক্তিবিমুখ জীবের দুঃখ হরি নাম হীন শুষ্ক ধরা,
নিরখি দ্রবিল মহতের প্রাণ, কমল নয়ন অশ্রুভরা।
তুলসীর দলে, জাহ্নবী জলে, এস এস ব'লে হুহুঙ্কার,
গগন ভেদিয়া গোলোকে পশিয়া আনিল কলির যুগাবতার।

(৪)

সে দিন নদীয়া-গগন ভেদিয়া ধ্বনিল কি মহা অভয় বাণী
সংকীর্ত্তন জনক স্বরূপে নামের সঙ্গে নামিল নামী।
গ্রহণের ছলে, জাহ্নবীকূলে, আপামর নরে গাহিল নাম।
কি এক অজানা পুলক প্রবাহে কাঁপিয়া উঠিল ভক্তপ্রাণ।
মধু পূর্ণিমা সন্ধ্যা সন্ধি মহা মহোদয় লগ্ন যাঁর,
সেই শুভক্ষণে, উদিল ভুবনে ভুবনপাবন যুগাবতার!

(৫)

হরি হরি বলে' নাচিল গঙ্গা সৈকতে যবে শিশু নিমাই।
আবাল বৃদ্ধ বনিতা মুগ্ধ, সে মধু স্বরের তুলনা নাই।
পসরা মাথায় পসারী দাঁড়ায়, পথিক হারায় যা'বার পথ,

(১) এই কবিতাটি "বঙ্গ বাণী" মাসিক পত্রিকা "শ্রীমতি নিরূপমা দেবীর নামে ভুলে প্রকাশিত হইয়াছিল। "বঙ্গবাণী" সম্পাদক ইহার

কনক কেতকী গঞ্জিত আঁখি, পৃষ্ঠে ভ্রমর চিকুর ভার,
শুদ্ধ স্বর্ণ বিজয়ি বর্ণ ছন্ন কলির যুগাবতার।

(৬)

গয়া হতে যবে ফিরি নিমাই পণ্ডিতবর মুকুট মনি,
বিশ্ব জগৎ চমকি হেরিল রসের স্বরূপ প্রেমের খনি।
ছুটিল সে দিন নগরে নগরে কি প্রেম-বন্যা অলৌকিক,
সাধু ও পামরে না রহিল ভেদ, বহিয়া চলিল দিগ্বিদিক্।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ নব কিশোর পুত্র শচীমাতার
দিব্যোন্মাদে নিশিদিশি কাঁদে ছন্ন কলির যুগাবতার।

(৭)

যেদিন নবীন সন্ন্যাসি বেশে মুণ্ডিত শিরে দণ্ড ধরে'
সোনার অচল, সজল চক্ষে জীবের দুয়ারে ভিক্ষা করে।
ছাড়ি নদীয়ার মহা বৈভব বৃদ্ধা জননী তরুণী প্রিয়া,
হেম গৌরাঙ্গ ভিক্ষু সাজিল, দ্রবিল সে দিন জীবের হিয়া।
ভক্ত-হৃদয় বিদারি সেদিন উঠিল দারুণ কি হাহাকার।
পতিতের লাগি' নিমাই বিরাগী ধন্য কলির যুগাবতার।

(৮)

সেকি প্রেমদান! সেকি নামগান! পতিতের সেকি
পাবনী লীলা!
সে কি অযাচিত মহা কারুণ্য! সে কি অশ্রুজল! দ্রবিল শিলা!
কনক দণ্ড বাহু পসারিয়া অপূর্ব্ব সে কি নৃত্য শোভা!
অধরে মধুর হাস্য মাধুরী জগজ্জন-মন নয়নলোভা।
চরণের নখ কিরণ ছটায় দূরে সরে যায় পাতক ভার,
সে যে গো আমার জীবন দেবতা ধন্য কলির যুগাবতার।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী।

গৌরানুরাগ।

গৌর—নাম করিলে, প্রাণ উথলে, আঁখি যুগলে বহে ধারা।
গৌর—রূপ নেহারি, গুণ সঙরি, জ্ঞান বুদ্ধি হই হারা॥
গৌর—ভাব মধুর প্রেম চতুর, বিরহ বিধুর, মন চোরা।
গৌর—বাল চপল, কনককমল, প্রেম বিহ্বল, ভাবে ভোরা।
গৌর—প্রীতি সিন্ধু, প্রেম ইন্দু, দীনবন্ধু, দুঃখ হরা।
গৌর—পূর্ণ ব্রহ্ম, প্রেমে কন্দ, বিপ্রলম্ভ রসে ভরা॥
গৌর—রাধা কৃষ্ণ, জগত শ্রেষ্ঠ, দরশ মিষ্ট, শশীকলা।
গৌর—নাদ গভীর, কীর্ত্তন বীর, ভজন ধীর, জপ মালা॥
গৌর—রূপ-সিন্ধু, নদীয়া-ইন্দু, প্রাণ বন্ধু, চিতচোরা।
গৌর—নাম ব্রহ্ম, সত্য সন্ধ, পদ্ম গন্ধ, প্রাণ ভরা।
গৌর—প্রেম ধর্ম্মে, সর্ব্ব কর্ম্মে, মর্ম্মে মর্ম্মে, দেয় সাড়া।
গৌর—রূপ দরশে, অঙ্গ পরশে, অমিয়া বরষে শত ধারা॥
খুঁজিয়া খুঁজিয়া, সারাটা দুনিয়া, এ হেন নিধিয়া মিলিল না
(কেন) কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ছাতিয়া ফাটিয়া এ হরিদাসিয়া
মরিল না॥

আত্ম নিবেদন।

(১)

যথা রাগ।

হরি হরি!
বৈষ্ণব চরিত পাঠে কবে হবে মন।
শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থ হেরি ঝুরিবে নয়ন॥
ভাগবত পরশিয়ে, পুলকে ভরিবে হিয়ে,
শ্রদ্ধা ভরে গ্রন্থকারে করিব স্মরণ।
শিহরিবে পাঠারম্ভে, শরীর পুলক স্তম্ভে,
অক্ষরে অক্ষরে হবে ইষ্ট দরশন॥
মস্তকে নির্ম্মাল্য মাখি, বিগ্রহ সম্মুখে রাখি,
গ্রন্থ পাঠে করে মোর শুদ্ধ হবে মন।
দিব বৈষ্ণবের জয়, যাবে মোর ভব ভয়,
গ্রন্থরূপী ভগবান দিবেন দর্শন॥
গ্রন্থপাঠ সাঙ্গ করি, বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হরি,
প্রণমিয়ে শ্রীগ্রন্থ-পদে লইব শরণ।
দীন হরিদাস কহে, জীবের উচিত নহে,
বৈষ্ণব-চরিত পাঠ করিতে হেলন॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস।

(ভ্রমোচ্ছেদন)

(প্রভুপাদ শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী)

প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক লোকের এইরূপ ভ্রম আছে যে, এই গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট-গোস্বামীর লিখিত নহে। এইরূপ ভ্রমের প্রধান কারণ এই যে লঘুতোষিণীর শেষ ভাগে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাস এবং তাহার দিগ্দর্শনী টীকাকে শ্রীসনা-

তন গোস্বামীর রচিত গ্রন্থগণের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের বাস্তবিক নাম "ভগবদ্ভক্তিবিলাস"।

ভক্তে বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপাল ভট্টে রঘুনাথ দাসং সন্তোষয়নূরূপসনাতনৌচ॥

এই মূল শ্লোকে কেবল ভক্তিবিলাস নাম,— কিন্তু প্রত্যেক বিলাসের সমাপ্তিতে "ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর ২য় লহরীর ৪২শ অঙ্কে শ্রীরূপ গোস্বামী হরিভক্তিবিলাস নাম নির্দ্দেশ করিলেন।

"হরিভক্তি বিলাসে স্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ"

ভগবদ্ভক্তিবিলাসের নাম ছন্দানুরোধে হরিভক্তি-বিলাস লিখা হইল। অনুষ্টুপছন্দে ভক্তিবিলাস শব্দের পূর্ব্বে ভগবৎ শব্দযোগে ছন্দপাত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিত হরিভক্তিবিলাস নামই শ্রীজীব গোস্বামীর লঘুতো-ষিণীতে উল্লেখ করিলেন। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও লঘুতো-ষিণী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই নাম উল্লেখ করিলেন। সে সময় মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সর্ব্বসাধারণে গ্রন্থের প্রচার হইত না; এই বৃহৎ গ্রন্থকে সকলে সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এই তিনজন মহাপুরুষের গ্রন্থে হরিভক্তিবিলাস নাম দেখিয়া সকলেই "হরিভক্তিবিলাস" নাম ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবসমাজে ও সাধারণ জনসমাজে এই নামই ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃহত্তোষিণীতে ভগবদ্ভক্তিবিলাস নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"শরজ্জহারাশ্রমিনাং কৃষ্ণেভক্তি যথাশুভং।

শ্রীঃ ভাঃ স্কং ১০ অঃ ২০

এতচ্চ শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে একান্তিলক্ষণেবিবৃতমেবাস্তি। শ্রীজীবগোস্বামী লঘুতোষিণীতে শ্রীসনাতন গোস্বামীর উল্লিখিত এই নামকেই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তৎ ভগব-দ্ভক্তিবিলাস টীকায়াং কথা মাহাত্ম্যে বিস্তারিত মেবাস্তি।

শ্রীঃ ভাঃ স্কঃ ১০ অঃ ১ শ্লোঃ ৪

•যদ্যপি লঘুতোষিণী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর একচল্লিশ বৎসর পরে সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে কেবল ছন্দোনুরোধেই হরিভক্তিবিলাস নাম লিখা হইয়াছে তাহা [illegible]

শ্রীসনাতন গোস্বামীর লিখিত ভগবদ্ভক্তিবিলাস• নামকে পরিবর্ত্তন করিয়া হরিভক্তিবিলাস লিখিলেন না। এই শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর লিখিত এবং তাহার দিগ্দর্শনীটীকা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগোপীনাথ দাস গোস্বামীর লিখিত। শ্রীগোপীনাথ দাস গোস্বামীর অপর নাম পূজারী গোস্বামী।

শ্রীমৎ পুরিদাস কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখিবার সময়ে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে পত্র লিখিয়া শ্রীবেঙ্কটভট্টের স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুর্ম্মাস্য নিবাসের লীলা ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর চরিত্র জানিতে চাহিলেন। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী বিনীত-ভাবে তাঁহাকে লিখিলেন যে, আমার কোন চরিত্র লিখি-বেন না,—এমন কি আমার নাম নির্দ্দেশ করিলেও আমার মনে কষ্ট হইবে। এই কারণেই শ্রীজীব গোস্বামী গ্রন্থ গণনার মধ্যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর অনুরোধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস• ও দিগ্দর্শনী টীকাকে শ্রীসনাতন গোস্বামীর গ্রন্থগণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর এই ভাব ব্রজমণ্ডলে সর্ব্ব-জন প্রসিদ্ধ ছিল। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর কোন চরিত্র প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ভক্তিভরে হৃদয়ের আনন্দোচ্ছাসে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখা গণনার মধ্যে লিখিলেন—

"শ্রীগোপাল ভট্ট একশাখা সর্ব্বোত্তম্"

এই সর্ব্বোত্তম শব্দ লিখিয়াই নিজের সমস্ত ভক্তিভাব ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত চরিত্রের মূল স্থাপন করিলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীকে বলিলেন যে, যাঁহার সন্তোষার্থে এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছে, তাঁহারই নাম উল্লেখ করিবেন। গুরু যখন নিজের নাম উল্লেখ করিতে বারণ করিলেন, তখন শিষ্য নিজের নাম কিরূপে প্রকাশ করিবেন? অতএব ভগবদ্ভক্তি-বিলাস ও দিগ্দর্শনী টীকা— দুই গ্রন্থ শ্রীসনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ গণনায় উল্লিখিত হইল।

শ্রীজীব গোস্বামী যে ভগবদ্ভক্তিবিলাস ও দিগ্দর্শনী টীকাকে আদ্যোপান্ত সম্যকরূপে আলোচনা করেন নাই

তাহা নিম্নলিখিত বিষয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয়। স্মার্ত্ত সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কেহ শ্রীশালগ্রাম পূজনের অধিকারী নয়।

"প্রণবোচ্চারণাদেব শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ
ব্রাহ্মণী গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামীয়তে।"

প্রণবের উচ্চারণ, শালগ্রামশিলার অর্চ্চন ও ব্রাহ্মণী সংসর্গে শূদ্র চণ্ডাল হইয়া যায়।

"ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহংশুচেরপ্যশুচেরপি
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপ্যধিকো মম।"

আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য। সে শুচি হউক আর অশুচি হউক, স্ত্রী এবং শূদ্রের করস্পর্শ আমার বজ্রের অপেক্ষাও অধিক দুঃসহ।

কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বৈষ্ণবী স্ত্রী এবং শূদ্র শালগ্রাম পূজনের অধিকারী। এ বিষয়ের ব্যবস্থা হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ করা হইয়াছে। গোস্বামীজিউর কারিকা,—

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যোভগবতঃ পরৈঃ॥"

তথা স্কন্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদে চাতুর্মাস্যব্রতে শালগ্রাম শিলার্চ্চনী প্রসঙ্গে,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বিশাং সচ্ছূদ্রানামথাপিবা
শালগ্রামেধিকারোস্তিনচান্যেষাং কদাচন।

তত্রৈবান্যত্র—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রহ্মণাক্ষত্রিয়াদয়ঃ
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতংপদং।

গোস্বামীর কারিকা—

অতো নিষেধকং যদযৎ বচনং শ্রূয়তেস্ফুটং
অবৈষ্ণবপরং তত্তৎ বিজ্ঞেয়ংতত্ত্বদর্শিভিঃ।

এবং লিখিত প্রকারেন শালগ্রাম শিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ। তদেবাতিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বৈর্দ্বিজাদিভিজনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্রদ্বিজরিতি ত্রিবর্ণৈর্বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যৈরিত্যর্থ। মন্ত্র ব্রহ্মাণস্যৈবপূজ্যো শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাত সমো মমেতি শালগ্রামশিলা প্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্বচনেন স্ত্রীশূদ্রানাং তৎপূজা নিষিধ্যতে। তত্রলিখতি ভগবতঃপরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থ। তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়ন্ ব্রাহ্মণেতি। সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রানাং শালগ্রামে শ্রীশালগ্রাম শিলার্চ্চনে। অন্যেষামসতাং শূদ্রানাং অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে অযাচক প্রদাতাস্যাৎকৃষি বৃত্ত্যর্থমাচরেত। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামং পুজয়েদিতি। এবং মহা পুরাণানাংবচনৈঃ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধাস্মাৎসহ পরৈস্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যং। (ক্রমশঃ)

ঠাকুর বৃন্দাবনদাস।

(শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজি)

গৌরভক্তের মঙ্গল কথা শ্রবণ পরম কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার নিরাকরণার্থ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

চৈতন্যচরিতামৃতের মহানুভব গ্রন্থকর্ত্তা আদি লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস,
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

এই পয়ারোক্ত চৈতন্যমঙ্গল অর্থে শ্রীচৈতন্যভাগবত কারণ প্রথমে চৈতন্য-মঙ্গল নামেই এই সুধন্য গ্রন্থ বাহির হয়। পরে খণ্ডবাসী লোচনদাস ঠাকুর দ্বিতীয় এক চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবনকে দেখাইলে, সর্ব্ব মাননীয়া ঠাকুরের মহা মহিমাময়ী জননী নারায়ণীদেবী, তৎপ্রতি স্নেহপরবশ হইয়া নিজ পুত্রের কৃত গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চৈতন্যভাগবত নাম রাখেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখক স্বনামধন্য রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন ১৪৭০ শকাব্দে চৈতন্য ভাগবত প্রকাশিত হন, ইহা সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত। প্রেমবিলাসকার বলেন ১৪৯৫ শকাব্দ,—তাহা অযুক্ত কথা, কারণ গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগেই আছে, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের আদেশে

গ্রন্থ লেখা হয়। ১৪৬৩ শকাব্দে নিতাইচাঁদের অন্তর্দ্ধান হয়, তাহার সাত বৎসর পরে গ্রন্থ সমাপ্তি সম্ভব, কিন্তু ৩১ বৎসর বিলম্ব হওয়া অসম্ভব।

ঠাকুর বৃন্দাবন সুসম্মানিত ব্রাহ্মণ হইয়াও নিজ গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস বলিয়া আপন পরিচয় লিখিয়াছেন। এই অসাধারণ ও অপূর্ব্ব বৈষ্ণবোচিত-দৈন্যের তিনিই আদি গুরু। ঐ এক কথাতেই তাঁহার মহোদার হৃদয়ের পরিচয় পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। তথাপি কেহ কেহ এহেন মহা-পুরুষকেও দম্ভ ক্রোধাদির বশীভূত বলিতে চাহেন, তাহার কারণ এই—জীবের পরমাশ্রয়, ও শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের স্বয়ং ভগবত্তার ও অবশ্য ভজনীয়তার প্রখ্যাপক, ঘরে ঘরে প্রেম-দানকারী, অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রকে যাহারা নিন্দা করে, তাহাদের উদ্ধার কামনায় তিনি নিজগ্রন্থে ৩।৪ স্থানে লিখিয়াছেন—"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে" এই বাক্যকে যাহারা দম্ভ ও দর্পের ক্রিয়া মনে করেন। বাস্তবত তাহা নহে। ইহার তাৎপর্য্য—শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দারূপ চরণাপরাধ হইতে, বৈষ্ণবের চরণরেণু শিরে ধারণ বিনা নিষ্কৃতির উপায়ান্তর নাই, অতএব হে করুণাময় বৈষ্ণব বৃন্দ! সাক্ষাৎ বা পরোক্ষে ছলে বলে কৌশলে—কায়িক মানসিক যে কোন প্রকারে এই দুর্ভাগাগণের মস্তকে (যিনি যেমন করিয়া পারো) পদাঘাত দ্বারা ইহাদিগের উদ্ধার বিধান করো। এই অধঃপতিতগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও বৈষ্ণব-পদরেণু শিরে ধারণ করিবে না, অতএব এই করা ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।

অতএব ভুল বুঝিয়া, মহানুভব গ্রন্থকর্ত্তার ও মহা মহিমান্বিত এই গ্রন্থের প্রতি দোষারোপ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

(২)

ঠাকুর বৃন্দাবন সম্বন্ধে আরও একটি অমূলক প্রবাদ প্রচলিত আছে; বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার সবিস্তার বিচার করা কর্ত্তব্য।

আমাদের বৈষ্ণব সমাজে একটি বহু প্রচলিত পুরাতন কথা এই যে, "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর,"—ইহার অপব্যবহারে কোনও বিষয়েই সরলোদার-সাধারণ-বৈষ্ণবগণ বিচারের আশ্রয় ... না। ... প্রবাদ প্রচলিত ও গৃহীত হইয়া, ঐতিহাসিক সত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং পয়ার গ্রন্থাদিতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

শিক্ষিত লোকেও অধুনা, অসঙ্গত প্রবাদ অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন! সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গৌরপদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকা-লেখক, স্বভাবতই তদবলম্বনে লিখিয়াছেন—"নারায়ণী ঠাকুরাণী ৯ কি ১০বৎসর বয়সে বিধবা হন এবং বিধবা না জানিয়া তাঁহাকে প্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র সৎ পুত্র প্রসবের বর দিয়া ফেলেন, তদনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বূল ভোজনে তাঁহার গর্ভ হয় এবং সেই গর্ভে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্ম হইয়াছিল।"

একথা মানিতে গেলেই স্বীকার করা হয়,—"প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেহেতু সন্ন্যাসের পর তাম্বূল চর্ব্বন চলিতে পারে না।" বোধহয় তাহাতেই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এবং বঙ্গরত্ন গ্রন্থের লেখক সুপরিচিত সাহিত্যিক অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও (অবশ্যই তথাবিধ প্রবাদমূলক লেখা বা কথা অবলম্বনে) স্থির করিয়াছেন ১৪২৯ শকাব্দে ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের জন্ম, কিন্তু ইহা অলৌকিক কথা।

যে হেতুক স্বয়ং ঠাকুরের বাক্য প্রমাণেই—১৪২৯ শকে, তন্মাতা নারায়ণী ঠাকুরাণীর বয়স ৭ বৎসরের অধিক হয় না। কারণ চৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ড দশম পরিচ্ছেদে তিনি লিখিয়াছেন—

> শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান,
> তাঁহাকে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান।
> খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়—"নারায়ণি!
> কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি, শুনি।"
> হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব,
> কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকা স্বভাব"।

ইহা প্রভুর মহাপ্রকাশ ও সাত প্রহরিয়া ভাবের দিনের ঘটনা। আরও মধ্য লীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়া-ছেন। (তাহার অল্প পূর্ব্বে) শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে প্রথম প্রকাশ ও প্রথমাভিষেকের দিনে—

"সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ,
আজ্ঞা কৈল নারায়ণি! কৃষ্ণবলি কাঁদ।
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত,
হা কৃষ্ণ! বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত।"

বিচারে ধরা পড়ে—এই ঘটনাগুলি অবশ্যই ১৪২৬ বা ২৭ শকাব্দে ঘটিয়াছিল। সে বিচার যথা—

শাস্ত্রমতে ষোড়শ বর্ষের প্রারম্ভে যৌবন আরম্ভ হয়। চৈতন্য চরিতামৃতের সপ্তদশ অধ্যায়ে প্রভুর যৌবন-লীলার সূত্র বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে জানা যায় "সকল পণ্ডিত জিনি অধ্যাপন" করা যৌবনের প্রথম লীলা; তৎপর বায়ু ব্যাধিছলে প্রেমপ্রকটনের নানা ব্যাপার ও ভক্তগণের সহিত বিবিধ লীলা। অবশ্যই এসকল ব্যাপারে অন্ততঃ দুই বৎসর যায়, তৎপর গয়ায় গমনাগমনেও এক বৎসরের কম যায় নাই॥

গয়া হইতে ফিরিয়াও প্রকাশ্যে প্রেমপ্রচার এবং অদ্বৈত-মিলনাদি নানা ব্যাপার দ্বারা সকলের মন হইতে বায়ু-ভ্রান্তি অপসারণ ও তত্ত্বকথা বলিয়া মায়ের প্রবোধাদি করণান্তর শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে প্রভুর প্রথম ঐশ্বর্য্য প্রকটন ও অভিষেক লীলা প্রকট হয়। সুতরাং তৎসময়ে প্রভুর বয়স নিশ্চয়ই অন্ততঃপক্ষে (১৭+৩=২০) বিশবৎসর হইয়াছিল! ১৪০৭ সকে প্রভুর জন্মলীলা, কাজেই এই ঘটনার সময়, ১৪২৬ বা ২৭ শকাব্দ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পয়ারে জানা গিয়াছে—উক্ত প্রথমাভিষেক লীলাকালে নারায়ণী ঠাকুরাণীর বয়স চারি বৎসর মাত্র ছিল, সুতরাং ১৪২৯ শকাব্দে তিনি সাত বৎসরের অধিক বয়স্কা হইতেই প্যারেন না। সে কি সন্তান প্রসবের কাল?

তারপর, ১৪৩১ শকাব্দে প্রভুর সন্ন্যাস। সুতরাং সে সময়েও নারায়ণী ঠাকুরাণীর বয়স ৯ বৎসর মাত্র ছিল। চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টের শেষে পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন ১০ বৎসর ছিল (তাহা স্বীকার করিলেও) ঐ বয়সে তাঁহাকে সন্তান জননার্থ-চর্ব্বিত তাম্বুল দান অসম্ভব কথা।

প্রাগুক্ত প্রভুপাদের মতে "মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ৩।৪ বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম," আমাদের বিশ্বাস ১২।১৩ বৎসর পরে। (১) যাহা হোক্ এদুয়ের কোনও সময়েই সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল দান সম্পূর্ণ অসম্ভব হেতু তা ভোজনে ঠাকুরাণীর গর্ভধারণের প্রবাদ প্রকৃত ব্যাপারের সঙ্গে মিলিতে পারে না। (২)

অতএব শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অষ্টম পরিচ্ছেদো পয়ারোক্ত "নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন" এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদোক্ত—

"অদ্যাবধি বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি। চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী" ইত্যাদি পয়ারাশ্রয়ে—প্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল ভোজনে বিধবার গর্ভে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মের মিথ্যা প্রবাদটি কোনও অসৎপন্থীর সৃষ্ট বলিয়াই মনে লাগে। ইতি পূর্ব্বে আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে পয়ারগুলি তুলিয়াছি, তাহাতে অবশেষ ও উচ্ছিষ্ট যে তৎকালিন ভোজনাবশেষ, তাহা বেশ বুঝা যায়, ফলতঃ ঐ লীলার লক্ষ্যেই সর্ব্বত্র ঐ দুই শব্দের প্রয়োগ জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কাল্না সংস্করণের টীপ্পনীতে

---

(১) সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী এম, এ মহাশয়ের মতে ১৪৫৯শকাব্দে ঠাকুরের জন্ম,—এসিদ্ধান্তও অসঙ্গতি দুষ্ট,—যে হেতু ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভু শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তৎ শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে তিনি নিজেই বলিয়াছেন 'ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দরায়' এবং পরে বলিয়াছেন—"নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত। জন্মে জন্মে পড়ো মুঞি এই অভিমত" কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে আট বৎসর মাত্র প্রভু নিত্যানন্দ প্রকট ছিলেন, (ঈশাননাগরের অদ্বৈত প্রকাশ সেই অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সে মতে ১৪৬৩ শকাব্দে তাঁহার অপ্রকট, সুতরাং চৌধুরী মহাশয়ের মতে সে সময় ঠাকুরের বয়স চারি বৎসরের অধিক হয় না (১৪৬৩—১৪৫৯=৪), অতএব চারি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ঠাকুরের শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।

(২) পূজ্যপাদ অতুল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত মতে প্রভুর অপ্রকটের ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুরের জন্ম হইলে তিনি অবশ্যই প্রভুর নীলাচল লীলা কতক দর্শন করিতেন, কিন্তু তাহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। (পক্ষান্তরে চৈতন্যভাগবতের আরম্ভভাগে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে" অর্থাৎ কোনও চৈতন্যলীলাই তিনি স্বয়ং দেখেন নাই। ইত্যাদি কারণেই প্রভুর সন্ন্যাসের ১২।১৩ বৎসর পরে (১৪৪৩ বা ৪৪ শকাব্দ) ঠাকুরের জন্ম হওয়াই আমাদের মনে লাগে।

[না]রায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন" কথার ব্যাখ্যায় [লি]খিত হইয়াছে "......নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসগৃহে ব্যাস [পূ]জা করিয়াছিলেন, সেই নৈবেদ্য মহাপ্রভু ভোজন করিয়া [ভু]ক্তাবশেষ কৃপাপূর্ব্বক নারায়ণীকে প্রদান করেন, তাহা-[তে]ই নারায়ণীর প্রেম জন্মে, এবং ব্যাস পূজার নৈবেদ্য [ভো]জন করায় নারায়ণীর গর্ভে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্ম [হ]।"

এই উক্তিও পূর্ব্ববৎ অসঙ্গত। কারণ ব্যাসপূজা [মহ]াপ্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য [ভা]গবত মধ্য খণ্ড পঞ্চমাধ্যায়ে ব্যাসপূজা বর্ণিত, কিন্তু [ত]াহাতে নারায়ণী ঠাকুরাণীর নামোল্লেখ মাত্রেও নাই; [সু]তরাং এসকল কোনও কথায়ই 'চর্ব্বিত তাম্বুল ভোজনে [ঠা]কুরের জন্ম' সিদ্ধ হয় না।

পিতৃনামে পরিচয় না দিয়া মাতৃনামোল্লেখ "নারায়ণী-[নন্]দন" বলিয়া সর্ব্বত্র ঠাকুরের পরিচয় প্রদান দৃষ্টেও এবিষয়ে [প্রতি]বাদের অনুকূল অনুমান করা উচিত নহে। কারণ [মা]তৃনামে ক্ষেত্রজ-সন্তানের পরিচয়ের কোনও নিষেধ [ব্য]বস্থা নাই বরং রীতি প্রচলিত আছে, সুতরাং মাতৃনামে [প]রিচয় প্রদান 'ক্ষেত্রজ-সন্তান' বলিয়া নহে। ফলতঃপরম [স্নে]হময়ী মায়ের নামে পরিচয় দেওয়াই বৈষ্ণব সমাজের [রী]তি, সেইজন্য স্বয়ং মহাপ্রভুও শচীনন্দন নামে অভিহিত [হ]ন। এখানেও সেই সদাচার মূলক পরিচয় বটে।

(খ)

[বি]ধবার গর্ভে ঠাকুরের উদ্ভব বিষয়ে কোনও প্রামাণিক [গ্রন্থে] কিছুই লেখা নাই। কাল্না সংস্করণের টিপ্পনীতে বা [অতু]ল প্রভুর লেখায়ও তাহা নাই।

কিন্তু গৌরপদতরঙ্গিনীর উপক্রমণিকাকার এবিষয়ে [বি]স্তারিত বক্তা। তিনি বলেন বিধবাকে পুত্রবর [প্র]দানের পরে, তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রভু নিত্যানন্দ [ল]জ্জিত হন ও ঠাকুরাণীকে এইরূপ কথা বলেন—"বর [ব্য]র্থ হয় না, কিন্তু ইহাতে তুমি অসতী হইবে না এবং [কে]হ তোমার কুৎসা করিবেনা, মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল [ভো]জনে—কোনও মহাপুরুষ তোমার গর্ভে আবির্ভূত [হই]বেন।"

কিন্তু পরে এই ব্যাপার ... [illegible]

গৌরপদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকা-লেখক নিজেই লিখিয়া রাখিয়াছেন!! যথা—

"বিধবার গর্ভের সংবাদটি কাজির দরবার পর্য্যন্ত জাহির হয়,—ঠাকুরাণীকে কাজির কাছারিতে যাইতে হয়, এবং স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সেখানে গিয়া ওকালতি করিতে হয়! কিন্তু গর্ভস্থ বালক হরিধ্বনি করায় উৎপাত শান্তি হয়।

তথাপি ঠাকুরাণী সুদূর শ্রীহট্টপ্রদেশে আপন মাতুলা-লয়ে পলাইয়া তথায় সন্তান প্রসব করেন (যবন কাজিকে বিশ্বাস নাই কিনা!) তারপর লোকগঞ্জনায় পুনঃ পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করেন,—কিন্তু লোকগঞ্জনা এখানে বাসেরও বৈরী হইল! তাহাতে ১৩৩০ শকাব্দে মামগাছি গ্রামে গিয়া কাঙ্গালিনীর বেশে তথায় বাস করিয়াছিলেন।"

ইহার বিচারে বসিলে সকলেই বলিবেন অসহ্য কুৎসার ভয়ে প্রভুর শ্রীনবদ্বীপলীলার প্রকট সময়েই ঠাকুরাণী তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ত্যাগ করা ও এত কাণ্ড সংঘটিত হওয়া সত্য হইলে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের বরের ও ঈশ্বর-প্রভাবের কোনও মহিমাই থাকে না! শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার, ও চর্ব্বিত তাম্বুলের শক্তিও বিন্দু পরিমাণ বজায় থাকে না! অতএব নিশ্চয়ই এপ্রবাদের আগাগোড়া সব কথাই অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয় কথা। মামগাছি গ্রাম নবদ্বীপের অতি নিকটবর্ত্তী; সেখানে এরূপ বিখ্যাত পরিবারের একজন কলঙ্কিনী কামিনী কাঙ্গালিনীর বেশে শিশুপুত্র সহ বাস করায় কি লোক নিন্দা এড়ানো যাইতে পারে? তাহা হইলে তো "নারায়ণী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও নিজ পিত্রাদির পরিত্যক্তা বা উপেক্ষিতা" বলিয়া আরোও অধিকতর লোক কানাকানি ও নিন্দা গঞ্জনা ঘটিবার ব্যাপার দাঁড়ায়?

তৃতীয় কথা। মামগাছিতে নারায়ণী ঠাকুরাণীর পাটবাটী এখনও বর্ত্তমান আছে। সুসম্মানিত আচার্য্য-গণের দ্বারাই পাটবাটী প্রতিষ্ঠিত হয়, কলঙ্কিনী কাঙ্গালিনী গঞ্জনার্হা হইলে তাঁহার দ্বারাও তাঁহার নামে কখনও পাট প্রতিষ্ঠিত হইত না। অতএব অবশ্যই সুসম্মানিত মহিমাময়ী নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্য বয়সে বিধবা হওয়ার

... [illegible]

ঠাকুর সেবা প্রাপ্ত হইয়াই হোক অথবা অন্য কারণেই হউক সম্যক্ সংপূজিতাবস্থায় মামগাছিতে পাটবাটী করিয়াছিলেন।

হালিসহর লতিগ্রামে ঠাকুরাণীর বিবাহ হইয়াছিল। অভিরাম দাস কৃত "পাট-পর্য্যটন" গ্রন্থে আছে ঐগ্রামেই ঠাকুরের জন্ম।

ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট স্বতন্ত্র, তাহা বর্দ্ধমান জিলাস্থ মন্তেশ্বর থানার দুইক্রোশ দূরবর্ত্তী দেহুড় গ্রামে এখনও বর্ত্তমান আছে। তদুৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ—

প্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র বঙ্গদেশে ভ্রমিয়া প্রেম প্রচার করা কালে বালক বৃন্দাবনঠাকুর তৎপ্রভাবে আকৃষ্ট হন, এবং অল্প বয়সেই চরণ সঙ্গী হইয়া তৎসেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্প পূর্ব্বেই শ্রীনিতাইচাঁদ নীলাচলে চলিলে ঠাকুর বৃন্দাবনও তৎসঙ্গে চলেন এবং "পথে সকল স্থানে মিলিবে না" মনে করিয়া প্রভুর মুখশুদ্ধির নিমিত্ত কতকগুলি হরিতকী সঙ্গে লন। দেহুড় গ্রামে গেলে ইহা জানিতে পারিয়া প্রভু নিত্যানন্দ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন "বৃন্দাবন! এখনও তোমরা সঞ্চয় বাসনা যায় নাই! সঞ্চয়ীকে সঙ্গে রাখা সন্ন্যাসীর অকর্ত্তব্য, তুমি এই দেহুড় গ্রামে ঠাকুরবাড়ী করিয়া দেব-সেবা কর।" তদনুসারে অনুগত ভক্তগণের দ্বারা দেহুড়ে তাঁহার পাটবাটী নির্ম্মিত হয়। কিছুদিন পরেই মহাপ্রভু লীলা-সংবরণ করেন। সম্ভবতঃ এই সকল কারণেই ঠাকুরের শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ঘটে নাই। আশাকরি আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা ধীরভাবে ধারণা ও বিচার করিলে, যিনি ইহা লেখাইলেন সেই প্রভু বিশ্বম্ভর চন্দ্রের কৃপায় সকলের ভ্রম দূর হইবে। ইতি।

"জন্মাষ্টমী।"

—•—

গভীর আঁধারে ঢাকিল ধরণী, ঢাকিল তারকা গগন বক্ষ।
নিবিড় নীরদ ছোটে ব্যোমপথে, আঁধারে কিছুই না হয় লক্ষ্য।
চমকি চপলা বাড়ায় তরাস শ্মশানে যেন গো প্রেতের হাস্য!
বহিছে সঘনে প্রলয় ঝটিকা, কাঁপিছে সভয়ে সারাটি বিশ্ব!
এহেন সময়ে ভীম কারাগারে লভিলা জনম জগদানন্দ।
সহসা অমনি ঝটিকার বেগ, মলয় পবন বহিল মন্দ॥
আঁধার টুটিল হাসিল আবার সুনীল গগনে তারকা চন্দ্র
গাহিল স্বরগে দেবতা নিকর বাজিল মুরজ মধুর মন্দ্র!
নীড়হ'তে ধীরে বিহগ বিহগি উঠিল গাহিয়া আকুল হ
বিশ্বমাঝারে গন্ধ ছড়ায়ে ফুটিল কুসুম পাদপ শীর্ষে॥
বসুদেব আর দেবকী উভয়ে হেরিল শিশুর শ্রীমুখচন্দ।
যেন আজীবন সাধনার ফলে লভিল নয়ন সহসা অন্ধ!
আহামরি কিবা অপরূপ-রূপ তুলনা মেলে না খুজিয়া বি
নবীন নীরদে যেন গো চপলা, শ্রীমুখে খেলিছে চপল হা
হেরিয়া বালকে দোঁহে জ্ঞানহারা অজানা বিষাদে তিতিল
কঠোর কংস মুরতি স্মরণে সহসা কাঁপিয়া উঠিল গাত্র।
"ভীষণ মুরতি সে যে গো শিশুঘাতী পাপী বিষম দুষ্ট,
জানিলে এখনি দয়ামায়াহীন করিবে শিশুর জীবন নষ্ট!"
ভাবিয়া আকুল পিতা বসুদেব তুলি নিল সুতে আপন ব
খুলিল কবাট স্মরি ভগবানে, অশ্রুর ধারা বহিল চক্ষে!
শুধালো দেবকী "লইয়া কুমারে কোথায় চলিছ গভীর রা
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে বসুদেব "যাব ব্রজপুরে হইয়া পু
নন্দ আলয়ে রাখিব যতনে বাঞ্ছিত ধনে করিয়া গুপ্ত;
না জানিবে রাজা দ্বারপালগণ, সকলে এখন রয়েছে সুপ্ত
আর না শুধালো জননী দেবকী ঢাকিল নয়ন যুগল হস্তে
কম্পিত বুকে ভীত বসুদেব বাহিরিল পথে অতীব ত্রস্তে
অধীর চরণে চলিল ছুটিয়া যমুনা পুলিন করিয়া লক্ষ্য।
দেবমায়া বশে ঢাকিল আবার নীবিড় নীরদে গগন বক্ষ
যমুনা তখন উছলি' দুকূলে করিল নৃত্য ভীষণ রঙ্গে;
ঊর্ম্মী আকুল বুকখানি তার লাগিল যুঝিতে ঝটিকা সঙ্গে
বসুদেব তাহে পড়িল ঝাঁপায়ে গরজি যমুনা হইল স্তব্ধ,
কোথা গেল তার ভীষণ মুরতি! কোথা গেল তার বিপুল
দেব কৃপাবশে পার হয়ে গেল যথা সখা তার গোয়ালান
করে ধরে বসু সঁপি দিল নিজ প্রাণের দুলাল নয়নানন্দ!
বলিল কাঁদিয়া "প্রাণসখা মোর প্রাণের দুলালে করিও
আজি মম সুত তব সুত হ'লো, তনয়াটি তব দাও হে ভি
নন্দ তখন কোলে ল'য়ে শিশু বক্ষ খানিরে করিল স্নিগ্ধ।
"মরি মরি কে রে শিশুরূপী এই" চাহিল ক্ষণিক হইয়া
কিছু পরে নিজ তনয়ারে আনি তুলি দিল বসু-সখার ব
নিশ্বাস ত্যজি তারে ল'য়ে বসু আসিল ফিরিয়া সে কারা ক

শাপথ চাহি আছিলা দেবকী,হেরিয়া বালিকা হইলা মুগ্ধ !
হারা মাতা সুতা পেয়ে কোলে ঢালিলা আপন অমিয় দুগ্ধ !

* * * * *

তীত যুগের পুরাণ কাহিনী আজি এ তিথিতে করিনু ব্যক্ত !
রুণা নিধান কৃষ্ণ-চরণে নতি কর যত ভাবুক ভক্ত !!

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী, কাব্যনিধি।

গুরুতত্ত্ব।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পূর্ব্বে দুই প্রকার গুরুর কথা বলিয়াছি, দীক্ষা এবং শিক্ষাগুরু। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার গুরু আছেন, যাঁহার নাম গোস্বামীশাস্ত্রমতে বর্ত্মোদ্দেশ গুরু। তবেই গুরু হইলেন তিন প্রকার, দীক্ষা, শিক্ষা ও বর্ত্মোদ্দেশ গুরু (১)। দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুর কথা কিছু কিছু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বর্ত্মোদ্দেশ গুরুর কথা কিছু বলিব। প্রথমে সাধন ভজন পথের উদ্দেশ দেন যিনি,—এইপথে চিত্ত ধাবিত করেন যিনি,—তিনি হইলেন বর্ত্মোদ্দেশ গুরু। দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই যাঁহার সহিত সংস্রব, যাঁহার সঙ্গগুণে এবং সদুপদেশমতে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে মনে বাঞ্ছা হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণের মধুপানে মন আকৃষ্ট হয় তিনিও গুরুপদ বাচ্য,—এবং তিনিই প্রথম গুরু। তাঁহাকেই গোস্বামীপাদগণ বর্ত্মোদ্দেশ গুরু নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই বর্ত্মোদ্দেশ গুরুও দুই প্রকার। বৈষ্ণবদিগের ভজনপন্থা দুইটি, একটি বিধি,—অপরটি রাগানুগা। এই দুই বর্ত্মস্বরূপ ভজনপ্রবৃত্তি প্রথম হইতেই যাঁহারা সাধনেচ্ছু, নবানুরাগী, ভজনাভিলাষী সৌভাগ্যবান জীব-হৃদয়ে উন্মেষিত করেন,—তাঁহারাই বর্ত্মোদ্দেশ গুরু। যিনি বিধিমার্গে প্রবৃত্তি দান করেন, তিনি বিধিবর্ত্মোদ্দেশ গুরু আর যিনি রাগমার্গে ভজনের উপদেশ দেন, তিনি রাগ-বর্ত্মোদ্দেশ গুরু। বিধিমার্গে ভজন,—শাস্ত্রভয়ে ভজন, আর রাগমার্গের ভজন,—লোভের ভজন। এই দুস্তর ভবার্ণব পার হইবার একমাত্র তরণী শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-ভজন। ভজন না করিলে এই ভবপারাবারে উত্তীর্ণহইবার অর্থাৎ ভববন্ধন ঘুচিবার আর অন্য উপায় নাই, এই ভয়ে যিনি ভজন করেন,—তিনি বিধিমার্গাবলম্বী সাধক। আর যিনি শ্রীগৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় রূপ, গুণ ও লীলাদি শ্রবণ করিয়া লোভ বশতঃ প্রেমানুরাগে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রেমের ভজন করেন,—তিনি রাগানুগার সাধক। তিনি,—

> শাস্ত্রযুক্তি অপেক্ষাদি কিছু না করিয়া।
> কৃষ্ণ ভজে রূপ, গুণ, লীলাকৃষ্ট হৈয়া॥ উঃ চঃ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী-পাদ লিখিয়াছেন,—

> তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে।
> নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং॥

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাগমার্গের ভজনাধিকারী সহস্রের মধ্যে এক জন। বিধি হইতেই রাগ বা অনুরাগের উৎপত্তি জানিবে। বিধিমার্গের সাধক গণই পরে রাগমার্গের সাধক রূপে পরিণত হন। অতএব বিধি মার্গের ভজন সর্ব্বাগ্রে। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে বিধিমার্গের সাধকগণ শ্রীগুরুকৃপাবলে, প্রথমা-বস্থাতেই রাগানুগার ভজন প্রাপ্ত হন। রাগমার্গের শক্তি-শালী সদ্‌গুরুর নিকট এই ভজনপ্রণালী শিক্ষা করিতে হয়। স্বল্পানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। ইহাতে সমূহ বিপদ আছে। রাগমার্গের উপাসনা প্রবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ, আত্মার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের অধিকার দিবার একটা প্রবল চেষ্টা জীবহৃদয়ে অঙ্কুরিত করিবার বাসনার সৃষ্টিকরণ। এই বাসনাই মানুষকে ভগবত প্রাপ্তির প্রকৃত পথে লইয়া যায়। যে সকল ভাগ্যবান লোক রাগমার্গের উপাসনা-লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রজবাসী বা নদীয়াবাসীগণের অনুসরণে সাধকরূপে এবং সিদ্ধরূপে সেবাপরায়ণ হইবেন।

> সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রহি।
> তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

(ক্রমশঃ)

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকায় পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "কিম্বা বর্ত্মোদ্দেশ গুরুমস্ত্র গুরুঃ শিক্ষাগুরুরিতি গুরুত্রয়োষ্টদেব স্মরণমিতি কেচিদাহুঃ।"

> ভজন পথের যিহোঁ কহেন উদ্দেশ।
> তাঁহায়ে কহি যে এক গুরু বর্ত্মোদ্দেশ।
> দীক্ষার পূর্ব্বেতে যার সঙ্গাদি হইতে।
> কৃষ্ণ ভজিবারে বাঞ্ছা উপজয় চিত্তে। উঃ চন্দ্রামৃত

যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন।

(শ্রীপাদ হরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাদিপক্ষ। ভাল, তোমার শাস্ত্রাদি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তোমার বাঙ্গালী শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ যে আমাদের উপাস্য, একথা কোন ক্রমে স্বীকার করিতে পারিতেছি না। গায়ত্রীর অর্থ হইল, শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। ইহার কোন একবর্ণ বিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহকে ধ্যান করি।

উত্তর। ঈশ্বর বাঙ্গালী হউন বা আসামীই হউন, তিনি যখন কৃপা করিয়া যে দেশে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকেই উপাসনা করিতে হইবে। গায়ত্রী অর্থ তোমার কথানুরূপই শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। ইহার কোন এক বর্ণ বিশিষ্ট পুরুষকে আমরা উপাসনা করি। শাস্ত্র রহিল, কৃতে শুক্লবর্ণঃ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণঃ দ্বাপরে শ্যামবর্ণঃ কলৌ পীতবর্ণঃ। ভ্রাতঃ। বাদিপক্ষ! দ্বিজাতে! তুমি কলি যুগের লোক, তোমার পীতবর্ণই উপাসনা করিতে হইবে। অতএব শাস্ত্রানুশাসনানুসারে তুমিও গায়ত্রী রূপ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা এই কলিযুগে আমার বাঙ্গালী শ্রীগৌরসুন্দরেরই উপাসনা করিতেছ। সুতরাং তুমিও আমার গৌড়েশ্বর দ্বিজাতি বৈষ্ণব। ভ্রাতঃ! অসন্তুষ্ট হইও না। তুমি গৌণ গৌড়েশ্বর দ্বিজাতি বৈষ্ণব। কেন না তুমি তন্ত্রমতে পুনঃ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হও নাই। "নানা তন্ত্র বিধানেন কলৌ বপি তথা শৃণু",—"কলাবাগমমন্মতা",—"তন্ত্রোক্ত বিধিনা কলৌ" ইত্যাদি বহু শাস্ত্র প্রমাণাৎ। কলিতে তন্ত্রানুসারে দীক্ষিত হইতে হইবে।

বাদি পক্ষ। ভ্রাতঃ গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়িন্; আমি কলিভব দ্বিজ। সুতরাং বৈদিকী গায়ত্রী দীক্ষা দ্বারায় অবশ্যই তোমার গৌণ গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী হইয়াছি। আমি যদি এখন তন্ত্রমতে কোন একটি দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে কি আমার গৌণত্ব ঘুচিবে না?

উত্তর। কোন একটি দেবতা অবশ্যই বিষ্ণুমূর্ত্তি (শিব সূর্য্য, শক্তি নহে)। কিন্তু যুগানুবর্ত্তি হইয়া উপাসনা করিতে হইবে। যে যুগে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যুগে সেই শ্রীবিগ্রহের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। যথা গোপাল তাপন্যাং,—

যুগানুবর্ত্তি লোকাঃ যজন্তীহ সুমেধসঃ।
গোপালং সানুজং রামং রুক্মিণ্যা সহতৎপরং॥

অর্থাৎ যে যুগে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই যুগে অনুবর্ত্তী হইয়া সুবিচারক লোক সকল গোপাল দেবে সানুজ (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সহিত এবং রাম (অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ) ও রুক্মিণী (অর্থাৎ শক্তির সহিত) যজন করিবেন এই পদ্যে একটি "সুমেধসঃ" শব্দ আছে,—এই শব্দটি না থাকিলেও অর্থের কোন হানি হয় না কেন না "লোকাঃ" এই কর্তৃপদ দ্বারাই অন্বয় সমন্বয় হয়। "সুমেধসঃ" শব্দের অর্থ, বিদ্বান বা সুবিচারক। সুতরাং সুবিচারকেরা তন্ন তন্ন করিয়া সূক্ষ্মবিচার পূর্ব্বক যাজন স্থির করিবেন। অর্থাৎ চারি যুগেই শ্রীগোপাল উপাস্য। এখন বিচার্য্য, আমি কোন যুগের লোক? এবং ভগবান্ গোপাল কোন যুগের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। শ্যাম, পীত, রক্ত ও শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট ব্যূহ চতুষ্টয়ের কোন ব্যূহের সহিত মিলিয়া এবং পরাশক্তি কিরূপে গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন,—ইহাই বিচার্য্য। এখন অন্য যুগের কথা বলিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান কলিযুগে শ্রীগোপাল পরাশক্তির সহিত মিলিত হইয়া অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়াছেন, এবং দ্বিতীয় ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণকে শ্রীনিত্যানন্দরূপে স্বলীলায় সহায় করিয়াছেন, অতএব এই বর্ত্তমান কলিযুগের শ্রীগৌরই গোপাল,—সুতরাং শ্রীগৌরগোপালই উপাস্য।

বাদিপক্ষ। সত্য, একথা স্বীকার্য্য। তোমার শাস্ত্র বলিতেছেন, "যজন্তি" অর্থাৎ "পূজয়ন্তি"। ইহাতে দীক্ষার কোন কথা নাই। আমি গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়াছি, সুতরাং নারায়ণ, নৃহরি ও রাম প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির পূজার অধিকারী হইয়াছি। তোমার শ্রীগৌর পূজায় আমার অধিকার হইয়াছে। তবে আবার আমার দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন বা শাস্ত্র শাসন কি?

উত্তর। "যজন্তি" যজে রূপং। 'যজ ঞৌ দেবার্চ্চদান সঙ্গ কৃতৌচ"। অর্চ্চা বলিলেই তোমার পূজা বুঝায়, দেব শব্দ ব্যর্থ হয়। অতএব যজ্ ধাতুর প্রয়োগ (পূজার্থে) যে যে স্থানে হইবে, সেই সেই স্থানেই তন্মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির পূজা করিতে হইবে। উক্তঞ্চ যজন্তি বিষ্ণু' বৈষ্ণবঃ পূজয়তি বিষ্ণুং শৈবঃ ইতি।

(ক্রমশঃ)

ভাবকের উক্তি।

(শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর)

পরকীয়ার আসল খেলা পূর্ব্বরাগে ও অভিসারে। পরকীয়া সম্বন্ধ রাধাও কৃষ্ণ—এই দুইয়ের মধ্যে। ভক্তের জন্য কেবল আস্বাদন। স্বকীয়াত্বই নিত্যসম্বন্ধ। ইহার আচ্ছাদন যতকাল ততকাল পরকীয়াত্ব। স্বকীয়ার পরকীয়ারঙেরও নিত্যত্ব আছে। সেবাভিলাষী ভক্তের সম্মুখে যে শ্রীযুগল দাঁড়ান, তাঁহাতে স্বকীয়ার ভাবই জাগ্রত হয়,—পরকীয়াত্ব লুকায়। সেবাভিলাষী ভক্তের শ্রীযুগলের নিত্যমিলন প্রতিভাত হয়। বিচ্ছেদে পরকীয়াভাবের আস্বাদন হয় বটে—যেমন, কুঞ্জভঙ্গ। যে যে ভক্ত শ্রীযুগলের নিত্যমিলন ধরিয়া শ্রীরূপমাধুরী আস্বাদন করেন, তাহাদের জন্য স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ নাই (উহা সখীর আস্বাদ্য)। এজন্য ভক্তিব্রজ শ্রীনদীয়ায় পরকীয়ার প্রকাশ নাই, আছেও (অতি গোপনে)। রূপানুরাগীর পক্ষে শ্রীশ্রীব্রজযুগল ও শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল একই।

যে প্রেমে কামগন্ধ—স্বকীয় সুখ বা আত্মপ্রীতির লেশ আছে, সে প্রেম স্বকীয়। যে প্রেমের লক্ষ্য পর (কৃষ্ণ) সুখ,—তাহাই পরকীয়। অতএব শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার পীরিতি পরকীয়া। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মাথুরভাব বা চিরবিরহটি গৌর সুখের লাগি ও জগতের কল্যান লাগি। শ্রীরাধা বা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাগরের নিত্য প্রেয়সী; সুতরাং স্বকীয়াই।—একথায় কামগন্ধের আরোপ হয় না।

শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাল্যেই শ্রীগৌরাঙ্গে পরকীয়া পূর্ব্বরাগ খেলিয়াছিল। উহা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরই আগুলীলা।

কৃষ্ণদাস অপরকে (লঘুকে) কৃপা করিয়া তাঁহার গুরু হন। কৃষ্ণদাসে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ও প্রকাশ। সুতরাং শাস্ত্রানুযায়ী কৃষ্ণই গুরু। (অচিন্ত্যভেদাভেদ)। তদনুযায়ী কৃষ্ণই অভিমন্যুতে (আয়ান ঘোষ) অধিষ্ঠান পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে বিবাহ করিয়াছেন। একথা বলিলে দোষ হয় না। ব্রহ্মার বৎস চুরির পর হইলে তো কথাই নাই। আয়ানের কি শক্তি জগদীশ্বরী শ্রীমতীকে বিবাহ করিবেন। স্বকীয়া রাণী রাগের বসন পরিয়া পরকীয়া

"কৃষ্ণলীলা—আচার, গৌরলীলা—প্রচার" (ভক্তের লাগিয়া)। সুতরাং কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার সম্মিলনে এক অখণ্ড সমষ্টি পরিপূর্ণলীলা! সুতরাং এই দুইয়ের একটি বাদ দিয়া অপরটি আশ্রয়ণীয়া হইতে পারে না। ব্রজনাগরীভাবের প্রচার নদীয়া নাগরীভাব।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ"—একমাত্র কৃষ্ণই পূজনীয় ভজনীয়, স্তবণীয়, স্মরণীয়, জপনীয়, আস্বাদনীয়। কৃষ্ণই গৌর। গৌরভজনই কৃষ্ণভজন। কলিতে কৃষ্ণই গৌর। কলিতে শ্রীরাধার তিন মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। রাধাকৃষ্ণই ভজনের উদ্দিষ্ট বিষয়। আনন্দাংশে হ্লাদিনী। শ্রীগৌরাঙ্গের হ্লাদিনীমূর্ত্তি ঐ তিন। এখন যার যে টি ভাল লাগে। ভজ গৌরনিতাই, বা ভজ গৌরগদাধর বা ভজ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া। সবই এক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ। যে যে যুগল ভজ, একেরই ভজন। সুতরাং বাদবিসম্বাদ নাই। আমরা সবেই রাধার কণা,—যুগল আমাদের উপাস্য।

নিতাই কেমন করিয়া শ্রীরাধা?—রাধা যখন গোরার ভাবতনু অঙ্গ, নিতাই গোরার দ্বিতীয় কলেবর। সুতরাং নিতাইর অঙ্গেও রাধা। গদাধর কেমন করিয়া শ্রীরাধা?—লক্ষ্মী, শিবানী, রুদ্রাণী, ইন্দ্রানী আদি যত শক্তি সবারই প্রতিনিধি মেশ্বর পঞ্চতত্ত্ব-পরিষদে এই গদাধর। সুতরাং গদাধর প্রধানা বা পরাশক্তি। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যপ্রেয়সী,—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী। শ্রীবাসাঙ্গনের শ্রীশ্রীমহারাস সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর প্রভৃতি ভিন্নদেহে রাস সম্ভোগ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গলাবণ্যে লুকাইয়া তাহা সম্ভোগ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীরাসেশ্বরী রাস করাইয়াছেন।

যেই মুহূর্ত্তেই শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে বেড়িয়া নিয়া গৌর হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই অমনি প্রতি গোপী বা সখী শ্যামকে বেড়িয়া "অন্তঃকৃষ্ণ" হইয়া স্বরূপ, রামানন্দ, নরহরি প্রভৃতি পুরুষ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

নদীয়ায় ব্রজলীলার অনুবাদ বা প্রকাশ। কৃষ্ণ সূত্র, গৌর—টিকা। এক কৃষ্ণই সূত্র ও টিকা। টিকা পাঠ করিলে সূত্রার্থ প্রকাশ পায়। অথবা টিকাপাঠে সূত্র না পড়িলেও সূত্রার্থ অবগত হওয়া যায়॥

বলে কৃষ্ণ রাম—'কে তোরা কি নাম ?
মোদের এধাম, (তোরা) হেথায় কেন ?'
উত্তরে নিতাই 'সেদিন আর নাই,
সব ননী দই, করিবি লুণ্ঠন!'
"ঘুচিল গোয়ালা হৈল বিপ্র অধিকার।
আপনা বুঝিয়া সব ছাড় উপহার॥" চৈঃ ভাঃ

আরও—

"নিত্যানন্দ বলে—তোর কৃষ্ণের কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর॥" চৈঃ ভাঃ

শচীমা স্বপ্নটী পুত্রকে কহিলেন, শুনিয়া হাসিয়া নিমাই বলিলেন—

"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কার ঠাঁই পাছে কহ এই কথা॥" ঐ

নিমাই বলিলেন—মা যাহা দেখিয়াছ, সত্য। সত্যই আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত। আমি প্রায়ই দেখি যে, যে ভোগ দেওয়া হয়, তাহার আধাআধি থাকে না। আমার সন্দেহ হইত, তোমার বধূরই হয়তঃ এ কাজ, লজ্জায় আমি কিছু বলিতাম না।"

বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাপুত্রের এ রহস্যালাপ শুনিয়া পলাইলেন। তখন পুত্রটি গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, মা! "নিত্যানন্দে আজি শীঘ্র করাহ ভোজন।" ঐ

তাহাই হইল,—শচীমার আহ্বানে নিতাই আসিলেন ও নিমাইর সহিত একত্রে ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন। তখন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল,—যখন—

"পরিবেশন করে আই মনের হরিষে।"

তখন—

"ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা;—দুইজনে হাসে।" ঐ

পুনর্ব্বার শচী আরও দেখিলেন—

"আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।"ঐ

সে দিন শচী স্বয়ং পরিবেশন করিতেছেন। নিমাইও নিতাই একস্থানে আহারে বসিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে নাই; তিনি নিতাইর সম্মুখে যান না। সুতরাং শচী সে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া—

"পড়িলা মূর্চ্ছিতা হঞা পৃথিবীর তলে।" ঐ

রহস্যটি কি? শচীর নির্ম্মল হৃদয়ে বিভাংশুরূপের ন্যায় সে তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পাইল, তিনি নিজ তনয় ও বধূর স্বরূপ বুঝিলেন। বুঝিয়া প্রেমে—

"তিতিল বসন তাঁর নয়নের জলে।" ঐ।

একাণ্ড এইরূপেই শেষ হইল,—ইহার মর্ম্ম কিন্তু সকলে জানিল না; ভগবানের কোন লীলাই উদ্দেশ্য শূন্য নয়; সকলে ইহা বুঝিল না।

"মর্ম্মী ভৃত্য বহি ইহা কেহ নাহি জানে।" চৈঃ ভাঃ

* * * * *

জগতে যখন যাহার প্রয়োজন, তাহাই তখন আসে। শ্রীনন্দনন্দন যখন আসিলেন, স্বার্থান্ধ নরসমাজে তখন যুগোপযোগী শিক্ষাই দিলেন; কেবল গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম নহে—ব্রজের অনন্য সাধারণ গোপীপ্রেমে তাহা পর্য্যবশিত। কিন্তু তাহাও কালের প্রতাপে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় দীন দশা প্রাপ্ত হইল—ধর্ম্মের নামে বিবিধ অনাচার আত্ম প্রকাশ করিল। এই অনাচারে ব্যথিত হৃদয় এক দেবশিশু নিরঞ্জনাতীরে কঠোর সাধনায় নরচিত্ত শোধনের চেষ্টা করিয়াও, কালপ্রভাব রোধ করিতে পারিলেন না। তাহাতে আরও অশুভ উৎপত্তি লাভ করিল,—তান্ত্রিকতার প্রসার বিস্তারিত হইল। কিন্তু অশুভেই শুভ হয়, তখনি—সেই ভূমিতেই প্রেমধর্ম্মের বীজ নূতন কল্পে উপ্ত হইল। বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি তাহারই আগমনী গীতি গাইয়া গেলেন,—এবং তৎপরেই প্রেমের পশরা লইয়া শচীনন্দনের আগমন।

এই যে স্বপ্নটি, ইহাতে অবতার-তত্ত্বের ক্রমবিবর্ত্তনের ইঙ্গিত হয় না কি?

গীতার নিষ্কামবাদ অতুল্য; কিন্তু তাহা হইতে কোটিগুণে মহৎ শ্রীমতির আত্ম-তর্পণ। গোস্বামীর স্বর্গীয় তূলিকায় তাঁহার চিত্র প্রস্ফুট; এবং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র। ইনি শুধু কেবল রাধা নহেন কৃষ্ণও,—রাধাকৃষ্ণ একাধারে। শ্রীচরিতামৃত বলেন;—

"সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দুহে হৈল এক ঠাঁই॥"

নিখিল জীবের প্রতিনিধি স্বরূপা আরাধিকা রাধিকার একমাত্র অর্চ্চনীয় ও আস্বাদ্য বস্তু নন্দনন্দন। এখন সেই আরাধ্য ও আরাধিকা একাধার গত হইয়া জীবের ভাগ্যে

শিত হইলেন। এই জন্য বুঝি বা তাঁহাতে দুই ভাব, ভাব ও ভক্তভাব স্পষ্টতঃ প্রকটিত।

"কখন ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ।

কখন রোদন করে বলি মুঞি দাস॥" চৈঃ ভাঃ

আর তাঁহার শেষ অষ্টাদশ বর্ষে এই জন্যই বুঝি ভাবের সম্যক বিকাশ; তখন সদাই;—

"কাঁহা যাউ কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্র নন্দন।

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন॥" চৈঃ ভাঃ

এইরূপ বিলাপ ধ্বনি—

বস্তুতঃ এ অবতারে তিনিই দেখাইয়াছেন যে, আত্ম-হইয়া এইরূপ আকুল আহ্বানেই তিনি সংলভ্য। অন্য কোথায়ও নহে,—শচীর মন্দিরেই বিষ্ণুপ্রিয়ার চ তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। আনন্দময় নিত্যানন্দ আনন্দময়ী বিষ্ণুপ্রিয়া সততই তাঁহার সহিত আছেন। ন্যই ঠাকুর লোচন গাইয়াছেন শচীর মন্দিরে বাসনা হয়।

"কহয়ে লোচন

শচীর মন্দিরে

বাসনা পূরিল মোর।"

কিন্তু—

"মর্ম্মী ভৃত্য বহি ইহা কেহ নাহি জানে।" চৈঃ ভাঃ

এমন কি, প্রকট লীলায়ও নরহরি, গদাধর প্রভৃতি জন ক মাত্র অতি মর্ম্মী এ রসের রসিক ছিলেন; ইঁহারা রের অন্তঃপুরের,—গৌর বই জানিতেন না। আর রাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীবাসাদি চারি ভাই; রাও—

"বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী দেবা।"

নদীয়া নাগরের এই ভজনটি প্রেমপাগল দয়াল নিতাই র বড়ই প্রিয়,—তাই তিনি উর্দ্ধবাহু হইয়া প্রচার ন—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ॥"

অনেকই বলিবার ছিল, কি লিখিতে কি আসিয়া ল,—বলা হইল না—প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল। কৃপাময় ক, অযোগ্যের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। ইতি—

শ্রীল রূপ-সনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের কথা।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

যে সময়ে বাদসাহ কর্তৃক শ্রীল রূপসনাতন গৌড়ের তাৎকালিক মুসলমান নরপতির প্রধান উজিরের পদে নিযুক্ত হইয়া রাজসনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন রাজ নিয়মানুসারে তাঁহাদের হিন্দুনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয়ের যাবনিক নাম ও উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। ইঁহাদিগের পিতৃদত্ত পূর্ব্বনাম ছিল অমর ও সন্তোষ (১)। এক্ষণে ইঁহাদিগের নাম হইল দবীর খাস এবং সাকর মল্লিক। শ্রীরূপের নাম হইল,—দবীর খাস এবং শ্রীসনাতনের নাম হইল,—সাকর মল্লিক। এই দুইটি পারস্য ভাষায় নাম। ইহার অর্থ অনেকেই জানেন না, সে জন্য জানাইতেছি।

"দবীর" শব্দে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভাজন এবং "খাস" শব্দের অর্থ উত্তম। এই খাস শব্দ হইতে খাসা শব্দের উৎপত্তি, যেমন খাস নবিশ শব্দে উত্তম লেখক। সাকর অর্থাৎ সাওকর বা সাওগব শব্দের অর্থ দাতা এবং মুক্তহস্ত, আর অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। "মল্লিক" শব্দের অর্থ মর্য্যাদাশালী। শ্রীরূপ সনাতন দুই ভাই, এই সকল গুণের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন বলিয়া বাদসাহ কর্তৃক এই দুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্রীরূপ সনাতন নাম শ্রীমন্মহাপ্রভুদত্ত,—এই দুই নামে তাঁহারা বৈষ্ণব জগতে বিখ্যাত।

"শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামক প্রাচীন গ্রন্থপ্রণেতা কুলীন গ্রামবাসী গুণরাজ খান তাৎকালিক গৌড়রাজের রাজস্ব বিভাগে বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম মলাধর বসু। গুণরাজ খান রাজদত্ত নাম ও উপাধি। ইনি বসু রামানন্দের পিতা। কুলীন গ্রামের সত্য রাজ খানও রাজসরকারে উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন। বৃদ্ধ গুণরাজ খান শ্রীরূপ সনাতনকে বড় স্নেহ করিতেন। ইঁহারা তখন নবীন যুবক, সংস্কৃত ও পারসীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। নরহট্টের বৌবাড়ীতে বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতির নিকট তাঁহারা সংস্কৃত ও পুরাণ শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, এবং সপ্তগ্রামের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী সাইদ ফকির উদ্দিনের

(১) অমর সন্তোষ নাম পূর্ব্বেতে আছিল।

সনাতন রূপ নাম প্রভুতে হইল॥ ভক্ত মাল।

নিকট আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পারস্ত রাজভাষায় এতদূর ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, যে তখনকার বড় বড় মৌলবী, মোল্লা ও কাজিগণ তাঁহাদিগের সহিত বিচারে হার মানিতেন।

উর্দ্দু ভাষায় লিখিত একখানি গৌড়ের ইতিহাসে লিখিত আছে, দিল্লীশ্বর বাদসাহগণ গৌড় দেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে পারস্ত ভাষায় যে সকল সরকারী পত্রাদি লিখিতেন, এক এক সময়ে তাহার অর্থ করা বড় কঠিন হইত। পারস্ত ভাষায় অভিধানের নাম "লোগদ"। তাহা দেখিয়াও কোন কোন শব্দের অর্থবোধ হইত না। গৌড়ের শাসনকর্ত্তা এই সকল পত্রাদির উত্তর লিখিতে গুনরাজ খানকে আদেশ দিয়াছিলেন। গুণরাজ খান সেই সকল পত্রাদির উত্তর শ্রীরূপ সনাতনকে দিয়া লেখাইয়া রাজসমীপে প্রেরণ করিতেন। এই সকল পত্রের রচনা এতই সুন্দর ও শ্রবণ মধুর হইত, যে তৎপাঠে দিল্লীশ্বর পরম প্রীত ও বিস্মিত হইতেন এবং রচনাকারীর শত শত প্রসংশা করিতেন। এইরূপে একদিন এইরূপ একখানি পত্রের উত্তর পাঠে মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী বাদসাহ পত্রের রচনাকারীর নাম ধাম জানিতে ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলেন। তখন গৌড়ের রাজা হোসেন সাহ গুণরাজ খানের মুখে সমস্ত অবগত হইয়া লেখক শ্রীরূপ ও রচক শ্রীসনাতনের নাম ধাম লিখিয়া বাদসাহের গোচরার্থে প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বর সেই উত্তর পাইয়া শ্রীরূপ সনাতনকে একেবারে গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া পরম মর্য্যাদার সহিত তাঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়া দুইখানি পাঞ্জা পাট্টা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীরূপ সনাতনের এই বাদসাহদত্ত নাম দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। শ্রীরূপ সনাতনকে গৌড়েশ্বর সসম্ভ্রমে ডাকিয়া এই সনন্দ দিলেন। ইহাতে দুই ভাই বড় ভীত হইলেন, কারণ সেকালে ম্লেচ্ছের দাসত্ব অতি ঘৃণিত বস্তু ছিল, ম্লেচ্ছসেবী ও ম্লেচ্ছস্পর্শীকে সমাজ বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিত। শ্রীরূপ সনাতন বহুপ্রকার অনুনয় বিনয় ও আপত্তি করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। তখনকার রাজার আদেশ বড় কঠিন ছিল। কেহ রাজাজ্ঞা অবমাননা করিলে তখনই তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত। যাহা হউক এইরূপে বাধ্য হইয়া শ্রীরূপ সনাতন মন্ত্রিত্ব পদ স্বীকার করিলেন।

ম্লেচ্ছ ভয়ে বিষয় করিলা অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হইল তাঁর। ভঃ রঃ

এই দুই মহাপুরুষ এই জন্য প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।" চৈঃ চঃ

কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহারা নীচ জাতি নহেন, তাঁহারা কর্ণাটপ্রদেশস্থ ভরদ্বাজ গোত্র কুলোদ্ভব রাজবংশীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ কুমার দেবের সন্তান। ইঁহাদিগের বংশপত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল রূপসনাতন যদিও মুসলমান নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়া বাদসাহের চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই—যবনরাজের কুকর্ম্মের সহায়তা করেন নাই, তাঁহার প্রমাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভাগ্যে থাকে ত সে সকল কথা বারান্তরে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

উর্দ্ধনয়ন গোরা।

(শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর)

উরধ নয়ন কেন গোরা ?
বাঁকা আঁখি দেখে,ধ'রে ফেলে কে,এই যে সে ব্রজের চোরা
ভয়ে লুকোচুরি, থোরি থোরি চাহনী, এ কেমন তুয়া রীত
জটিলা কুটিলা, বাদ-পটিয়সী, না দেখি নদীয়া ভিত॥
শঙ্কা তেজি তাই, ডঙ্কা মেরে কর, প্রেমলীলা পরচার।
তোরে সমঝারি, এ কেবল তোর, চতুর ভঙ্গী লীলার॥
তোরেও সুধাই, তা ভাবিয়া তোর, উপজয়ে সুধাসুখ।
তোর সুখে সুখ, এ ভাবিয়া পুছি, সাহসে ফুলায়ে বুক॥
বরষি নয়ান, বাণ বড়শী, পরাণ কাড়িয়া লহ।
অমিয়া সাগর, যদি কিছু থাকে, তা তুয়া পিরিতি দহ॥
ডাঙ্গার এ মীন, অঙ্গার তু বিন, কেমনে পরাণ ধরে॥
মন চোরা রূপ, কুপহি ডারি, জীয়ায়ে রাখহ হরে॥

নদীয়ায় মহাগম্ভীরা।

—:) * (:—

(সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ বিদ্যাবিনোদ বি, এ,)

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নীলাচলে গম্ভীরা-লীলায় রাধা প্রেমের গভীরতা জীবের নিকট প্রকট করিলেন এবং কৃষ্ণবিরহরস নিজে আস্বাদন করিয়া জীবকে আস্বাদন করিতে সুযোগ দিলেন! এই ভাবে তিনি জীবকে ব্রজে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বহুলোকের ইহাতে ব্রজরসই উপভোগ্য হইল। প্রভু অবশ্য ইহা ভক্তভাবে করিয়াছেন, কারণ শ্রীরাধা পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গে ভগবদ্ভাব ও ভক্তভাব এই দুই ভাবের পরিপূর্ণ সমাবেশ দেখিতে পাই। তাই তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু বলা হয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের এই ভক্তভাব বা রাধাভাব দেখিয়া ব্রজরস আস্বাদন করিতে লুব্ধ হইলেন, তাঁহাদের নিকট আর গৌরাঙ্গের স্বয়ং লীলা বা 'নাগর-লীলা' রহিল না; তাঁহারা প্রভুর কাঙ্গাল ভাব দেখিয়াই সুখী, প্রভুকে আর তাঁহারা নদীয়ায় ফিরাইয়া আনিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রভুর এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আশ্রয় করিয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাওয়ার জন্য সমুৎসুক। কিন্তু যে গৌর তাঁহাদিগকে এই রাধাকৃষ্ণ দিলেন, ব্রজমাধুরী আস্বাদন করাইলেন, সেই গৌরকেই তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। গৌরাঙ্গ হইলেন সাধন,—রাধাকৃষ্ণ হইলেন সাধ্য। গৌরাঙ্গ তাঁহাদের নিকট গুরুর আসনে রহিলেন,—ভজনের ও উপভোগের বিষয় হইলেন না। রাধাকৃষ্ণ গৌর হইলেন বটে, কথায়ও তাঁহারা গৌরাঙ্গকে স্বয়ং ভগবান্ বলেন বটে, কিন্তু তিনি সেব্য হইলেন না। আবার বহু ভক্ত রহিলেন যাঁহারা গৌর ছাড়া কিছু জানেন না। মহাপ্রভুর পরিকরের মধ্যে অধিকাংশই এই শ্রেণীয়,—যথা, গদাধর। তিনি প্রভুকে স্পষ্টই বলিলেন—

"কোটী গোপীনাথ সেবা তৎ পদ দর্শন।"

কুলীন গ্রামবাসী বসু রামানন্দের একার কথা দূরে থাক,—

"যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে।"

ভক্তপ্রধান শ্রীবাস ও তাঁহার তিন ভাই এবং তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলে গৌর ছাড়া 'নাহি জানে দেবী দেবা।' সেন শিবানন্দের ত কথাই নাই। তিনি গৌরমন্ত্রেই দীক্ষিত। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দ গৌর ছাড়া কিছু জানিতেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।"

অদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীরা-লীলায় ঐ হৃদয় বিদারক দৃশ্য সহিতে না পারিয়া প্রভুকে বিদায়ই দিলেন,— বলিলেন, "প্রভু, তুমি গোলকের বস্তু, গোলোকে চলিয়া যাও। ব্রজপ্রেমে জগত ভরপুর হইয়াছে, আর ধরে না। এখন তুমি গোলকের নিত্যযুগল গোলোকে বিরাজ কর।" বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, রাজা প্রতাপরুদ্র, ইঁহারা সকলেই গৌরনাগরের উপাসক। আর নরহরি, বাসুঘোষ, নয়নানন্দ, মাধব ঘোষ, শেখর রায় প্রভৃতি ভক্তগণের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাঁহারা নাগরীভাবে ভজন করিতেন এবং নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছ ছাড়া করিতে তাঁহাদের প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। নিতাই ত নগরে নগরেই বলিয়া বেড়াইতেন,—

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥"

এইরূপে দেখা যায়, পার্ষদগণের মধ্যে অধিকাংশই গৌর ভজন করিতেন এবং ইহাতেই সকল রস আস্বাদন করিতেন। ব্রজরস তাঁহারা এই খানেই পাইতেন। তাই কোন ভক্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন—

"ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী দ্বারে।"

বলিলেনই বা না কেন? যেমন দেখিলেন তেমন বলিলেন, তবে যে গোস্বামীগণ বৃন্দাবন-লীলারস বিস্তার করিলেন, সে কেবল প্রভুর আজ্ঞাক্রমে। তাহার কারণ এই, ভক্তি ও প্রেম তখন জীবের অধিগম্য ছিল না। ব্রজপ্রেম না বুঝাইলে গৌরাঙ্গকে জীবে ধরিতে পারিবে না। তথাপি গোস্বামীগণ সেই রাধাকৃষ্ণ-কথার মধ্যে গৌর-কথা বলিতে ছাড়েন নাই। আর এদিকে মদনমোহনও কবিরাজ গোস্বামীকে দিয়া সুবৃহৎ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী গৌরাঙ্গেরই লীলামৃত বর্ণনা করিলেন। এমন কি, তিনি গৌরভজনের কথা এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, পূর্ব্বে যেরূপ জরাসন্ধ আদি রাজগণ বেদধর্ম্ম করিতে

ও বিষ্ণুপূজা করিতেন, তথাপি কৃষ্ণ মানিতেন না বলিয়া তাঁহারা দৈত্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মবিহিত সৎকর্ম্ম করিলেও যে গৌরভজন না করে, তাহাকে অসুরের মধ্যে গণিতে হইবে। যথা—

পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজাগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য করি জানি॥

* * * *

হেন কৃপাময় প্রভু না ভজে যেইজন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন॥ চৈঃ চঃ

যাঁহারা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, শাস্ত্র বিচারে কবিরাজ গোস্বামীর কিরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য। সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি স্থানে স্থানে তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিয়াছেন। এখানেও তিনি তন্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিলেন—

জ্ঞানতঃ সুলভামুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা সহজে মুক্তি লাভ হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি ভুক্তি বা পার্থিব ঐশ্বর্য্যভোগ লাভ হয়, কিন্তু হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধন দ্বারাও সুদুর্লভ।

ভক্তি ও প্রেম কেবল কৃপাসাপেক্ষ। এই প্রেমভক্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নির্বিচারে যারে তারে বিলাইলেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলেন যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥

এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন॥

এখানে দুইটি কথা লইয়া বিচার করা যাউক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ঐ যে উপরে তন্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন, যাহাতে বলা হইয়াছে, সহস্র সহস্র সাধনেও ভক্তি ও প্রেম পাওয়া যায় না। ওখানে 'সাধনের' কথা বলা হইয়াছে। আর তিনি উপদেশ দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজন করিবার জন্য। এখানে সাধন ও ভজন দুইটি কথা পৃথক্। সাধন বলিতে দূরবর্ত্তী ও দুষ্প্রাপ্য কোন বস্তুকে পাওয়ার নিমিত্ত আত্মশক্তির বিশেষ চেষ্টা বুঝায়। ইহাতে আত্মাভিমান আছে। অভিমানের কাছে সেই সুদুর্লভ ভগবান সুদুর্লভই থাকিয়া যান। আর ভজন বলিতে ভগবতসান্নিধ্যে বসিয়া তাঁহাকে ভক্তিসহকারে সেবা বুঝায়,—ইহাতে আত্মনিবেদন আছে। সুতরাং ভজনে ভগবান্ ধরা দেন, তিনি ভক্তের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ন সাধয়তি মাং যোগঃ ইত্যাদি, অর্থাৎ যোগ, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি সাধন দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। আর কথায়ও বলে, তিনি জ্ঞানাতীত, মায়াতীত কিন্তু ভক্তাধীন ও প্রেমাধীন। এই ভক্তি ও প্রেম কৃপাময় শ্রীগৌরাঙ্গই জীবকে অবিচারে দান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকেই ভজন করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তাঁহাকে আমাদের কোন চেষ্টা, কৌশল বা প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা পাওয়া অসম্ভব। তাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা ও অবলম্বন। শ্রীগৌরাঙ্গই এই কৃপাময় অবতার। যাঁহারা তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া আত্মবলে তাঁহাকে পাইতে চাহেন, অর্থাৎ সাধন সহস্র করিবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহারা অসুর শ্রেণীভুক্ত না হইলেও বিষম ভ্রান্ত। আমরা শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় দেখিতে পাই, রাক্ষ মহীরাবণ সাধন করিয়া রাক্ষস হইলেন, অর্থাৎ আত্মাভিমানের পোষণ করিতে করিতে আত্মগ্রাসী হইলেন। আর হনুমান শুধু ভক্তিবলে কত দুরূহ কার্য্য সহজে সমাধা করিলেন এবং ঐ রাক্ষসকে নিধন করিলেন, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগে সকলে এই সুদুর্লভ ভক্তি পায় নাই, কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, আর এই কলিযুগে কলিপাবনাবতার প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু যারে তারে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন। সুতরাং কলিযুগে তিনিই আরাধ্য, তিনিই সেব্য, তিনিই একমাত্র ভজনীয়। ইহাই পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সার সিদ্ধান্ত।

অশেষ শাস্ত্রদর্শী তদানীন্তন সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ পরম পণ্ডিত

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রেমের যে গূঢ় রহস্য গোবিন্দভজনকারী ভক্তগণ প্রাপ্ত হন নাই, সেই প্রেম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নামের সহিত জীবকে বিলাইয়াছেন, আমি সেই গৌরচন্দ্রকে ভজন করি; যথা—

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈ র্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি নযত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং
তন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্॥

অর্থাৎ যে প্রেমরহস্য কর্ম্মনিষ্ঠগণ প্রাপ্ত হয় নাই; তপ, ধ্যান, যোগদ্বারা যাহা সমধিগত হয় নাই, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান, স্তবস্তুতি দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় নাই; যাহা তর্কশাস্ত্রের কখন গোচর হয় নাই, এবং এমন কি গোবিন্দ-প্রেমভজনকারীগণও যাহার আস্বাদন জানে নাই, পরম পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর অবতীর্ণ হওয়ায় সেই নিগূঢ় প্রেম সম্পত্তি নামের সহিত জীবের নিকট সুপ্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমি সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে নমস্কার করিতেছি।

এইখানে সরস্বতী মহোদয়ের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন—

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি ব্যাগ্মিতাং ধিগ্‌যশো
ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নব বয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্
নচেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকট গৌর গোপীপতিঃ॥

অর্থাৎ এই ধন্য কলিকালে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রকট লীলা ভজন না করেন, তিনি উন্নত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাকে ধিক্; তাঁহার বাগ্মিতায় ধিক্, তাঁহার যশে ধিক্, তাঁহার অধ্যয়নে ধিক্, তাঁহার দেহসৌন্দর্য্যে বা নবযৌবনে ধিক্, তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যে ধিক্, তিনি যদি দ্বিজ হন তবে সে দ্বিজত্বেও ধিক্, আর যদি বিমল আশ্রমাবলম্বীও হন, তাহাতেও ধিক্।

শ্রীল প্রবোধানন্দের এই কথার বিস্তৃত অর্থ নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ এবং গৌরলীলা এই প্রেম আস্বাদনের পরিপূর্ণ বিষয়। তাহাই যাহার না হইল তাহার সকলই নিষ্ফল। দেহ লইয়াই কুল, বাগ্মিতা, অধ্যয়ন, ধনৈশ্বর্য্য, দ্বিজত্ব, আশ্রমাদির অভিমান ইত্যাদি। আর প্রেম বিশুদ্ধ আত্মার ধর্ম্ম। এই প্রেম না পাইলে দুর্লভ মানুষদেহ ধারণ করাই বৃথা।

সরস্বতী প্রবোধানন্দ কাশীধামে বসিয়া গৌরাঙ্গ-কৃপা প্রাপ্ত হন। সেখান হইতে তিনি প্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবন চলিয়া যান এবং সেখানেই শেষ সময় পর্য্যন্ত বসতি করেন। স্থূলদেহে তিনি কখন শ্রীনবদ্বীপ যান নাই—কিন্তু তথাপি তাঁহার ভজনের বিষয় ছিল শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীনদীয়া-লীলা। থাকিতেন তিনি বৃন্দাবনে, কিন্তু ভজন করিতেন নবদ্বীপের তিনি বলিতেছেন কি, শুনুন—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে॥

অর্থাৎ—মহা প্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপু কষিতকাঞ্চন কান্তি লীলাময় শ্রীগৌরসুন্দর যে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন এবং যে নবদ্বীপের প্রতি গৃহ ভক্তিপূর্ণ উৎসবময়, বৈকুণ্ঠ হইতেও পরম মধুর সেই নবদ্বীপ ধামে আমার মন রমণ করিতেছে।

এখন দেখুন সেই অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীকুলতিলক সরস্বতী প্রবোধানন্দ কি সার সিদ্ধান্ত জীবকে জানাইলেন। স্বীয় ভজনের কথা বলিয়া জীবকেও তিনি এই মধুরাতিমধুর উন্নতোজ্জ্বলরসপূর্ণ নবদ্বীপলীলা ভজন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। যেমন মহাপ্রভু, তেমনি তিনি মহা প্রেমদাতা। তাই সরস্বতী মহোদয় প্রভুর বিশেষণ দিয়াছিলেন 'মহা প্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ'।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী গৌরপ্রেম-রসার্ণবে এতই ডুবিয়া গিয়াছিলেন, যে তিনি আর শাস্ত্রের কচ্‌কচি করিতে ভালবাসিতেন না। যুক্তিতর্ক তিনি ভেক-কোলাহল মনে করিতেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

যত্তদ্বদন্তু শাস্ত্রাণি যত্তদ্ব্যাখ্যান্তু তার্কিকাঃ।
জীবনং মম চৈতন্য পাদাম্ভোজসুধৈবতু॥

অর্থাৎ শাস্ত্র সমূহ যাহা ইচ্ছা বলুন, তার্কিকগণ যাহা ইচ্ছা ব্যাখ্যা করুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম-সুধাই আমার জীবন; ইহাই আমার সার সর্ব্বস্ব।

তিনি জীবগণকে ইঙ্গিতে বলিলেন, "ভাই সব, শাস্ত্র তার কত পড়িবে? পড়িয়াই বা কি জানিবে? আমি ত

আর কর্ম পড়ি নাই? যুক্তি তর্কই বা আর কত করিবে? করিয়াই বা লাভ হইবে কি? তাহাতে পাইবে কি? আমি ত আর কিছু কম করি নাই! জীবন ভরিয়াই ত এই করিলাম এবং আমার এই অসার পাণ্ডিত্যের গুণেই ত আমাকে সকলে সন্ন্যাসীয় রাজা বলিয়া মানিত। কিন্তু তাহাতে আমার লাভ হইয়াছিল কি? আমি তাহাতে কেবল মরিয়া-ছিলাম। আর আমি এখন গৌরপাদপদ্ম-সুধা পাইয়া জীবন পাইয়াছি। তোমরাও যদি জীবন পাইতে চাও, তবে গৌরভজন কর, গৌরপাদপদ্ম-সুধা আস্বাদন কর।"

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ গণের মধ্যে অধিকাংশই নদীয়ার ভজন করিতেন। কিন্তু গোস্বামীগণ শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া যেরূপ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র গ্রন্থাদি প্রণয়ণ করিলেন তাঁহারা গৌরভজন সম্বন্ধে সেরূপ বড় একটা করিলেন না; আর করিবার বড় অবসরও ছিল না, যেহেতু তাঁহারা স্ব স্ব ভাবে ও লীলা আস্বাদনে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। বিশেষতঃ গৌরতত্ত্ব ও লীলা প্রকাশ করার জন্য প্রভুর প্রত্যক্ষ আজ্ঞাও ছিল না, বরং নিষেধই ছিল। তথাপি সরস্বতী মহোদয় স্বীয় ভজনের কথা বলিতে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গই যে পরতত্ত্ব তাহা প্রকাশ করিলেন; বাসুদেব সার্ব্বভৌমও প্রভুকে স্তব করিতে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গই যে সদা উপাস্য তাহা জীবকে জানাইলেন। গৌরীদাসপণ্ডিত প্রভুর প্রকট লীলাকালেই প্রভুর শ্রীবিগ্রহ করিয়া সেবা প্রকাশ করিলেন। উদ্ধারণ দত্তও তাহাই করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রও প্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন যান, তখন প্রভুর সহিত যাইতেছিলেন, কতদূর গিয়াছেন,—প্রভু তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন এবং তখন প্রভুরই ইচ্ছাক্রমে তাঁহার গৌরনাগর, বিগ্রহ করিয়া সেবা প্রতিষ্ঠা করিলেন। নরহরি সরকার ঠাকুরও শ্রীখণ্ডে গৌর-নাগর বিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন, অবশেষে তাঁহারই অনুমত্যনুসারে শ্রীরঘুনন্দন গৌরবিগ্রহের পার্শ্বে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসাইয়া যুগল সেবা স্থাপন করেন। অদ্যাপি এই সকল শ্রীবিগ্রহ সেবা বর্ত্তমান, আর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন, লোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখেন। ইহা প্রভুর অপ্রকটের পর। মদনমোহন একটু রঙ্গ করিলেন,—প্রভুগোস্বামীগণকে আদেশ দিলেন কৃষ্ণলীলা-স্থলী প্রকাশ করিতে এবং রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলারস বিস্তার করিতে। আর মদনমোহন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ দিলেন, 'তুমি গৌরলীলা ও গৌরতত্ত্ব জীবের নিকট প্রকাশ কর।' তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উদয় হইল। স্বরূপ দামোদর ও মুরারীগুপ্ত প্রভুর প্রকট কালেই কড়চা করিয়া কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রভু তাঁহার স্বীয় লীলা ও তত্ত্ব প্রচার করার জন্য শাস্ত্রাদি প্রনয়ণ করিতে কাহাকেও আদেশ দিলেন না বটে; কিন্তু তিনি স্বীয় লীলার স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য এবং নদীয়ার লীলামাধুরী জীবকে আস্বাদন ও উপভোগ করাইবার নিমিত্ত একটি চিরজীবন্ত জাগ্রত দৃশ্য রাখিয়া দিলেন। ইনিই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। মহাপ্রভু লীলাচলে গম্ভীরা-লীলা করিলেন—রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ, ভাবে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা হইয়া, কৃষ্ণবিরহ-রস আস্বাদন করিলেন ও জীবকে করাইলেন; আর নবদ্বীপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়া মহাগম্ভীরা-লীলা প্রকাশ করিলেন, সত্যসত্যই মহাভাবময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরবিরহে ডুবিলেন এবং নিজে এই রস আস্বাদন করিয়া জীবগণকে আস্বাদন করিতে সুযোগ দিলেন। এখানে রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ রসরাজই রহিলেন। নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত বা আরাধক হইলেন, আর নবদ্বীপে তিনি স্বয়ং ভগবান বা আরাধ্য রহিলেন। একই সময় তিনি দুইটি গম্ভীরা-লীলা করিলেন, অর্থাৎ বিরহের গভীরতা প্রকাশ করিলেন,—একটি শ্রীনীলাচলে কাশীমিশ্রের আলয়ে,—আর একটি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীদেবীর আলয়ে প্রভুর নিজ অন্তঃপুরে। নীলাচলের গম্ভীরা-লীলা-দ্বারা শ্রীরাধা যে মহাভাবময়ী, এবং চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি যে শ্রীরাধার মহাভাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ও শ্রীরূপগোস্বামী যে তখন উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে ভাব, মহাভাব প্রভৃতি বিস্তৃত করিয়া বলিতেছিলেন, তাহার সত্যতা প্রমাণ করিলেন। আর শ্রীনবদ্বীপের গম্ভীরা-লীলা দ্বারা, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে মহাভাবময়ী, এবং সেই মহাভাবের অনুগত হইয়া রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকেই যে কলিকালে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা দেখাইলেন। নীলাচলের গম্ভীরা-লীলা

প্রধানতঃ শিক্ষার নিমিত্ত আর নবদ্বীপের গম্ভীরা-লীলা ভজনের জন্য। যেহেতু প্রভুকে একবার গম্ভীরা-লীলায় দর্শন করিলে আর তাঁহাকে সেখানে সেই দীনহীন বেশে কাহারো রাখিতে ইচ্ছা হইবে না এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নদীয়ায় বিরহবিহ্বলা কাঙ্গালিনী বেশে দেখিলে রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গকে নীলাচলের গম্ভীরা হইতে বাটীতে আনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলন করাইতে প্রাণে সাধ হইবে। তখনই নদীয়াযুগল প্রাণ জুড়িয়া বসিবেন। নীলাচলের গম্ভীরা-লীলা দ্বারা ব্রজলীলা ও নদীয়ার গম্ভীরা-লীলা দ্বারা নদীয়ার যুগললীলা-মাধুরী জীবকে ধরাইলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ শাস্ত্র-গ্রন্থে ভজনে যে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রকাশ করিলেন, গৌরাঙ্গ নীলাচলে গম্ভীরা-লীলা দ্বারা তাহা মূর্ত্তিমান্ করিলেন; আর গৌড়ীয়ভক্তগণ যে নদীয়ার নিত্য মধুর লীলা ভজন করিতেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়ায় গম্ভীরা-লীলা দ্বারা তাহা, মূর্ত্তিমান্ করিলেন। এখন কথা হইল এই, যাঁহারা ব্রজভজন করিবেন, তাঁহারা শ্রীরাধার বিরহ কৃষ্ণের মধুর লীলা আস্বাদন করিয়া রাধাকৃষ্ণ যুগল সেবায় সুখ পাইবেন, প্রভুকে আর দ্বিতীয়বার গম্ভীরায় যাবার প্রয়োজন হইবে না; এবং যাঁহারা নদীয়ার মধুর ভজন করিবেন, তাঁহারা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহরস আস্বাদন করিয়া স্বতঃই গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল সেবা করিয়া প্রাণে আরাম পাইবেন; প্রভু ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আর দ্বিতীয় বার গম্ভীরা-লীলায় দেখিতে হইবে না। অতএব হে কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ! চলুন, আমরা এখন একবার গৌড়ীয় ভক্তগণের পদধূলি মস্তকে লইয়া নদীয়ার গম্ভীরা-লীলায় প্রবেশ করি এবং দেখি নদীয়ার ঈশ্বরাণী, শ্রীগৌরাঙ্গের বক্ষোবিলাসিনী, শচীমায়ের স্নেহের পুত্তলী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কি ভাবে নিশি দিন কাটাইতেছেন। (ক্রমশঃ)

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীখণ্ডে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী।

চৈতন্যদাস বাবাজি শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে দুই তিনবার শ্রীখণ্ডে গিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের পূজ্যপাদ ঠাকুর নরহরির গোষ্ঠীর সহিত বাবাজী মহাশয়ের বড়ই প্রীতি ছিল। "নরহরির প্রাণগৌর" ও "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর" লইয়া কত যে রঙ্গ হইত, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীদিগের মুখে শুনিতে বড়ই আনন্দ হয়। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর" "ঠাকুর নরহরির প্রাণগৌরের" নিকট লীলা-কথা-রঙ্গে কখন বা হার মানিতেন,—কখন বা জিতিতেন। যখন হার মানিতেন তখন বাবাজী মহাশয় নরহরি ঠাকুরের গোষ্ঠীর উপর প্রীতির সুধামধুর গালি বর্ষণ করিতেন,—আর যখন জিতিতেন, উচ্চ হাসি হাসিয়া কটিতটে হাত দিয়া প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য করিতেন। শ্রীখণ্ডে অবস্থানকালে সেখানে দুইটি দল হইত, এক দলের লোক ঠাকুর "নরহরির প্রাণগৌরকে" লইয়া মহা ঔৎসক্যের সহিত প্রেমানন্দে রসরঙ্গে সিদ্ধ বাবাজীর সহিত কৌতুকরঙ্গ করিতেন, আর একদল বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিয়া "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর"কে লইয়া সেই সকল কৌতুকরঙ্গ রসকথার উত্তর দিতেন। এই ভাবে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া শুক-সারীর পালা গীত হইত। ইহাতে উভয় পক্ষের আনন্দের অবধি থাকিত না।

সিদ্ধবাবাজি মহাশয় শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বাড়ীতে আশ্রয় লইতেন, আর কোথাও যাইতেন না। শ্রীখণ্ডবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। ঠাকুর নরহরির গোষ্ঠীবর্গকে তিনি গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। গৌরধামগত পূজ্যপাদ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয়কে তিনি গুরু বুদ্ধিতে সর্ব্বদা নতি স্তুতি করিতেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন চৈতন্যদাস বাবাজি শেষবার শ্রীখণ্ডে যান, তখনকার একটি কাহিনী ভক্তবর রাধারমণ সরকারের মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। অন্যান্য কাহিনীগুলিও সংগৃহীত হইতেছে।

অতি বৃদ্ধ সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় শ্রীখণ্ডের শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছেন,—তিনি তখন জরাভারগ্রস্থ, এমন সময়ে হঠাৎ তিনি বলপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। যিনি ধরিয়া ছিলেন তিনি দেখিলেন হঠাৎ বৃদ্ধ জরাতুর বাবাজি মহাশয় যেন যুবা পুরুষের ন্যায় [illegible]

শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ হইলে সেবাইত ঠাকুর বংশীয়েরা বহির্দ্বারে একত্রিত হইলেন, তাহার মধ্যে পূজ্যপাদ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয়ও ছিলেন। প্রায় দুই তিন দণ্ডকাল বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে কি করিলেন, তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না, কিন্তু যখন তিনি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইলেন, তখন তাঁহার পরম জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া,—সহাস্য বদনের প্রেমপূরিত মধুর চাহনি দেখিয়া, সকলেই বুঝিলেন তিনি প্রেমরসরঙ্গে ও প্রেমভজনানন্দে যেন টলমল। তাঁহার অপূর্ব্ব নদীয়ানাগরী ভাব, বেশও তদ্রূপ। মুখে মধুর হাসি, নয়নের কোনে যেন বিজলি খেলিতেছে। শ্রীমন্দিরের দ্বারেই গৌরধামগত সর্ব্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই দাঁড়াইয়াছিলেন। সিদ্ধবাবাজী মহাশয় দ্বার খুলিলেই তিনি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় এখনও গৌর-গরবিণী ভাবে বিভাবিত,—তিনি পূজ্যপাদ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে হাসির মর্ম্ম কেহ বুঝিল না। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরকে তিনি গুরুবুদ্ধিতে চির দিন প্রণাম করিয়া আসিতেছেন। আজ হঠাৎ একি ভাব? এই ভাবিয়া সকলেই আশ্চর্য্য মনে করিলেন। কিন্তু সেদিন এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সকলেই সিদ্ধবাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ ধুলি লইয়া কৃতার্থ হইলেন। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের আজ বড় আনন্দ,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। নদীয়ানাগরী ভাবের ভজন প্রণালী বড়ই মধুময়,—কিন্তু এ ভজনের অধিকারী অতি বিরল। (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি।

(শ্রীরামতারণ মুখোপাধ্যায় বি, এল)

মক্ষিকা যেরূপ রমণীয় কান্তি কলেবরে কেবল ঘা-ক্ষতের অনুসন্ধান করে, প্রাণারাম বৈষ্ণবধর্ম্মে, সেরূপ ঘা-ক্ষতের বা গ্লানির অনুসন্ধান করা শোভনীয় নহে, কিন্তু ক্রমশঃই যেরূপ মাত্রাধিক্য হইতেছে, তাহাতে এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অসাময়িক হইবে না।

বৈষ্ণবতত্ত্ব, বৈষ্ণবমত, বৈষ্ণবভজন ও বৈষ্ণব অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্যভিচার স্রোত বৈষ্ণবধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছে, সে সম্বন্ধে আপাততঃ আলোচনা না করিয়া, যে সমস্ত আগন্তুক গ্লানি, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মে শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশলাভ করিতেছে তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণবমহাত্মাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ আদেশ করিয়াছেন—

"যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতৎ অন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ॥"

অর্থাৎ যিনি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভজনেই একমাত্র অভিলাষী, কেবল তিনিই যেন ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করেন। তদ্ব্যতীত অন্য লোকের প্রতি শপথ দেওয়া রহিল। অর্থাৎ তাহারা যেন এই সমস্ত শ্রীগ্রন্থ পাঠ না করেন।

এই শপথ বাক্যের প্রতি অনাদর প্রদর্শনবশতঃই বৈষ্ণবধর্ম্মে কতিপয় গ্লানির আবির্ভাব হইতেছে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিবার একমাত্র অধিকারী কে? না, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ভজনে একান্ত অভিলাষী।

শ্রীকৃষ্ণভজনে একান্ত অভিলাষী কে? না—যাঁহারা বৈষ্ণব। বৈষ্ণব কে?—বৈষ্ণব,—

"যাঁর মুখে কৃষ্ণনাম শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥"

(২) বৈষ্ণবতর,—

নিরন্তর যাঁর মুখে শুনি কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান।

(৩) বৈষ্ণবতম,—

যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥ চৈঃ চঃ

এই ত্রিবিধ বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণভজনে একান্ত অভিলাষী অধিকারীভেদে তাঁহাদের এই তিন প্রভেদ,—নতুবা বৈষ্ণবের জাতিবিচার বা কোনও প্রভেদ নাই।

এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবেরই উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ ভজন। শ্রীকৃষ্ণ ভজন উদ্দেশ্য না হইয়া তাঁহাদের যদি লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠা পাওয়াই উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি আর বৈষ্ণবাখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য থাকিবেন না। এই কষ্টিপাথরে কষিয়া

খিলে, দেখা যায় যে যিনি ভাগবত পাঠক তাঁহার দেশ্য শ্রীকৃষ্ণভজন নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য উপার্জ্জন, যিনি কীর্ত্তন গায়ক—তাঁহার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণভজন নহে, তাঁহার দেশ্য সংকীর্ত্তনের বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন। যিনি বক্তা,—নিও এই পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং নামে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, নামসংকীর্ত্তন বা বৈষ্ণববক্তৃতা হইলেও তাহা কার্য্যতঃ র্থোপার্জ্জন—তাহা কৃত্রিমতা—তাহা "ভাজি ঝিঙ্গা—লি পটোল" বাক্যের ন্যায় সর্ব্বথা অগ্রাহ্য—তাহা কৃষ্ণভজনের আদৌ অনুকূল নহে।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

বাণিজ্য, কৃষি, চাকুরী এবং ভিক্ষা এই চারিটি অর্থোপার্জ্জনের সনাতন উপায়। শ্রীকৃষ্ণভজন বা ধর্ম্মবিক্রয় করিয়া র্থোপার্জ্জন করিতে হইবে,—এরূপ ব্যবস্থা কোনও দেশে কোনও কালে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ বা ংকীর্ত্তন বা বক্তৃতা যাহাতে অর্থের বিনিময়ে সম্পন্ন না য়, তৎপক্ষে বৈষ্ণব মহাত্মাগণ বিশেষ চেষ্টা করুন,—ইহাই প্রার্থনা।

এই তো গেল তথাকথিত বৈষ্ণবের কথা। ইহার উপর আর এক শ্রেণীর শ্রীমদ্ভাগবতপাঠক, সংকীর্ত্তনগায়ক ও বক্তার আবির্ভাব হইতেছে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনের আদৌ ধার ধারেন না, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত নহেন অথচ যাত্রা-রংঙের মত বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে ব্রতী। এই শ্রেণীর পাঠকেরাই নাকি খুব লব্ধপ্রতিষ্ঠ। ইঁহাদের পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবগণ যে মর্ম্মাহত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইহারা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের অনর্থ করিতে দ্বিধা করেন না—বাক্যের ঝনৎকারে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস পান এবং শাস্ত্রের সদর্থ স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়া প্রকারান্তরে শ্রোতৃহৃদয়ে জঘন্য বৃত্তির উন্মেষ করিয়া দেন। যিনি বেদান্তের পণ্ডিত, যিনি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত, যিনি তত্ত্ববিদ্যা-প্রতিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বা যিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার দুরাশা যাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহাতে যে তাঁহারা হতাশ হইবেন, তাহা অবিসংবাদী সত্য। অনেক বৈষ্ণব মহাত্মা উদারভাবে এরূপ উপদেশ দেন যে—হউন না কেন,—তাঁহারা শাক্ত,—তাঁহারা তো শাক্তশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন না—তাঁহারা যখন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন তখন আর তাহাতে দোষ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে তাহা হইলে সম্প্রদায়নিষ্ঠা, কৃষ্ণনিষ্ঠা থাকে কৈ? তাহা হইলে খৃষ্টান মিশনরী দিয়াও তো বৈষ্ণবগ্রন্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে? ফলতঃ এরূপ উদারতা বা দুর্ব্বলতা এক বৈষ্ণবগণ ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ে সহ্য করেন না। যিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নহেন, তিনি মা কালীর ভোগ পাক করিতে সর্ব্বথা বারিত বিধায়, মৎস্যমাংসভোজী ও বৈষ্ণবেতর পাঠকের ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে কদাচ সমীচীন নহে, এবং ঐ সমস্ত পাঠকগণেরও জীবিকার্জ্জনের অন্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

সভাসমিতি করিয়া অবশ্য ধর্ম্মপ্রচার হয় না, কিন্তু সভাসমিতি না করিলেও প্রচার কার্য্যের সুবিধা হইতেছে না। সভাসমিতি প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের উপর নির্ভর করে এবং প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য খুব মহান্ হইলেও প্রকারান্তরে ইহাতে যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, তাহা যতই কেন "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা" বলিয়া তিনি অস্বীকার করুন, তিনি কখনও প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না। এই প্রতিষ্ঠার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়াই প্রতিষ্ঠাতা ও তৎসৃষ্ট মহোদয়গণ বৈষ্ণবসভায় অবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপনের সুযোগ দিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিত খ্যাতনামা বৈষ্ণব ও প্রভুপাদগণ সভায় উপস্থিতির নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ বা পারিশ্রমিক বা প্রণামী পাইয়া থাকেন, এজন্য অর্থোপার্জ্জনের খাতিরে, প্রভুপাদগণ, প্রতিষ্ঠাতার ত্রুটি ও অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করিয়াও, ভাবী অর্থাগমের পন্থা বা নিমন্ত্রণ বাদ হইবার আশঙ্কায়, সে সম্বন্ধে বাঙনিষ্পত্তিও করেন না, সুতরাং যাঁহারা রবাহূত, বা যাঁহারা শান্তিলাভের প্রয়াসে, বৈষ্ণবসভায় উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা বৈষ্ণবসভায় অপসিদ্ধান্ত ও অবৈষ্ণবোচিত আচার সন্দর্শনে তৎপ্রতীকারে অক্ষমতা নিবেদন কেবলমাত্র মর্ম্মান্তিক ক্লেশই অনুভব করিয়া থাকেন। এবিষয়ে বৈষ্ণবগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ইহাই প্রার্থনা।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। সকলেই ইহার আশ্রয় লাভ করিবার অধিকারী। সকলেই নাম সংকীর্ত্তনের

অধিকারী কিন্তু সকলে বক্তা হইবার, পাঠক হইবার বা গায়ক হইবার অধিকারী নহেন সকলেই ব্যাসাসনে বসিবার উপযুক্ত নহেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনে একান্ত অভিলাষী এরূপ মহোদয়গণ যাহাতে বক্তার আসন, পাঠকের আসন গায়কের আসন অলঙ্কৃত করেন, তৎসম্বন্ধে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রোতৃগণ বিশেষ মনযোগী হন, —ইহাই প্রার্থনা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মটি, ধর্ম্ম,—ইহা ব্যবসায় নহে, ইহা অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র নহে। ইহার আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য প্রাণে শান্তি লাভ করা, ভগবত চরণে উন্মুখ হওয়া,—পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ করা। ইহা দ্বারা লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠার আশা করিলে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হইবে,—বৈষ্ণব ধর্ম্মে ব্যভিচার প্রবেশ লাভ করিবে। সংসারে নানা বিষয়ে কৃত্রিমতা আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের কৃত্রিমতা অমার্জ্জনীয়, ধর্ম্মে কৃত্রিমতা প্রবেশ করান শিষ্টগণের কর্ত্তব্য নয়। এজন্য লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে সমস্ত কৃত্রিমতা বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছে, ঐ সমস্ত কৃত্রিমতা যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিদূরিত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টাকরা সকলেরই কর্ত্তব্য।

গৃহস্থাশ্রম।

(শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ভক্তিরঞ্জন, বেদান্তভূষণ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঈশ্বরের যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া ফল দেন না, তাহা হইতে পারে না কারণ কর্ম্ম অনাদি। এই স্থানে হিন্দুধর্ম্মের গভীরতা! কারণ একব্যক্তি চিরকাল সৎকার্য্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন জন্মের কোন কর্ম্ম বশতঃ তিনি কষ্ট পান। পরমহংসদেব কালীমাতার সহিত কথা কহিয়া কহিয়াও গলক্ষত রোগে শরীর পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সেই কর্ম্ম কখন শেষ হইবে? তাহাই কহিয়াছেন—

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বায় সম্পদ্যতে॥

বেদান্ত দর্শনে ৪।১।১৯।

ইতর পাপপুণ্য সমুদায় ক্ষয় হইয়া গেলে ভগবৎ সান্নিধ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীর অভিসম্পাত ও প্রীতির পতনের কারণ হইয়া থাকে। ভগবানের নিকট সকলই সমান; কাহারও মনে কষ্ট দিলেই মনঃকষ্ট পাইতে হয়। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে মহাপ্রভু মাতা ও পত্নীকে কাঁদাইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা কি অন্য জীবে সম্ভব? তিনি যে বনের পশুপক্ষকেও হরিনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন, কৈ তোমার সে ক্ষমতা হউক দেখি? শচীমাতা যখন তাঁহাকে মনে করিতেন, তখনই যে তিনি দেখা দিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও তিনি শক্তি সঞ্চার করিয়া কহাইয়া ছিলেন যে "আমার মত তোমার কত ভক্ত আছেন, আমি তোমাকে আটকাইয়া রাখিলে তাঁহাদের গতি কি হইবে, তবে তুমি জীব উদ্ধার কর, যাও হরি নাম প্রচারে তাঁহাদের সদ্‌গতি কর।"

ভগবানের কার্য্যের অনুকরণ করিবে না, তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে কহিয়াছেন—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎস্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাং স্তৎ সমাচরেৎ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৩১

ঈশ্বর দিগের বাক্য সত্য; আচরণও কখন কখনঃ সত্য; অতএব তাঁহারা যাহা বলেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবেন। যাহা হউক মহাপ্রভু মাতা ও পত্নীকে কাঁদাইয়া ছিলেন বলিয়া কি অন্যেও কাঁদাইবে? তিনি ভগবান,—তাঁহার সকলই সাজে, মনুষ্যে তাঁহার লীলার উদ্দেশ্য, যত অনুমান করিতে পারে মাত্র।

একেত কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেন সুতোৎ পত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।*

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা ১৭পরিচ্ছেদে ধৃত বচনম্।

তবে এ নিয়ম স্মার্ত্ত রঘুনন্দন "ক্ষত্রিয় বৈশ্য বিষয়" বলিয়াছেন। তিনি অপর কোন যাহাই বিচার করুন কিন্তু পিতামাতাকে কাঁদাইয়া পত্নীকে কাঁদাইয়া কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন না,—তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবে না ঘোর অধর্ম্ম নরকভোগ! তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ভগবান নিজেই কহিয়াছেন।

---

* এ শ্লোক মলমাস তত্ত্বে—সন্ন্যাস নিষেধ বিচারে।

উপদেশ শতক।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(৫১)

ভক্ত ও ভগবত-চরিত কথা এতদুভয়ই ঈশকথা, ইহা শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং ভক্তচরিত পাঠে বা শ্রবণে অমনযোগী হইও না। ভগবল্লীলাকথার ন্যায় ভক্তলীলা-কাহিনীও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কামক্রোধাদি চিত্তমলা দূর করিয়া তন্মধ্যে ভক্তবৎসল ভগবানের বসিবার সুখাসন প্রস্তুত করে। শরৎ কালের সমাগমে জলাশয়াদি যেমন স্বচ্ছরূপ ধারণ করে সেইরূপ ভগবৎ লীলাকথা ও ভক্তচরিত-কাহিনী শ্রবণে সমল হৃদয় নির্ম্মল ভাব ধারণ করে। ভক্তকে সামান্য মানুষ জ্ঞান করিবে না। ভক্ত ভগবান হইতে বড়,—একথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী।

(৫৩)

নির্ম্মল ও পবিত্রহৃদয় মানব ভগবল্লীলাকথা শ্রবণ সৌভাগ্যফলে লীলাময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমলে একবার আশ্রয় পাইলে, আর তাহা ত্যাগ করিতে চাহে না,—যেমন প্রবাসী পরিশ্রান্ত পথিক বহুক্লেশ সহ্য করিয়া প্রবাস হইতে গৃহে আসিলে আর তাহার স্বভবন ত্যাগের ইচ্ছা হয় না। অতএব ভগবল্লীলা-কথা শ্রবণ, পঠন, মনন, অনুশীলন, ও আস্বাদন দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল করিতে শিখিবে।

(৫২)

প্রকৃত বৈষ্ণবীয় ভাবে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে ভগবতকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা হইতে পারে না। এই শ্রদ্ধাই ভক্তি মার্গের প্রথম সোপান। অতএব যাহা কিছু কর্ম করিবে, শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনায় করিবে। অক্ষয় স্বর্গ কামনা বৈষ্ণবের প্রার্থনা নহে। কর্ম্মলব্ধ স্বর্গ বা নরক ভোগ হয় না কখন,—যখন ফলাভিলাষ শূন্য হইয়া মানুষ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে। কর্ম্মযোগই যজ্ঞ, আর বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে কর্ম্মই যজ্ঞ। শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীগণই প্রকৃত বৈষ্ণব। ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাথমিক ক্রিয়া,—এইরূপ ধর্ম্মাচরণই ভগবতপ্রাপ্তির প্রথম সোপান বা

(৫৪)

শাস্ত্রোক্ত যম নিয়মাদির লক্ষণ সকল পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিবে। যমের দ্বাদশ লক্ষণ যথা, (১) অহিংসা (২) সত্য (৩) অস্তেয় (অচৌর্য্য) অর্থাৎ কায় মনোবাক্যে কাহারও দ্রব্যোলোভ না করা (৪) অসঙ্গ বা অনাসক্তি (৫) হ্রী অর্থাৎ নিষিদ্ধ কার্য্যে লজ্জা (৬) অসঞ্চয় (৭) আস্তিক্য বা স্বধর্ম্মে বিশ্বাস (৮) ব্রহ্মচর্য্য (ব্রহ্মচর্য্য দুইপ্রকার, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন এবং সংযমী বিবাহিত জীবন যাপন) (৯) মৌন (ভগবত কথা কহিলে মৌনব্রত ভঙ্গ হয় না) (১০) স্থৈর্য্য (১১) ক্ষমা (১২) অভয়। নিয়মের দশটি লক্ষণ যথা, (১) শৌচ (২) জপ (৩) তপস্যা (৪) হোম (৫) শ্রদ্ধা বা স্বধর্ম্মে আস্থা (৬) আতিথ্য (৭) শ্রীভগবানের পূজা (৮) তীর্থভ্রমণ (৯) পরার্থে কর্ম্মকরণ, (১০) সন্তোষ এবং আচার্য্য ও গুরুসেবা। যম নিয়ম পালনে চিত্তশুদ্ধি হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধির প্রথম ও প্রধান উপায়, শ্রীভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন, কিন্তু এই নাম সঙ্কীর্ত্তন নিরুপাধি হওয়া চাই, এবং নিরপরাধে নাম করিতে হইবে। ইহা বড় কঠিন কথা।

(৫৫)

পঞ্চযজ্ঞ কি শুন। (১) ঋষিযজ্ঞ (ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ (২) দেবযজ্ঞ (দেবপূজা) (৩) পিতৃযজ্ঞ (তর্পনাদি ক্রিয়া) (৪) নৃযজ্ঞ (অতিথি সৎকার) (৫) ভূতযজ্ঞ (প্রাণীদিগের আহার দান)। নিত্য এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে শাস্ত্রমতে চিত্তশুদ্ধি হয়। নিরপরাধে ভগবন্নাম গ্রহণ করিলেও চিত্ত শুদ্ধি হয়। এই যম নিয়মাদি জপ তপ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যোগসিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া যদি মনে অভিমানের উদয় হয়, তবে সকলি বৃথা। এই সব কর্ম্মের ফল বিষ্ণুভক্তি। হৃদয় অভিমান শূন্য না হইলে তাহাতে বিষ্ণুভক্তির উদয় হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু একজন তপস্বী ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন,—

——"তপ করি না করিহ বন্ধ।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল।" চৈঃ ভাঃ

যখন ভক্তপ্রাণ ভগবদ্ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহার ভুবনমঙ্গল নামগানে উন্মত্ত হয়, তখন এসকল কর্ম

প্রয়োজনও হয় না। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞি বলিয়াছিলেন,—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভোঃ দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পনবিধৌ নাহংক্ষমঃ ক্ষম্যতাং
যত্র ক্বাপি নিষণ্ণ যাদব কুলোত্তং সস্য কংশদ্বিষ
স্মারং স্মারং মঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥

(ক্রমশঃ)

গৌর! তুমি কি আমার?

তুমি,—বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদীয়া নাগর।
তুমি,—শচীমাতার অঞ্চলের ধন, গুণের সাগর॥
তুমি,—অদ্বৈতের আনা-ধন, নিতাইপ্রাণ-সখা।
তুমি,—কৃপা করি অসাধনে, জীবে দাও দেখা॥
তুমি,—নরহরির চিত-চোরা, গদাই-প্রাণনাথ।
তুমি,—কৃপা করি আমার মাথে কর পদাঘাত॥
তুমি,—হরিদাসের জীবন ধন, শ্রীবাসের প্রাণ।
তুমি,—কৃপাসিন্ধু, দীনবন্ধু, কৃপা কর দান॥
তুমি,—ঈশানের মহাপ্রভু, প্রেমপারাবার।
তুমি,—নদেবাসীর প্রাণধন, পরম উদার॥
তুমি,—বৈষ্ণবের প্রাণপ্রিয়, দয়াল ঠাকুর।
তুমি,—অন্তর্য্যামী গুরুরূপে, ভ্রম কর দূর॥
তুমি,—শ্রীধরের মনচোরা, কাঙ্গালের ঠাকুর।
তুমি—জগতের গুরুদেব, পরম চতুর॥
তুমি—পণ্ডিতের শিরোমণি, সর্ব্বশাস্ত্রকার।
তুমি,—আদিদেব কৃষ্ণবর্ণ, অবতার সার॥
তুমি,—জগজ্জন-মনচোরা, পরম রতন।
তুমি,—যোগীর দুর্লভ বস্তু, অসাধনে ধন॥
তুমি,—এহেন গুণের নিধি সর্ব্বতত্ত্ব সার।
কি সাহসে বলি আমি "তুমি কি আমার"?
আমি—দুরাচার জীবাধম পাপী কুলাঙ্গার।
তুমি,—হৃষীকেশে ধরি কেশে, কর হে উদ্ধার॥

দীন—হৃষীকেশ ঘোষ।

ত্রিশের বসন্ত সাধুর (শ্রীদাদা) মহাপ্রয়াণ।

গত ৩১শে শ্রাবণ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে কুমিল্লা ত্রি[শের]
নিবাসী রাগমার্গের শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগ[ল]
ভজনপরায়ণ, নবদ্বীপ-রস-রসিকশ্রেষ্ঠ ভক্তপ্রবর শ্রীল বস[ন্ত]
কুমার দে মহাশয় তাঁহার স্ব প্রতিষ্ঠিত ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীগৌ[র]
বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহ মন্দিরপ্রাঙ্গনে গৌরকীর্ত্তনান[ন্দে]
অকস্মাৎ সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া গৌরধামে গমন করিয়াছেন।
কুমিল্লা জেলায় কামিল্ল্যা গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী ও গৌরভ[ক্ত]
শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার রায় মহাশয়ের বাটীতে ৩২শে শ্রা[বণ]
তারিখে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও সে[বা]
প্রকাশ উৎসব উপলক্ষে ত্রিশের বসন্ত দাদা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রি[ত]
হইয়া আমি ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার শ্রীপাদ নৃত্যগোপা[ল]
গোস্বামী ৩১শে শ্রাবণ আন্দাজ বেলা ১০টার সময় ত্রি[শে]
উপস্থিত হই। বসন্ত দাদার সহিত আমার এই নূ[তন]
পরিচয় নহে। গত দশ বৎসর যাবৎ পত্রদ্বারে তাঁহার স[হিত]
আমি পরিচিত এবং গত দুই বৎসর হইতে শ্রীধাম নবদ্বী[প]
এবং শ্রীক্ষেত্রে দুইবার মাত্র একত্রে তাঁহার সঙ্গ লা[ভের]
সুযোগ ও সৌভাগ্য প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে দি[য়া]
ছিলেন। বসন্ত দাদা আমাকে গুরুবুদ্ধিতে প্রগাঢ় সম্[মান]
ও ভক্তি করিতেন বটে, কিন্তু তিনি যে অত্যুজ্জ্বল নবদ্বী[প]
রসের রসিক ভক্ত, সে মধুর রসের বিন্দুমাত্রও আস্বাদ[নের]
ক্ষমতা আমার না থাকায় আমি ও তাঁহাকে সেই অত্যুজ্জ[্বল]
নবদ্বীপ-রসের ভজনের গুরুজ্ঞানে পরম প্রেমময় দা[দা]
বলিয়া সম্মান করিতাম। এ সকল কথা বলিবার স্থান
প্রবন্ধে নাই,—যদি ভাগ্যে থাকে অন্যত্র অন্য ভাবে বিস্[তা]
রিত আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিব।

আমাদের নৌকা ত্রিশে পৌছিবামাত্র বসন্ত দা[দা]
ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার অগ্[রে]
সঙ্কীর্ত্তন দল সহ আমাদের অভ্যর্থনার্থ বাড়ীর বাহির হই[য়া]
খালের ধারে ধারে অগ্রসর হইলেন। কামিল্ল্যার পূর্ব্বো[ক্ত]
উৎসব উপলক্ষে ত্রিশে তখন বহু ভক্তের [আগ]মন হই[য়া]
ছিল। সেদিন বসন্ত দাদার অপূর্ব্বভাব,—তাঁহার মু[খে]
যেন হাসি ধরে না,—প্রাণে ভরপুর আনন্দ। তাঁহার ব[ড়]
বড় সাধ ছিল যে, আমি একবার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রী[বিগ্রহ]

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহাদের অনুরাগের প্রেমসেবা-রীতি দর্শন করি। এজন্ত পূর্ব্বেও তিনি আমাকে কয়েকবার বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কুক্কুরবৃত্তিধারী জীবাধম বিষয়ের কীট আমি,—আমার ভাগ্যে এ সৌভাগ্যের উদয় হইল কেবল একমাত্র প্রেমময় সন্ত দাদার প্রবল প্রেমাকর্ষণে! সে আকর্ষণের কথা লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ হয়,—সুতরাং সে কথা এখন আর কিছু বলিব না।

"প্রাণগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" "জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" "জয় শচীনন্দন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন" এই মধুময় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ভক্তবৃন্দ সহ মন্দিরে লইয়া আসিলেন। সে দৃশ্য কি মহান্ ভক্তি-দীপক,—কি বিচিত্র প্রেমপরিপূর্ণ,—সে ভাব কি অমৃতময়, কি মধুময়,—যিনি দেখিয়াছেন তাহার জীবন্ত চিত্র হৃদয়ফলকে চিরদিনের জন্ত সুবর্ণ অক্ষরে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন! ভাবনিধি দাদার আমার সে দিনের ভাব অতি অপূর্ব্ব,—অতি অদ্ভুত,—অতি মহান্;—অতি প্রাণস্পর্শী। তাঁহার সে দিনকার আনন্দময় পরম পবিত্র শ্রীমূর্ত্তিখানি যিনি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন,—তিনিই বুঝিয়াছিলেন প্রেমময় দাদা আমার যেন কি এক নূতন প্রেমভাবে বিভাবিত। এত ভরপুর আনন্দ,—এত উৎসাহ,—এত প্রেমাতিশয্যভাব পূর্ব্বে কেহ কখন তাঁহার দেখে নাই।

কীর্ত্তনের মধ্যে পথে এবং কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীমন্দিরা-য় আমাদের উভয়ের প্রেমালিঙ্গন ও প্রেমক্রন্দন উপস্থিত ভক্তবৃন্দের বড়ই উপভোগ্য হইয়াছিল। স্নেহময়ী শ্রীমার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া প্রেমক্রন্দনে আমি যে কি আনন্দ পাইয়াছিলাম,—তাঁহার পরম পবিত্র স্নেহাকর্ষণের "গোপাল! গৌর!" মধুর ডাকে যে কি মধু আছে,—তাঁহার আদর সোহাগে যে কত মধুবৃষ্টি হয়, তাঁহা ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন অন্তে কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

কীর্ত্তন শেষ হইলে আমার সঙ্গে দাদার যে কত প্রাণের কথা হইল,—তাহা বিস্তারিত লিখিলে একখানি গ্রন্থ হইয়া যায়। দাদার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীযুগলবিগ্রহ একটি অপূর্ব্ব বস্তু। ঐকান্তিক প্রেমসেবার ফলে শ্রীবিগ্রহ যেন চিরসৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণ মাধুর্য্যভাবের অপূর্ব্ব আধার হইয়া শ্রীমন্দির আলোকিত করিয়া রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া আছেন। প্রফুল্ল সহাস্য বদন, সহজ স্বভাবসুন্দর প্রেমাবিলতা ভাব, পরিপূর্ণ নদীয়ামাধুরী-ময় সুবলিত সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠ বগঠন, নবদ্বীপ-রসলোলুপ রসিক ভক্তবৃন্দের মনপ্রাণ হরণ করিতেছে। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই যেন কি এক মধুময় অপূর্ব্ব প্রেমভাবের তরঙ্গ,—কি এক অভূতপূর্ব্ব নদীয়া-মাধুরীর কিরণছটা বিজলি প্রবাহের ন্যায় দর্শকবৃন্দের সর্ব্ব অঙ্গে প্রবাহিত হয়। শ্রীপ্রভু ও প্রিয়াজির প্রেমসেবার সুব্যবস্থা,—তাঁহাদের প্রিয় বস্তুর দ্বারা ভোগরাগের সুবন্দোবস্ত,—বিচিত্র বসনভূষণ ও শয্যা-সনাদির পারিপাট্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। শ্রীধামে শ্রীপ্রভুর নিজমন্দিরে, প্রিয়াজির পিত্রালয়ে যে সুখস্বচ্ছন্দতা কখনও তাঁহারা পান নাই,—আজ এই ত্রিশে এবং পাণ্ডব-বর্জ্জিত ত্রিপুরা জেলার নানাস্থানে অনুপম সুখৈশ্বর্য্যে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পরম সমাদরে পূজিত ও সেবিত হইতে-ছেন,—ইহা দেখিয়া আমার মনপ্রাণ প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপরিবার শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে এসকল কথা বলিয়া আপনাদিগকে শত ধিক্কার দিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের অনেক শিক্ষা হইল।

ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমানন্দে প্রসাদ ভোজনের পর প্রেম-ময় দাদার সঙ্গে পরমমঙ্গল গৌরকথা প্রসঙ্গে দাদা আমার সেদিন অনেক প্রাণের কথা বলিলেন। আমি কি জানি, প্রাণের দাদা আমার আমাদের ফাঁকি দিয়া সেই দিনই গৌরধামে চলিয়া যাইবেন? কথায় কথায় তিনি সেই দিন সিদ্ধ চৈতন্ত দাস বাবাজীর কথা তুলিয়া বলিলেন,—

"আমার ভজন হইল সারা।
গৌরাঙ্গের কান্তা আমি কান্ত আমার গোরা॥"

এই সঙ্গে আরও বলিলেন "দাদা! আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমার ভজনও শেষ হইয়াছে,—তোমার সঙ্গে দেখা হইল,—তোমাকে আমার প্রাণের বস্তু শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহ দেখাইলাম,—আমার কাজ শেষ হইল,—আমার প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণ হইল"। দাদার এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি তখন আমার ছিল না। পূর্ব্বে আমাকে দাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন "দাদা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ত কত কি দেবতার নাম করিয়া

মরিয়াছি।—এবার গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নাম করিয়া মরিয়া দেখিব।" এবারও একথাটির পুনরুক্তি করিলেন। আমি সহজ ভাবে বলিলাম "দাদা! ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে"। দাদা আমার মুখের পানে চাহিয়া মধুর হাসিলেন,—সে হাসির মর্ম্ম "এবার গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়া মরিয়া তোমাকে দেখাইব"। একথা এখন আমার মনে হইতেছে।

ইহার পর দাদার স্বরচিত শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া বিষয়ক মধুর দুই একটি পদ স্বয়ং পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইলেন, সকল ভক্তবৃন্দ সেখানে উপস্থিত,—দাদার মুখে দাদার রচিত পদ বড়ই মধুর শুনাইল,—তাঁহার পরম সুখ ও আনন্দের বিষয় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা প্রকাশ ও শ্রীনামকীর্ত্তন,—এই বিষয় লইয়া কত কথা হইল। কামিল্লাতে প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার দারু মূর্ত্তি শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে নির্ম্মিত হইয়া এক বৎসর পূর্ব্বে দাদার বাড়ীতে ত্রিশে আনা হইয়াছিল। কি জানি কেন দাদার সে মূর্ত্তি পছন্দ হয় নাই,—আবার তিনি নিজের ভাস্কর দ্বারা সম্মুখে বসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পুনর্গঠন এবং অঙ্গরাগ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলিলেন এবং সেই শ্রীমূর্ত্তি আমাকে দেখাইলেন। সে কি অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি! শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের কি অপূর্ব্ব রূপমাধুরী! প্রিয়াজির শ্রীমূর্ত্তিখানি যেন জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। দেখিলে প্রাণ শীতল হয়,—মন প্রেমানন্দে বিভোর হয়।

অপরাহ্নে এই নব শ্রীনদীয়াযুগল মূর্ত্তি লইয়া কামিল্লা যাইবার সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইল। নব শ্রীযুগল মূর্ত্তির মাথায় মুকুট গলদেশে হার নেকলেশ,হস্তে বাজু বালা, পায়ে নূপুর, মল,প্রভৃতি দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার আনিয়া দিব্য পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার করা হইল। ঘাটে একখানি সুসজ্জিত অতি সুন্দর ভাউলিয়া প্রস্তুত,—একদল ইংরাজি ব্যাণ্ড নৌকার উপর আছে। ১০।১২ খানি নৌকাও প্রস্তুত,—তাহাতে ভক্তবৃন্দ যাইবেন, নামকীর্ত্তনের দলের সকলেই প্রস্তুত। শ্রীনদীয়া-যুগল শ্রীমূর্ত্তি লইয়া বাদ্যভাণ্ড ও সংকীর্ত্তন সঙ্গে মহা সমারোহে কামিল্লা রওনা হইতে হইবে,—ভক্ত রমনীবৃন্দ অনেকেই তাঁহাদের স্বামী কিম্বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে উৎসব দর্শনে দাদার বাটীতে আসিয়াছেন,—তাঁহারাও সকলে কামিল্লা যাইবেন।

বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় বসন্ত দাদা স্নান করিয়া ব[স্ত্র] পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গনে আসিয়া আমা[কে] প্রণাম করিয়া কীর্ত্তনে নামিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে[র] প্রথম চরণ "বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গের প্রা[ণ] বিষ্ণুপ্রিয়া" ঐ পদটি মাত্র তিনটিবার গাইয়াই প্রেমানন্দে মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণু প্রিয়া শ্রীবিগ্রহের নয়নে নয়ন মিলাইয়া অপূর্ব্ব দর্শনানন্দে বিভোর হইয়া তিনি শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে যেন ঢলিয়া পড়িলেন, আর দাদার সংজ্ঞা নাই,—শরীর শীতল,—উত্তান নয়ন,—মহা সমাধি। প্রাণের বসন্ত দাদা আমার আর উঠিলে[ন] না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যেন তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সংকীর্ত্তন মৃদুভাবে চলিতে লাগিল,—শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য। সশব্যস্তে স্নেহময়ী শ্রী[মা] আসিয়া দাদাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। তিনি ক[রুণ] স্বরে "গোপাল! গোপাল রে! কামিল্লা যাবে না,—ক[থা] কও না,—বল না" এইরূপ অপূর্ব্ব বাৎসল্যভাবে দাদাকে ডাকিতে লাগিলেন,—প্রেমক্রন্দনের রোলে শ্রীমন্দি[র] প্রাঙ্গন পূর্ণ হইল; ভক্তবৃন্দের হাহাকার ধ্বনি, পুরনা[রী] বৃন্দের হৃদিবিদারক ক্রন্দনের রোল একত্র মিশ্রিত হই[য়া] আনন্দোৎসবে নিরানন্দের স্রোত বহিল। কয়েক দ[ণ্ড] সমাধি গত থাকিয়া সর্ব্বভক্তগণ ও নিজজনকে কাঁদাই[য়া] পূর্ব্ববঙ্গ আঁধার করিয়া, প্রাণের দাদা আমার গৌরধা[মে] চলিয়া গেলেন। তার পর যে কি হইল,সেকথা আর লিখি[তে] পারিব না। শ্রীমার দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বটে, কি[ন্তু] তাহা লিখিবার সাধ্য আমার নাই। শুনিলাম তাঁহা[র] অন্তরঙ্গ কোন ভক্তকে শ্রীদাদা বলিয়াছিলেন, "শ্রীভগবা[ন] যুগে যুগে তাঁহার জননীকে বড় দুঃখ দিয়া গিয়াছেন তিনিও শ্রীমাকে কিছু দুঃখ দিবেন"। কথায় যাহা বলি[য়া]ছিলেন,—কাজেও তিনি তাহাই করিলেন।

বসন্ত দাদার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল কামিল্লায় শ্রী শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করা,—শ্রীমার আদেশও তাই। দাদার বাসনা পূর্ণ করা, এ[বং] শ্রীমার আদেশ পালন করা এক্ষণে আমাদের প্রধান কা[র্য্য] হইল। এ কাজের গুরুভার পড়িল আমার মত অযোগ্য জী[বা]ধমের উপর। পরদিন প্রাতে শ্রীমান নৃত্যগোপা[ল] গোস্বামীকে সঙ্গে করিয়া কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহা[রে]

শ্রীবিগ্রহসহ নৌকা যোগে কামিল্লায় গিয়া দাদার বাসনা পূর্ণ ও শ্রীমার আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছি। এত নিরানন্দের মধ্যেও এই উৎসবে কামিল্লাতে বসন্ত দাদার অপূর্ব্ব প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তবৃন্দ তাহা অনুভব করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলেন। নিকটস্থ গ্রাম গুণ্ডরবাসী দাদার একটী অনুগত ভক্ত বলিলেন তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর তিনি তাঁহাকে নৌকা যোগে কামাল্ল্যা যাইতে দেখিয়াছেন। তিনি দাদার তিরোভাবের কথা জানিতেন না। তিনি দাদাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এত রাত্রিতে আপনি একা কোথা যাইতেছেন"? দাদা বলিলেন "কামিল্লায় উৎসবে যাইতেছি, বিশেষ কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছিলাম বলিয়া বিলম্ব হইয়াছে"। এসকল অলৌকিক কার্য্য সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে।

শ্রীদাদার অসংখ্য অনুগত ভক্ত, শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের মধ্যে শিক্ষিত ও ধনী মহাজনের সংখ্যা নিতান্ত কম নাই। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার ও ব্যবসাদার শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ রায় (যিনি বাঙ্গলার ষষ্ঠ ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ),—ব্রাহ্মণ বেড়িয়ার জমিদার মহাজন শ্রীহরচন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র রায়, বরিশাল বাসণ্ডার জমিদার শ্রীকিরণ কুমার রায়চৌধুরী, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়, ব্রাহ্মণবড়িয়ার হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার শ্রীবিধুভূষণ সরকার বি-এ, জমিদার শ্রীরজনীকান্ত রায়, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, কামিল্লার প্রসিদ্ধ ধনী মহাজন শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় ও বিহারীলাল রায়, এবং বহু উচ্চশিক্ষিত উকিল, শিক্ষক, প্রফেসর প্রভৃতি অনেকেই বসন্ত দাদার শিষ্য এবং একান্ত অনুগত ভক্ত। শ্রীদাদার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতে ইহারা অবশ্যই যত্নবান হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীবিধুভূষণ সরকার বিএ, দাদার একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং তিনি একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্যিক। শ্রীদাদার লীলা-কাহিনী লিখিবার ভার আমি তাঁহারই উপর দিয়া আসিয়াছি। আমার সঙ্গে তাঁহার সুদীর্ঘ ...বর্ষব্যাপী প্রেম সম্বন্ধের গূঢ় লীলাকথা আমিই লিখিতেছি। শ্রীদাদার বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৬৮ বৎসর। তাঁহার দুইটি পুত্র কালাচাঁদ ও নিশিকান্ত, দুইটিই পরম ভক্তিমান, এবং শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াসেবানিষ্ট। তাহারা উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র,—তাহাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নাম তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিবে,—এরূপ আশা আমরা করি।

শ্রীপত্রিকায় স্থানাভাব বশতঃ আর অধিক কিছু লেখা হইল না। ত্রিশের পরম গৌরভক্ত বসন্ত সাধুর লীলা ও গুণ কীর্ত্তনের প্রকৃত স্থান শ্রীপত্রিকায় নাই। তাঁহার চরিত-সুধা যত শীঘ্র সম্পূর্ণ হয় তাহার বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। তাঁহার মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে তাঁহার ভক্ত লিখিত একটী কবিতা প্রকাশিত হইল। শ্রীদাদার রচিত একটি অপূর্ব্ব পদও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া! জয় শ্রীদাদা ও শ্রীমা।

দীন হরিদাস গোস্বামী

প্রাণের আবল তাবল।

(গৌরধামগত মহাত্মা শ্রীল বসন্ত কুমার দে)

—০—

বিষ্ণুপ্রিয়া বিনা প্রভু রহিতে না পারে।
সুবিজ্ঞে না ভজে রাখে নদীয়া বাহিরে॥
কোথাও না পায় ঠাঁই বৈষ্ণব জগতে।
প্রিয়াজিকে নিয়া প্রভু পড়িল বিপদে॥
নরহরি কাছে গেল প্রিয়াজী লইয়া।
একঘরে করে তবে বৈষ্ণব জুটিয়া॥
খেতুরীতে নরোত্তম বৈষ্ণব মোহান্ত।
যাঁহার ভজন পূর্ব্ব বঙ্গেতে সিদ্ধান্ত॥
তাঁহারে কহিল প্রভু স্বপন আবেশে।
প্রিয়াজী লইয়া আমি ফিরি দেশে দেশে॥
কোথা নাহি পাই ঠাঁই কি করি উপায়।
লুকায়ে রয়েছি বিপ্রদাসের গোলায়॥
আন তুমি, কর ঠাঁই, গোপালপুর হ'তে।
ভয়েতে লুকায়ে আছি ধানের গোলাতে॥
পরদিন প্রাতঃকালে কীর্ত্তন লইয়া।
চলি গেলা নরোত্তম হরষিত হইয়া॥
ধান্য গোলা পাশে গিয়া ডাকিল যখন।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ এল শ্রীশচীনন্দন॥
মহা মহোৎসব কৈল বৈষ্ণব লইয়া।
প্রকটাপ্রকট সব একত্র মিলিয়া॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি সঙ্গে।
প্রকাশ হইল আসি উৎসব প্রসঙ্গে॥
বৈষ্ণবে না ভজে তবু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
নীলাচলে রাখে গৌর সন্ন্যাসী করিয়া॥
না হলো প্রচার প্রভু কি করে উপায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিয়া প্রভু ঠেকিলেন দায়॥
পাগলের প্রায় প্রভু ঘুরিয়া বেড়ায়।
হেন স্থান খুঁজে যথা শাস্ত্রজ্ঞ না যায়॥
তাই বুঝি দায়ে পড়ে আসিল ত্রিপুরা।
পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে বিধি ভক্তি ছাড়া॥
কবি গায় হরিচরণ তার কাছে গিয়া।
(বলে) তুমি মোর ঠাঁই কর কাঙ্গাল জানিয়া॥
প্রিয়াজী লইয়া আমি ঠাঁই নাহি পাই।
থাকিব তোমার কাছে কিছু স্থান চাই॥
কুঁড়ে ঘরে শাক অন্নে পরম সন্তোষ।
অদোষদরশী সদা নাহি জানে রোষ॥
আচার্য্য বলয়ে আমি অধম পতিত।
নাই বাড়ী নাই ঘর কুসঙ্গে জড়িত॥
প্রভু বলে আমি ত পতিতজনা গতি!
পতিত অধম স্থানে মোর গতাগতি॥
দয়া করি রঘুনাথ তবে দিল ঠাঁই।
তার পর আর আর অধমেরা পাই॥
কেহ ত না পুছে তাকে একা ঘরে বৈসে।
অযাচিতে ঝুলনের কালে এল ত্রিশে॥
টিনের ছাপ্‌রা করি বাসা দিনু তায়।
নিতে এল শিবানন্দ যেতে নাহি চায়॥
আমি বলি আমার এখানে ঠাঁই নাই।
প্রিয়াজী কাতরে বলে র'ব মা'র ঠাঁই॥
সেই হ'তে হেথা রয় বলাৎকার করি।
আমি কি তাহার সনে জোর করে পারি॥
রূপে গুণে মন কাড়ি লইল আমার।
ত্রিজগতে এমন ঠাকুর নাহি আর॥
নব অনুরাগে মনে বিচার হইল।
এমন ঠাকুর কেন জীবে না ভজিল॥
যাঁরে পাই বলি ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
আসো বৈসো পরশহ যুগল-নদীয়া॥
ক্রমে নিজ জন যত ছাড়িতে লাগিল।
প্রভু সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাল না বাসিল॥
ক্রমে বৈষ্ণবের মাঝে জানা শুনা ছিল।
নিন্দা পরিবাদ কত করিতে লাগিল॥
কিবা অপরাধে জানি এ হেন হইল।
আনন্দ কীর্ত্তন রতি ক্রমে লঘু হইল॥
মুখ দেখাইতে আনে সুখ নাহি পাই।
অবলার মত গৃহ কোণেতে লুকাই॥
আমি ত অধম প্রভু জান ভাল মতে।
সেবা বা পিরীতি কিছু নাহিক আমাতে।
পরাণে মারহ কিবা দলহ চরণে।
কিম্বা বজ্রাঘাত কর নিন্দুক বচনে॥
তবু তোমা প্রাণেশ্বর ছাড়িতে নারিব।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিব॥
এই ভিক্ষা তব পায় প্রাণ যবে যায়।
জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া রসনায় গায়॥
যুগল মধুর রূপ ভাসে যে নয়নে।
জীবনে মরণে ঠাঁই যুগল চরণে॥
বসন্তের হেন ভাগ্য বলাই কি দিবে।
যুগল ভাবিতে প্রাণ বাহির হইবে॥

(১৩২৫ সনে লিখিত)

শ্রীশ্রীদাদার তিরোধান।

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
সরল সোহাগ মূর্ত্তি কৃপা অবতার।
অকস্মাৎ একি শুনি, তুলিয়ে করুণ ধ্বনি—
ছিন্ন করি আশা লতা আমা সবাকার,
হেসে খেতে নেচে গেয়ে, সহসা আবেশ পেয়ে
নিরানন্দে পুরি চির আনন্দ আগার।
হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
আবরিল দশদিক সূচিভেদ্য আঁধার।
বিদারিয়ে ঘন ঘটা, চমকে বিদ্যুত ছটা,
শ্রাবণ প্রকৃতি ঢালে নয়ন আসার—

ভাসিলা ধরণী তায়, খর স্রোতে ভেসে যায়,
উঠিল আকাশ ভেদী ঘোর হাহাকার!
হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
অজানিত ঘটিল কি অদ্ভুত ব্যাপার!
যেই পূত ত্রিশ ধাম, নাম গানে অবিরাম,
অপূর্ব্ব মধুর তানে তুলিত ঝঙ্কার!
মন্দির প্রাঙ্গণ হ'তে, প্রেম বন্যা খর স্রোতে,
বহাইত চারিদিকে, ভক্তি পারাবার।
হায়রে! সে দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
নিত্য আনন্দের ধারা, যেন নিত্যানন্দ পারা,
আবির্ভূত কলিশেষে এদেশে আবার,
অপমান নির্য্যাতন, সহি কত অগুনণ,
সরল ভজন বিধি করিল প্রচার।
হায়রে! সে দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
অকপট নিরমল স্নেহের আধার!
আত্মস্বার্থ বলি দিয়ে, বিনা মূলে বিকাইয়ে,
পর পাপ-বোঝা শিরে বহি আপনার,
ভব তাপ পাপ হ'তে করিলেন শতে শতে,
আপামর সাধারণ পতিত উদ্ধার!
হায়রে! সে দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
প্রাণ ভাই বলি স্নেহে কে ডাকিবে আর!
মৃদু মৃদু মৃদু হাসে, পরম হংসের ভাযে,
তত্ত্ব-সুধা ঢেলে দিবে জীবনে আবার।
সুভজ ধরম দিয়ে, হাতে ধরে সাথে নিয়ে,
কে দেখাবে যুগপদ ইষ্ট দেবতার।
হায়রে! সে দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
সে দাদা বিহনে শূন্য হেরি এ সংসার।
সব আছে কিছু নাই, আশয়ে বিষয়ে তাই,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ জীব ধর্ম্ম সার।

কায়া ছাড়া ছায়া হেন, আছে বটে, নাহি যেন,
সজীবতা উদ্দীপনা সরসতা তার।
হায়রে! সে দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
উথলিছে শোকসিন্ধু সর্ব্বত্র অপার!
তরঙ্গে তরঙ্গে তায়, কেহ মগ্ন ভেসে যায়,
কেহ হাবুডুবু, কারো ঝরে অশ্রুধার।
বিলুণ্ঠিতা ধরা গায়, বিচেতনা "শ্রীমা" হায়,
নিশি কালাচাঁদ-হৃদি হ'তেছে বিদার!
হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
বিলাপে পাষাণ গলে পুর-অঙ্গনার!
ত্রিশ বাসী নহে শুধু, অমর, কিরণ, বিধু,
হরচন্দ্র, হরিদাস, আবু, খোকা আর
রজনী, প্রভাত হায়, অক্ষয়, প্রতাপ রায়,
শ্রীধর, মাধব আদি ক্ষীরোদে অপার—
নিরাকার শোক যেন ধ'রেছে আকার!

চিত্রিতে এ শোক-চিত্র শকতি কাহার?
মহেন্দ্র প্রমুখ কুঞ্জ, জগত আঁধার!
বজ্রাহত পান্থ মত, ভক্তবৃন্দ আর যত,
নীরবে নিথরে আছে স্থানে যে যাহার।
এ দৃশ্য নয়নে হেরি, কেমনে ধৈরয ধরি,
ফিরিব করম ভূমে জীবনে আবার!
হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গিয়েছে আমার?
আশ্রিত ভ্রাতারা মনে রহে যে তোমার।
ভাল মন্দ হিতাহিত, তোমা বিনা কদাচিত
নাহি জানে তারা কিছু লক্ষ্য আপনার।
পঙ্কে পঙ্ক মিশাইয়ে, যবে সবে যাবে ব'য়ে,
তখন তাদের পানে চে'ও একবার,
হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?

হায় হায়! দাদা কোথা গেল গো আমার?
জীব ভবার্ণব মাঝে ভক্ত কর্ণধার।

জীবন মধ্যাহ্ন কালে, যেই কল্প তরুতলে,
ছায়া তরে আশ্রয়িনু, ছিন্ন মূল তার!
অন্তিম মিলন আশে, দীন গৌরপদ দাসে,
"গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" বলি চরণে তোমার—
নিবেদিল, লহ দেব! অশ্রু উপহার!!

শ্রীগৌরপদ দাস।

কৃপা করি হরিদাস, পুরাইল মনোআশ,
দিল মোরে নদীয়াযুগল।
এ দীন যোগেন্দ্র দাস, সদা করে হা হুতাস,
লোকে মোরে ডাকয়ে পাগল॥

যোগেন্দ্রমোহন দাস।

নবদ্বীপ-রস।

—*—

রসময় গোরাচাঁদ, পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ,
জগত ভাসাল প্রেমরসে।
পাপী তাপী দীনহীনে, ধনী কৈল প্রেমধনে,
নাচে গায় সবে প্রেমাবেশে॥
বসিল প্রেমের হাট, ভক্তবৃন্দ করে নাট,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর বলি।
কোলাকুলি গলাগলি, প্রেমানন্দে ঢলাঢলি,
ভ্রাতৃভাবে সকলেতে মিলি।
হেন রসে যে বঞ্চিল, তার জন্ম বৃথা গেল,
তাঁর হৃদি-শুষ্ক কাষ্ঠ সম।
গোলোকের প্রেমধন, না করিল আস্বাদন,
বিষ্ঠা কুণ্ডে সে কীট অধম॥
ধন্য ধন্য ত্রিশগ্রাম, যাহে শ্রীমা দাদা ধাম,
জয় জয় শ্রীমা শ্রীদাদা।
নিজগুণে কৃপাকরি, পতিতেরে কোলে করি,
ঘুচাইছে বড় জন্ম বাঁধা॥
গোলোক যুগল রস, সে করিল পরকাশ,
কলিযুগে সবার উপাস্য।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সেবা প্রকাশিয়া,
সাধিতেছে নিতাই উদ্দেশ্য॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা নিত্য, প্রকাশ হতেছে সত্য
ভক্তসুখ অনন্ত অপার।
ভূলোকে গোলোক হ'ল, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বল
ভাব চিত্তে নদীয়া-বিহার।

জাহ্নবা-চরিত।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সন্ধ্যার পর সুসজ্জিত বরযাত্রা বাহির হইল। উদ্ধারণ দত্ত বহু অর্থব্যয়ে রাজা মহারাজার মত শ্রীনিতাইচাঁদের শুভ-বিবাহের বরসজ্জা করিলেন। মণি মুক্তা প্রবাল জড়িত দিব্য সুসজ্জিত চতুর্দ্দোল আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, শত শত বাদ্যভাণ্ড একেবারে বাজিয়া উঠিল। অসংখ্য নর্ত্তক নর্ত্তকী, গায়ক, ভাট, বাজীকর প্রভৃতি একত্রিত হইয়া দলে দলে সুশৃংখলাবদ্ধ হইয়া বিবাহ সজ্জার মধ্যে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচিতে ও গাইতে লাগিল। নানাবর্ণে চিত্রিত নিশান, ডঙ্কা, দামামা শিঙ্গা প্রভৃতি একত্রে শ্রেণীবদ্ধ রূপে সুসজ্জিত হইল অসংখ্য দীপমালায় পথের দুই পার্শ্ব সুশোভিত হইল নানাবিধ আতস বাজি আকাশে ছুটিতে লাগিল গ্রাম আলোকময় হইল। দিব্যালঙ্কার ভূষিত, পরিধানে দিব্য পট্টবস্ত্র, মস্তকে সুরম্য টোপর শ্রীজাহ্নবা-জীবনধন শ্রীনিতাইচাঁদ সুন্দর বরসাজে সজ্জিত হইয়া সুসজ্জিত দিব্য চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিয়া নগর ভ্রমনে বহির্গত হইলেন (১)। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলধ্বনি উঠিল, পুরনারী বৃন্দের শুভ হুলুধ্বনিতে গৃহ প্রাঙ্গন ও পথ মুখরিত হইল। শত সহস্র শুভ শঙ্খ নাদে আকাশ পরিপূর্ণ হইল।

(১) দোলা উপস্থিত হৈলা পণ্ডিতের দ্বারে।
দিব্য চতুর্দ্দোলা পরে চড়াইল প্রভুরে॥
বাদ্যকার সকলে বাজাইল এক কালে।
কত শত শত বাজি পোড়ে দীপ জ্বলে॥
নর্ত্তক গায়ক গায় সুযন্ত্রিত তালে।
দিব্যবস্ত্র পরিধান প্রভু বিদ্যমানে॥ নিঃ বং বিঃ

শ্রীনিতাইচাঁদ এইরূপে অপূর্ব্ব বরসাজে সজ্জিত হইয়া র ভিতরে প্রবেশ করিলে গ্রামবাসী নরনারী বৃন্দ । বাহির হইয়া এই অপূর্ব্বদর্শন অদ্ভুত বরযাত্রা তে আসিল। যথা :—

সারি সারি নগরে দুয়ারে নারী যত।
শিশু কোলে করিয়া আইসে যায় কত॥
পৌগণ্ড বালক আগে কত শত ধায়।
আনন্দে উন্মত্ত কত মত গীত গায়॥
হাই আতস ছুটে পার্শ্বে গগণেতে।
দীপক আলায়ে কত লক্ষলক্ষ সতে॥
তাহার ছটাতে রাত্রি দেখি দিন প্রায়।
শত শত বিদ্যাধরী নাচি নাচি যায়॥
দেবগণ আসি সবে নররূপ হৈয়া।
দেখয়ে প্রভুর শোভা নয়ন ভরিয়া॥
দেখে নরে কি আনন্দ কহন না যায়।
হেন লীলা করে প্রভু নিত্যানন্দ রায়॥ নিঃ বঃ বিঃ

ইরূপে নগর ভ্রমন করিয়া বরযাত্রীর দলসহ শ্রীনিতাইচাঁদ কালে পুনরায় সূর্য্যদাসপণ্ডিতের গৃহে ফিরিয়া আসি-ন। সূর্য্যদাস জামাতার হস্ত ধারণ করিয়া চতুর্দ্দোলহইতে হাকে সম্ভ্রমে নামাইলেন, ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প মাল্য দিয়া বিধিমত শ্রীনিতাইচাঁদের আবাহন করিলেন। দধারা দিয়া শুভ শংখনাদ ও হুলুধ্বনি সহ আয়স্ত্রীগণ বরকে বিবাহসভায় লইয়া গেলেন (১)। সুবৃহৎ বাহ-সভা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গ্রামস্থ সজ্জনগণে পরিপূর্ণ। বড় বিবাহ-সভা ইতি পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই। ভাণ্ড সকল একত্রে বাজিয়া উঠিল, উপস্থিত লোক নের কানে যেন [illegible] লাগিল। দীপক আতস বাজী ভৃতির আলোকমালায় দিঙমণ্ডল আলোকিত হইল, পকের গন্ধে সকলের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম ল। সুসজ্জিত বরাসনে উপবেশন করিলে শ্রীনিতাই-দের অপরূপ রূপরাশি যেন ফুটিয়া বাহির হইল। কলের দৃষ্টি তাঁহার শ্রীবদনের প্রতি। সকলেই বলি-ছে "আহা! এত রূপের মানুষ ত কেহ কখন দেখে ই,—ইহাকে সন্ন্যাসী কে বলে?"

দিব্য বরাসনে শ্রীনিতাইচাঁদ কিছুক্ষণ শুভ বিজয় করিলে, শুভ বিবাহের শুভলগ্নের শুভকাল উপস্থিত হইল। মহা ভাগ্যবান সূর্য্যদাসপণ্ডিত জামাতার [illegible] করিয়া সুচিত্রিত দিব্য পিঁড়ায় বসাইলেন। কন্যাপক্ষীয় গণ সালঙ্কারা, পট্টবস্ত্র-পরিধানা শ্রীমতি বসুধা দেবীকে বিবাহসভায় আনয়ন করিলেন। বরের পার্শ্বে দিব্য আলিপনাযুক্ত পিঁড়াতে তিনিও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বিনত বদনে উপবেশন করিলেন (১)। বরকন্যার অপরূপ রূপের ছটায় বিবাহমণ্ডপ মুখরিত হইল। বিপ্রগণ বিধিমত ক্রিয়া করিয়া বরকন্যাকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশী-র্ব্বাদ করিলেন।

সূর্য্যদাস পণ্ডিত বহুমূল্য দান সামগ্রী দ্বারা বিবাহ সভা সুসজ্জিত ও সুশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে জামাতাকে বরণ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। চতুর্দ্দিকে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠিল, মাঙ্গলিক ধ্বনি হইতে লাগিল।

এক্ষণে বরকন্যাকে স্ত্রীআচার শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীনিতাইচাঁদ সহাস্য বদনে, সুসজ্জিত পিঁড়ার উপর দাঁড়াইলেন। তাঁহার অপরূপ রূপে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল।

নিত্যানন্দ দাঁড়াইলেন পিঁড়ার উপরে।
অঙ্গের ছটায় দিক ঝল মল করে॥

পুরস্ত্রীগণে দীপমালা হস্তে করিয়া সকলে মিলিয়া নব বরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সুন্দরী নবযুবতীবৃন্দ মুখে বস্ত্র দিয়া হাসিয়া প্রেমানন্দে কে কাহার গায়ে ঢলিয়া পড়েন ঠিকানা নাই (২)। স্ত্রীআচারের স্থানে আনন্দের উৎস উঠিল, হাসির তরঙ্গ উঠিল। শ্রীনিতাইচাঁদ যেন চোরের মত দাঁড়াইয়া আছেন—শ্রীমুখে কিন্তু হাসি ধরে না।

তাহার পর কন্যাগণে শ্রীমতি বসুধাদেবীকে পিঁড়ায় বসাইয়া সেখানে লইয়া আসিলেন। বাদ্যভাণ্ড পুনরায়

(১) পণ্ডিত আসিয়া মিল করেতে ধরিয়া।
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প মাল্য সঙ্গে দিয়া॥ [illegible]

(১) চির দিন বিয়োগে দেখিয়া প্রাণনাথে।
অভিমানে বসুধা রহিলা হেট্‌ মাথে॥ ঐ
(২) নারীগণে দীপমালা ধরি সব করে।
নিত্যানন্দ সবে মিলে প্রদক্ষিণ করে॥
স্ত্রীগণ হাসয়ে সবে মুখে বস্ত্র দিয়া।

বাজিয়া উঠিল,—পুরস্ত্রীগণের শুভ শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে গৃহপ্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হইল। কন্যাগণে শ্রীমতি বসুধাদেবীকে ধরিয়া শ্রীনিতাইচাঁদকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাইলেন, এই মাঙ্গলিক কার্য্যের সর্ব্বক্ষণই পুরনারীবৃন্দের শুভ হুলুধ্বনিতে প্রাঙ্গন মুখরিত হইল। ইহার পর বরকন্যার শুভ দর্শন,—সে অতি পরম রহস্যময় অদ্ভুত কথা॥ শ্রীমতি বসুধা দেবী প্রাণবল্লভের চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া পুলকিতাঙ্গী হইয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম ও বন্দনা করিয়া তবে তাঁহার গলদেশে মাল্য দান করিলেন। সে মধুময় দৃশ্য যিনি দেখিলেন, তাঁহার জীবন সার্থক হইল,—তাঁহার আর দেখিবার কিছু বাকি রহিল না। রসিক শেখর শ্রীনিতাই চাঁদ মধুর হাসিয়া নিজ গলদেশের মাল্য প্রিয়তমার গলদেশে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন। আর স্ত্রীগণ, চতুর্দ্দিকে পুষ্প বৃষ্টি করিলেন, ঘন ঘন শুভ শঙ্খনাদে ও হুলুধ্বনিতে প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হইল। প্রথম শুভদর্শনেই নব দম্পতির প্রাণে সহজ প্রেমভাবের উদয় হইল।

পান পুষ্প ছড়াইয়া দর্শন করিল।
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় হইল॥ নিঃ বঃ বিঃ

তাহার পর সূর্য্যদাসপণ্ডিতের ভক্তিমতী গৃহিণী ভদ্রাবতী দেবী বরকন্যা লইয়া সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে তুলিলেন (২)। সেই বাসর-গৃহ, সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছে, সুন্দরী কুলকামিনীবৃন্দ সকলেই সেখানে একত্রিত হইয়াছেন,—তাঁহারা বাসরে রাত্রি জাগিবেন, নব বরের সহিত রঙ্গ করিবেন।

শ্রীনিতাইচাঁদ বুড়া বর হইলেও সে দিন তিনি যেন নব যুবকের মত হইলেন। কোন বালিকা বা যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া ভয় করিলেন না,—সকলেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া, গাত্রে হস্ত দিয়া নানা প্রকার কৌতুক রঙ্গ করিতেছেন,—রসিক শেখর শ্রীনিতাইচাঁদও রসিকতায় পরম পটু,—তিনিও রাসরসিক। বাসরলীলা-রঙ্গে তিনি একবারে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন, কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। নব বালা শ্রীমতি বসুধাদেবীকে তাঁহার রঙ্গিনী সখিগণ আদর করিয়া শ্রীনিতাইচাঁদের ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া রঙ্গ করিতেছেন, নাগরবর শ্রীনিতাই-চাঁদ প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে করিয়া প্রমানন্দে বসিয়া মধুর হাসিতেছেন,—আর শ্রীহস্তে প্রাণবল্লভার অঙ্গ ... সুখানন্দে ভাসিতেছেন। শ্রীমতি বসুধা দেবীর আজ বড় আনন্দ,—তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীঅঙ্গ সুখানুভবে অধীর হইয়া অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছেন। তিনি কোথায় আছেন,—তাহা তিনি জানেন না। শ্রীনিতাই বক্ষবিলাসিনী আজ নিত্যানন্দে মগ্ন,—প্রেমরস-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন।

এদিকে সূর্য্যদাস পণ্ডিত বরযাত্রীদিগকে ভুরি ভোজনে তুষ্ট করিলেন। দশখানি গ্রামের লোক এই শুভবিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সকলেই বলিতেছে, এমন বিবাহ কেহ কখন দেখে নাই,—এমন খাওয়া কেহ কখন খায় নাই। সকলেই উদ্ধারণ দত্তের জয় দিতেছে, কারণ তিনিই এই বিবাহের উদ্যোগকর্ত্তা এবং সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছেন।

বিবাহ রাত্রি শেষ হইল,—প্রাতে শুভ কুশণ্ডিকা কর্ম্মাদি সুসম্পন্ন হইল।

স্নান করি প্রভু কুশণ্ডিকাতে বসিলা।
বিধি শাস্ত্রমতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধিলা॥ নিঃ বঃ বিঃ

এইরূপ আনন্দোৎসবের মধ্যে অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদের শুভবিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দে নিবেদন-প্রার্থনা পদ।

(রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর)

(বাহার—চৌতাল)

যাদের লাগিয়া তোমা ভুলে যাই
তারাতো চাহে না আমারে।
তারা হাসিয়া হাসিয়া লুকাইয়া যায়,
রাখিয়া আমারে আঁধারে॥ ধ্রু।
তুমি সে আমার পরাণের পরাণ,
তোমা বিনা মনে নাহি জানি আন,
শোন হে স্বামি

[illegible] আমার।
পাপিনী তাপিনী যাগে পরিহার
বঁধু চাহ একবার —
তব পদতলে, ও সুধা কমলে
যেন চিত রহে চিরতরে ॥ ২ ।
[illegible] বিতস্তি দেহে অবস্থান,
নাহি জানি কবে বাহিরিবে প্রাণ,
স্বামিন! তাহে না ডরি।
কেবল এই মনে লয়, এই যেন হয়,
রহি ওপদ নিয়রে ॥ ৩ ।
জীবের জীবন, সরবস ধন,
তুমি হে আমার পরাণ রতন,
লুকানো রতন আমার—
এ মিনতি পায়, ঠেলিও না পায়,
যেন রঙ্গিনী নাহি বিস্মরে,—
(তোমারে বঁধু) ॥ ৪ ।

মর্ম্ম সখির প্রতি ।—

(শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ তত্ত্বনিধি)

সখিরে,—সুখী যা করিলে তুই মোরে,
সংসারে যেখানে যাই,—জুড়াবার স্থান নাই,
তাই আসি তুহার গোচরে।
সখিরে,—তুই মোর গুণের সঙ্গিনী,
কুল লাজ পরিহরি,—গৌর গুণ স্মরি স্মরি,
গুয়াস সদা একাকিনী।
সখিরে,—পোড়া লোক গৌর চিনিল না,
এখনো চৌদিক ময়,—সন্দেহের ঝঞ্ঝা বয়
আজো কয় স্বয়ং সে কি না'?
সখিরে,—অদ্বৈতের ঘুচিল সে দ্বিধা,
বাসুদেব সার্ব্বভৌম,—ত্যজিয়া মায়ার ঘুম,
যাঁহার চরণে হৈলা সিধা,
মজল মনে পাইয়া প্রবোধ,
জিগীষু প্রবোধানন্দ,—যেখানে হইলা বন্ধ,
সে [illegible] বোধ।

সখিরে,—বিস্ময়ে মরিয়া আমি যাই,
এখনো লোক সকলে,—শাস্ত্র কি? শাস্ত্র কি? বলে,
স্বপ্রকাশ সে নাকি সদাই!
সখিরে,—অন্ধ লোক দেখে না ভাবিয়ে,
কে আসি কীর্ত্তন স্থলে,—মণি প্রায় ঝলমলে
প্রেমরাজ্যে লয় গো ডাকিয়া?
সখিরে,—কে গলায় নয়নের জল?
কার দিব্য অঙ্গ স্পর্শে,—এমন অতুল হর্ষে,
ডুবায় সবের অন্তঃস্তল!
সখিরে,—কে দিল এ শক্তি হরি নামে?,
কেন জগতের লোক,—হরি নামে পায় সুখ,
তা কি তারা ধ্যান করে,—জানে?
সখিরে,—চাই না আনের জানা জানি,
তুমি আমি দুই জনে,—থাকি সদা নিরজনে
গৌরকথা করি কানা কানি।
সখিরে,—সতত পরাণে মোর জাগে,
যখনি যে ছাঁদে তুই, কহিস ওকথা সই,
অমৃতের মত যেন লাগে।
সখিরে,—বসিয়াছি তোরেই ঘেষিয়া,
সুমধুর গোরারস,—প্রদানি করিলে বশ
কোথা আর যায় মহেশিয়া?

বৈষ্ণব-বন্দনা ।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বরজ বাসিনী বন্দো পিসিমা গোস্বামিনী।
বাৎসল্যে নিতাইগৌর ভজিলেন যিনি ॥
লুই বাগীর বৃন্দাবনে সমাধি যাঁহার।
পিসিমাতা বলে যাঁরে ব্রজ পরিবার ॥
বন্দো নদীয়াবাসী গোস্বামী প্যারিলাল।
বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার বংশের দুলাল ॥
বন্দো নবদ্বীপবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ।
উপাধি ভট্টাচার্য্য হাকিম আভিজাত ॥
অর্জ্জুনমিশ্র বংশ শ্রীগৌরাঙ্গের দাস।
"গৌরচন্দ্র চরিতামৃতে" যাঁর পরকাশ ॥

উদ্ধারণ দত্ত বংশ বন্দোঁ হারাধন।
ভক্তিনিধি খ্যাতি যাঁর ভক্ত মহাজন॥
উদ্ধারণ দত্ত-চরিত যে কৈলা প্রকাশ।
ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশক বদনগঞ্জে বাস॥
বন্দোঁ নদীয়াবাসী বাগ্‌চি রাম যাদব।
পরাণধন যার বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ॥
বন্দোঁ নদীয়াবাসী কান্তি রাড়ী নাম।
মায়াপুর ধামতত্ত্বে যিহোঁ সিদ্ধকাম॥
বন্দোঁ শ্রীহট্টবাসী রাজীবলোচন।
গৌরধর্ম্ম প্রচারিতে যাঁর দৃঢ় মন॥
বন্দোঁ রামসেবক খ্যাতি ভক্তিভৃঙ্গ।
নাম হট্ট কার্য্য যাঁর ভজনের অঙ্গ॥
বন্দোঁ দেহুড়বাসী ব্রহ্মচারী খ্যাতি।
অম্বিকাচরণ বংশ কেশব ভারতী॥
বন্দোঁ ফরিদপুরবাসী বাবা জগবন্ধু।
নিত্যানন্দ পরিকর যতি প্রেমসিন্ধু॥
ভদ্র জগবন্ধু বন্দোঁ ভক্ত চূড়ামণি।
প্রকাশিলা যিহোঁ "গৌরপদ-তরঙ্গিণী"॥
বন্দোঁ গোস্বামীপাদ প্রভু প্রেমানন্দ।
শৃঙ্গারবটবাসী বংশ নিত্যানন্দ॥
বন্দোঁ ধীর সমীরবাসী শ্রীচৈতন্য দাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যাঁর পরম বিশ্বাস॥
বন্দোঁ বৃন্দাবনবাসী দাস জগদানন্দ।
চৈতন্য চরিতে যাঁর পরম আনন্দ॥
বন্দোঁ প্রভু জগদানন্দ জিরাট নিবাসী।
গৌরভক্ত শিরোমণি দাস্য অভিলাষী।
বন্দো প্রভু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীপ্রবর।
খড়গ্রাম মাড়ো বাসী সিদ্ধ বংশধর॥

(ক্রমশঃ)

যথার্থ বৈষ্ণবী দৃষ্টি। (১)

কাহারও সহিত মতে ঠিক মিলিল না, অমনি তাহাকে অপমান করিতে হইবে,—ইহাই হইল, তমোগুণের ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণের যেখানে প্রভাব,—সেখানে এ নীচতা নাই। বৈষ্ণব বলিয়া অনেকে অভিমান করেন, কিন্তু এই তমোগুণের আওতা এড়াইতে [illegible] কয় রসিকেরা ঠিকই বলেন—"কোটিতে গোটিক হয়"।

আমরা এমনই একজন প্রকৃত বৈষ্ণবের সন্ধান [illegible] যিনি আমার গৌরধর্ম্ম প্রচারে জীবনপাত করি[illegible] প্রকৃত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনি কতই না মহাপুরুষ!! বৈষ্ণব তাঁরই বন্দনা করেন। নবদ্বীপ [illegible] শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের এমনই পবি[illegible] দেখিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহার সুসম্পাদিত শ্রীশ্রী[illegible] প্রিয়া-গৌরাঙ্গ" পত্রে তিনি যে "বৈষ্ণব-বন্দনা" প্র[illegible] করিতেছেন, তাহাতে বৈষ্ণব হৃদয়ের উদারতাই [illegible] বাহির হইতেছে।

জীবদ্দশায় যে সব মহাপুরুষদের মধ্যে নানা[illegible] মতভেদ ছিল, দাদা হরিদাসের দৃষ্টিতে তাঁহারা সবাই [illegible] যেন কোন বিরোধ নাই,—সবাই যে আমার প্রাণ গৌ[illegible] পীরিতিকথার কুঞ্জদূত!! কবি তাই বৈষ্ণব বন্দ[illegible] সকলকেই বিনীত বন্দনা করিয়া নিজেও বন্দনীয় [illegible] রহিলেন। নিম্নে উদ্ধৃত কিয়দংশ হইতেই দেখিতে পা[illegible] বেন,—প্রকৃত বৈষ্ণবের দৃষ্টি কত উদার—কত গভীর।

* * *

কালীদহবাসী বন্দো বাবা জগদীশ।
ব্রজরসে মগ্ন ভাব যাঁর অহর্নিশ॥
বন্দো প্রভু রাধিকানাথ অদ্বৈতকুলরত্ন।
রচিলা ভকতি গ্রন্থ করি বহু যত্ন॥
বন্দো প্রভু নীলমণি গোস্বামী শ্রীপাদ।
গোষ্ঠিসহ যিহোঁ কৈলা বৃন্দাবনে বাস॥
বন্দো রায় বনমালী তড়াশ-[illegible]তি।
রাজর্ষি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনে স্থিতি॥
বন্দো শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীপাদ।
শ্রীঅদ্বৈতবংশধর অদ্ভুত প্রভাব॥
বন্দো প্রভু মহাবাগ্মী মদনগোপাল।
সজ্জনের বন্ধু যিহোঁ পাষণ্ডীর কাল॥
বন্দো শিশিরকুমার ভকত বিখ্যাত।
যে রচিলা শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত॥
বন্দো শ্রীকেদারনাথ দত্ত মহাশয়।
ভক্তিবিনোদ খ্যাতি ভক্তির আলয়।

(১) সহযোগী "পল্লীবাসী" হইতে উদ্ধৃত।

[illegible]।

[illegible] ধর্ম্ম যারে "পল্লীবাসী" ॥

[illegible] সাধু দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ খ্যাতি।

শ্রীপত্রিকা দ্বারে যিহোঁ প্রচারিল ভক্তি ॥

* * *

[illegible] যাঁহা বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন, কবে তাঁহাদের দৃষ্টি এমনই নিরপেক্ষ উদার ও গুণগ্রাহিকা হইবে !!

শ্রীনিতাই-গৌর নাম মাহাত্ম্য।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই বলিয়া,—

শ্রীগৌরাঙ্গ গৌর হরি, নিত্যানন্দে স্তুতি করি,
প্রদক্ষিণ করিলেন তাঁরে।
শুন ভাই সেই স্তুতি, শ্রদ্ধা করি মনে অতি,
ভববন্ধ যাবে ছারে খারে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে,—

"নাম রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত।
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তি যোগ অবতার ॥
স্বর্ণ মুক্তা হীরা কাঁদা রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে ॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে হৈল এবে সবার মোচন ॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বনিক সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুরসিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস অবতার ॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্ত্তন সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাসের ঘর ॥
অতএব তোমারে যেজন প্রণতি করে।
[illegible] না ছাড়িবে তাঁরে" ॥

শুন শুন শুন সবে এক মনে [illegible]
শান্তিপুর নাথ কৃত নিত্যানন্দ স্তুতি।
যাহার শ্রবণে হয়, নিত্যানন্দে প্রেমোদয়,
নিত্যপাঠে হয় যাহে গৌরধামে গতি ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে,—

"তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণ ধাম ॥
সর্ব্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহা হেতু।
মহা প্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্ম সেতু ॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেম ভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি ॥
ব্রহ্মা শিব নারদাদি ভক্ত নাম যাঁর।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা হৈতে।
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ॥

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীমতী নীরদাসু[illegible] দাসী প্রণীত, মূল্য ।৵০ মাত্র, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম, পো[illegible] বাঞ্ছারামপুর (ত্রিপুরা) গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট প্রাপ্তব্য। এই পুস্তিকাতে বিদুষী গ্রন্থকর্ত্রী অতি সরল ও সহ[illegible] ভাষায় গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী[illegible] মধুর চরিতামৃত পরিবেশন করিয়াছেন। স্কুলের বাল[illegible] বালিকাদিগের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে[illegible] গ্রন্থকর্ত্রী তাহার গৌরধামগত শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগ[illegible] ভজননিষ্ঠ পতিদেবতার স্বপ্নাদেশে এই গ্রন্থ লিখিয়াছে[illegible] এবং তিনি স্বয়ং একজন শ্রীশ্রীনদীয়াযুগলভজননিষ্ঠা ভ[illegible] মতী রমনী। ত্রিশের শ্রীদাদার কৃপাপাত্রী। গ্র[illegible] কর্ত্রী নিজ গ্রামের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী[illegible] এই পুস্তিকা খানি বাঙ্গলার পাঠশালার ও নিম্ন প্রাথমি[illegible] বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইলে, আম[illegible] সুখী হইব। পুরস্কার পুস্তক বিতরণের জন্য এই পুস্তি[illegible] সম্পূর্ণ উপযোগী।

সোনার গৌরাঙ্গ। নব মাসিক পত্রিকা[illegible] শ্রাবণ সংখ্যা, সায়েস্তাগঞ্জ শ্রীহট্ট জেলা হইতে শ্রী[illegible] যোগেন্দ্রনাথ দেব দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক [illegible] ৪৲ টাকা মাত্র। আমরা এই নব বৈষ্ণব মাসিক শ্রীপত্রি[illegible]

...প্রাণগোপাল গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণপদ ... বাবাজী, শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, প্রভৃতি ... প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব লেখকদিগের প্রবন্ধ আছে। শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার আবির্ভাব ভগবদিচ্ছায় হইয়া থাকে, ভগবদ্ভক্ত ...রেরই এই সকল শ্রীপত্রিকার উন্নতিকল্পে গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক হইয়া যথাসাধ্য প্রচার কার্য্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীপত্রিকার মূল্য কিছু অধিক হইয়া হইয়াছে ...লিয়া বোধ হয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়া। আর একখানি মাসিক শ্রীপত্রিকা এই মাসে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে ঝুলন পূর্ণিমার দিন প্রকাশ হইয়াছেন। এই শ্রীপত্রিকার সম্পাদক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাইত শ্রীপাদ কুঞ্জলাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন। বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ মাত্র। ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীপত্রিকার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতা তাঁহার "শুভবার্ত্তা" নামক প্রবন্ধে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা এই নবীন সহযোগিনীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন অন্তঃকরণে কামনা করি।

শ্রীকৃষ্ণ। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার তিরোভাব হইয়াছে। শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার অবৈষ্ণব সম্পাদক ও পরিচালকগণ অতঃপর সাবধান হউন।

ভক্তি। ভাদ্রসংখ্যা, "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে",—প্রকাশিত "রাসলীলা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদক দীনেশ ভায়া ...কথাই লিখিয়াছেন। কোন গোস্বামী সন্তান বা বৈষ্ণব ...হোদয় এপর্য্যন্ত এই অবৈষ্ণবীয় প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিলেন কেন, এই দুঃখে ভায়া আমার ম্রিয়মান হইয়াছেন। তাঁহার ...ক্ষুদ্রকায়া "ভক্তি"র প্রায় দুই পৃষ্ঠা এই প্রলাপোক্তিতে ...করিয়াছেন। অবৈষ্ণব সঙ্গ যেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ ও ...ক্ষয়কারী, অবৈষ্ণব প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রতি-...ভজ্রপ। অতএব ভায়া এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন,—তবে ...ইচ্ছা করেন, তিনিই প্রতিবাদ করিতে পারেন। এত-...করিলেন না কেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই ...মুখ,—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মুখপত্র "শ্রীগৌরাঙ্গ-...সেবকে" এই অবৈষ্ণবীয় প্রবন্ধ কেন প্রকাশিত হইল? ... সম্পাদক ... মহাশয়ের কি বলিবার ... সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকের এক জন কর্ম্মচারী। তিনি ত এবিষয়ের একটা কৈফিয়ৎ এতদিন লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন? দুঃখের বিষয় মূল কথার উত্তর কে দিতে চাহেন না।

নদীয়ায় চন্দ্র গ্রহণ। এখানি খণ্ড কাব্য গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক ভূতপূর্ব্ব "আনন্দ" মাসিক পত্রিকা সম্পাদক শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ তত্ত্বনিধি প্রণীত। সুন্দর কাগজ, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই,—পৃথিবীর ইতিহাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত, মৈমনসিংহ শাখুয়াই "আনন্দ কুটীর" হইতে প্রকাশিত,—মূল্য লিখিত নাই। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়। গ্রন্থকার এক জন প্রকৃত কবি এবং তাঁহার এই ক্ষুদ্র কাব্য খানি প্রকৃত কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দুর্জ্জয় বিরহদুঃখ-কাহিনী। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

প্রভু!

কেমন করিয়ে, ও করুণ ছবি, আঁকিব কাব্যের পটে।
স্মরণ হইলে, অমনি পরাণে, অসহ্য যাতনা ঘটে॥
দিতে যদি মোরে, পাষাণে গড়িয়া, না দিতে কোমল হিয়া
তা হলেও আমি, হইতাম দ্রব, ও দুঃখ কহিতে গিয়া॥
রক্ত মাংস দিয়া, গঠিত এ দেহ, মায়ায় আছি হে ডুবে।
তোমার সন্ন্যাস, কহিবারে গেলে, মরিব মনের ক্ষোভে॥
পৃথিবীতে আর, খেলেনি খেলেনি, এমন দুঃখের ঢেউ।
পুরাণে অথবা কাব্যের পৃষ্ঠায়, এ চিত্র দেখেনি কেউ॥
দুখিনী মায়েরে যেরূপে কাঁদালে, অকালে কৌপীন পরি।
যেরূপে প্রভু গো, বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকেতে হানিলে ছুরি।
আনন্দের হাট, ভাঙ্গিয়া নদের, যেরূপে সন্ন্যাসী হ'লে।
এমন কঠোর লীলা কি কখন, করেছ অবনী তলে॥
আজিও সে বেদনা, বিঁধে আছে, বুকে, তপ্ত শলাকা মত।
আজও পৃথিবীর মর্ম্মস্থান হ'তে, ঘুচে নাই সেই ক্ষত॥

এই গ্রন্থে গৌরভক্ত গ্রন্থকার তাঁহার প্রাণের মর্ম্মঘাতী কথা গুলি মর্ম্মভেদী করুণস্বরে সরল কবিতায় প্রকাশ করিয়া ...

প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। গ্রন্থপাঠে নয়নে প্রেমাশ্রুধারা পড়িবে,—হৃদয় নির্ম্মল হইবে। প্রত্যেক গৌরভক্তকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বীরভূমি। মাসিক পত্রিকা ৬—৪ সংখ্যা। শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন সম্পাদিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্যান ও ধারণা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় শ্রীশিব রতন মিত্র লিখিত "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবারে দুইজন কবি" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাইত গোস্বামীপাদ দিগের বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক সন্দেহজনক নূতন কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই বংশাবলীতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণদাস লিখিত হইয়াছে,—এই কৃষ্ণদাস যে একজন প্রাচীন কবি ছিলেন, তাহাও বলা হইয়াছে, এবং "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নামে আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার রচয়িতা যে এই কৃষ্ণদাস, তাহাও লিখিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" বা ভাগবত-সার গ্রন্থ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই নব আবিষ্কৃত "শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল" গ্রন্থ (সিউরি রতন লাইব্রেরীতে) অত্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাইত গোস্বামীপাদগণ এক্ষণে এবিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন কি? বহুদিন যাবৎ তাঁহাদের বংশাবলী লইয়া গোলমাল চলিতেছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের মূল বংশপত্রিকা তাহাদের নব প্রকাশিত শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা সমিচীন নহে।

মাধুকরী। শ্রাবণ সংখ্যা। "বার্ত্তা-সম্পুট" লেখক শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, কলিকাতাবাসী শিক্ষিত বৈষ্ণবদিগের ভাগবত পাঠক গোস্বামীপ্রভুপাদদিগের ব্যাখ্যাত পাঠ শ্রবণে এবং কীর্ত্তনীয়াদিগের রসগান কীর্ত্তন শ্রবণ-প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। নবদ্বীপ দাস নামক জনেক ব্রজবাসী বৈষ্ণব কলিকাতায় বাসা করিয়া স্ত্রী পরিবার সহ বাস করিতেছেন, তাঁহার রসগান কীর্ত্তন-ক্ষমতার এবং খোলবাদ্য-পটুতায় অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক মুগ্ধ হইয়া মাসিক মাহিনা দিয়া তাঁহার নিকট এই গীতবাদ্য শিক্ষা করিতেছেন। [illegible] বৈষ্ণব নবদ্বীপদাসের তথা রসগান কীর্ত্তনে কলিকাতায় বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন ব্রজবাসী বৈষ্ণব নহেন। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "সুখের বিষয় দোয়ার বাদক কাহারও সহিত অর্থ সম্বন্ধ নাই, সকলেই শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, বহু বি,এ, এম এ, উপাধীধারী প্রোফেসর জুটিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত ব্রজবাসীর নিকট গান বাজনা রীতিমত শিক্ষা করিতেছেন। প্রোফেসর প্রিয় দর্শন শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ এম, এল, সি, ব্রজবাসীর একজন প্রধান শিষ্য,—তিনিও সত্যবাবুর বাটীতে রাসলীলা কীর্ত্তনে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন,—তাঁহারও দোয়ার জুটিয়াছে ভাল, প্রোফেসর ননীবাবু ফণীবাবু ইত্যাদি"। এ সকল কথা শুনিতে সকলি ভাল, কিন্তু যথার্থ বৈষ্ণবী দৃষ্টিতে দেখিলে এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে বিচার করিলে ইহা যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র উন্নতি বিধায়ক নহে, প্রকৃত বৈষ্ণবের তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। গান বাজনা রীতিমত শিক্ষা ছাড়া ইহাতে আর কিছু বৈষ্ণবীয় শিক্ষা আছে, তাহাত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। বৈষ্ণবীয় প্রাথমিক শিক্ষা,—সদাচার, দীক্ষা গ্রহণ, নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভজন সাধন এসকল কয় জন ভদ্র শিক্ষিত বি,এ, এম, এ, গ্রহণ করিয়াছেন? এই সকল শিক্ষিত বৈষ্ণবের মুখপত্র সহযোগী "মাধুকরী" তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিবেন কি? উচ্চ শিক্ষিত প্রোফেসরগণেরও রসগান কীর্ত্তন শুনিয়াছি,—রীষ্ট ওয়াচ্ হাতে বাঁধিয়া, পায়ে মোজা, গায়ে কামিজ, চোখে চস্‌মা দিয়া অভিসারের গীত গাহিতে গাহিতে, ঘড়ি দেখিয়া "রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়াছে" বলিয়া তাড়াতাড়ী কীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইতেও দেখিয়াছে। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতির আশার কথা ইহাতে কিছুই নাই বরং হতাশের সম্পূর্ণ লক্ষণই দৃষ্ট হয়। রাসলীলা প্রভৃতি রসশাস্ত্র পাঠে ও রসগান কীর্ত্তনে প্রাকৃত রসের আজকাল যেরূপ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ নবানুরাগী নবীন গৌরভক্ত শ্রোতাবৃন্দের মন উত্তরোত্তর প্রাকৃত রসেই মগ্ন হইতেছে। ইহাতে হিতে বিপরীত হইতেছে, অপ্রাকৃত রস সঞ্চারের পথ রুদ্ধ হইতেছে। বড় দুঃখেই এই সকল অপ্রিয় কথাগুলি বলিতে হইল। চৌধুরী প্রকার [illegible]

কেন যে এই সকল শিক্ষিত নব্য যুবকের প্রীতির সামগ্রী হইয়া উঠিল, তাহার প্রকৃত কারণ কেহ অনুসন্ধান করিবেন কি ?

কাঙ্গাল বাবাজি ।

বৈষ্ণব-সংবাদ ।

শোক সংবাদ । (১) ত্রিপুরা রাজ্যের বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর গত ২৮এ শ্রাবণ তারিখে গোলোকধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়ক্রম হইয়াছিল চল্লিশ বৎসর মাত্র। ত্রিপুরা এবং মণিপুর এই দুই সামন্ত রাজাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত। ত্রিপুরার মহারাজ বৈষ্ণবপ্রতিপালক,—বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারকল্পে তাঁহার পিতৃপুরুষ বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। মহারাজের অকাল মৃত্যুতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

(২) ত্রিপুরা জেলার ত্রিশের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধু শ্রীবসন্তকুমার দে (যাঁহাকে তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ "শ্রীদাদা" বলিতেন) গত ৩১শে শ্রাবণ শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। নবদ্বীপ রসের প্রকৃত রাগমার্গের সাধক এবং একনিষ্ঠ শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজনপরায়ণ প্রেমিক সাধু বৈষ্ণব তাঁহার তুল্য আধুনিক বৈষ্ণব জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীপত্রিকায় তাঁহার অপূর্ব্ব মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

আমেরিকাবাসীর কৃষ্ণপ্রেম । সংবাদ আসিয়াছে যে আমেরিকা হইতে একদল ভ্রমণকারী শ্বেতাঙ্গপুরুষ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন,—উঁহাদিগের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকজন যাত্রী আছেন। তাঁহারা আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিবার মানসে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এদেশে আগমন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা বোম্বাই হইতে বৃন্দাবনে পৌছেন এবং যমুনাতীরে চুলদাড়ী মুণ্ডন করিয়া মস্তক চন্দনচর্চ্চিত করতঃ শুভ্রবস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র সঙ্গে লইয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে যান। পূজারীগণ প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে দেন নাই,—পরে লোকজনের অনুরোধে দরজা খুলিয়া দিলে তাঁহারা দ্বারদেশে আসিয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। অতঃপর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুনগান করিতে করিতে চলিয়া যান (অভ্যুদয়)

শ্রীনাম সংকীর্ত্তন । শ্রীধাম নবদ্বীপে চাতুর্ম্মাস্য কালব্যাপী হরেকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন হইতেছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধু শ্রীভুবনেশ্বর শর্ম্মা ইহার প্রধান উদ্যোগী।

একটি প্রশ্ন ।

[illegible] ([illegible]) [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীপাদ [illegible] স্বরূপ"। এই কথাটি লইয়া বিশিষ্ট গৌরভক্তগণের মধ্যে কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে, এসম্বন্ধে পত্রাদি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন মূল এবং পরিশিষ্ট দুইটি বিভিন্ন বস্তু। মূল গ্রন্থই সকলে সর্ব্বাগ্রে আগ্রহ সহকারে পড়েন,—পরিশিষ্টে তেমন আগ্রহ হয় না। শ্রী[illegible] এক তত্ত্ব, তাহাতে মূল ও পরিশিষ্ট এই ভিন্নত্ব বোধ সঙ্গত কি ? ইহাই এক্ষণে প্রশ্ন। এরূপ প্রশ্নের, এবং এরূপ সন্দেহের নিরাকরণ প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং করিয়া দিলেই সকলের বিশেষ আনন্দ হয়। কথাটার সুব্যাখ্যা যে প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। আশা করি প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কথাটার সুব্যাখ্যা ও সুমীমাংসা করিয়া দিবেন।

শ্রীপত্রিকা সম্বন্ধে সুধী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অভিমত । সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিয়াছেন, "শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ইচ্ছায় "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" শ্রীপত্রিকা গৌরভক্তগণের প্রাণ হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীপত্রিকার ঈদৃশ প্রভাব প্রতিপত্তি দর্শনে প্রাণে বড়ই আনন্দ অনুভব হয়। এমনটি যে হইবে,—প্রথম হইতেই তাহা মনে হইয়াছিল"।

ভজননিষ্ঠ পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব রংপুরের উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল লিখিয়াছেন "ভাদ্র সংখ্যা শ্রীপত্রিকায় আপনার বৈষ্ণব সভায় অবৈষ্ণব বক্তা" প্রবন্ধে সারগর্ভ উক্তি গুলি পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। ঐ প্রকার নির্ভীক প্রতিবাদ আজ কালকার দিনে একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজ বিকারগ্রস্থ রোগীর মত,—পথ্যের হিতাহিত বিবেচনা নাই,—কাজেই মরিতে বসিয়াছে। আপনার প্রদত্ত ঔষধ, রসায়ণের কার্য্য করিবে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিবে এইরূপ আশা করি"।

রাজসাহীর পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব উকিল শ্রীযুক্ত রাম তারণ মুখোপাধ্যায় বি এল, মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীপত্রিকা পাঠে কৃতার্থ হইয়াছি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আপনার অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গী ও ভক্তিরস পরিবেশন প্রণালী পাঠে মুগ্ধ আছি। পুনরায় তাহার সুবিধা হইল, ইহা কম ভাগ্যের কথা নহে। আপনি বৈষ্ণব সমাজের অকৃত্রিম সুহৃদ। আপনার নিকট গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ অনেক আশা করে'।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীপত্রিকা পাঠে কি যে আনন্দ লাভ করিতেছি, তাহা লিখিতে পারি না। "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক" পড়িতে পারি না। বুক ফাটে, চোখে জল ছুটে,—অন্ধ হইয়া যাই। বড় সুখের এই অন্ধতা। পড়িতে না পারাই পরম সৌভাগ্য ও পরম আস্বাদন। একটা প্রাণী এত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিতে পারে, ইহা কম শক্তি, কম প্রশংসার কথা নহে। প্রেরণা পশ্চাতে থায়। [illegible] শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের [illegible] [illegible] প্রেম [illegible] আর বিতরণ এই তাঁহার [illegible] ।

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥

—:০:—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

—:*:—

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র!
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা. শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!

ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ ৪৩৭ গৌরাব্দ | ১৩৩০ সাল | ১০ম সংখ্যা।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্তোত্র।

ওঁ নমো ভগবতে গৌরচন্দ্রায়।

—:০:—

নমামি গৌরাঙ্গ পদারবিন্দং
সুবর্ণবর্ণাঙ্গ কৃপাবতারং
স্মরামি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাতিমত্তং।
বাঞ্ছামি গৌরাঙ্গ কৃপামরন্দ। ১।

হে দেব কারুণ্যসুধাববর্ষিন্
ত্বমেব সঙ্কীর্ত্তন সৃষ্টিকারকঃ
ত্বমেব বিশ্বস্য ধাতা বিধাতা
ত্বমেব শ্রীকৃষ্ণ প্রেমৈক দাতা। ২।

জীবস্য কৈবল্য দাতা ত্বমেকঃ
পাপস্য তাপস্য হরস্তমেব।
হে গৌর অনন্ত কৃপাসমুদ্র
ত্বয়া বিনা নাস্তি গতিশ্চ কুত্র। ৩।

নমামি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ৈকনাথং
নটন্তং রটন্তং শ্রীকৃষ্ণনাম।

শ্রীমতি সুশীলাসুন্দরী দেবী।

শ্রীগুরু বন্দনা।

ভজরে অলস মন! ভজহুঁ অনুক্ষণ,
গুরুপদ পঙ্কজ রাতা। (শ্রী)

অতুল দয়াময়, অভয় বর আশ্রয়,
জনম জনম গতি-দাতা। (সো)
তছু করুণা কো করু ওর।

(যো) ভব সাগর বিচ কর অবলম্বন
দেই উঠায়ল কোর॥

পন্থ বিসরি যব গহন ভব কাননে
পথিক বিয়াকুল রোয়।

(যো) জ্ঞান-দীপ ধরি সাথ চলু আপহি
করুণা দরবিত হোয়॥

জয় জয় করুণাঘনতসুধারী।

ভবদবদহন জলিত জন তাপিত
মরমক বেদনহারী॥

অন্ধ অজ্ঞাপিয়া অনাদি যুগ বঞ্চিত
অন্ধকার তিমিরান্ত।

লোচন দেওল জ্ঞান ঘন অঞ্জনে
দীন পতিত জন নাথ ॥
এক অভয় সুখ কুশল সহায় ধন
চির উজ্জ্বল শুভবাতি।
চির অবলম্বন ভীতি হরণ গুরু
চিরপথকো চির-সাথী ॥
দীরঘ বাহু অরুণ শুভ করতল
লোক বরাভয়দায়ী।
শত শত শতদল লাল অতি শীতল
শ্রীগুরুচরণ স্মর ভাই ॥
কব মঝু কম্পিত ভীত হৃদয়তল
পরশী সুধাসম মানি।
অম্বুদ নিনাদ মধুর ঘন গরজনে
শুনব অভয় শুভবাণী ॥
কব মঝু দগধ ভাল তট উজলই
আওব সো শুভদিন।
শ্রীগুরু পাদ পদুম মকরন্দহি
রবহু ভৃঙ্গ সম লীন ॥
রে মন পামর মিনতি মঝু রাখবি
দুহুঁ যুগল কর জোড়।
শ্রীগুরুদেব তুলহ পদ সঙ্গরণ
কবহুঁ না যাওবি ছোড় ॥
শ্রীগুরু মুরতি মস্ত অবনীতলে
নারায়ণ অবতার। (শ্রী)
কৃষ্ণদাসী ভণ রে মন ভজ ভজ
সো হি ত্রিলোকক সার ॥

সুশীলাসুন্দরী দেবী।

আত্ম-সমর্পণ।

গৌরাঙ্গ সুন্দর, মোরে দয়া কর, মুক্তি বড় নীচাশয়।
পশুর অধম, মোর দুষ্ট মন, শাসনেতে নাহি ভয় ॥
কত গালি খরি, স্বভাব না যায়, মারিলেও লাজ নাই।
কি যে মুক্তি করি, বুঝিতে না পারি, কিসে মুক্তি ত্রাণ পাই ॥
মানিয়াছি হরি, চরণে তাহার, আর না করিব নাম।
তোমার চরণে, দুষ্ট জনারে, চুপি চুপি সঁপিলাম ॥
দুষ্টের দমন, তোমার করম, (তুমি) শাসিন করহ তারে।
চরণে দলিয়া, বান্ধি কৃপাডোরে তার' তুমি দুরাচারে ॥
শাসন তোমার, করুণার ধার, কৃপাই শাসন-মূল।
ইহা না বুঝিয়া, হরিদাসিয়ার, হ'য়েছিল বড় ভুল ॥

আত্ম-নিবেদন।

(যথা রাগ)

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! কোথা রৈলে তুমি।
গৌরনাম লয় না কেহ দুঃখে মৈনু আমি ॥
লওয়াইবে নাম কেবা তোমা বিনে প্রভু।
তুমি না আসিলে কাজ নাহি হবে কভু ॥
এস এস দয়ানিধি নিত্যানন্দ রাম।
সঙ্গে ল'য়ে হরিদাসে প্রচারিতে নাম ॥
এস হে এস হে প্রভু নিজ জনে লঞা।
ধন্য কর কলিজীবে নাম প্রেম দিয়া ॥
আসিতে হইবে প্রভু পতিত পাবন।
পতিতের বন্ধু তুমি অসাধন ধন ॥
তোমা বিনা কেহ নাই দুখী পতিতের।
পিতা তুমি মাতা তুমি বন্ধু তাহাদের ॥
এস এস পাপী-বন্ধু অনাথ শরণ।
কর প্রভু পতিতের দুঃখ বিমোচন ॥
পতিত দেখিয়া আর কে করিবে দয়া।
কোলেতে তুলিয়ে কেবা দিবে পদ ছায়া ॥
এসহে এসহে প্রভু বিলম্ব না সহে।
কলিহত জীব সব পাপাগুণে দহে ॥
কৃপা করি এস নাথ শ্রীঅনন্ত ধাম।
পূর্ণ কর হরিদাসের এই মনস্কাম ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস।

ভ্রমোচ্ছেদন

(প্রভুপাদ শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সম্প্রতি বিবেচ্য এই, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভক্তিনামা সিন্ধুর টীকাতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন।

"তকশ্চাস্ত ভগবন্নাম-শ্রবণাদ্যেকতরাৎ সন্ত এব স

যোগ্যতায়াঃ প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্ব প্রারম্ভক প্রারব্ধনাশ পূর্ব্বক বন যোগ্যজাতিত্ব-জনকপুণ্যলাভ প্রতিপাদ্যতে; কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্রং জন্মনাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারানাং বনযোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদক পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র্য জন্মাপেক্ষাবৎ অস্ত জন্মান্তরাপেক্ষাবর্ত্ততে" ইতিভাব।

ইহার ভাবার্থ এই যে, এইবাক্যে ভগবন্নামশ্রবণ কীর্ত্তনাদি একটী সাধনবলে সবনের যজ্ঞের প্রতিকূল যে দুর্জ্জাতি, তাহার প্রারম্ভক প্রারব্ধের নাশপূর্ব্বক সবনযোগ্য জাতি জনক পুণ্যলাভ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু শিষ্টাচারের অভাবে যেরূপ দুর্জ্জাতিত্বের অভাবেও ব্রাহ্মণকুমারগণের সবন যোগ্যতার অভাব নিবারক পুণ্য বিশেষময় সাবিত্র্য জন্মাপেক্ষা আছে, তদ্রূপ ইহারও জন্মান্তরাপেক্ষা আছে।

শ্রীজীবগোস্বামীর ভাব এই যে, শ্বপচ এই জন্মে সবনযোগ্য হয় না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দিগ্‌দর্শনী টীকাতে শ্রীগোপীনাথ দাস গোস্বামী নিজগুরু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শিক্ষানুসারে ব্যাখ্যা করিলেন এই জন্মে শ্বপচ সবনের (শালগ্রাম পূজনের) অধিকারী হয়।

শ্রীজীব গোস্বামী লিখিতেছেন, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ। শিষ্টাচারের অভাব হেতুক শ্বপচ এই জন্মে সবনযোগ্য হয় না। শ্রীগোপীনাথ দাস গোস্বামী নিজগুরু বর্ত্তমানে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

অত্রাচারশ্চ সতাং মধ্যদেশেঽস্মিন্ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশে চ মহত্তমানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমাণমিতিদিক্। অর্থাৎ শূদ্র ও অন্ত্যজাদিও যদি বৈষ্ণব হন শ্রীশালগ্রাম সমর্চ্চন করিতে পারেন,—এ বিষয়ে মধ্যদেশীয় বৈষ্ণবগণের এবং বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশীয় মহত্তমগণের সদাচার প্রমাণ।

এই টীকা যদি সনাতন গোস্বামীর লেখা হইত,তবে শ্রীজীব গোস্বামী অবশ্য ভালরূপে দেখিয়া থাকিতেন, এবং এইরূপ বিরুদ্ধার্থ লিখিতেন না। অনুমান হয় শ্রীজীব ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর "দুর্গমসঙ্গমিনী" টীকা লিখিবার সময় পর্য্যন্ত হরিভক্তিবিলাস" ও "দিগ্‌দর্শনীকে" সর্ব্বাংশে পাঠ করেন নাই। অথবা তদ্রূপ সুযোগ পান নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, সে সময়ে মধ্যদেশে বা মথুরা-প্রান্তে তপ্তমুদ্রা ধারণ সম্বন্ধে কোনরূপ বিবাদই ছিল না এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদবর্গের মধ্যে কেহ তপ্তমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হয় না।

তবে শ্রীসনাতন গোস্বামীর হরিভক্তিবিলাসে তপ্তমুদ্রা ধারণের বিষয়কে এইরূপ উদ্ভট সন্নাহের সহিত লিখিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতা শ্রীবেঙ্কটভট্ট শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের একজন প্রধান গণ্যমান্য বিদ্বান পণ্ডিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য দেশে তাঁহার নিবাস। দাক্ষিণাত্য স্মার্ত্তসমাজ তপ্তমুদ্রাধারণের নিতান্ত বিরোধী। বাল্যকালেই শ্রীগোপাল ভট্ট এতদ্বিষয়ক বিবাদ কতবার দেখিয়া শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি সেই বাল্য সংস্কারবলে হরিভক্তি বিলাসে তপ্তমুদ্রা ধারণের বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং তপ্তমুদ্রা ধারণের বিরোধীবর্গকে ভূয়সী-ভর্ৎসনা করিলেন। মূলে তপ্তমুদ্রা ধারণের নিষেধক বচন সমূদয়কে নির্ম্মূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইত্থং নিষেধ বচনং নির্ম্মূলং সদনাদৃতং।
সমূলং যচ্চ তৎসম্যগ্বিধ্যভাবাদিতৎপরং ॥ ৪৫

এবং সর্ব্বথা তপ্তমুদ্রাধারণং নিশ্চিত্য তদ্বিরুদ্ধবচনং যুক্ত্যা পরিহরতি ইত্থমিতি লিখিত প্রকারেণ নিষেধবচনং তপ্তমুদ্রাধারণ নিষেধ বাক্যং স্মার্ত্তমুখশ্রূয়মানং নির্ম্মূলমেব। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসাদি পুরাতন গ্রন্থেষু কুত্রাপ্যবিদ্যমানত্বাৎ ননু কুত্রাপিদৃশ্যতে ইতি চেত্তর্হি দুষ্টস্মার্ত্ত বদ্ধকল্পিত মেবেত্যুপেক্ষণীয়মিতি লিখতি "সদ্ভিরনাদৃতং" উপেক্ষিতম্। পতিব্রতাধান করোতিজারং তাং ব্যাধিযোনিং নিয়তং বিজহ্যাদিত্যাদি বহুকর্ত্তভাবিত্বাৎ। স্মার্ত্তগণের মুখে যে সমস্ত তপ্তমুদ্রাধারণের নিষেধক বচন শুনা যায় সে সমস্ত বচন নির্ম্মূল। কারণ পুরাতন শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ ইতিহাসাদির মধ্যে বিদ্যমান নহে। যদি কোথায় থাকে, তবে দুষ্ট স্মার্ত্তবদ্ধকল্পিত বলিয়া উপেক্ষনীয়, তাহাই লিখিতেছেন "সদনাদৃতং"।

যে পতিব্রতা জার করে না, সে ব্যাধির কারণ তাহাকে নিশ্চই পরিত্যাগ করিবে; এইরূপ বচন সকল যেরূপ উন্মত্ত প্রলাপ ও অপ্রমাণ হইয়া থাকে, সেইরূপ তপ্তমুদ্রা ধারণের নিষেধক বচন সকল উন্মত্ত প্রলাপ ও অপ্রমাণ জানিবে। শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তপ্তমুদ্রা ধারণ বিষয়ে কোন স্মার্ত্ত পণ্ডিতের কোন সময়ে বিবাদ হয় নাই যে, তিনি এইরূপ উদ্ভটভাবে তপ্তমুদ্রা ধারণের প্রতিপাদন করা আবশ্যক মনে করিবেন। গৌড় বাদসাহের মন্ত্রিত্বকালে তিনি এইরূপ বিবাদের অবসর পাইতেন না। পরে পলাতক হইয়া

কারণে গোপনেই থাকিতেন। সুতরাং এইরূপ প্রকাশ্য বিচার তিনি নিজে কাহারও সঙ্গে করেন নাই; বিশেষতঃ তিনি নিজে তপ্তমুদ্রা ধারণ করেন নাই; তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যেও কেহ তপ্ত মুদ্রাঙ্কিত শুনা যায় না।

(ক্রমশঃ)

বিধিমার্গ ও রাগমার্গ।

(শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন)

বর্ত্তমান সময়ে মানব জাতির উন্নতির চিন্তা যে ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে, সেই ভূমিতে দাঁড়াইয়া শ্রীচৈতন্য মহা প্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, রাগ-মার্গ বা পুষ্টিমার্গের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামে এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গত চারি শত বৎসরে আমাদের দেশে যে ধর্ম্মমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত অনেক সরল হৃদয় পণ্ডিতব্যক্তি, যাঁহারা স্বাভাবতই মনে করেন যে তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা মনে করেন রাগমার্গের অনুশীলন ও আলোচনা করা অনাবশ্যক। বর্ত্তমান যুগের মানব নিতান্ত পতিত, তাহাদের জন্য বিধিমার্গই প্রয়োজন, রাগমার্গের কথা শুনিতেও তাহাদের অধিকার নাই। কিন্তু আর একদল সরল হৃদয় এবং সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প পণ্ডিত লোক বিবেচনা করেন যে, রাগমার্গই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বিশেষত্ব এবং এইটিই বিশেষভাবে নূতন কথা, যাহার আভাস প্রাচীনতর শাস্ত্রসমূহে পরিদৃষ্ট হইলেও সাধারণ মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই রাগ-মার্গের আদর্শ প্রচার করিতেই ভারতবর্ষে বা বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন। রাগমার্গের কথা বাদ দিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মে এমন কিছু পাওয়া যাইবে না, যাহার জন্য তাঁহার আসার প্রয়োজন ছিল।

রাগমার্গ আদর্শ,—আমাদিগকে এই রাগমার্গে লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতে হইবে। বিধিমার্গের অনুষ্ঠান করিতে হয় করিবেন, কিন্তু বিধিমার্গের অনুষ্ঠানের উপর জোর দেওয়া এবং ক্রমে ক্রমে এই বিধিমার্গকে একান্ত করিয়া তোলা, ধর্ম্মমণ্ডলীর নেতৃগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন ও বিরোধী সমাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্যই ইহা ঘটিয়াছে। সন্ধিস্থাপন যে সৎকার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্ধি স্থাপনের জন্য আত্মঘাতী হওয়ার ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না, এবং দেখা যাইলেও এ কালের মানুষ যে তাহা স্বীকার করিবে এরূপ মনে হয় না।

কাজেই রাগমার্গ সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচন করা প্রয়োজন; কিন্তু এই রাগমার্গ সম্বন্ধে সকল কথ যে আমরা বুঝিতে পারিব, তাহার ভরসা কম। শ্রীচৈতন মহাপ্রভু তাঁহার পরিকর গণ কর্ত্তৃক যে সব কথা ঘোষণ করিয়া গিয়াছেন, আজই তাহা আমরা বুঝিয়া ফেলিব, এরূ আশা করিবেন না। যাঁহারা সাধনপথে চলিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু জগতের মানুষ ধর্ম্মকথা যে প্রণালীতে বুঝিতে চায়, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কতদিনে মানুষ তাহা ষোল আনা বুঝিতে পারিবে, জানি না, কিন্তু এটুকু ঠিক জানি যেদিন মানুষ মাত্রেই এই কথা ষোল আনা বুঝিতে পারিবে, সে দিন আমাদের জগৎ নূতন জগৎ হইবে,—বৃন্দাবন হইবে। কেহ বলিবেন,—বুঝিতে পারিলে কি হইবে, আচরণ করিতে হইবে ত? কিন্তু সত্য করিয়া বুঝিতে পারাই আচরণের শেষ কথা।

রাগমার্গ আদর্শ,—সুতরাং ইহা বিধিমার্গকে বর্জ্জনও করে না এবং উপেক্ষাও করে না। তবে বিধি যদি বলেন যে আমিই তোমার সর্ব্বস্ব, তাহা হইলে প্রবুদ্ধ মানব তাহা স্বীকার করিবে না। বিধিমার্গ খুবই ভাল, কিন্তু এই পথে চলিতে চলিতে মানুষের একটা ব্যাধি হইবার ভয় আছে,—সে ব্যাধির নাম অন্ধতা। এই ব্যাধি আবার সংক্রামক,—এই ব্যাধির আর একটা খুব বড় রকমের দোষ এই ব্যাধি যাহার বা যাহাদের হয়, তাহারা সর্ব্বদাই মনে করে, এ ব্যাধিই প্রকৃত স্বাস্থ্য,—এই ব্যাধি যাহার হয় নাই, সে ব্যাধিগ্রস্ত। রাগমার্গ প্রবর্ত্তিত করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্র মানবের এই ব্যাধি বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলেন,—বিধি মার্গ ধ্বংশ করিতে চাহেন নাই।

শাস্ত্র যে ভক্তির প্রবর্ত্তক অর্থাৎ শাস্ত্রের আদেশে ব উপদেশে মানুষ যে ভক্তির অনুশীলন করে, তাহার না বৈধীভক্তি, আর লোভ যে ভক্তির প্রবর্ত্তক, তাহার না

রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্র বলিতেছেন,—ভগবানের ভজনা করিবে, যদি না কর পাপ হইবে, শাস্ত্রের আদেশে, পাপের ভয়ে, একজন লোক শ্রীকৃষ্ণভগবানের ভজনা করিতেছেন, ইহার নাম বিধিমার্গের ভজন। ইহার আর একটি নাম মর্য্যাদা মার্গ। আর একজন শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুনিতেছেন, শুনিতে শুনিতে অন্তরের ভিতর হইতে দৃঢ়রূপে বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বড় মধুর, তখন তাঁহার সেই মাধুর্য্যে লোভ জন্মিল। এই লোভ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলেন,—এই যে ভজনা,—ইহার নাম রাগমার্গের ভজনা। ইহার অপর নাম পুষ্টিমার্গ।

লোভ যখন জাগিয়া উঠে, তখন আর শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা থাকে না। শাস্ত্র কি বলিতেছেন, ইহা ভাবিবার তখন সময় থাকে না; আমি যাহা করিতেছি, তাহা যুক্তি যুক্ত কি না, ইহা বিবেচনা করিবারও সামর্থ থাকে না। যে বস্তুতে আমার লোভ বসিয়াছে, তাহা লইবার আমার যোগ্যতা আছে কি না, এ প্রকার হিসাবও প্রকৃত লুব্ধব্যক্তি করিতে পারে না।

প্রাচীন আচার্য্যগণ বলেন, এই লোভ দুই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের কৃপা দ্বারা হয়, আর অনুরাগী ভক্তের কৃপা দ্বারা হয়। ভক্তের কৃপাবশতঃ যে লোভ জন্মায়, তাহা আবার দ্বিবিধ, প্রাক্তন ও আধুনিক। অনেকের জীবনে দেখা যায় যে, জীবনের প্রথম হইতেই তাহার শ্রীকৃষ্ণভজনে লোভ। এই প্রকার লোভকে প্রাক্তন লোভ বলে। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও জন্মে প্রাপ্ত ভক্ত কৃপানিবন্ধন হইয়া থাকে। প্রাক্তন লোভ জন্মিলে কেবল যে তাহারই উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। লোভের বিকাশ হওয়ার পর কোনও অনুরাগী ভক্তের শরণাগত হওয়া আবশ্যক। যাহার জন্মাবধি লোভ নাই হঠাৎ ভাগ্যবলে কোন অনুরাগী ভক্তের শরণাগত হওয়ায় তাঁহার লোভ জন্মিল, এই লোভকে আধুনিক লোভ বলে। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা নিবন্ধন যে লোভ জন্মে, সেই লোভই রাগমার্গে প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ। লোভ জন্মাইলেই যে কাজের শেষ হইল, তাহা নহে। লোভ জন্মাইলে পর, কেমন করিয়া সেই লোভনীয় বস্তু পাওয়া যায়, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। সে সময়ে শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিত অন্য উপায় থাকে না। কারণ শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্র প্রতিপাদিত যুক্তি ছাড়া অন্য উপায়ে,সেই লোভনীয় বস্তু পাইবার অন্য পথ নাই; সুতরাং লোভের ফলে রাগমার্গে প্রবৃত্তি জন্মাইবার পর,শাস্ত্রোক্ত সাধন ভক্তির প্রণালী অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রোক্ত সাধন ভক্তি অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত যে পরিমানে শুদ্ধ হয়, লোভও সেই পরিমান বাড়িয়া থাকে।

একই ভগবান, তিনি বাহিরে গুরুরূপে উপদেশ দান করেন; কিন্তু বাহিরে ভাল লোকের উপদেশ কেবল মাত্র শুনিলে কি হইবে? কাজেই সেই ভগবানই অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে সৎপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করেন। সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা মনুষ্যের বিষয় বাসনা দূরীভূত হয়। ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য হইয়া যায়, এবং সেই অবস্থায় শ্রীভগবানের রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং দুই প্রকারের উপায় আছে। কেহ গুরুর মুখ হইতে বা অনুরাগী ভক্তের মুখ হইতে উপদেশের সাহায্যে এই লোভ পাইয়া থাকেন, আবার কাহারও বিশুদ্ধচিত্তে ভগবান আপনা হইতেই স্ফুরিত হইয়া লোভ জাগাইয়া দেন। লোভ জাগিলে সাধনা যে বেশ সহজ হইয়া পড়ে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। সাধারণ বিষয়ী লোক যেমন বিষয় লোভে চালিত হইয়া আনন্দের সহিত পরিশ্রম করে, এবং বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া পড়ে, ভগবানে লোভ জন্মাইলেও মানুষ সেই প্রকার ভগবানের জন্য আনন্দের সহিত ও স্বেচ্ছায় সর্ব্ববিধ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, সর্ব্ববিধ পরিশ্রম করিতে পারে এবং ভগবানে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, সকল সময়েই একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শাস্ত্রপ্রতিপাদিত আদিম আচার্য্য প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ ধর্ম্ম, সর্ব্বত্রই পরবর্ত্তী মণ্ডলী কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন হয়ত প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মের উপদেশ সমূহকে সাধারণ মানবের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য আবশ্যক হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যে তাহা মণ্ডলীর বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই আমরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এবং পূর্ব্বতন যাবতীয় সাধু মহাশয়গণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মমণ্ডলীর ইতিহাসে দেখিবেন দীক্ষাগুরু ও শিক্ষা-গুরু লইয়া কত বাদানুবাদ ও বিরোধ চলিতেছে। দীক্ষা-দানে ব্রাহ্মণেতর জাতির অধিকার আছে কি না এবং অধিকার থাকিলে উন্নততর বর্ণকে নিম্নতর বর্ণের লোক দীক্ষা দিতে পারেন কি না, এ সব বিষয় লইয়া দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে লইয়া অনেক আচার্য্য সর্ব্বদাই বাদানুবাদ ও চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বের অংশ আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে, গুরু গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ একজন লোককে গুরুত্বে বরণ করিব কি না, সে বিষয়ে মানুষের বিশেষ স্বাধীনতা রহিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে যাঁহারা বাদানুবাদ করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেম ধর্ম্মের প্রথম কথাতেই যেন একটা খুব বড় রকমের গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

রাগমার্গের ভক্তের অবলম্বনীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যেরা বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সকল উপনিষদের সারভূত। এই গ্রন্থে ভগবানের সহিত মানবের বা ভক্তের যে সম্বন্ধ ঘোষিত বা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মধুর ও সুন্দর। ভগবান আমাদের ভয় দেখান না,—কেবল কর্ম্মফল দান করেন না, তিনি কেবল একটি তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত নহেন, তিনি আমাদের প্রিয় আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ, দেবতা ও ইষ্ট। কথা গুলি অবশ্য বেদের, কিন্তু বেদান্তের বা বৈদিক সার সিদ্ধান্ত সমূহের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বেদের এই গূঢ় কথা বিশদভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং লোভসম্পন্ন রাগমার্গের পথিকের পক্ষে, এই শাস্ত্রই সর্ব্বোত্তম। অন্য সম্প্রদায়ের বা অন্য দেশের অন্যান্য শাস্ত্রের যে আলোচনা করিব না, তাহা নহে। কিন্তু এই ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষকরূপে অন্যান্য শাস্ত্রকে গ্রহণ করিলে আমরা লাভবান হইব। আবার এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদিত ভক্তি শ্রীরূপগোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে সম্যকরূপে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এই সমুদয় গ্রন্থও অবলম্বনীয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তিনটি বাক্য, রাগমার্গের সর্ব্ববিধ সাধকের জন্য কথিত হইয়াছে। সে তিনটি বাক্য এই, *

(১) প্রিয়তমশ্রীকৃষ্ণকে এবং সাধকের নিজ অভিলষিত কৃষ্ণভক্তকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদেরই কথায় রত হইয়া ব্রজে বাস করিবেন। (২) যাঁহারা সেইভাবে লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রজবাসীগণের অনুসরণে সাধকরূপে ও সিদ্ধরূপে সেবাপরায়ণ হইবেন। (৩) বিধিমার্গের ভজনায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে সমুদয় অঙ্গ কথিত হইয়াছে, মণীষিগণ রাগমার্গের সাধনায় সেগুলিকেও অঙ্গ বলিয়া জানিবেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী এই তিনটি বাক্য সর্ব্ববিধ রাগানুগ সাধকের পক্ষেই উপদেশ করিয়াছেন। রাগানুগ সাধন সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আর কিছুই বলিবার নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, মানবাত্মার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা যদি না থাকে তাহা হইলে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-সাধনা নিতান্তই বিড়ম্বনা। রাগমার্গে মানুষকে এই স্বাধীনতা লাভের আদর্শ দিয়াছেন। ইহা যাবতীয় ধর্ম্মসাধনার চিরন্তন আদর্শ,—বেদান্ত এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত যখন বেদান্তের ভাষ্য, তখন তিনি এই চিরন্তন আদর্শের অন্যথা করিতে পারেন না। এই মূল কথাটি সকল সময়ে সকলকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

(বীরভূমি)।

উপদেশ শতেক।

(৫৬)

শুদ্ধাভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি। এই শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ "অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥" ব্রজসুন্দরীগণ এই শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বশ করিয়াছিলেন। ইহার আর একটি নাম কেবলা ভক্তি। নানা প্রকার ভক্তির মধ্যে এই শুদ্ধাভক্তিই প্রধান। এই ভক্তিকে কেহ কেহ প্রেমভক্তিও বলেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "জ্ঞান কর্ম্মে যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ। কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিবশ॥" ভক্তি সাধকের পক্ষে এই সর্ব্বোত্তম ভক্তিসাধনাটি প্রয়োজন জানিবে।

---

* "কৃষ্ণং স্মরণ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ১॥

> "সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
> তদ্ভাব লিপ্সুনা, কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ২॥
> "শ্রবণোৎ কীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যাদিতানি তু।
> যাণ্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ ৩॥

(৫৭)

শ্রীভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেই প্রেমভক্তির বিকাশ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী "কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেমভক্তির বিকাশ। অতএব কলিযুগে মোর পরকাশ॥" অতএব নাম-সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিবে। বৈষ্ণবীয় ভজনের আদি ও অন্তে এই নামসঙ্কীর্ত্তন। কলিযুগের ভজনই নামসঙ্কীর্ত্তন; ইহা সর্ব্বথা নিরুপাধি হওয়া উচিত, অনুরোধে উপরোধে, অর্থলালসায়, প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যাঁহারা কীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রেমভক্তিলাভ সুদূর পরাহত। তবে নামের ফল যাইবে কোথায়? শ্রীনামের মধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ মাত্র, হৃদয় নাচিয়া উঠিবে, মধুর মৃদঙ্গ করতালের প্রাণোন্মাদকারী বাদ্য ধ্বনিমাত্র প্রাণে প্রেমানন্দের সঞ্চার হইবে। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কীর্ত্তনে যোগ দিতে ইচ্ছা করিবে। এই হইল নিরুপাধি কীর্ত্তনে যোগদান। নগর কীর্ত্তনেই উচ্চ নাম সঙ্কীর্ত্তনের পরিপূর্ণ সফলতা দৃষ্ট হয়। এই নগরকীর্ত্তনে প্রত্যেক বৈষ্ণবের যোগদান কর্ত্তব্য।

(৫৮)

উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তনই কলির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভজন। নাম জপের ফল স্বতন্ত্র, নাম কীর্ত্তনের ফল স্বতন্ত্র। জপে আত্মোন্নতি হয়, উচ্চ নাম কীর্ত্তনে আত্মোন্নতি এবং অপরেরও উন্নতি সাধন করা হয়। পূজ্যপাদ ঠাকুর হরিদাসের বাক্য, "জপিলে শ্রীকৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥" স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তনে উৎফুল্ল হয়। ঠাকুর হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন। স্থাবর জঙ্গম সেই হয় ত শ্রবণ॥ শুনিয়াছি জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়॥ প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন। তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥" অতএব উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে কদাচ লজ্জা বোধ করিবে না। "জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী। শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে কহি"॥ এই পরম উপদেশ যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

(৫৯)

হরিনাম মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয় উভয়ই। পূজ্যপাদ হরিদাস ঠাকুর সংখ্যা রাখিয়া প্রতি দিন তিন লক্ষ নাম জপ ও কীর্ত্তন উভয়ই করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তন করিতেন। তবে ভক্তগণ যখন নামানন্দে বিভোর হন, তখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়, সুতরাং সংখ্যা রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সংখ্যা রাখিয়া নাম জপের ফল স্বতন্ত্র। নাম ও নামী অভিন্ন। যিনি নাম ও নামী এক ভাবিয়া প্রকৃত যপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার এই জপের ফলে সমাধি হয়, অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। নাম ও নামী এক ভাবিয়া উচ্চ কীর্ত্তনের ফলও তাই,—যাহাকে দশা বলে। তখন সংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন হয় না। সংখ্যা করিয়া নাম জপ বা কীর্ত্তন করা বৈধী ভক্তির অঙ্গ,—সংখ্যা ভঙ্গ প্রেমভক্তির অঙ্গ। বৈধী ভক্তি হইতেই প্রেম ভক্তির উৎপত্তি।

(৬০)

হরিনাম মহামন্ত্র যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়, তাহার প্রমান বহু গ্রন্থে আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার নিত্য পার্ষদগণ এই হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এবং তজ্জন্য এই হরিনাম মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন গৌরভক্তগণ চিরদিন হইতে করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ কৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহস্রনাম স্তোত্রে লিখিত আছে ;

"মহামন্ত্র সদাধ্যানং মহামন্ত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহামন্ত্র জপশ্চৈব মহামন্ত্র প্রকাশিতঃ॥"

অতএব মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয় উভয়ই।

(ক্রমশঃ)

দীন হরিদাস গোস্বামী—

নিদ্রা-কেলি।

(শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর)

দিব্য পালঙ্কে গোরা সুখে নিদ্রা যায়।
না জাগাও সখি　　না কহিও বাণী
মৃদু ব্যজন কর বায়॥
নিঁদ সময়　　দরশহি সুখ
নিরখ বয়ান পরাণ ভরি;
পিয় মুখ হেরি　　পিয় তা না জানে
সখিয়ে! এবড় সুখের চুরি॥

ওরে না মশকে, দংশে ভ্রমরায়
থেদায়ে দাও আঁচর নাড়ি।
সোনার চাঁদ নবনীত খণ্ড
উনায়ে ঝরিছে সুধাবারি॥
মুদিত নয়ানে পরাণ কাড়িছে
চাহিলে হয় কি না জানি।
কালীহর ভণে ঘুম নয়, সন্ধান,
জোড়া বাণ হানিবে এখনি॥

প্রেম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম।

(শ্রীল বসন্তকুমার দে বা শ্রীদাদা)

সকল ধর্ম্মের সার প্রেম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। জগতে অনেক ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভগবানের সঙ্গে আনন্দ আস্বাদন করা। কেহ মনে করে, সকল ধর্ম্ম এক। এই কথা ঠিক নয়। সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। আস্বাদনের যেমন তারতম্য, ধর্ম্মেরও তেমন তারতম্য আছে। ভগবানকে পাইতে যে রীতি নীতি অবলম্বন করিতে হয়, ইহার নাম ধর্ম্ম। সকলের রীতি, নীতি সমান নহে। হিন্দু ও মুসলমানের রীতি নীতি পরস্পর বিপরীত। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ধর্ম্ম আস্বাদনেরও তারতম্য আছে।

মহাজনগণ বলেন মানুষের তিনটি ধর্ম্ম,—দেহের ধর্ম্ম, মস্তিষ্কের ধর্ম্ম ও প্রাণের ধর্ম্ম।

দেহ-ধর্ম্ম ইন্দ্রিয় সুখ।

মায়া ভোগ করা। দেহেতে আমি বুদ্ধির নাম মায়া, ইহা তমো ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে। এই ধর্ম্ম পশুভাবের অন্তর্গত। এই ধর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ খুব কম,—যদি কিছু থাকে,তবে ঘাসেতে যেমন ঘৃত আছে,—তদ্রূপ। অর্থাৎ মাখনে ঘি হয়, দুধে মাখন হয়, দুগ্ধ গাভীতে থাকে, গাভী ঘাস খাইয়া দুগ্ধ সঞ্চয় করে, ঘৃতের ভাগ ঘাসেতেও আছে। কিন্তু এমন কোন প্রক্রিয়াই নাই, যে ঘাস হইতে ঘৃত বাহির করিতে পারে। দৈহিক সুখ ভোগের জন্য বীজ বা মন্ত্র-বলে ভগবানের শক্তি আকর্ষণ করিয়া জীব শক্তিধর হইতে চায়,—এই সাধনের নাম তন্ত্র সাধন। ভগবান ভাবের জিনিষ। জীবগণ আপন ভাবানুসারে ভগবান তৈয়ার করে। জীব ক্ষুদ্র,—ভগবান পূর্ণ।

জীব অসুরভাব অবলম্বন করিলে ভগবান এইভাবেই পূর্ণ। এক জীব অন্য জীবের উপর সুখ ভোগ করিতে চাহিলে ঐ অসুরভাবপূর্ণ ভগবানকে পূজা করে। তাঁহাকে তন্ত্র, মন্ত্রে, রক্ত মাংস দিয়া তুষ্ট করিয়া আপনার অভিপ্রেত বর মাগিয়া লয়। রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি এইরূপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাক্ষস বা অসুর নামে পরিচিত। দেহ ধর্ম্ম হইতে যখন পশুভাব অন্তর্হিত হয়, অন্যকে সুখ দিয়া সুখ ভোগ করিতে বাসনা করে, তখন তাহা তাহাদের ভাবের অন্তর্গত। ইহা সাত্ত্বিক ভাব। এই ভাবেও ভগবান ধরাইতে পারে না, পথে আনে। পশুভাবও দেবভাব মিশ্রিত ভাবের নাম রজঃ। এই রজঃগুণগ্রামে সাত্ত্বিক ভাবে পরিণত হয়।

এই দৈহিক সুখের অধিষ্ঠাতা কর্ত্তা দেবতা। এই দেবতাগণের প্রভু যিনি, তিনি মহাদেব। তমঃ রজঃ সত্ত্ব এই তিন গুণেই অধিকারী ভেদে দেবতা ও মহাদেবের পূজা করে। যিনি জীবকে তিন গুণ হইতে উদ্ধার করিয়া পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত করান তিনি বিষ্ণু। এই হেতু বেদের বিধানানুসারে প্রেতাত্মার মুক্তির জন্য শ্রাদ্ধাদিতে বিষ্ণু পূজা করে।

মস্তিষ্কের ধর্ম্ম,—জ্ঞান।

এই জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। স্থূল জ্ঞানও সূক্ষ্ম জ্ঞান যে জ্ঞানে জড় জগৎ চিন্তা করে তাহা স্থূল। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজগৎ চিন্তার নাম সূক্ষ্ম জ্ঞান। জ্ঞান বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ইহা দ্বারা নাস্তিক আস্তিক দুইই হয়। উভয় বিধ জ্ঞানী লোকের চিন্তা করিতে করিতে শুষ্কতা আসে, প্রাণে সোয়াস্তি পায় না, শুষ্কপ্রাণ, বিষণ্ণবদন,—কোন কাজ করিতেই মন হয় না। জগতের এত সুখকর বস্তুর কোনটিই ভাল লাগে না। অনেক সূক্ষ্মজ্ঞানীর পরিণাম এইরূপ সাস্ত। জ্ঞানের গুরু শিব বটে, কিন্তু তিনি শঙ্করাচার্য্যের বা বুদ্ধদেবের মত শ্রীকৃষ্ণভক্তিশূন্য জ্ঞানের ধার ধারেন না।

শিব ভোলা মহেশ্বর দেব ত্রিপুরারি,
(যাঁর) শিঙ্গায় বলে রাম রাম, ডুম্বুরায় বলে হরি।

(পদ্মপুরাণের মত)

বেদ শঙ্করাচার্য্যের হাতে পড়িয়া শুষ্ক জ্ঞান প্রসব করে। এই শুষ্ক জ্ঞান আবার বুদ্ধদেবের হাতে পড়িয়া পুব্বে নাস্তিকতা প্রসব করিয়াছিল। কথায় "বলে তিন নকলে আসল ভ্যাস্তা" জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বাসুদেব সার্ব্বভৌম, যিনি মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপ আসেন ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী, যিনি কাশীতে দশ হাজার দণ্ডী সন্ন্যাসীর গুরু,—শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি,যখন শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখে বেদব্যাখ্যা শুনিলেন, তখন হায় হায় করিয়া মস্তক কুটিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন আরম্ভ করিলেন। শুষ্ক জ্ঞানের পরকাল নির্ব্বাণ—আপনাকে নাশ করা। যেমন কোন সুখের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া গলায় দড়ী বা কলসী বান্ধিয়া মরিয়া যাওয়া। এই নির্ব্বাণ বা লয়ের পক্ষপাতী মহাদেব নহেন, তিনি যুগে যুগে প্রেমে বিভোর।

প্রাণের ধর্ম্ম-প্রেম।

প্রেম জীবের স্বাভাবিক। প্রেমধর্ম্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এই মায়ারাজ্য প্রেমরাজ্যেরই ছায়া। 'মায়াতে এক' জীবের সহিত অন্য জীবের বন্ধন,—প্রেমেতেও তাই। যখন কোন জীব সন্তান বা ডিম্ব প্রসব করে,তখন আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। এই সন্তান যে পর্য্যন্ত আমিত্বে না পৌছে, সেই পর্য্যন্ত প্রসূতি এই সন্তান প্রাণ দিয়া যত্ন করে। ইহা স্বাভাবিক;—ইহারই নাম প্রেম। এই সন্তান ক্রমেশ্বত আপন স্বভাবের বশ হইয়া আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে থাকে, ততই ভালবাসা জমিতে থাকে, ক্রমে ছাড়াছাড়ি হয়। এই ছাড়াছাড়ি আমিত্বে ঘটিল। যে আমিত্বে আত্মসুখ পোষণ করে, তাহার নাম মায়া। এই মায়াই প্রকৃতভাব প্রেমকে বিকাশ হইতে দেয় না। বিশ্বামিত্র পরাসর মুনি,হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াও মায়ার হাত হইতে নিস্তার পান নাই। যেহেতু তাঁহাদের তপস্যার ভিতরেও সূক্ষ্মমতে মায়ার বীজ আত্মসুখ প্রকারান্তরে তাঁহারা যত্ন করিয়া পোষণ করিতেন। আপন প্রতিষ্ঠা, মান, যশ, আত্মগৌরব, এই সকলও মায়া। প্রেম ভক্তির অনুগত না হইলে, কিছুতেই মায়া হইতে মুক্তি পায় না।

জ্ঞানীগণ যে জ্ঞানে আপনাকে মায়ামুক্ত বলিয়া অভিমান করেন সেই জ্ঞানও শুদ্ধ জ্ঞান নহে। এই জ্ঞানের ভিতরে মান, প্রতিষ্ঠা, আত্মগৌরব, প্রভৃতি মায়াবীজ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। কোন কোন জ্ঞানীর ক্রোধে জগতের বিশেষ অনিষ্টও হইত। কেবল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেই মায়ামুক্ত হয় না। জনক রাজর্ষি রাজরাজ্যেশ্বর হইয়াও মুনিদিগের আদর্শ। কতকগুলি শক্তি ধ্বংস করিলেও মায়ামুক্ত হয় না, এই শক্তিগুলিই মায়া। অষ্টসিদ্ধি জীবের মায়ার বিকার। এই অষ্টসিদ্ধি দ্বারা অনেক সময় পৃথিবীর বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায়।

প্রেম গুণের বাহির, শ্রীকৃষ্ণ ও গুণাতীত। এই প্রেমধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই পূর্ণ শ্রীভগবানকে পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করাইতে পারে। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, কামী সকলেই গুণের ভিতর।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিলে অনায়াসে বুঝা যায়,—ইহা গুণাতীত।

জ্ঞানী বলেন—সত্যের মত ধর্ম্ম নাই।

বৈষ্ণব বলেন—সত্য আবার ধর্ম্ম কি? মিথ্যা কথা বলা নিতান্ত ইতর স্বভাব। ইহা এই ইতর ভাব হইতে নিবৃত্তি মাত্র। যিনি সত্যবাদী বলিয়া বড় ধার্ম্মিক মনে করেন, তিনি আপনি কৈতব ধর্ম্ম প্রচার করেন।

জ্ঞানী বলেন—অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

বৈষ্ণব বলেন—হিংসা করা পশুভাব। পশুভাব না আসিলে কি বড় ধার্ম্মিক হইল? বৈষ্ণব ধর্ম্ম জীবে দয়া, তাহাও নিরভিমান হইয়া।

জ্ঞানী বলেন—সোঽহং,—আমি সেই,—আমিই ব্রহ্ম।

বৈষ্ণব বলেন—আমি তাঁহার ষোল আনার কণা। যেমন অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত ঢেউ, আমি তার একটী ঢেউ। একটী ঢেউ একথা বলিতে পারে না যে, 'আমিই সমুদ্র'।

জ্ঞানী বলেন—নির্ব্বাণ।

বৈষ্ণব বলেন—ইহা ভগবানের উপর জোর করা। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় পৃথক হইয়াছি—তিনি কি পৃথক রাখিয়া আমাকে সুখী করিতে পারেন না? পিতামাতার অংশ হইতে পুত্র হয়। এই পুত্র যত আদর সোহাগ পায়, যত্ন করে, পিতামাতা তত ভোগ করে না। শ্রীভগবান সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি আমাদের স্রষ্টা। তিনি সাধারণ পিতা মাতা, হইতে অবশ্য কোটীগুণে আনন্দ দিতে পারেন। শ্রীভগবান পারেন বলিয়াইত জীবে পারে।

জ্ঞানী বলেন—কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর মূল উৎপাটন কর।

বৈষ্ণব বলেন—কাম, ক্রোধ প্রভৃতি শ্রীভগবানের দান। ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, তিনি অনাবশুক এই ইন্দ্রিয়গুলি দেন নাই। ইহারা শত্রু নয়, বরং উপকারী। বৈষ্ণব শ্রীভগবানের উপর আত্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ভগবান তখন এই ইন্দ্রিয়গুলিকে আপন আপন উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া সৃষ্টির কার্য্য সাধন করেন।

জ্ঞানী বলেন—এই সংসার সব মায়া—ইহা ছাড়িতে হইবে।

বৈষ্ণব বলেন—

প্রেম সেবাময় এই জগত বটে,
স্থাবর জঙ্গম জীব প্রেমেতে ঘটে।
প্রেমে ফল মূল ফুল প্রেমে বৃষ্টি তাপ।
প্রেমে মাতা ভ্রাতা পুত্র প্রেমে পত্নী বাপ।
যাঁর এ কৌশল তাঁর করিয়া স্মরণ।
কৃষ্ণদাস বলি সব করিবে গ্রহণ।

বৈষ্ণবধর্ম্ম গুণাতীত,—গুণাতীত অর্থ গৌরববর্জ্জিত। এই গুণাতীত হওয়া মনুষ্যের পক্ষে বড় দুর্লভ; যেহেতু মানুষ গুণেতেই সৃষ্ট। মুনি, ঋষি, জ্ঞানিগণ অস্বাভাবিক ভাবে কত কঠোরতা করিয়া গুণাতীত হইবার জন্ত সাধন করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই।

পরম ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥

এই পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত, প্রেমই তাঁহার নিজস্ব-ধন, শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমের খেলার দৃষ্টান্ত। এই বৃন্দাবন ব্যতীত অন্ত কোন ধামে প্রেমের খেলা নাই। মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি অন্যত্র গুণের ক্রিয়া—এই জন্তই বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবন হইতে প্রেমময় কৃষ্ণকে বাহির করেন না।

পুতনা কৃষ্ণকে মারিতে গেল, শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া শিশুভাবে চাহিয়া রহিলেন। পুতনা কোলে নিল। বিষমাখান স্তন শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া মুখে নিলেন।

পুতনা তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। গোপাল সরল-ভাবে পুতনার মুখের দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিল। প্রেমের নিকট রাক্ষস, অসুরভাবি এই প্রকারে আপনা হইতে নাশ পায়। এই অপ্রাকৃত প্রেমের শক্তি বুদ্ধির গোচর নহে। ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ সহিত বৃন্দাবন রসাতল করিতে চাহিলে গোবর্দ্ধন গিরি ছত্ররূপ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনকে রক্ষা করিল। প্রেম নিত্য কল্পতরু। ইহা স্বভাব কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। বৃন্দাবনের গোপগোপী শ্রীকৃষ্ণকে সহজ মানুষ জানিত, তাই তাঁহারা দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ বাম হাতের বাম অঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে ব্রজ রক্ষা করিতেছেন।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিতে রাখালগণ, গরু, বাছুর সব চুরি করিলেন। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের খেলা কেহ নষ্ট করিতে পারে না। পুনঃ সেইরূপ রাখাল, গরু, বাছুর আপনা হইতে হইয়া গোবর্দ্ধনলীলা পূর্ণ করিল। কোন অবস্থায়ই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ, অস্ত্রধারণ বা চিন্তা, ভাবনা, ক্রোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁহার প্রিয় মানবকে ব্রজে তাঁহার গুণাতীত প্রেমের লীলা দেখাইলেন। মানবগণ তাঁহার প্রিয়—ইহার তাৎপর্য্য। এই শ্রীকৃষ্ণের নিজজন মানবই বটে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও মানব এক জাত।

ব্রজে প্রেমের লীলা। এই অপ্রাকৃত ভাব জীব শ্রদ্ধা করিয়া শুনিলেই গুণাতীত প্রেম লাভ করিতে পারে। প্রেমলাভের কোন তন্ত্র মন্ত্র নাই। কোন কঠোর নিয়মেও প্রেম লাভের উপায় নাই। ইহা সহজ, প্রাণের স্বাভাবিক ভাব। আত্মসুখ জীবভাব, ভালবাসাতে জীবভাব দূর হয়। তুমি একটি জীবকে যদি ভালবাস, তবে তুমি আপনি না খাইয়া তাহাকে খাওয়াইতে চাও বা তাহাকে ছাড়া তুমি কোন বস্তু নিজে ভোগ করিয়া সুখ পাও না। আবার সে ব্যক্তিও যদি তোমাকে এইরূপ করে, তার মনের ভাবও তোমার মত হয়, তবে দুই জনের প্রেম হইয়াছে বলিতে হইবে। এই প্রেম জীবে জীবে পূর্ণরূপে অসম্ভব—জীব অপূর্ণ জগতে যে ভালবাসা দেখা যায়—ইহা প্রেমের ছায়া। মায়ার আবরণে খোলসা হয় না। যে পর্য্যন্ত দেহেতে আমি বুদ্ধি থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রেম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। এই জন্ত জগতে প্রেমের দৃষ্টান্ত বিরল।

সতী পতির জন্ত অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিল, ইহা প্রেম নয়। হাজার হাজার লোক দেশ অনুরাগে প্রাণত্যাগ করে ইহাও প্রেম নয়—ইহা জীব স্বভাব,—তমো ধর্ম্ম। আত্ম সুখের বীজ তাহাতে নিহিত রহিয়াছে। জীবস্বভাব যাহা, তাহা কাম।

বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি বেশ্যাতে যে ভাব, তাহাও প্রেম নহে,—কাম। কামে অর্থাৎ আত্মসুখে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি

বেশ্যাতে তন্ময় হয়। তন্ময় অবস্থা গুণাতীত, তখন গুণাতীত কৃষ্ণ বেশ্যার মুখে আবেশ হইয়া বলিলেন, 'তুমি আমাকে এত ভালবাস, যদি কৃষ্ণকে এই ভালাবাসা দিতে পারিতে তবে তোমার জীবন সার্থক হইত।' বিল্বমঙ্গল তখনই কৃষ্ণের জন্ম বৃন্দাবন ছুটিলেন। যদি চিন্তামণির সঙ্গে বিল্বমঙ্গলের প্রকৃত প্রেম হইবে, তবে তাহাকে ছাড়িয়া কেন বৃন্দাবন ছুটিলেন? অর্থাৎ প্রেম কৃষ্ণসঙ্গে হয়। প্রেম দেহধর্ম্ম নয়, আত্মার ধর্ম্ম। আত্মার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ।

চণ্ডিদাস প্রেমের জন্য ব্যাকুল হইলেন, বাশুলী দেবীর নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন, 'মা প্রেম দাও।' বাশুলী বলিলেন, "প্রেম জীবের যোগ্য নয়—ইহা অপ্রাকৃত, নিত্য বস্তু, প্রাণের ধন। যে জীব অষ্ট পাশযুক্ত, সে প্রেমের স্পর্শ পায় নাই। এই প্রেম লাগি—শুক বৈরাগী, নরিদ সন্ন্যাসী। হেন প্রেম জীবে কি প্রকারে পাইবে?' চণ্ডিদাস তখন প্রেমের জন্য পাগল হইলেন। এমন কি দেহধর্ম্ম পর্য্যন্ত ছাড়িলেন, দিন রাত নাই, আহার বিহারাদি দেহ ধর্ম্ম চলিয়া গেল, সর্ব্বদা প্রেমের তত্ত্বের জন্য ব্যস্ত। তখন বাশুলী বলিলেন, 'যদি রামী ধোপানীকে গুরু করিতে পার, তবে প্রেমের সন্ধান পাইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই চণ্ডিদাস ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ, বেদোক্ত ধর্ম্ম তাঁহার মজ্জায় মজ্জায় আছে। তিনি ১০।১২ বৎসরের ধোপানীতে কি প্রকারে গুরুভাব পোষণ করিবেন? যদি এতদূর জীবে করিতে পারে, তবে সে অবশ্য মায়ার বাহির,—পাশমুক্ত।

চণ্ডিদাস তখন নির্ব্বিচারে রামী ধোপানীর চরণ আশ্রয় করিলেন। জাতি, কুল, শীল, অভিমান সকল প্রেমের জন্য ছাড়িলেন। এই রামী ধোপানী ব্রজের গোপী বা রামী ধোপানীর দেহে বাশুলী প্রবেশ করিলেন। এই বাশুলী আগমমাতা। চণ্ডিদাস বলিয়াছেন—

তুমি বাগ্‌বাদিনী হরঘরণী। ইত্যাদি

রজকিনী চণ্ডিদাসের ঐশ্বর্য্যভাব নাশ করিতে অর্থাৎ সংস্কারের ভাব ছাড়াইতে অনেক শক্তি, ভাব, বহুবিধ সাধন প্রক্রিয়ায় যাজন করায় পরে চণ্ডিদাস সহজভাব প্রাপ্ত হন। সহজভাব অর্থ ব্রজভাব—যেমন কুমারিয়া পোকা আরশুলাকে ধরিয়া আপন বরণ ধরায়। রামী ঠাকুরাণীও চণ্ডিদাসকে সেইরূপ করিতে থাকেন। রাগাত্মিকা পদে চণ্ডিদাস বলিয়াছেন—

"মরিলে হইব রজক ঝি।"

চণ্ডিদাস জীবিত থাকিতেই মরিয়া রজক ঝি হন অর্থাৎ গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে প্রেম করেন রজকিনীতে চণ্ডিদাস তন্ময় হন—এই তন্ময়তার নাম মরা।

হরিনাম মহামন্ত্রের অর্থ।

(শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত)

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ অস্যার্থঃ—একদা কৃষ্ণবিরহান্ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমং। মনোদুঃখ নিরাসার্থং জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ॥ হরেকৃষ্ণেত্যাদি। হে হরে স্বমাধুর্য্যেন প্রথমং মচ্চেতো হরসি। ১॥ তত্র হেতুঃ হে কৃষ্ণেতি কৃষ্‌শব্দস্য সর্ব্বার্থে নচ্চ আনন্দস্বরূপ ইতি স্বার্থেনঃ সর্ব্বাদিক পরমানন্দেন প্রলম্ভোতি ভাবঃ॥ ২॥ ততশ্চ হে হরে ধৈর্য্যলজ্জা গুরুভয়াদিকমপি হরসি॥ ৩॥ ততশ্চ হে কৃষ্ণ স্বগৃহেভ্যো বনংপ্রতি আকর্ষসি॥৪॥ ততশ্চ হে কৃষ্ণ বনং প্রবিষ্টায়া মে কঞ্চুকীং সহসৈবাগত্য কর্ষসি॥ ৫॥ ততশ্চ কৃষ্ণ মৎকুচৌ কর্ষসি নখৈরাকর্ষসি॥ ৬॥ ততশ্চ হে হরে স্ববাহুনিবন্ধাং মাং পুষ্পশয্যাং প্রতি হরসি॥ ৭॥ ততশ্চ হে হরে তত্র নিবেশিতায়া মে উত্তরীয়মপি বলাদ্ধরসি॥ ৮॥ হে হরে উত্তরীয় বসন হরণমিষেণ আত্ম-বিরহপীড়াং সর্ব্বামেব হরসি॥ ৯॥ ততশ্চ হে রাম স্বচ্ছন্দং ময়ি রমসে॥ ১০॥ ততশ্চ হরে যদবশিষ্ট কিঙ্কিন্যো বাম্য-মাসীত্তদপিহরসি॥ ১১॥ ততশ্চ হে রাম রময়সি স্বস্মিন্ পুরুষার্থমপি করোষি॥ ১২॥ ততশ্চ হে রাম রমণীয় চূড়ামণে তদাত্মানং তব রামণীয়কং মন্নয়নাভ্যাং ধ্যাত্মামেবাস্বাদ্যত ইতি ভাবঃ॥ ১৩॥ ততশ্চ হে রাম কেবলং রমণরূপং নাপি রমণ-কর্ত্তা নাপি রমণ প্রযোজকঃ কিন্তু তদ্ভাব রূপাবতি মূর্ত্তিমত্বং ভবসীতি ভাবঃ॥ ১৪॥ ততশ্চ হে হরে মচ্চেতনাং মৃগীমিব হরসি আনন্দমূর্চ্ছাং প্রাপয়সীতি ভাবঃ॥ ১৫॥ যতো হরে সিংহস্বরূপ তদাপি রতি কর্ম্মণি প্রকটিত মহাপ্রাবল্যেতি ভাবঃ॥ ১৬॥ এবম্ভূতেন ত্বয়া প্রেয়সা বিযুক্তা ক্ষণমপি কল্প-কোটিমিব কথং যাপয়িতুং প্রভবামীতি স্বয়মেব বিচারয়েত্তি নাম ষোড়শ কস্যাঞ্চিৎপ্রায়ঃ॥ ততশ্চ রামস্তিমিত মন্ত্রীবিনা ক্রমঃ

কৃষ্ণায় সহসৈবাকৃষ্টা মিলিত পরমানন্দ এব তস্মাৎ। স্বস্ত তৎসখীনাং তৎপরিবারকাস্ত তস্তাব সাধকানাং মবিচীনানাং নানামপি সম্পূরয়ামাসেতি। ১৭॥ ইতি শ্রীহরিনামার্থ রত্ন-দীপিকা সমাপ্ত॥

(২)

হ কারে ললিতা খ্যাতা রে কারে চ শ্রীদামকঃ। বিশাখা চ কৃকারে তু সুদামা চ ষ্ণকারকে॥ ১॥ সচিত্রাপি হকারে চ রেকারেব সুদামকঃ। কৃকারে চম্পকলতা ষ্ণকারে কিঙ্কিনী তথা॥ ২॥ তুঙ্গবিদ্যা কৃকারে চ সুবলশ্চ ষ্ণকারকে। ইন্দুলেখা কৃকারে চ তোকঃ কৃষ্ণঃ ষ্ণকারকে॥ ৩॥ হকারে রঙ্গদেবী চ রেকারে গোপ অর্জ্জুনঃ। হকারে শশিরেখা চ ষ্ণকারে চ বরূথপঃ॥ ৪॥ হকারে বসুদেবী চ রেকারে উজ্জ্বল তথা। হরিপ্রিয়া চ রাকারে মকারে চ সুভানকঃ॥ ৫॥ হকারে বিমলাদেবী রেকারে বৃষভস্তথা। রাকারে পালিকা চৈব বিমলশ্চ মকারকে॥ ৬॥ রাকারে মঞ্জুরী নাম্নী দেব-প্রথমকারকে। রাকারে মধুমতী দেবী মকারে তু মহাবলঃ॥ ৭॥ হকারে শ্যামলা খ্যাতা রে মহাবাহুরেবচ। হকারে মঙ্গলা দেবী রেকারশ্চ সুমেধসঃ॥ ৮॥ ইত্যাদি হরিনামাখ্যা গোপাশ্চ গোপনায়িকাঃ। হরিনামাহুসেবীনাং কুঞ্জকুট্যাস্ত সংস্থিতিঃ॥ ৯॥ ইতি শ্রীদাস গোস্বামিনা বিরচিতং॥

(৩)

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্বং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং। হরত্যবিদ্যা তৎকার্য্য মতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥ ১। আনন্দৈক সুখঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ কমললোচনঃ। গোকুলানন্দনেঃ নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥ ২॥ বৈদগ্ধী সারসর্ব্বস্ব মূর্ত্তিলীলাধিদৈবতং। শ্রীরাধা রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥ ৩॥ অজ্ঞান তৎ কার্য্য বিনাশ হেতোঃ সুখাত্মনঃ শ্যামকিশোর মূর্ত্তেঃ। শ্রীরাধিকায়া রমণস্য পুংস স্মরন্তি নিত্যং মহতো মহাত্মনঃ॥ ৪॥ বিলোক্য তস্মিন্ রসিকং কৃতজ্ঞং জিতেন্দ্রিয়ং শান্তমনন্যচিত্তং। কৃতার্থয়ন্তে কৃপয়া স্বশিষ্যং প্রদায় নামং প্রিয়যুক্ত পত্যং॥ ৫॥ রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দচিদাত্মনি। ইতি রাম-পদেনাসৌ পর ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ৬॥ কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো-ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ॥ ৭॥ তয়োরৈক্যপদং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যাভিধীয়তে॥ ৭॥ হরেতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী। ততো হরত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিগীয়তে॥ ৮॥ রাসাদি প্রেম-সৌখ্যার্থে হরের্হরতি যা মনঃ। হরা সা গীয়তে সদ্ভির্বৃষ ভানুসুতা পরা॥ ৯॥ ব্রহ্মেশাদি মহেন্দ্রঞ্চ যমং বরুণমেব চ। প্রগৃহ্য হরতে যস্মাত্তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যতে॥ ১০॥ ক্রমদীপি-কায়াং চন্দ্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ॥ মমনামশতেনৈব রাধানাম সদুত্তমঃ। য স্মরেত্তু সদা রাধাং ন জানে তস্য কিং ফলং॥ ১১॥

(৪)

শ্রীনিত্যানন্দো প্রভুর্জ্জগতি॥ হরে ইতি কৃষ্ণস্য মনো-হরতীতি হরা—রাধা—তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে॥ ১॥ কৃষ্ণো রাধায়া মনো কর্ষতীতি কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ॥ ২। হরে কৃষ্ণস্য লোক লজ্জাধৈর্য্যাদি সর্ব্বং হরতীতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে॥ ৩॥ কৃষ্ণো রাধায়া লোক লজ্জা-ধৈর্য্যাদি সর্ব্বং কর্ষতীতি কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ॥ ৪। কৃষ্ণো যত্র তত্র রাধা তিষ্ঠতি গচ্ছতি বা তত্র তত্র সা পশ্যতি কৃষ্ণো মাং স্পৃশতি বলাৎ কঞ্চুকাদিকং সর্ব্বং কর্ষতি হরতীতি কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ। ৫। কৃষ্ণ পুনর্হর্ষতাং গময়তি বনং কর্ষতীতি তস্য সম্বোধনে কৃষ্ণ॥ ৬॥ হরে যত্র কৃষ্ণো গচ্ছতি তিষ্ঠতি বা তত্র তত্র পশ্যতি রাধা মমাগ্রে তিষ্ঠতি পার্শ্বে সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে॥ ৭॥ হরে পুনস্তং কৃষ্ণং হরতি স্বস্থানমভিসারয়াতীতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে॥ ৮॥ হরে পুনঃ কৃষ্ণং বমং রময়তি বনমাগমতীতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে॥ ৯॥ রাম রময়তি তাং নর্ম্মনিরীক্ষণাদিকং রামস্তস্য সম্বোধনে রাম॥ ১০॥ হরে তাৎকালিকং ধৈর্য্যাবলম্বনাদিকং কৃষ্ণস্য হরতীতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে॥ ১১॥ রাম চুম্বনস্তনকর্ষণালিঙ্গনাদিভী রমতে তস্য সম্বোধনে রাম॥ ১২॥ রাম পুনস্তাং পুরুষোচিতাং কৃত্বা রময়তি রামস্তস্য সম্বোধনে রাম॥ ১৩॥ রাম পুন স্তত্র রমতে রাম স্তস্য সম্বোধনে রাম॥ ১৪। হরে পুনঃ রাসান্তে কৃষ্ণস্য মনো হৃত্বা গচ্ছতীতি হর রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে॥ ১৫॥ রাধায়া মনো হৃত্বা গচ্ছতীতি হরিঃ কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হরে॥ ১৬॥

অস্যার্থ,—

একদা কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কোন সখী প্রিয়সঙ্গ ধ্যান করিতে করিতে মনোদুঃখ নিরাস করিবার জন্য মুহুর্মুহু "হরেকৃষ্ণ" এই প্রকার মুখে বলিতেছেন ও চিন্তা করিতে ছেন। হে হরে তুমি তোমার মাধুর্য্যগুণে প্রথমে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছ। ১। তাহার কারণ তুমি কৃষ্ণ (কৃষ শব্দে সর্ব্বার্থ এবং ন শব্দে আনন্দস্বরূপ

এইবাক্যে স্বার্থে ন). অতএব তুমি সর্ব্ব প্রকার পরমানন্দহেতু সেজন্য আমি প্রলুব্ধা হইয়াছি। ২। তাহার পর হে হরে তুমি ধৈর্য্যলজ্জা গুরুজনগণের ভয়ও হরণ করিয়াছ। ৩। তাহার পর হে কৃষ্ণ তুমি আমার গৃহ হইতে আমাকে বনে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ। ৪। তাহার পর হে কৃষ্ণ বনপ্রবিষ্টা (আমার) কাঁচুলী সহসা আসিয়া আকর্ষণ করিতেছ। ৫। তাহার পর হে কৃষ্ণ আমার কুচদ্বয় আকর্ষণ করিতেছ। ৬। তাহার পর হে হরে আমাকে তোমার বাহু-নিবদ্ধা করিয়া পুষ্পশয্যায় শয়ন করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছ। ৭। তাহার পর তথায় স্থাপন করিয়া আমার উত্তরীয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছ। ৮। হে হরে তুমি আমার উত্তরীয় বাস গ্রহণচ্ছলে আমার সর্ব্ব প্রকার বিরহ ব্যথা নষ্ট করিতেছ।৯। তাহার পর হে রাম স্বচ্ছন্দচিত্তে আমাতে রমণ করিতেছ। ১০। তাহার পর হে হরে আমার অবশিষ্ট যে বামাত্ব (স্ত্রীত্ব) অথবা (বিপরীতকারীনীত্ব) যাহা আছে তাহা হরণ করিতেছ। ১১। তাহার পর হে রাম তোমাতে রমন করাইতেছ এবং পুরুষার্থ করাইতেছ। ১২। তাহার পর হে রাম রমণীয় চূড়ামণি তোমার রমণীয় শরীর'ও কান্তি আমার নয়নদ্বয় দ্বারা আস্বাদিত হইতেছে। ১৩। তাহার পর হে রাম তুমি কেবল রমণরূপ, তুমি রমণকর্ত্তা বা কারয়িতা নহ, কিন্তু আমাতেই সেইরূপ ও ভাবযুক্ত মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ১৪। তাহার পর হে হরে তুমি আমার চেতনা মৃগীর ন্যায় হরণ করিতেছ,—আনন্দমূর্চ্ছাও পাওয়াইতেছ। ১৫। যেহেতু হরি শব্দে সিংহ স্বরূপ ও রতিকর্ম্মে মহাপ্রবলভাব মুখিত হয়। ১৬। অতএব এই প্রকার প্রিয়জন বিরহে প্রতিক্ষণ কল্পকোটি বলিয়া মনে হয়। আমি কেমন করিয়া যাপন করিব তাহা বিচার কর। ইহাই এই ষোড়শ নামের অভিপ্রায়। তাহার পর চুম্বক স্বরূপ এই নাম দ্বারা লৌহের ন্যায় আকৃষ্ট মিলিত হইয়া যেন তোমাতে পরমানন্দ লাভ করি। নিজের সখীগণের এবং তাহার পরিবার বর্গের ঐ প্রকার ভাব সাধকের ইচ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন। ১৭। ইতি শ্রীহরি নামার্থরত্ন দীপিকা।

'হ' কারে ললিতা "রে" কারে শ্রীদাম, 'কৃ'কারে বিশাখা 'ষ্ণ' কারে সুদাম। ১। 'হ'কারে সুচিত্রা 'রে'কারে বসুদাম,'কৃ'কারে চম্পকলতা 'ষ্ণ'কারে কিঙ্কিণী। ২। তুঙ্গবিদ্যা 'কৃ'কারে ও 'ষ্ণ'কারে সুবল। ইন্দুলেখা 'কৃ'কারে তোককৃষ্ণ 'ষ্ণ'কারে। ৩। 'হ'কারে রঙ্গদেবী 'রে'কারে গোপ অর্জ্জুন, 'হ'কারে শশিরেখা রে'কারে বরূথপ। ৪। 'হ'কারে বসুদেবী 'রে'কারে উজ্জ্বল, 'রা'কারে হরিপ্রিয়া 'ম'কারে সুভানক। ৫। 'হ'কারে বিমলাদেবী 'রে'কারে বৃষভ, 'রা'কারে পালিকা 'ম'কারে বিমল। ৬। 'রা'কারে মঞ্জুরী 'ম'কারে দেবপ্রথ, 'ক'কারে মধুমতীদেবী 'ম'কারে মহাবল। ৭। হকারে শ্যামলা 'রে'কারে মহাবাহু হকারে মঙ্গলাদেবী রেকারে সুমেধা। ৮। এইরূপ হরিনাম গোপ ও গোপনায়িকা ছবি নামানুসারিগণের কুঞ্জকুটীরের অন্তসংস্থান। ৯। ইতি শ্রীদামগোস্বামী বিরচিত।

(৩)

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য ও মনঃ হরণ করেন এজন্য তিনি হরি। ১। আনন্দই যাঁহার কেবল সুখ শ্রীমান শ্যামকলেবর কমল-লোচন গোকুলানন্দ সেই নন্দনন্দনই কৃষ্ণ। ২। বিদ্যার সর্ব্বস্বরূপিনী লীলায় দেবী শ্রীরাধা তাঁহাকে নিত্য রমণ করেন বলিয়া তিনি রাম। ৩। অজ্ঞান এবং তৎ কার্য্য সংসার বিনাশ জন্য মহাত্মাগণ সুখাত্মা শ্যামকিশোর মূর্ত্তি রাধিকারমণকে নিত্য স্মরণ করেন॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের এই নামগুণাদি দেখিয়া রসিক কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় শান্ত, অনন্যচিত্ত শিষ্যকে দয়া করিয়া এই নাম প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। ৫। যোগিগণ সত্যানন্দ স্বরূপ অনন্তে রমণ করেন,ইহা এই রাম পদ হইতেই পরব্রহ্ম অভি-হিত হয়।৬। কৃষি ভূবাচক ন শব্দ নির্বৃতি বাচক এবং এই দুই পদের একত্বই কৃষ্ণ এবং এই কৃষ্ণ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন। ৭। আহ্লাদ স্বরূপিনী হরা শ্রীকৃষ্ণের মনঃ আকর্ষণ করিয়া হরণ করেন এই হেতু তিনি রাধা নামে কীর্ত্তিতা হন। ৮। রামাদিতে প্রেম সুখাদি দ্বারা যিনি হরির মনঃ হরণ করেন সেই বৃষভানুসুতা রাধাই হরা। ৯। ব্রহ্মা মহেন্দ্র বরুণ ও যমকে যিনি হরণ করেন তিনি হরি। ১০। ক্রমদীপিকায় চন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যে আমার ১০ নাম অপেক্ষা রাধার ১ বার নাম সৎ ও উত্তম। এই রাধা নাম যিনি সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন জানি না তাহার কি ফল হয়। ১১।

(৪)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জয়যুক্ত হউন। হরে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মনঃ হরণ করিতেছেন যে হরা,—রাধা তাহার সম্বোধনে হরে

। ১। কৃষ্ণ রাধার মনঃ আকর্ষণ করিতেছেন,তাহার সম্বোধনে কৃষ্ণ। ২। হরে অর্থাৎ কৃষ্ণের লোকলজ্জা ধৈর্য্যাদি সব হরণ করিতেছেন সেই হরা রাধা,তাহার সম্বোধনে হরে। ৩। কৃষ্ণ ও রাধার গুরুজনভয় লজ্জাদি আকর্ষণ করিয়া হরণকরিতেছেন, তাহার সম্বোধনে কৃষ্ণ। ৪। রাধা যেখানে যেখানে থাকেন বা যান সেখানে সেখানে তিনি দেখেন যেন কৃষ্ণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছেন ও কাঁচুলি আকর্ষণ করিয়া হরণ করিতেছেন, তাহার সম্বোধনে কৃষ্ণ। ৫। কৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া বলপূর্ব্বক মনঃ আকর্ষণ করিতেছেন,তাহার সম্বোধনে কৃষ্ণ। ৬। হরে অর্থাৎ যেখানেই কৃষ্ণ যান বা থাকেন রাধা তাঁহার সম্মুখে পার্শ্বে ও সর্ব্বত্র রহিয়াছেন তাহা দেখেন, তাহার সম্বোধনে হরে। ৭। হরে পুনরায় সেই কৃষ্ণকে স্বস্থান হইতে হরণ করিয়া অভিসার করাইতেছেন সেই জন্ত তিনি হরা রাধা, তাহার সম্বোধনে হরে। ৮। হরে অর্থাৎ কৃষ্ণকে বনে আগমন করাইতেছেন, তাহার সম্বোধনে হরে। ৯। রাম নর্ম্মনিরীক্ষণাদি দ্বারা তাঁহাকে রমণ করিতেছেন তাহার সম্বোধনে রাম। ১০। হরে অর্থাৎ তাৎকালিক কৃষ্ণের ধৈর্য্যলজ্জাদি হরণ করিতেছেন, তাহার সম্বোধনে হরে। ১১। রাম অর্থাৎ চুম্বন স্তনাকর্ষণ আলিঙ্গনাদির দ্বারা রমণ করিতেছেন, অতএব রাম। ১২। রাম অর্থাৎ তাঁহাকে পুরুষোচিত করিয়া রমণ করাইতেছেন তাহার সম্বোধনে রাম। ১৩। পুনরায় আবার তাঁহাতে রমন করিতেছেন অতএব রাম। ১৪। হরে অর্থাৎ রাসান্তে কৃষ্ণের মন হরণ করিয়া যাইতেছেন, তাহার সম্বোধনে হরে। ১৫। রাধার মন হরণ করিয়া যাইতেছেন হরি, তাহার সম্বোধনে হরে। ১৬।

মোহান্তের মহিমা

—○•○—

(শ্রীমথুরা মোহন চক্রবর্ত্তী-ভক্তিরত্ন)

আনন্দ-বর্ষায় নদীয়া নগর আজ বুঝি ভেসে যায়। ও কিসের কোলাহল? চল চল হুহুঙ্কার—প্রাণের মধ্যে উদ্বেগের দারুণ তাণ্ডব উল্লম্ফন,—গৃহ ছাড়িয়া নয়ন যুগল বাহিরের পথ পানে বিস্ফারিত—পদদ্বয় গৃহপ্রাঙ্গনে বিচারণে বিরত—হস্তদ্বয় সংসার কার্য্য হইতে অপসারিত—জিহ্বায় অবিরাম "জয় গৌর হরি" তুমুল ধ্বনি,—সঘন নিশ্বাসে "গৌর দয়া কর" বলে দীর্ঘ শ্বাস—"গৌর" নাম শুনিতে কর্ণ দ্বয়ের সতত স্পৃহা, নদীয়াবাসীর এভাব আজ কেন হইল? প্রিয় ভক্ত পাঠক! যদি তোমার মন কোন বিষয়ের জন্য তেমন চঞ্চলিত হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে পার উৎকণ্ঠার কেমন দুর্দ্দমনীয় শক্তি।

ব্রজবালাকুল, শ্রীনন্দ-নন্দন-দর্শনসময়ে আত্মহারা হইতেন। তাঁহাদের শত শত বাধা বিপত্তি এই দর্শন-লালসতায় সুদূরে পলায়ন করিত। গোপীগণ নিরাবিলভাবে তন্ময়ী ভাবাপন্ন হইয়া প্রাণবল্লভ গোবিন্দকে দর্শন করিতেন। নদীয়াবাসী ভক্তগণ গোপীভাবানুগতা। সেমতে ইঁহারাও হৃদয়বল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ সন্দর্শনার্থ মহা আনন্দে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের অন্তরে বাহিরে শ্রীগৌরাঙ্গ বিরাজিত। গৌর নদীয়ায় নাই—গৌর, পুরুষোত্তমে কাশীমিশ্র গম্ভীরায় নীরবে নির্জ্জনে স্থূলদৃষ্টিতে ভক্তজনাগমনাকাঙ্ক্ষী। গৌরাঙ্গ যাঁহাকে অনুগত জানিয়া কৃপাপাশে আকর্ষণ করেন তাঁহার দশা এমতই হইয়া থাকে। যাঁহাকে জানান সেই জানে, আর তার জানে,—জানে। নদীয়াবাসী ভক্তগণ আজ গৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে শ্রীক্ষেত্রে রওনা হইয়াছেন।

নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, কুলীন গ্রামবাসী, খণ্ডবাসী প্রভৃতি সকলেই নবদ্বীপে সম্মিলিত হইলেন। এদিকে শ্রীনিবাস তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও পত্নী মালিনীঠাকুরাণী, অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী, শিবানন্দ সেন তাঁহার তিন পুত্র ও পত্নী, রাঘবপণ্ডিত, দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি প্রভৃতি দুই তিন শত গৌরভক্ত, প্রাণানন্দে "গৌর" বলে নেচে নেচে গৌরপ্রাণ গৌরকে সমর্পণ করিয়া গৌরদর্শনে যাত্রা করিলেন।

মোহান্ত শিবানন্দ, উড়িষ্যার পথঘাট বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাসাঘর—আহারাদির সংস্থান প্রভৃতি পথের পরিচালনা মোহান্ত শিবানন্দ সতত সম্পাদন করিতেন। জানি না গৌরের কি ইচ্ছা! একদিন পথে যাত্রীগণ সকলেই একটী বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেছেন, আহারাদির সময় অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু শিবানন্দ একাএকি না জানি কোথায় বিশ্রাম করিতেছেন। আজ আহার বা বাসাঘরের কিছুই স্থির হয় নাই।

শ্রীভগবানের ক্রিয়া, কলাপ, ঈঙ্গিত, মায়িক মানুষের বুদ্ধির বাহির। যিনি অক্রোধ পরমানন্দ,যাঁহার নাম নিত্যানন্দ যিনি মাধাইর কলসীর কান্দার আঘাতে রক্তাক্ত মস্তকে

বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্ব জনমের মোর যত পুণ্য আছে। সকলি দিলাম আমি ছ'ভায়ের পাছে"। এমন পরম দয়াল শ্রীনিতাইর হঠাৎ ক্রোধোদয় হইল। নিত্যানন্দ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"তিন পুত্র মরুক শিবার এবেও না আইল।
ভোখে মরি গেলু মোরে বাসা না দেখাইল॥"

ভগবানের ক্রোধ ও তদীয় অভিসম্পাত শ্রবণে মোহান্ত শিবানন্দের পত্নী শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন কি কুক্ষণে গৌর-দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম, না জানি কি অপরাধে আজ প্রাণের প্রাণ পুত্র-রত্ন-ত্রয়কে ভগবদ্ অভিসম্পাতে হারাইলাম। মোহান্ত-পত্নী ধৈর্য্য হারা হইলেন। এমন সময় শিবানন্দ সমাগত হইলেন। আসিবামাত্র শ্রবণ করিলেন, নিত্যানন্দ-অভিশাপে পুত্রত্রয়ের আয়ুক্ষয়িত হইয়াছে। স্ত্রী বনদগ্ধা হরিণীর মত চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ছটফট করিতেছেন। মোহান্ত শিবানন্দের মন, পাপতাপ-কলুষিত পার্থিক জগতের অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। তখন পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া সহস্য বদনে বলিতে লাগিলেন—

"বাউলি! কেন মরিস কান্দিয়া।
মরুক তিন পুত্র মোর তাঁর বালাই লঞা॥"

ইহাই শেষ নহে। শিবানন্দ অতি ব্যগ্রচিত্তে নিত্যানন্দ-প্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত মাত্র—

"উঠি তারে লাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ।"

শারীরিক, মানসিক, লাঞ্ছনা—অবমাননা ক্রোধোদ্দীপন কারণ, ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? কিন্তু শিবানন্দ ধীর পাষাণবৎ। শিবানন্দ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ধৈর্য্য শিক্ষা হইতে বৈষ্ণবের বিশেষতঃ গৌরভক্তের উচ্চাঙ্গের শিক্ষা আর অতি অল্প আছে।

শিবানন্দ তাঁড়াতাড়ি বাসা ঘর স্থির করিয়া নিত্যানন্দ যুগল চরণ ধারণ করতঃ, বাসাঘরে লইয়া গিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করতঃ, গললগ্নীকৃতবাসে নিত্যানন্দকে নিবেদন করিলেন—

"আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যৈছে অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা॥
শাস্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা॥
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি সফল হৈল মোর জন্ম কুল কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি অর্থ কাম মর্ম্ম॥"

নিত্যানন্দ প্রভু তখন কি করিলেন;—

শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥

হা হা শিবানন্দ! তুমি আমার শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমোহান্ত। ধন্য, মোহন্তের ধন্য মহিমা!! তোমার চরণে কোটি প্রণিপাত।

নদীয়া-যুগল মাধুরী।

(শ্রীপাদ নৃত্যগোপাল গোস্বামী)

আহা মরি মরি! কিবা অপরূপ, প্রিয়াজি গৌরাঙ্গ সঙ্গে।
হেরে প্রাণ মন, জীবন জুড়াল, পুলক পুরিল অঙ্গে॥
চাঁচর চিকুর, মরি কি মধুর, আকর্ণ লোচন তায়।
রতিপতি ভুলে, সেরূপ হেরিলে, তুলনা দিব বা কায়॥
সনাতন সুতা, সর্ব্বগুণযুক্তা, রূপের নাহিক ওর।
বারেক হেরিলে, আঁখি নাহি ফিরে, রূপেতে করয়ে ভোর॥
অমিয়া ছানিয়া, বুঝি নিরমিল, এরূপ দুখানি বিধি।
হেন মনে লয়, বিকায়ে চরণে, রূপ হেরি নিরবধি॥
যুগল মাধুরি, হেরিতে হেরিতে, অবশ এদেহ ভেল।
জানি না কিমতে, এরূপ দুখানি, হিয়ায় পশিয়া গেল॥
রূপ নেহারিয়া, আশা না মিটিল, বাড়িল দরশ আশ।
যুগল চরণে, করিছে মিনতি, করগো দাসের দাস॥

এ,—কে?

(শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি)

জাহ্নবীর তীরে ফিরে "হেম কিরণিয়া।"
রূপের ছটায় দীপ্ত, সকল নদীয়া॥
আজানু লম্বিত বাহু হেম দণ্ড সম।
ঊর্দ্ধে তুলি হরি বলে হেম কান্তি কম॥
আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি, অরুণ বরণ।
মনির মঞ্জীরে শোভে রাতুল চরণ॥

সোণার বরণ তনু, অনঙ্গ মোহন।
শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য কিবা,—অপূর্ব্ব শোভন॥
অপরূপ রূপ গোরা, বলিহারি যাই।
মানুষে এমন রূপ, কভু দেখি নাই॥
প্রেমের চাহনি দিয়া, বাঁধিল আমাকে।
বল বল, প্রাণ সখে! নদীয়ায় এঁ,—কে?॥

শ্রীরাধার ঋণ শোধ,—প্রতিবাদ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পত্রিকা পরম রম্য। এই শ্রীপত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজী গত আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় "৺অজিত নাথ ন্যায়রত্ন ও শ্রীগৌরাঙ্গ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "রাধা ঋণ শোধের লাগি গৌরলীলা ইত্যাদি কথা বাউল দলের রস বোধ বিহীন পদকর্ত্তা পয়ারকর্ত্তাগণের মনঃ কল্পিত কথা।"

আমি অধম ভিক্ষালব্ধ অর্থে শ্রীশ্রীকীর্ত্তন অষ্ট কালাষ্টমিলন গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছি। ঐ বৃহৎ গ্রন্থে অনেক মহাজনী পদ আছে। তাহাতে নিশাকালোচিত নিবেদনে নিম্নের দুইটী পদ দিয়াছি—

১। কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলি চরাই আমি।
রাখালিয়া মতি, কি জানি পিরীতি, প্রেমের পশরা তুমি॥
জগতে কাহার, নাহই অধীন, জগতে কাহার না ধারি।
প্রেমধন মোরে, দিয়াছ কিশোরি, তাহারে শোধিতে নারি॥
তুমি মহাজন, যে কর ভৎসর্ন, সুধা সম মোহে লাগে।
মোর নাগরালী, বাড়ালে কিশোরি, পিরীতি রভস আগে॥
তোমার ঋণ সে, শোধিতে নারিলাম, প্রেম অনুরাগ বিনে।
কান্ত কহে কানু, গৌরাঙ্গ হইলে, খালাস পাইবে ঋণে॥

২। ত্যজি কাল বরণ, করিব ধারণ, তোমার অঙ্গের কান্তি।
তুয়া নাম লৈয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, অশ্রু জলে হব শ্রান্তি॥
মিলি ভক্তগণ, করিব কীর্ত্তন, রাধা রাধা ধ্বনি করি।
খেণে খেণে মূর্চ্ছা, হইব কখন, অচেতনে রব পড়ি॥
ভেবে তব ভাব, হবে প্রেম ভাব, স্বভাব ছাড়িবে দেহ।
ত্যজি বংশীধর, হইব দণ্ডধর, রাখিতে নারিবে কেহ॥
অমূল্যরতন, তব প্রেমধন, অযাচকে দিব আনি।
বীরচন্দ্র কহে, তবে সে খালাস, নতুবা প্রেমের ঋণি॥

১ম পদের পদকর্ত্তা শ্রীকান্তসেন,—ইনি সেন শিবানন্দের ভাগিনা। ২য় পদের রচয়িতা শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভু ইনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা রসবোধহীন পদকর্ত্তা বা বাউল নহেন। অতএব বাবাজী মহাশয় কেন যে ঐরূপ লিখিয়াছেন জানি না। ঐ দুইপদ ছাড়া ঋণ শোধের আরও পদ আছে।

গোপীচরণ দাস বৈষ্ণব—রাজবাড়ী শ্রীহট্ট।

শ্রীএকাদশী তিথিতে বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধকর্ম্ম নিষিদ্ধ,—তাহার ব্যবস্থা।

একাদশীব্রতদিনে প্রাপ্তং শ্রাদ্ধং পরদিনে কার্য্যং একাদশ্যাং যদারাম। শ্রাদ্ধং নৈমিত্তকং ভবেৎ তদ্দিনং পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেদিতি শ্রীহরিভক্তি বিলাসে দ্ধৃত পাদ্মপুষ্করে খণ্ডবচন চোদনায়াঃ।

ত্রয়োস্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতক ই তদ্দিনে নিষেধাচ্চ।

নচ বাচ্য দাদাশ্রাদ্ধস্যা শৌচান্তিম যত্র বিহিতত্বাৎ না ক্রমণাবকাশঃ ইতি এতস্যাপি শ্রাদ্ধভেদেষু নৈমিত্তিক শ্রবণাৎ। একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভ দিতি নৈমিত্তিকত্বে নৈবাদ্যশ্রাদ্ধস্যাপি ব্রতদিনে উৎসর্গা বাদন্যায়েন নিষেধ দার্ঢ্যাৎ।

৺পাচ সূতকাশৌচাদৌ সূতকাশৌচান্তরাপাতে তদন্তে শ্রাদ্ধং বিধীয়তে। ন তত্র বিধি লোপ সম্ভাবকাশঃ সূতকাশৌচান্তে ব্রতাপাতেপি ব্রত পর দিনে শ্রাদ্ধং বিধি মিতি নিগম মীমাংসা দৃশাৎ রাদ্ধান্তঃ।

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম
শ্রীবৃন্দাবন।

—:o:—

একখানি পত্র।

(ক্ষেত্র সন্ন্যাস এবং ধামাশ্রয় সম্বন্ধে)

সংখ্যাতীত দণ্ডবৎ নিবেদন—শ্রীচরণ সমীপ হইতে বিদায় ইয়া নিরাপদে আপদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। াসিবার সময় কৃপা করিয়া একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া েলেন—"ক্ষেত্র সন্ন্যাস" ও "ধামাশ্রয়ের" মধ্যে পার্থক্য কি? ৎকালে উত্তর দেই নাই, ধৃষ্টতা হইবে মনে করিয়া এখানে াসিয়া ভাবিলাম আজ্ঞালঙ্ঘনকৃত অপরাধ সঞ্চয় করিয়া াসিয়াছি। তাহাই শোধন করিবার প্রয়াসের অভিব্যক্তি ই পত্র—শ্রীমন্মাহাপ্রভুর লীলাচিন্তামণি এবিষয়ে যাহা দান করিতেছেন, তাহা আস্বাদন করিবার চেষ্টা করা ইতে পারে।

বিজয়া দশমীর দিনে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল হইতে যাত্রা রিয়াছেন; বাসনা, গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন— ত্রোৎপলা নদী পার হইয়া আসিয়াছেন;—তবু প্রিয় ভক্তগণ ছাড়িতেছেন না। শ্রীগদাধরপণ্ডিতও পুরী ছাড়িয়া াসিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন—

গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
"ক্ষেত্রে সন্ন্যাস না ছাড়িহ" প্রভু নিষেধিলা॥
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রে সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥

বুঝিতে হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যেখানেই থাকুন েইখানেই থাকিবার প্রাণের টান্—পুরী ক্ষেত্র বলিয়া ছু নহে—কেবল ব্রত মাত্র—প্রাণের কিছু নাই। ইহা ৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের একটী অঙ্গ বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত। আর াশ্রয়?—শ্রীমন্মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেছেন—শ্রীরাধা- ী প্রভাসে আসিয়াছেন, সপরিকরে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লীলা- মহাভাবময়ীর মহাভাব তরঙ্গে ত্রিলোক মুগ্ধ হইতেছে; সাগরে মিলনোদ্যতা রুদ্ধপ্রবাহিনী বিপুলা স্রোতস্বতী াবেশে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নানা চিত্রবিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে ভাবের মহা মহীয়সী লীলা প্রকটিতা। মহাভাবময়ী সুদীপ্ত ত্বক স্তম্ভভাবগ্রস্তা; শ্রীকৃষ্ণ এইবার অবসর পাইয়াছেন। দেশ দিতেছেন—ধ্যান কর,—আমাকে পাইবে, বিরহ হবে না। আর যদি তাহাও না পার এবং আমার বিরহও করিতে না পার, তবে এই দ্বারকায় আমার সহিত একত্রে বিহার কর। শ্রীমন্মহাপ্রভু এক্ষণে বৃষভানুকুমারী ভাবে বলিতেছেন—

অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার সত্য কৃপা মানি।
প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন তাঁহা তোমার সঙ্গম
না পাইলে না রহে জীবন।

ক্ষণেকের তরেও বৃন্দাবন পাসরিতে পারি না—বৃন্দাবন ব্যতিরেকে আমার মনের কোন সত্তা নাই—আর বৃন্দাবন ছাড়া তোমাকে আর কোথায়ও মনে চেষ্টা করিয়া আনিতে পারিব না। আমার মন, তুমি আর বৃন্দাবন এমনি মিশামিশি হইয়া গিয়াছে যে একটী হইতে আর একটী পৃথক করিতে পারি না। বৃন্দাবন ছাড়িয়া তুমি দেখিতে কেমন, তাহা আমার মনের ধারণায় আইসে না, আমি বুঝিতেই পারি না—ভাবিতেই পারি না।

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ
ব্রজজনের কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥
তুমি ব্রজের জীবন তুমি ব্রজের প্রাণধন
তুমি এ ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ॥

প্রাণনাথ! তুমি ব্রজে আইস, আমারা ব্রজ ছাড়া হইয়া তোমার নিকট থাকিতে পারিব না। তোমা বিনা আমরা মৃতকল্পা,—তবু ব্রজ ছাড়িতে পারিব না। আইস তুমি শ্রীযমুনার তটস্থিত বিহগ-কাকলী-মুখরিত চিত্রবিচিত্র ফুলরাজি সুশোভিত নিভৃত নিকুঞ্জে আইস, তুমি আমার প্রাণসখা, সখীগণের মধ্যস্থলে নিভৃত নিকুঞ্জ-মন্দিরে শোভমান হও। সেইখানে তুমি মদনমোহন—সেইখানে তুমি আস্বাদনের বস্তু—এখানে নয়। এত হাতি ঘোড়া ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে রূপ, সে রস, সে বৈচিত্র্য, সে বৈদগ্ধি,—তোমার পাগল করা সেই হাসি,—মনমাতান বাঁশীর রব, সেই সর্ব্ববিস্মরণকারী তোমার লীলাবিলাস ফুটিয়া উঠিবে না। এখানে তুমি আমা-

মনের বস্তু নও; আইস, ওহে নলিনসুন্দর চিরবাঞ্ছিত, আমার সেই বৃন্দাবন-নিকুঞ্জভবনে। কি অদ্ভুত! যাহার জন্য প্রাণ যায়, তাহাকেও ছাড়িয়া শ্রীগোপাঙ্গনাগণ ব্রজে চলিলেন—!!! সাদৃশ রসবোধহীন ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ইহাকেই বলে ধাগাশ্রয়—কেমন তাই নয় কি? হা বৃন্দাবন-নাগরেন্দ্র! হা বৃন্দাবনেশ্বরি রসিকাশিরোমণি! কবে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া আপনি স্থান দিবে আশীর্ব্বাদ করুণ যেন এই কথা সরল প্রাণে ডাকিয়া বলিতে পারি।

সেবক—নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শেষ কথা,—

(তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি ও শিষ্যবর্গের প্রতি,)

আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সর্ব্বশেষে লৌকিকী লীলা সাঙ্গ করেন। তিনি দীর্ঘায়ু মহাপুরুষ ছিলেন। ১২৫ বৎসর কাল এই ধরাধামে অনন্তলীলারঙ্গ করিয়া তিনি লোকচক্ষের অগোচর হন (১)। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অন্তর্দ্ধানে সম্বন্ধে প্রাচীন প্রামাণিক শ্রীগ্রন্থ অদ্বৈত প্রকাশে গ্রন্থকার শ্রীঈশান নাগর (২) কি বলিতেছেন শুনুন,—

এবে শুন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অন্তর্দ্ধান।
যে কথা লিখিতে মোর ফাটয়ে পরাণ॥
একদিন প্রভুর হৈল মহাভাবাবেশ।
কাঁহা নিমাই বলি বুলে করিয়া উদ্দেশ॥
বহুক্ষণে আচার্য্যের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল।
তবে নিজপ্রিয় পুত্রগণে বোলাইল॥

প্রিয়তম পুত্রগণে নিকটে ডাকিয়া তিনি কি বলিলেন শুনুন,—

প্রভু কহে "মোর দুঃখ শুন বৎসগণ।
মোর দুষ্টগণে করে গৌরাঙ্গনিন্দন॥
ইহা মোর পরাণে নাহিক সহ্য হয়।
তার প্রায়শ্চিত্তে দেহ ত্যজিমু নিশ্চয়॥
অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্তগণে।
মোর আজ্ঞা জানাইয়া আনহ এখানে॥"

এই কথা বলিয়াই গৌর-আনা-গোসাঞি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু তখন সর্ব্ব গৌরভক্ত স্থানে পত্রীদ্বারা এই বিষম সংবাদ প্রচার করিলেন। পত্রী পাইয়া যাঁহারা শান্তিপুর ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাদের নাম শ্রীগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যথা,—

প্রভুর আজ্ঞাপাতি পাঞা প্রভুবীরচন্দ্র।
শান্তিপুরে আসিলেন লঞা ভক্তবৃন্দ॥
"অম্বিকা হইতে আইলা পণ্ডিত গৌরীদাস।
নবদ্বীপের ভক্ত যত আইলা প্রভুর পাশ॥
ভক্তগণ লঞা আইলা সরকার ঠাকুর।
পণ্ডিত প্রবর আইলা কবিকর্ণপুর॥
শ্যামাদাস বিষ্ণুদাস শ্রীযদুনন্দন।
আর যত অদ্বৈতের প্রিয় শিষ্যগণ॥
শান্তিপুরে আসি সভে প্রভুর চরণে।
অষ্ট অঙ্গে প্রণমিয়া করিলা স্তবনে॥

তখন গৌর-আনা-গোসাঞি আমাদের প্রেমানন্দে বিভোর করিয়া প্রেমাশ্রুসিক্ত লোচনে সর্ব্ব ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া কি বলিলেন শুনুন,—

প্রভু কহে "তোমরা সভে মোর প্রিয়তম।
মোর এক বাক্য সত্য করিহ পালন॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম্ম।
যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্ম্ম॥
শ্রীগৌরাঙ্গদ্বেষী যত পাষণ্ডী অসভ্য।
তা সভার সঙ্গ ত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য॥
এবে তোরা সভে করি গৌর-সংকীর্ত্তন।
মোর চির-মনবাঞ্ছা করহ পূরণ॥"

---

(১) সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদলীলা কৈলা যথা ক্রমে॥ অদ্বৈত-প্রকাশ।

(২) ঈশান নাগর উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে ১৪১৪ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখা। ৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহাঁর বিধবা মাতা ঈশানকে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালক ঈশানের শিক্ষা দীক্ষা অদ্বৈতপ্রভুই সমাধান করেন। তিনি অদ্বৈতপ্রভুর লীলা সকল স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার রচিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ শ্রীগ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীগ্রন্থ ১০৯০ শকে অদ্বৈত-ঘরণী সীতাদেবীর আদেশে লিখিত হয়। ৭০ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ তাঁহার গুরুপত্নী সীতাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন। ইহার বংশ অদ্যাপিও

গৌর আনা-গোসাঞি গৌরকীর্ত্তনের আদি পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত গৌরকীর্ত্তনের আদি পদটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটাবস্থায় নীলাচলে বসিয়া রচিত হয় এবং সেইখানেই মহাসংকীর্ত্তনে তাঁহার সম্মুখেই কীর্ত্তিত হয়। পদরত্নটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর।"
অদ্বৈতসিংহের এই শ্রীমুখের পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মত যে গৌরকীর্ত্তন-রসে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার শেষ বাক্য। তাঁহার পুত্রগণকে তিনি যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে অতি সুস্পষ্ট কথায় গৌরকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইল না কি? যাউক এসকল কথা পরে বলিব। তাহার পর কি হৈল তাহা শুনুন,—

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত গৌর-কীর্ত্তনের প্রাধান্য-বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু প্রমুখ উপস্থিত অদ্বৈত-তনয়গণ এবং শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু প্রমুখ গৌরভক্তগণ "গৌর-নাম-গুণ" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

শুনি সর্ব্ব ভক্তগণের প্রেম উপজিল।
গৌর-নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণমিশ্র গোপাল ঠাকুর।
প্রভু বীরচন্দ্র নরহরি রসপুর॥
গৌরীদাস পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
সাত জনে নৃত্য করে অতি মনোহর॥

তখন গৌর নাম-গুণ শ্রবণানন্দে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অতিবৃদ্ধ-গৌর-আনা-গোসাঞি আমাদের গৌর-কীর্ত্তনে নামিলেন।

গৌর-গুণ শুনি প্রভুর প্রেম উথলিল।
সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে আসি নাচিতে লাগিল॥
ক্রমে সঙ্কীর্ত্তন সিন্ধুর তরঙ্গ বাড়িলা।
মহাভাবে শ্রীঅদ্বৈত তাহাতে ডুবিলা॥
স্তম্ভ আদি রত্ন প্রভু সর্ব্বাঙ্গে পরিলা।
কাঁহা প্রাণগোরা বলি কান্দিতে লাগিলা॥
প্রভুর অদ্ভুত ভাব জীবে না সম্ভবে।
প্রভুরে ঘিরিয়া প্রেমে কান্দে ভক্ত সবে॥

তবে প্রভু কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ।
কদম্ব কুসুম সম হৈল তান অঙ্গ॥
হঠাৎ মদন গোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হৈলা॥

গৌরনাম-গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই গৌর-আনা-গোসাঞির গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি হইল। একথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—

"তবে প্রভু কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ"।

গৌর-কৃষ্ণ অভেদ তত্ত্ব বুঝাইতেই গৌর-আনা-গোসাঞি গৌরকীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরাঙ্গ নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার অভিন্ন গৌরাঙ্গ-মদনমোহনের সহিত মিলিত হইলেন। এক্ষণে প্রশ্ন গৌর-আনা-গোসাঞিটিকেও কি গৌরবাদী বলিতে হইবে? কারণ তিনি কৃষ্ণ কি হরিনাম করিয়া দেহত্যাগ করিলেন না!

গৌর-আনা-গোসাঞির শেষ কথা তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ও উপস্থিত গৌরভক্তগণের প্রতি,—

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম্ম।
যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্ম্ম॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সকলকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—"কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ ভজন কর, কৃষ্ণ কীর্ত্তন কর", কারণ তিনি কলির প্রচ্ছন্ন অবতার,—আপনাকে লুকাইতে সতত ব্যগ্র। তিনি শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন,—

প্রভুবলে—"তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে কেন তারে কবহ বিদিত॥" চৈঃ ভাঃ

কলিযুগাবতার সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমার তাঁহার অভিন্ন কলেবর আর দুই প্রভুকে তাঁহার নাম-গুণ-ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীনিতাইচাঁদ কি করিতেন ও করাইতেন তাহা একটিবার শুনুন,—

"নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ। চৈঃ ভাঃ

আর কি করিতেন তাহাও শুনুন,—

নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
মোর প্রভু নিমাইপণ্ডিত নদীয়ার॥
+ + + +
অহর্নিশ লওয়ান ঠাকুর নিত্যানন্দ।
বোল ভাই সব মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি,—

সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপনেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য॥ ঐ

তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেও গৌরবাদী বলিতে হইবে নাকি?

শ্রীবাসপণ্ডিত পঞ্চতত্ত্বের এক তত্ত্ব। তাঁহার গৌরৈকনিষ্ঠতা অদ্ভুত,—অপূর্ব্ব। তিনি এবং তাঁহার তিন ভ্রাতা এবং তাঁহার পরিবারবর্গ গৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য দেব দেবী জানিতেন না—"গৌরচন্দ্র বিনা না জানে দেবী দেবা"। তবে কি তিনিও গৌরাবাদী?

শ্রীরাধাশক্তি গদাধরপণ্ডিত প্রভুকে একেবারে বলিয়া বসিলেন—

"কোটি গোপীনাথ সেবা তৎপদ দর্শন"।

ইনিও কি তবে গৌরবাদী? শ্রীঅদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ গৌর ভিন্ন কিছু জানিতেন না। আর তাঁহার এই মতই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর মতে "সার" মত।

"অচ্যুতের যেই মত সেই মতই সার"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কিরূপ ভজন ছিল, তাহা গৌরভক্তমাত্রেই জানেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, তিনি,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,

সনাতন কহে "কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥" চৈঃ চঃ

পূজ্যপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও প্রভুকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন,—

রঘুনাথ কহে "আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাঢ়িল আমায় এই আমি জানি॥" চৈঃ চঃ

পূজ্যপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর গৌর-কৃষ্ণ অভেদ তত্ত্ব জানিয়াই লিখিয়াছিলেন,—

অগণ্যগণ্য মহাপুণ্য মনন্য শরণং হরে।
অনুপাসিত চৈতন্য মধন্যং মন্যতে মতিঃ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্য চরিত্র শুণ শ্রদ্ধাভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণব শাস্ত্র কহে এই মর্ম্ম॥"

এক্ষণে প্রশ্ন এই সকল মহাজনগণ কি সকলেই গৌরাবাদী? পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহান্ত মহাজনগণ বা গোস্বামীপাদগণ কৈ ইঁহাদিগকে গৌরবাদী বলিয়া ত কটাক্ষ করেন নাই। এক্ষণে শুনিয়া মনে বড় কষ্ট পাই, এরূপ একনিষ্ঠ গৌরভক্তের উপর এক দল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধু এবং কয়েকটি গোস্বামীপাদ মধ্যে মধ্যে কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া মহা অপরাধ অর্জ্জন করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলিতে চাহেন, প্রকাশ্যে আলোচনা করিলে বড় ভাল হয়। "গৌরবাদী" কথাটার উৎপত্তি ও ইহার আমূল বৃত্তান্ত সম্যক আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। ভাগ্যে থাকেত এবং শ্রীপ্রভুর ইচ্ছা হয় ত ইহার সম্যক আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল। জয় গৌর।

দীন হরিদাস গোস্বামী।

যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন।

(শ্রীপাদ হরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাদি পক্ষ। তোমার শ্যামও বিষ্ণু, গৌরও বিষ্ণু, রক্ত ও শুক্লও বিষ্ণু। তোমার এক যুগের মন্ত্রের দ্বারা অন্য যুগাবতারের পূজা করিতে বাধা কি? ইহার শাস্ত্র শাসন বল, যুক্তি চাই না।

উত্তর। শ্রীএকাদশে,—

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্। শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥

অত্র স্বামী চরণাঃ। যুগানুরূপাভ্যাং "নাম" "রূপা"ভ্যাং অর্থাৎ যে যুগে ভগবান হরি যে নাম (মন্ত্র) ও যে রূপ—বর্ণ (ধ্যান)বিশিষ্ট হন, সেই যুগের মানবেরা সেই নামের দ্বারা (মন্ত্রের দ্বারা) ও সেইরূপে (ধ্যানে) তাঁহাকে উপাসনা করিবে। এই শ্লোকের ইজ্যতে যজে রূপং, পূর্ব্ববৎ দীক্ষিতস্যাপি বিষয়ং।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও মন্ত্রাদি সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন "শ্রীগোপালই এক মাত্র উপাস্য"। সুতরাং শ্রীগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীগোপাল উপাসনাই অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিমতে শ্রীগোপাল সেবাই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য। এখন বিশেষ কথা এই সত্যযুগে জীবের (মানবের) নাম ছিল "পরমহংস"। শ্রীগোপাল ছিলেন শ্বেতবর্ণ, মন্ত্র ছিল প্রণব, অভিধেয় ছিল ধ্যানপ্রধান, শাস্ত্র ছিল শ্রুতি। ত্রেতাযুগে জীবের নাম ছিল দ্বিজ, অর্থাৎ বেদবিধিমতে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, মন্ত্র ছিল প্রণবপুটিত "গায়ত্রী," শ্রীগোপাল ছিলেন রক্তবর্ণ, শ্রীসূর্য্যদেবের মধ্যবর্ত্তী শ্রীশ্যামসুন্দর নারায়ণ মূর্ত্তি। অভিধেয় ছিল ধ্যান ও যজ্ঞ (অর্থাৎ আহুতি ও যপ) প্রধান। শাস্ত্র ছিল বেদ। সত্য ও ত্রেতা এই যুগদ্বয়কে যুগ যুগ কহে, অর্থাৎ একরূপ পালনাদি দুই যুগেই। এই দুই যুগে শ্রীগোপাল ভূলোকে প্রকটাবতার হন নাই। পরে দ্বাপর যুগে জীবের নাম হইল সাধারণ, অর্থাৎ দ্বিজ ও অদ্বিজ সকলেই তন্ত্র মতে দীক্ষিত হইয়া উপাসনা করিতে পারিতেন। অথবা যথা-সম্ভব কেহ বা বেদ মতে, কেহ বা তন্ত্র মতে দীক্ষিত হইয়া শ্রীগোপালকে উপাসনা করিতে পারিতেন। শ্রীগোপাল ছিলেন শ্যামবর্ণ, মন্ত্র ছিল প্রণবপুটিত গায়ত্রি এবং অষ্টা-দশাক্ষরাদি তাপনীশ্রুত্যুক্ত শ্রীগোপাল মন্ত্র। শাস্ত্র ছিল বেদ ও তন্ত্র। যথা শ্রীএকাদশে "দ্বাপরে বেদতন্ত্রাভ্যাং"। অভিধেয় ছিল ধ্যান, যজ্ঞ ও পরিচর্য্যা প্রধান; দ্বাপর যুগে যুগাবতার শ্রীবাসুদেব, শ্যামবর্ণ।

পরে কলি যুগে জীবের নাম হইল সর্ব্বসাধারণ, অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছাদি জীবমাত্রেই এই যুগে শ্রীগোপালের উপাসনা করিতে পারিবেক। এই যুগে শ্রীগোপাল পীতাবৃত শ্যামবর্ণ অর্থাৎ পূর্ব্ব যুগের (দ্বাপরের) শ্যামসুন্দরই পরাশক্তির ভাবকান্তি লইয়া যুগলরূপ ধারণ করিলেন। সুতরাং মন্ত্র হইল "শ্রীরাধা ও শ্রীগোপালের মিলিত মন্ত্র"। চতুরক্ষরাদি,—যাহাকে সাধারণে যুগল মন্ত্র বলে এবং এই মন্ত্রকে "গৌর-গোপাল" বলে। ধ্যান হইল "কলায় কুসুমশ্যামং দ্রুত হেমপ্রভং ভুবা" ইত্যাদি গৌতম-তন্ত্রোক্ত। অভিধেয় হইল ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা এবং কীর্ত্তনপ্রধান। শাস্ত্র হইল তন্ত্র। যথা শ্রীএকাদশে—"নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু"। কলিযুগে যুগাবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ পীতবর্ণ।

বাদি পক্ষ। তোমার শ্রীমদ্ভাগবতেই লিখিত আছে "কলিযুগে অকৃষ্ণ বর্ণ"। ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন স্বামিপাদ "ইন্দ্রনীলমণিবৎ" অর্থাৎ কলিতে শ্রীগোপালদেব শ্যামবর্ণ। তোমার পীতাবৃত শ্যাম কিসে আসিল?

উত্তর। যদি কলির শ্রীগোপাল শ্যামবর্ণ হইলেন তবে ইন্দ্রমণিবৎ অথবা নীলমণিবৎ একটি বলিলেই চলিত। ইন্দ্র নীলমণিব দুইটির উল্লেখ করিলেন কেন? এখন শ্রবণ কর ইন্দ্র নীলমণিই একটি পৃথক মণি যথা গারুড়ের মণি পরীক্ষণ বিষয়ে,—

যস্য মধ্যগতা ভাতি নীলস্যেন্দ্রায়ুধ প্রভা।
তদিন্দ্রনীলমিত্যাহুঃ মহার্ঘং ভুবি দুর্ল্লভং ॥

যাহার মধ্যে নীলবর্ণ বাহিরে ইন্দ্রধনুর প্রভা তাহার নাম ইন্দ্রনীলমণি। "অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ পীতঃ" এই জন্য।

এক্ষণে 'গৌর" শব্দের অর্থ শুন। পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এই কলিযুগে যাহাকে তাহাকে অযাচিতভাবে শ্রীনাম প্রদানে উদ্ধার করিয়াছেন; অতএব "গৌর" শব্দ নিরুক্তি এই,—

গা+আ+অ+উ+র এই পাঁচটি বর্ণে গৌর হইয়াছেন।
অকারো ভগবান বিষ্ণুঃ আকারো রাধিকা বরা।
উকারঃ কাম রূপোঽয়ং রেফস্তু দানমুচ্যতে।
গাকারো হরিনামাখ্যং গীতমিত্যর্থ বাচকং।
প্রেম্না শ্রীরাধয়া কৃষ্ণঃ সংগীতং হরিনামকং।
যস্মৈ যস্মৈ প্ররাতীতি স গৌরো গদিতো বুধৈঃ।

অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমাবেশে মিলিত হইয়া হরিনামাখ্য যে সঙ্গীত যাকে তাকে বিতরণ করিয়াছেন যিনি, তাঁহার নাম "গৌর"।

এই যে নাম সংকীর্ত্তন ইহা যুগধর্ম্ম,—মুখ্য ধর্ম্ম নহে, মুখ্য ধর্ম্ম রস রসন। এই রস রসন সত্যযুগের আদিতে শ্রীব্রহ্মা হইতে জীবলোকে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে— অদ্য পর্য্যন্ত তাহা সমভাবে সুরসিক জীবগণ রসন করিতে-ছেন। যিনি যে যুগের লোক, তিনি সেই যুগাবতারকে যজন করিয়া তাঁহারই লীলা নাম গুণ রস রসন করিতে হইবে।

রূপোন্মাদ।

"যতেক প্রকৃতি দেখে মদন মোহন।"
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

(শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি)

ও কে যাইতেছে পথে ?
কুঞ্চিত চিক্কণ কেশ নবীন মোহন বেশ
সঙ্গী ক'টি চলিতেছে সাথে।
কৃষ্ণপ্রান্ত সুবসন পরিয়াছে সুচিক্কণ,
পাণিতোলা বেঁধেছে কটিতে।
সুপীত সে পাণিতোল নহে অঙ্গ সমতুল,
বর্ণহীন লাগিছে দেখিতে।

ও তাঁর লাবণ্য ঝরিছে সর্ব্ব গায়।
কি তাঁর নয়ন দু'টি। সে নয়নে কিবা দৃষ্টি!
হরে প্রাণ, যার পানে চায়।
হাসি হাসি কি বলিছে, কি জানি কি আলাপিছে,
কি সে ধ্বনি! কিবা মধু বরষিছে তায়!
সে হাস্যে দিক্ হাসিতেছে, দন্তশোভা বিকশিছে,
কি সুন্দর দন্ত পাতি!—মুকুতার ন্যায়।
পদভঙ্গি মনোহর, গমন কি সুমন্থর!
চলিতে দোলিছে দেহ, মাতঙ্গের প্রায়।
যেই দিকে যাইতেছে, কি জ্যোৎস্না ছড়াইছে!
মন প্রাণ হরিতেছে, কিরূপ ছটায়।

সই! বল কেবা সে মনমোহন ?
অবলা সরলা নারী ধৈরজ ধরিতে নারি,
কিরূপে গো সহচরি! করিব যাপন ?
কেন কেন প্রাণসখি! কেন হেন রূপ দেখি,
কেন ঝুরে দুটি আঁখি,—কেন গো এমন ?
কি হইল আমার! গুরু এই দেহ ভার
বহিতে না পারি আর,—একি দুর্ঘটন!

সই! হেরিয়া বদন তাঁর
মনে কিযে হইতেছে, দেহ কি যে করিতেছে,
কেন বুক কাঁপিতেছে,—কি কম্পদুর্ব্বার।
ওহে ধনি! বল শুনি, তুমি কি চেন সজনি!
ধন্য ওই গুণমণি,—কিবা নাম তাঁর ?
কবে আর ওই পথে, পুরাইতে মনোরথে
এমনি গো অচম্বিতে,—আসিবে আবার।
অচেনা অজানা বটে; কেন নেহারিনু বাটে,
পড়িলাম কি শঙ্কটে! কি হবে আমার ?

হেন কত কহে নাগরী—কি হবে শুনিয়া;
ইহাঁর ত এ অবস্থা! অপরাও অভিভূতা,
গলিছে লোচনে লোর,—কপোল বাহিয়া।
সখীর আক্ষেপ বাণী উত্তর না দিল শুনি,
রূপের পাথারে সে যে, গেছে তলাইয়া।
হেন কালে শ্রীবাস, পথে হেরি শ্রীনিবাস,
হাসি হাসি সম্বোধিলা—"গৌরাঙ্গ" বলিয়া।

ও কি অদ্ভুত ঘটন!
শুনিয়া গৌরাঙ্গ নাম, কি মধুর অনুপাম,
পুলক কদম্বে সাজে,—রমণী তখন।
সে নামের কি মাধুরী! উন্মত্তা হইল নারী,
উচ্চারিয়া গৌরহরি,—আনন্দে মগন।
শুনিতে বলিতে নাম, পূর্ণ হল মনস্কাম,
গৌরাঙ্গ গুণের ধাম, হৃদয়ে পশিল;
গৌর-প্রেমরসার্ণবে ডুবিয়া রহিল।

শ্রীনিতাই-গৌর নাম-মাহাত্ম্য।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

পতিতপাবন তুমি দোষদৃষ্টি শূন্য।
তোমারে যে জানে যার আছে বহু পুণ্য॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে চরণে যাহার॥
তুমি যদি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র বদন আদি দেব মহীধর॥
রক্ষকুল হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥

যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবে যে তে জনে ॥ চৈঃ ভাঃ

নিত্যানন্দ নামে, শ্রীগৌরাঙ্গধামে, নিত্য বসতি হয়।
নিত্যানন্দ-পদে, রতিমতি হলে, না রহে শমনভয় ॥
নিতাই চরণ, যে লয় শরণ, গৌরাঙ্গ তাহারি হন।
সরবস ধন, হৃদয় রতন, ভজ সবে অনুখণ ॥

নিতাই নাম যে'বা লয় সেই ভাগ্যবান।
নামের সহিত নিত্যানন্দ বিদ্যমান ॥
যেই নাম সেই রাম রোহিনীনন্দন।
নিত্যানন্দ বলরাম অভিন্ন ভজন ॥
সর্ব্বভাবে নিত্যানন্দ সেবেন গৌরাঙ্গ।
শয্যা আসন আদি সর্ব্ব ভজনাঙ্গ ॥
নিতাই ভজিলে হয় গৌরাঙ্গ ভজন।
গৌরাঙ্গ ভজিলে নহে নিতাই ভজন ॥
ভজ ভাই নিত্যানন্দ গৌরাগ্রজ যিনি।
লহ নাম নিত্যানন্দ নাম-চিন্তামণি ॥
নিতাই চরণ ধর দৃঢ় করি চিত্ত।
গৌরাঙ্গ দিবেন তাঁর নিজ গুপ্ত বিত্ত ॥
অসাধনে প্রেমধন দিবেন জীবেরে।
ব্রহ্মাদি দেবগণে বাঞ্ছা যাহা করে ॥

হেন নিতাই নামে যা'র, রতি নাই দুরাচার,
তারে মুক্রি কি বলিব আর।
লোচন ঠাকুর কথা, লিখি ইহা সর্ব্বথা
মুখে তার জ্বলন্ত অঙ্গার ॥

নামের মহিমা গান, নিত্যানন্দ গুণগ্রাম,
কেবা করিতে পাবে সীমা।
গুরু বলে কিছু লিখি, যদি কেহ ইহা দেখি
বুঝে কিছু নিতাই-মহিমা ॥

ভুলেক যদিও লয়, নিত্যানন্দ পদাশ্রয়,
তবে মুক্রি বহু ভাগ্য মানি।
আনন্দ পাইবে গোরা, ভজন হইবে সারা
হরিদাস ভাবে অনুমানি ॥

তাই বলি,—

নিত্যানন্দ প্রাণধনে, ভজ ভাই মন প্রাণে
নদীয়া-যুগল সেবা যদি কর আশ।
নিত্যানন্দ কৃপা বলে, মধুর ভজন মিলে,
বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরচন্দ্র হৃদে করে বাস ॥
নিতাই সর্ব্বস্ব ধন, পদে তাঁর দেহ মন,
প্রাণ কর সমর্পণ অকপট হ'য়ে।
তবে ত গৌরাঙ্গ পাবে, নদীয়া যুগলভাবে,
তবেত জুড়াবে হিয়া রসকথা ক'য়ে ॥
শুষ্ক হৃদয় যা'র, দেখে সব অন্ধকার,
তার ভাগ্যে প্রেমধন আকাশের চাঁদ।
প্রেমানন্দ অনুভব, তার ভাগ্যে অসম্ভব,
অরসিকে কি বুঝিবে পীরিতের ফাঁদ ॥

নিত্যানন্দ নামাভাসে, প্রেমেতে জগত ভাসে,
নীরস হৃদয় হয় সরস নবীন।
নিত্যানন্দ নাম-তরি, জীবে করে অধিকারী,
বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্ব,—দীন হ'তে দীন ॥
মধু হ'তে মধু নাম, নিত্যানন্দ প্রেমধাম,
নিতাই গুণের নিধি প্রেমতত্ত্ব-সার।
পরম করুণাময় আমার নিতাই হয়,
নিতাই চরণ ভজ—যাবে দুঃখভার ॥
নদীয়া-মাধুরী মাল্লা, নিত্যানন্দ প্রাণসখা,
সোণার গৌরাঙ্গনিধি অবতার সার।
তাঁর শক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রেমভক্তি হাতে নিয়া
"আয় জীব আয়" বলে ডাকে বারম্বার ॥

নিত্যানন্দ আগে গিয়া তরল করিবে হিয়া
প্রেম-ভকতি তবে আসিবে আধারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তি, নিত্যানন্দ দানশক্তি,
তিঁহো বিনা আর কেহ প্রেম দিতে নারে।
ভজ ভাই নিত্যানন্দ, যদি চাহ প্রেমানন্দ,
(আর) পার হতে যদি চাও ভব পারাবার।
নিত্যানন্দ পদে ধরি, দিবানিশি কাঁদে হরি,
নদীয়া-যুগল সেবা পেতে অধিকার ॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দ নামমাহাত্ম্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দনাম—
মহিমা প্রচার নামঃ প্রথমকল্পঃ৹

শ্রীরূপসনাতনের কথা (১)।

(প্রতিবাদ)

আষাঢ় সংখ্যার "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকে" সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" সম্পাদক শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীপ্রভুকে ব্যক্তিগতভাবে কতকগুলি অযথা কটুক্তি করিয়াছেন। ইহার কারণ উক্ত গোস্বামীপাদ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সম্পাদিত শ্রীপত্রিকায় "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকে" প্রকাশিত অবৈষ্ণব এবং অপসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধ ও তাহার লেখকগণ সম্বন্ধে বৈষ্ণবোচিত তেজস্বী ভাষায় কিছু কিছু সমালোচনা করিয়াছিলেন; যে, সমালোচনা পাঠে সুধী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একবাক্যে তাঁহার এই নির্ভীক সমালোচনার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। বৈষ্ণবসভায় অবৈষ্ণব সভাপতি নির্ব্বাচন এবং বক্তা নিয়োগ সম্বন্ধেও গোস্বামীপাদের তেজস্বী লেখনী পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে। "শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে"র সম্পাদক ঘোষজা মহাশয় এই সকল সমালোচনাকে তাঁহার পরিচালিত শ্রীপত্রিকার দোষ কীর্ত্তন মনে করিয়া গোস্বামীপাদের উপর নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ক্রোধ বা হিংসাবশে যাহা বলা বা লেখা যায়, তাহাতে অতি সহজ বস্তুও বিচারবুদ্ধির অগম্য হইয়া যায়; তাই হইয়াছে ঘোষজা মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর কথার বর্ণে বর্ণে সত্যতা উপলব্ধি হইতেছে,—

> "যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ,
> সহজ বস্তু না যায় লিখন।"

"শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে" প্রকাশিত অপ-সিদ্ধান্তপূর্ণ অবৈষ্ণবীয় প্রবন্ধ "রাসলীলায়" প্রতিবাদ লিখিয়া কেহ করেন নাই,—কেন তাহার উত্তর শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীপত্রিকায় "ভক্তি" সম্পাদক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে দিয়াছেন। লিখিত প্রতিবাদ প্রকাশিত না হইলেও চতুর্দ্দিক হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সম্পাদক ঘোষজা মহাশয়কে গৌরভক্তবৃন্দ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন এবং তিনিও কোন কোন বিশিষ্ট গৌরভক্তকে পত্রোত্তরে জানাইয়াছেন, এমন কাজ আর হইবে না। কিন্তু তিনি "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে" প্রকাশ্যভাবে ত্রুটি স্বীকার এ পর্য্যন্ত করেন নাই। ইহাতে তাঁহার দাম্ভিকতাই প্রকাশ পাইতেছে এবং তাঁহার এই কার্য্যে স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্রে অবৈষ্ণবীয় প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ, সুবিধা এবং প্রশ্রয় দিতেছেন। তাঁহার জানা উচিত,—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী বা তাহার মুখপত্র "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক" তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে।

তাহার পর বামাচরণ বসু লিখিত "শ্রীরূপ সনাতন" প্রবন্ধে পূজ্যপাদ গোস্বামীপাদদ্বয়ের পূর্ব্বাশ্রমের যে ঘৃণিত চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীপ্রভু তাঁহার শ্রীপত্রিকায় দিয়াছেন। বসুজা মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের প্রকৃত ঘৃণিতাংশ পূর্ব্ব সমালোচনায় শ্রীপাদ হরিদাস প্রভু উদ্ধৃত করেন নাই। তাহার কারণ গৌরভক্তগণ তাহা পাঠে মর্ম্মাহত হইয়া বিশেষ মনঃকষ্ট পাইবেন। এই জন্য বসুজা মহাশয়কে বন্ধুভাবে গোস্বামীপ্রভু উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে, তাহার হাত নাই এক্ষণে ত্রুটি স্বীকার করুন। কিন্তু দুর্দ্দৈববশে আত্মগরিমালুব্ধ লেখকের মনে ইহাতে আত্মগ্লানির উদয় না হইয়া আত্মগৌরব রক্ষার্থ তাঁহারই প্ররোচনায় পুনরায় এই ঘৃণিত বিষয়ের আলোচনায় তাঁহারই অপরাধ বৃদ্ধি করিতেছেন মাত্র। কাজে কাজেই তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের সেই ঘৃণিতাংশ, যাহা পূর্ব্বে শ্রীপাদ হরিদাস প্রভু কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সর্ব্ব গৌরভক্তের বিচার ও সমালোচনার্থ এস্থানে উদ্ধৃত হইল। সেই ঘৃণিতাংশ এই,—

"ইতিহাস পাঠকেরা জানেন, হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজত্বের সমুলোৎপাটন, হিন্দু দেবদেবী জবরদস্তি অন্তর্দ্ধান, হিন্দু রমণীর সতীত্ব বিধ্বংসন, ইহাই ছিল তৎসময়ের যবন নরপতিগণের দৈনন্দিন কার্য্য। যে দিন ইহার কোন একটা সুমহৎ কার্য্য সম্পাদিত না হইত, সেই দিনটা তাঁহাদের নিকট বৃথা বলিয়া মনে হইত। ঐহিক সুখলালসার পশ্চাতে মায়াকিঙ্কর জীবকুল প্রধাবিত

---

(১) মূল প্রতিবাদ প্রবন্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইল। সর্ব্ব বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতার্থে ইহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

হইতেছে। আমাদের রূপ সনাতন নিত্যসিদ্ধ পরিকর হইলেও লৌকিক লীলায় লোকবৎ আচরণ করিতেছেন, আমরা এক্ষণে তাহাই আলোচনা করিতেছি। স্বধর্ম্ম ও স্বমর্য্যাদা ভুলিয়া এ সকল মর্ম্মান্তিক কার্য্যে হাসিমুখে শ্রীরূপ সনাতনকে বাধ্য হইয়া সাক্ষাতে বা পরোক্ষে যোগদান বা অনুমোদন করিতে হইতেছে।"

প্রবন্ধ শেষে তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"এই চাকুরীর খাতিরে দ্বিজোত্তম রূপ-সনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন, জাতি দিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়াছেন।"

এ সকল বড়ই ভয়ঙ্কর কথা। ইহার প্রমাণ স্বরূপ কোন কথা প্রবন্ধে লিখিত হয় নাই। কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা বামাচরণ বাবু তাহার নিজ মত সমর্থন করিলেও গৌরভক্তগণ তাঁহাকে ছাড়িবেন না। কারণ এই গুরুতর বিষয়টি তাঁহারা সেভাবে আলোচনা করিবেন না। ইহার কারণ বামাচরণ বাবু বুঝিয়া লইবেন,—অমূল্যচরণ বাবু তাহা বুঝিবেন না,—বা বুঝিতে পারিবেন না। এ সকল কুৎসিৎ কথার পুনরালোচনার প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু যখন এই সকল ঘৃণিত কথার লেখক বা প্রকাশকের স্পর্দ্ধা—সাধারণ ভদ্রতা এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া স্পষ্টবক্তা সমালোচক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গোস্বামীপ্রভুকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিয়া কটূক্তি করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তখন কর্ত্তব্যবোধে পুনরায় এ সকল কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে হইল। ইহার আলোচনায়ও অপরাধ অর্জ্জিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু উপায় নাই।

এক্ষণে ঘোষজা মহাশয়ের অন্যান্য কথার সংক্ষেপে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তিনি প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর সহিত শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভুর সাক্ষাৎ কথোপকথনে জীবন্ত অসত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। হরিদাস গোস্বামী প্রভু বলিলেন তিনি শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দের গোস্বামী প্রভুর মত বধিরও নহেন এবং তাঁহার মস্তিষ্কও বিকৃত হয় নাই। প্রভুপাদ প্রাণগোপালের সহিত পুনরায় সাক্ষাতে এবিষয়ের বিচার হইবে, এবং যথাসময়ে বিচার-ফল শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপাদ হরিদাসপ্রভু এমন কথা কোথাও বলেন নাই যে শ্রীরূপসনাতন যবনের দাসত্ব বা সঙ্গ করেন নাই, তবে তিনি বলেন তাঁহারা বামাচরণ বাবুর বর্ণিত যবনরাজের কুকার্য্যে কখন যোগ দেন নাই। ইহার প্রমাণ তিনিই দিবেন।

ঘোষজা মহাশয়ের বিশ্বাস—বৈষ্ণবের দৈন্যোক্তি সকলি সত্য, উহা আমাদের মত ফাঁকা দৈন্য নহে। এটী তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। নিম্নলিখিত মহাজনবাক্য পাঠে তাঁহার এই ভ্রান্তি দূর হইবে,—এরূপ আমাদের বিশ্বাস। এ সকল বৈষ্ণবীয় দৈন্যোক্তি, আত্মগ্লানির কথা মাত্র।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—

"পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইনু মুঞি পাতকী হেথায়॥ চৈঃ ভাঃ

ইহাতে কি বুঝিতে হইবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রকৃতই পাপী ছিলেন ?

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মুঞি পুরীষের কীট" তাই বলিয়া বাস্তবিকই তিনি পুরীষের কীট ?

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞি বলিয়াছিলেন—"মুঞি শূদ্রাধম"। তাই বলিয়া কি, তাঁহাকে শূদ্রাধম বুঝিতে হইবে ?

নামব্রহ্মাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

"দেখিলে পাতক মোরে পরশিলে স্নান" ইহা কি সত্য বলিয়া মানিতে হইবে ? এইরূপ বৈষ্ণব সাধুর বহু দৈন্যোক্তি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যাহাকে দৈন্যোক্তি বলিয়াই বুঝিয়া বা মানিয়া লইতে হইবে।

ঘোষজা মহাশয়ের আরও একটা বড় ভুল ধারণার কথা এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। তিনি বিষয় ও পাপ, বিষয়ী ও পাপীকে একত্রীভূত করিয়াছেন। বিষয়ী ও পাপী দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু,—সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়। বিষয়ের কীট, বিষয়-কূপ,—ইহা বৈষ্ণবীয় ভাষা, এসকল বাক্যে পাপকর্ম্ম বুঝায় না। পাপকর্ম্ম স্বতন্ত্র বস্তু,—যেমন বামাচরণ বাবুর বর্ণিত, সতীর সতীত্ব নাশ, পরধন হরণ, দেবমন্দির বিধ্বংসন ইত্যাদি। এসকল কুকর্ম্মের উল্লেখ করিয়া শ্রীরূপসনাতন কি কখন দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ? গো ব্রাহ্মণ দেবী ম্লেচ্ছরাজের সঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা সন্তপ্ত ছিলেন,—এই কথাই তাঁহাদের দৈন্যোক্তিতে প্রকাশ পায়। ঘোষজা মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পয়ার-শ্লোক (যবন রাজের প্রতি)

"যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নহে তোমার সঙ্গে যাইতে॥"

ইহা, শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের শেষ কর্ম্ম-জীবনের বাক্য নহে। সর্ব্বদাই তিনি বাদসাহকে এরূপ বাক্য বলিয়া স্বধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। বাদসাহ তাঁহাকে "জিন্দাপীর" বলিয়া সম্মান করিতেন। অপর কর্ম্মচারীর মত তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ বামাচরণবাবুর লিখিত প্রবন্ধ পাঠে দুঃখ পাইয়াছেন কি না, তাহা অতঃপর কাগজে কলমে প্রকাশিত হইবে। ঘোষজা মহাশয়ের প্রার্থনায় তাঁহার দোষ স্খালন হইবে না।

শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীপ্রভু গ্রন্থিত শ্রীশ্রীমন্মাহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা, শ্রীগ্রন্থের নাম "শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত" কে দিয়াছেন তাহা বোধ হয় ঘোষজা মহাশয় জানেন না। শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী গোপালভট্ট পরিবার মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য গৌরভক্ত-প্রবর শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থের নাম দিয়াছেন "শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত"। এই নাম তাঁহারই দত্ত। শ্রীবৃন্দাবনবাসী বিরক্ত বৈষ্ণবসাধু বহু বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও লীলাগ্রন্থ-প্রণেতা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও গৌরভক্তগণ ইহাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং কিরূপ ভক্তিভাবে পাঠ করিতেছেন, তাহা না জানিয়া শুনিয়া এই শ্রীগ্রন্থরূপী গৌরভগবানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঘোষজা মহাশয় বিষম অপরাধ অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং ঈর্ষা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার এই কার্য্যে বহু গৌরভক্তের মনে ব্যথা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-পদ দাস বাবাজী মহাশয়ের একটি কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এই শ্রীগ্রন্থের পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইবে। বাবাজী মহাশয় পূজ্যপাদ গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন "আপনার অলোক-সাধারণ লোকপাবনী লেখনী লীলারসের পিচকারী। জগতে সৌগন্ধ্যবাসিত স্বর্ণ—কেহ কখন দেখেন নাই। আপনার লিখিত নবদ্বীপ-লীলা সেই অভাব দূর করিলেন।" ঘোষজা মহাশয় যে আধুনিক ভাবায় লিখিত ভক্তি বা লীলা গ্রন্থের উপর শ্রদ্ধাবান নহেন, তাহা তাঁহার নিজ কথাতেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মাহাপ্রভুর মত এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে "ভক্তবাক্য, কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেন নয়।"
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥ চৈঃ ভাঃ

মহাত্মা শিশিরবাবুর অমিয় নিমাই চরিত লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের চক্ষু ফুটিত।

এক্ষণে একটি শেষ কথা বলিয়া এই প্রতিপাদ্য প্র সমাপ্ত করিব। ঘোষজা মহাশয় গোস্বামীপ্রভুর গ্রন্থা বলীতে নূতনত্বের বিপুল আমদানির গন্ধ পাইয়াছেন, শুনিয়াছেন তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না আমরা অনুমান করি তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ সেব প্রকাশ বা উপাসনাকে নূতনত্ব মনে করিয়া এইরূপ ভ্রা কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই অনুমান যদি ঠি হয়, আমরা তাঁহাকে তাঁহারই পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচন করিতে পরামর্শ দিই। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াসেবা বা উপাসন নূতন নহে, এ সম্বন্ধে যদি কেহ বিচার করিতে চাহেন শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীপ্রভু মুখেই হউক বা কাগজে কলমেই হউক তাঁহার সহিত বিচারপ্রার্থী। ঘোষজা মহাশয়ের এই যে কটাক্ষ, ইহা তাঁহার সৌভাগ্যের পরি চায়ক নাই, এ কথা শতবার বলিব।

পরিশেষে, একটি কথা বলিব। গৌড়ীয় বৈষ্ণ সম্মিলনীর মুখপত্র 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকের" সম্মান যে সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের সম্মান অপেক্ষা অধিক, উচ্চ তাহা ধর্ম প্রাণ পাঠকবর্গ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। প্রভু সন্তান শ্রীনিত্যানন্দ-পরিকর গোস্বামীপাদগণ যে উপহাসের পাত্র নহেন, একথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম বাক্য "শ্রীপাদ!" হরিদাস গোস্বামী" এইরূপভাবে লিখিয়া তাঁহার কুরুচিপূর্ণ মনের ভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ বৈষ্ণবদ্বেষী এবং প্রভুসন্তান ও আচার্য্য-নিন্দুক শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদকের উপযুক্ত কি না তাহার বিচার গৌরভক্তগণ করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

দীন শ্রীনৃত্য গোপাল গোস্বামী।

শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার দুরবস্থা।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বহু যোগ্য ব্যক্তি প্রাণপাত করিয়াছেন ও করিতেছেন; তাঁহাদিগের কৃপায় আজ জগতে বৈষ্ণব-সাহিত্য শ্রেষ্ঠাসন পাইয়াছে,—বাঙ্গালীর গৌরব জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াছে; ইহা বড় আনন্দের কথা—বড় গৌরবের কথা। নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির যুগারম্ভ। একথার বিস্তৃত ব্যাখ্যার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। ভাগ্যে থাকে ত এসম্বন্ধে সময়ান্তরে বিস্তারিত কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

আধুনিক প্রথানুসারে বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচারের প্রধান ও প্রথম উপায় হইল প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ ও তাহার সম্যক আলোচনা এবং সাময়িক শ্রীপত্রিকা দ্বারা বৈষ্ণব-শাস্ত্র-গ্রন্থের সরলার্থ প্রচার। বৈষ্ণব-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাধু-বৈষ্ণব-জীবনী প্রভৃতির যথাযথ আলোচনা ও ব্যাখ্যান,— দুরূহ বৈষ্ণবতত্ত্ব সকল বিশদভাবে বিশ্লেষণ,—আধুনিক ভাষায় বৈষ্ণব-গ্রন্থ সঙ্কলন প্রভৃতি কার্য্যের গুরুভার লইয়া শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার উদ্ভব হয়। সম্পাদক ও পরিচালকগণ সকলেই গৌরভক্ত,—কত আশা ভরসা বুকে বাঁধিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত তাঁহারা এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—তাঁহাদের জীবনের ব্রত,—শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্ম প্রচার,—তাঁহার সুদীর্ঘ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষব্যাপী সুমধুর লীলা প্রকাশ,—অমূল্য ধন প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থরত্নোদ্ধার প্রভৃতি সুমহৎ কর্ম্মগুলি প্রারম্ভ করিবামাত্রই গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের আশানুরূপ সাহায্যও সহানুভূতির অভাবে এত সাধের এই সকল শিশু শ্রীপত্রিকা গুলিকে অকালে কালকবলিত করিতে হয়। এই শিশু শ্রীবৈষ্ণব-পত্রিকা হত্যার পাপ প্রত্যেক গৌরভক্তকে স্পর্শ করে,—তাহাতে তাঁহাদের কি'হয়,—তাহা মনে মনে বুঝিয়া লউন; সে কথা আর খুলিয়া বলিব না।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে সকল শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার এরূপভাবে অকালে অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার একটা, তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে, কৃপাময় পাঠকবৃন্দ সংশোধন করিয়া লইবেন। যে কয়খানি শ্রীপত্রিকা এইরূপ ভীষণ অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে জীর্ণ-শীর্ণ কলেবরে অস্থিচর্ম্ম ও কঙ্কালসার হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কোন গতিকে গৌরভক্তবৃন্দের দ্বারে উপস্থিত হন, তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। দুইটি তালিকাই নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১)

---

(১) অকালে কালকবলিত শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার তালিকা।

১। শ্রীচৈতন্যমত-বোধিনী,—মাসিক, সম্পাদক প্রভুপাদ নীলমণি গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন। আবির্ভাব বর্ষ—৪০৬ গৌরাব্দ স্থিতিকাল দুই বর্ষ।

২। আচার্য্য পাক্ষিক—সম্পাদক শ্রীবালকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন। আবির্ভাব বর্ষ—৪২৮ গৌরাব্দ স্থিতিকাল এক বর্ষ।

৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রিকা—মাসিক, সম্পাদক শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন। আবির্ভাব বর্ষ—৪২৬ স্থিতিকাল ৩ বর্ষ।

৪। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা—প্রথম পাক্ষিক, পরে মাসিক তৎপরে সাপ্তাহিক, সম্পাদক শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা। আবির্ভাব বর্ষ—৪০৫ গৌরাব্দ স্থিতিকাল ২৩ বর্ষ।

৫। গৌড়ভূমি, মাসিক সম্পাদক ৺রামপ্রসন্ন ঘোষ, গোবরহাটি গোকর্ণ। আবির্ভাব বর্ষ—৪১৬ গৌরাব্দ স্থিতিকাল দুই বর্ষ।

৬। বৈষ্ণব-সেবিকা—মাসিক, সম্পাদক হরিমোহন দাস কলিকাতা আবির্ভাব বর্ষ—৪২৪ গৌরাব্দ স্থিতিকাল এক বর্ষ।

৭। শ্রীনিত্যানন্দ-সেবক,—মাসিক, সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় সন্ন্যাসী ডাঙ্গা মুরশিদাবাদ। আবির্ভাব বর্ষ—১৩২৩ সাল স্থিতিকাল ২ বৎসর।

৮। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার,—মাসিক, সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামী প্রভু, মানকর বর্দ্ধমান। আবির্ভাব বর্ষ—৪২৬ গৌরাব্দ স্থিতিকাল দুই বৎসর।

৯। আনন্দ—মাসিক, সম্পাদক শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ সাথুয়াই মৈমনসিংহ। আবির্ভাব বর্ষ—১৩২১ সাল, স্থিতিকাল এক বর্ষ।

১০। বিশ্ববন্ধু—মাসিক,সম্পাদক শ্রীবিধুভূষণ সরকার বি,এ,বাসণ্ডা, বরিশাল। আবির্ভাব বর্ষ—৪৩৩ গৌরাব্দ, স্থিতিকাল এক বৎসর।

১১। শ্রীকৃষ্ণ—সাপ্তাহিক। সম্পাদক (অজানিত) কলিকাতা। আবির্ভাব বর্ষ—১৩২৯ সাল, স্থিতি কাল দেড় বৎসর।

(২) বর্ত্তমান শ্রীবৈষ্ণব-পত্রিকার তালিকা।

(১) পল্লীবাসী,—সাপ্তাহিক,সম্পাদক শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায় কালনা বর্দ্ধমান। স্থিতিকাল ২৭ বর্ষ।

(২) ভক্তি—মাসিক, সম্পাদক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আন্দুলবেরিয়া (হাওড়া)। স্থিতিকাল ২২ বর্ষ।

(৩) শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী—মাসিক,সম্পাদক শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী এলাটি, হুগলী। স্থিতিকাল ১৮ বৎসর।

এক্ষণে বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এই সকল শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার এমত দুরবস্থা কেন হয় এবং ইহা নিবারণের উপায় কি? এই বিষয়টি সামান্য নহে,—অতি গুরুতর। বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীপত্রিকাগুলির দুরবস্থার কারণ অনেকগুলি। সর্ব্বপ্রধান কারণ যে অর্থাভাব, তাহা আমি স্বীকার করি না। কারণ অর্থাভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মুখপত্র "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকের" দুরবস্থা সংশোধিত হয় নাই, একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। যাহার পৃষ্টপোষক ধনকুবের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অধিকাংশ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সম্মিলনীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত, তাহার দুরবস্থার কারণ যে অর্থাভাব নহে, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ইহার অন্য কারণ আছে তাহার আলোচনা পরে করিব।

সাম্প্রদায়িক ভাব-দুষ্ট বলিয়া অনেকে শ্রীবৈষ্ণবপত্রিকার উন্নতি সম্বন্ধে সন্দিহান হন; কিন্তু আমার মনে হয় ইহাও প্রকৃত কারণ নহে, কারণ অন্যান্য সাম্প্রদায়িক পত্রিকাগুলি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মত পোষণ করিয়াও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। শ্রীবৈষ্ণবপত্রিকার অকাল মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে এবং এই অকাল মৃত্যু নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কথাটি সামান্য নহে এবং সহজে মীমাংসিত হইবার মতও নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নানা ভাবের সাধক আছেন, উপাসনার পন্থাও বহু,—বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতও বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়,—সুতরাং এই সম্প্রদায়ে বহুবিধ উপাসকের দল আছে। স্ব স্ব গুরুনির্দ্দিষ্ট ভজন পথে সকলেই চলিতে উৎসুক, নিজ নিজ ভাবে স্বীয় উপাস্য দেবকে ভজন করিতে সকলেরই স্বাভাবিক অধিকার আছে। কেহ কাহারও ভজন সাধন সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে তাঁহার মনে ক্লেশ দেওয়া হয়,—ইহার ভজন ভাল নহে, উহার ভজন ভাল,—ইহার ভাব ভাল নহে, উহার ভাব ভাল, ইহা বৈষ্ণবের কথা নহে। স্ব স্ব গুরু নির্দ্দিষ্ট পথে নিজ নিজ ভাবোচিত ভজনানন্দে বৈষ্ণব সাধকগণ নিমগ্ন থাকেন। সেই ভজনানন্দোচ্ছ্বাস যখন প্রাণ খুলিয়া কেহ ব্যক্ত করেন, সেই ভজনানন্দের কথা যখন প্রেমাবেগে কেহ লেখেন, তাঁহার আবেগময়ী ভাষা, তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাবতরঙ্গ কাহারও প্রাণে পরমানন্দের উৎস খুলিয়া দেয়—কাহারও হৃদয়ে বিদ্বেষের অঙ্কুর জন্মাইয়া দেয়। সকলের ইহা ভাল লাগে না,—না লাগিবারই কথা; কারণ সকলের ভাব সমান নহে, সকলের ভজনপন্থা এক নহে,—সকলের উপাসনা পদ্ধতি একরূপ নহে। তাই বলিয়া এক দল সাধককে অন্য একদল সাধক ভজনসাধন বিষয়ে শিক্ষা দিতে আসিবেন, তাঁহার গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে,—তাঁহার ভজনানন্দে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহার ভজনপন্থার প্রতি কটাক্ষ করিবেন,—ইহা অসাধু;—ইহা বৈষ্ণবের কাজ নহে। শ্রীবৈষ্ণবপত্রিকার সম্পাদক বা পরিচালকগণ যখন এইরূপ অসাধু পথ অবলম্বন করেন,—যখন তাঁহাদিগের পরিচালিত শ্রীপত্রিকা এইরূপ দ্বেষহিংসার, বিবাদ বিসম্বাদের বিষয় লইয়া ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের স্বরোপিত বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেন। স্বধর্ম্ম বিদ্বেষই স্বধর্ম্ম নাশের মূলীভূত কারণ। এই স্বধর্ম্ম বিদ্বেষই শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। মতবিরোধ হইলেই, স্বীয় মত অন্য কেহ সমর্থন না করিলেই, সর্ব্বনাশ! তৎক্ষণাৎ বিরোধী দলের ধর্ম্ম অসাস্ত্র, উপাসনা অশাস্ত্রীয়,—মন্ত্র অসিদ্ধ ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘোর আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া একটা হৈ চৈ করিলেই অনেকে মনে করেন,—তাঁহাদের প্রচার কার্য্যসিদ্ধি হইল। শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার এরূপ ভাবের পরি-

---

(৪) শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক—মাসিক, সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। স্থিতিকাল ১৩ বর্ষ।

(৫) গৌড়ীয়—সাপ্তাহিক, সম্পাদক শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, এম. এ, গৌড়ীয় মঠ উল্টাডিঙ্গি কলিকাতা। ১ বর্ষ। "সজ্জন-তোষণী"—মাসিক পত্র, আর নিয়মিত প্রকাশ হয় না, এই গৌড়ীয় সাপ্তাহিকের সহিত বোধ হয় মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু একথা প্রকাশ নাই।

(৩) নূতন শ্রীবৈষ্ণব-পত্রিকা।

(১) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ—মাসিক, সম্পাদক শ্রীহরিদাস গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপ। নবম মাস যাইতেছে।

(২) মাধুকরী—মাসিক, সম্পাদক শ্রীভূষণচন্দ্র দাস এম, এ, খাগড়া মুরশিদাবাদ। নবম মাস যাইতেছে।

(৩) সোনার-গৌরাঙ্গ,—মাসিক সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেব, সায়েস্তাগঞ্জ, শ্রীহট্ট, শ্রাবণ হইতে ১ম সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া—মাসিক, সম্পাদক শ্রীপাদ কুঞ্জলাল গোস্বামী শ্রীধাম নবদ্বীপ। ভাদ্র হইতে ১ম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

পোষক উক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ শোভা পায় না। এইরূপ ভাবে পরিচালিত শ্রীপত্রিকার অকাল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানির বিষয় আলোচনা, উপধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন চেষ্টা, বৈষ্ণবশাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ এই সকল বিষয় দ্বন্দ্ব বিষম্বাদের কথা নহে, কিন্তু অপরের ভজন সাধনের নিন্দা, তাহাদের গুরুনির্দ্দিষ্ট ভজন পন্থার প্রতি কটাক্ষ, বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সাধকদিগের সম্বন্ধে নিন্দা-বাদ, ইহা বৈষ্ণবোচিত কার্য্য নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক নহে। ইহাদিগের মধ্যে বিভিন্নভাবে উপাসকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে। এই সকল দলভুক্ত বৈষ্ণব-সাধকগণের উপাস্য বস্তু ও আরাধ্যদেব একই। কেবলমাত্র ভাবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন মহাজনগণের মধ্যেও এরূপ ভাবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত। তাঁহাদিগের দল ছিল; কিন্তু কোন দল কাহারও উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ,—নিজ নিজ ভাব সর্ব্বোত্তম, এসকল শাস্ত্রীয় কথা। এই শাস্ত্র বিধান অনুসারেই অনাদি অনন্ত কাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবদুপাসনার পদ্ধতি সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারেই ভগবদ্ভক্তগণ পরমানন্দে ভজন সাধন করিয়া আসিতেছেন, এবং এই প্রাচীন মহাজন নির্দ্দিষ্ট ভজন পদ্ধতি অনুসারেই গৌরভক্তগণ স্ব স্ব ভাবানুযায়ী গুরুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া ভজনানন্দে মগ্ন আছেন। এই সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব-সাধকের ভজনকথা লইয়া আলোচনা, নিন্দা এবং হিংসা করা বৈষ্ণবের কাজ নহে।

সাধারণতঃ এই সকল অবৈষ্ণবীয় ভাব লইয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার উদ্ভব হয়। এই সকল শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকগণ সধারণতঃ বৈষ্ণবশাস্ত্র-জ্ঞান-শূন্য, অনেক স্থলে স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এই পরম পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। শ্রীবৈষ্ণবগণ,—গৌরভক্তগণ পরম্নোদার। তাঁহাদের সর্ব্বস্বধন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রকট লীলায় বহুবিধ দেব-উপাসকের তিনি সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভগবদুপাসনার প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়া প্রেম-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু কখন তাঁহাদের সহিত বিরোধ করেন নাই,—তাঁহার ভক্তগণও কেহ কাহারও ভজন সাধনে কটাক্ষ করেন নাই। এই সকল স্বার্থসিদ্ধিতৎপর বিরুদ্ধভাবদুষ্ট শ্রীবৈষ্ণব-পত্রিকার অকালমৃত্যু আশ্চর্য্যের কথা নহে। (ক্রমশঃ)

দীন হরিদাস গোস্বামী।

শ্রীনবদ্বীপ।

(শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ)

সেই নবদ্বীপ ত্রিদিব-সৌন্দর্য্য যাঁর তুলনায় হারে।
গোলকের সেই চিন্ময় বৈভব যেথানে শোভা সঞ্চারে॥
যাঁহার আকাশ যাঁহার বাতাস আনন্দ-তুফানে ভরা।
উষার আননে অনিন্দ্যসুন্দর হাসিটী রয়েছে পূরা॥
নবোদিত যথা আদিত্য কিরণে তরুলতা নেচে উঠে।
কুসুম-সুগন্ধ অঙ্গেতে মাখিয়া যেখানে সমীর ছুটে॥
প্রভাতে জাগিয়া পাখীগণ যথা 'হরে কৃষ্ণ হরে' বলে।
গোলোক ব্রজের প্রতিবিম্ব খানি যথা নিত্য ঝলমলে॥
যেখানে বিরাজে বৃত্তাকার ভাবে অধঃ উর্দ্ধ স্তর দু'টি।
যথা সরসীর সুনির্ম্মল বুকে রহে নীল পদ্ম ফুটি॥
ভানু বিনা ভাতি সেথায় উজলে, শশী বিনা সুধা ঝরে।
কুঙ্কুমের বাস পরাণে মিশিয়া পরাণ আকুল করে॥
দুঃখের সন্তাপে নাহি দেয় পীড়া সুখের লহরী খেলে।
হেম অঙ্গ'পরে শ্যাম অঙ্গ খানি সতত রয়েছে হেলে॥
প্রেম পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোতি তাঁহারে রেখেছে ঘিরে।
অষ্ট কালে তথা অষ্ট সখি মিশি যুগল বন্দিয়া ফিরে॥
অমৃত মধুর সঙ্গীত-বিলাস শিঞ্জিনীর রিণি রিণি।
হাস্য লাস্য কেলি কৌতুক বিভ্রম চলিছে দিন রজনী॥
সেই নবদ্বীপ স্মরণে যাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত।
প্রতি নেত্রে হয় পূত অশ্রুদ্গম দুঃখ শ্রম অপনীত॥
সেই নবদ্বীপ ধরাবাসীদের সৌভাগ্য উদয় স্থল।
প্রতি অণু প্রতি পরমাণু যাঁর প্রেমে পুণ্যে সমুজ্জ্বল॥
সেই নবদ্বীপ বহেন জাহ্নবী যাঁরে প্রদক্ষিণ করি।
পুরাকাল হ'তে সে নাকি জগতে অতি সমৃদ্ধা নগরী॥
বাণিজ্য সম্ভার উদরে পূরিয়া অর্ণব পোতসকল।
যেথান হইতে দেশ দেশান্তরে করিয়েছে চলাচল॥
চারিদিকে যথা বিবিধ বিপণি সুসজ্জিত মনোহর।
অগণিত লোক ধায় রাজপথে করি কলকল স্বর॥

সারস্বত পীঠ বলিয়া যাহারে জানে এই বিশ্ববাসী।
নানাদিক হ'তে বিদ্যার্থী যথায় আসিতেছে রাশি রাশি॥
কেহ ভট্টাচার্য্য, কেহ চক্রবর্ত্তী, কেহ মিশ্র খ্যাতি ধরে।
যথা শত শত অধ্যাপক স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে॥
শিশু ব্যাকরণ হ'তে যথা শ্রুতি স্মৃতি আলোচনা।
মায়া ভাষ্য যোগে হ'তেছে যেখানে বেদান্তের অধ্যাপনা॥
'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' বলি যেখানে পড়েছে ধুম।
জ্ঞানগর্ব্বী হ'য়ে বসেছেন যথা বাসুদেব সার্ব্বভৌম॥
আরো মহা মহা পাণ্ডিত্যাভিমানী নদীয়ার ধুরন্ধর।
শুষ্ক জ্ঞান ল'য়ে অদ্বৈতবাদের পথে যথা অগ্রসর॥
শঙ্করের সেই 'শিবোহহং' সুরে মিশায়ে আপন সুর।
সেব্য ও সেবক সম্বন্ধ যেখানে করিতে চাহিছে দূর॥
কে কারে করিবে কেমন করিয়ে বিচারেতে পরাভব।
এই চিন্তা যথা পোষিতেছে মনে বালবৃদ্ধযুবা সব॥
ভক্তিগ্রন্থ তাও পড়িতে বসিলে ব্যুৎপত্তি অন্বয়ে যাতে।
ফাকি পূর্ব্ব পক্ষ বিনে আর নাই যেখানে প্রতি কথাতে॥
মৈথিলী ন্যায়ের উদ্দাম প্রবাহ যেখানে বহিছে খুব।
বিদ্যার প্রকর্ষ দেখাবার তরে যেখানে বিষম লোভ॥
ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, পটত্বাবচ্ছিন্ন, উচ্চারিছে অনর্গল।
ব্যাপ্তি আর সেই অব্যাপ্তি লইয়া যথা নিত্য কোলাহল॥
সংযোগ, স্বরূপ, সমবায় আদি সম্বন্ধ বিচারে ভোর।
টাট হ'তে শিব সংহার মুদ্রায় যেখানে করিছে দূর॥ *
শব্দপ্রায় যথা শাস্ত্রেরে সকলে করিছে ব্যবহার।
ভক্তি শুনিলেই ব্যস্ত হ'য়ে ধরে নাস্তির বজ্রকুঠার॥
বিদ্যার জাহাজে আছে আর সব নাই শুধু ভক্তিধন।
তুমি বিষ্ণুজ্ঞানে কেহ নাহি দেয় একটু ফুল চন্দন॥
দূষিত ঘৃণিত ব্যর্থ কর্ম্ম তরে প্রাণে না উপজে ক্ষোভ।
না হয় যেখানে ভক্তির উদয় গঙ্গা জলে দিলে ডুব॥
সেই নবদ্বীপ লৌকিক কর্ম্মের যেখানে বিস্তর ঘটা।
শ্রবণ কীর্ত্তন সেবার্চ্চন পানে আকৃষ্ট নহে ততটা॥
আছে পরকাল, আছে ভগবান, আছে পুনরাবর্ত্তন।
এ সব কথায় যেখানে না করে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন॥
জায়া পুত্র নিয়া যেখানে কেবল সুখী হ'তে চায় সবে।
করে অগণিত অর্থ অপচয় পুত্র কন্যার উৎসবে॥

শ্রীকৃষ্ণভজন শ্রীকৃষ্ণপূজন শ্রীকৃষ্ণশরণ ভুলি।
বাদ্য ভাণ্ড যোগে মহা আড়ম্বরে যেখানে পূজে বাশুলী॥
তন্ত্রের লিখিত পঞ্চমকারের কুব্যাখ্যা করি আশ্রয়।
যেখানে অবাধে যজ্ঞ পূজাস্থলে নিত্য সুরা স্রোত বয়॥
ব্যভিচারে নাহি ভাবে ব্যভিচার-কামান্ধ পিশাচগণ।
ভ্রমেও কাহারো মুখে নাহি আসে কৃষ্ণ নারায়ণ॥
সেই নবদ্বীপ যথা বিরাজেন অদ্বৈত আচার্য্যবর।
মুরারি গরুড় গোপীনাথ আর শ্রীবাস চন্দ্রশেখর॥
জগদীশ ও সে হিরণ্য ভাগবত শুক্লাম্বর গঙ্গাদাস।
যথা এক স্থানে মিলিত হইয়া করেন দুঃখ প্রকাশ॥
সেই নবদ্বীপ দর দর ধারে ঢালিয়া নয়ন জল।
যেখানে বসিয়া পূজেন অদ্বৈত গোবিন্দপদকমল॥
অর্ঘ্য পাত্রে পূত গঙ্গা জল পূরি [illegible] অজস্র ধারে।
চন্দনচর্চ্চিত তুলসীর দল দেন হাজারে হাজারে॥
আকুল প্রাণের প্রার্থনা লইয়া যেখানে লুটান শির।
এস এস বলি ছাড়েন যেখানে হুঙ্কার অতি গভীর॥
প্রতিদিন পুনঃ ভাগবত সভায় যত বৈষ্ণবেরে ল'য়ে।
যথা কৃষ্ণকথা করেন আলাপ ভাবেতে বিহ্বল হ'য়ে॥
ধরার দুর্গতি লাঘবের তরে মাগেন করুণা তাঁর।
সেই নবদ্বীপ উদিলা যেখানে শ্রীচৈতন্য অবতার॥

---

* প্রবাদ এক নৈয়ায়িক সম্বন্ধ বিচার করিতে করিতে ও কিছু নয় বলিয়া পার্থিব শিবলিঙ্গের উপর সংহার মুদ্রা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।
(লেখক)

সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণনগরের মহারাজ গিরিশচন্দ্র ও চৈতন্যদাস বাবাজী।—কৃষ্ণনগরের রাজবংশ পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবদ্বেষী বলিয়া কথিত আছে। বিশেষঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ গৌরাঙ্গদ্বেষী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার বংশপরম্পরা নবদ্বীপাধিপতিগণের সহিত, কাজেই নবদ্বীপবাসী গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিকে ছয়মাস কাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কাইত রাখিতে হইয়াছিল, মণিপুরের গৌরভক্ত মহারাজ এই সংবাদ শুনিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পত্র লিখিয়া ভয় দেখান,—তবে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রকাশ্যভাবে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হন। এ সকল কথা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। কৃষ্ণনগরের রাজা যখন গিরীশচন্দ্র, তখন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়

শ্রীধাম নবদ্বীপ আশ্রয় করেন। রাজা গিরিশচন্দ্রও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের স্থায় বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নবদ্বীপে পণ্ডিত-বর্গের এক বৃহতী সভা আহ্বান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অবতার সম্বন্ধে বিচারপ্রার্থী হন। ৺পোড়ামাতলায় এই সভার অধিবেশন হয়। নবদ্বীপের এবং বঙ্গদেশীয় বহু পণ্ডিত এই সভায় নিমন্ত্রিত হন। তাৎকালিক নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতদ্বয় ৺ব্রজনাথ ও ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় এই সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দুই পক্ষ অবলম্বন করেন। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অবতারের স্বপক্ষে থাকেন, অপর পক্ষে থাকেন ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। দুই দিন ধরিয়া সভায় বিচার হইল,—রাশিরাশি পুঁথিপত্র সভাস্থলে আনয়ন করা হইল, শাস্ত্রের বিচার ও তর্কে কিছুই স্থির হইল না, পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহা কলহ বাঁধিল, শ্রোতৃমণ্ডলীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সভাস্থলে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা গিরীশচন্দ্র বিরক্ত হইলেন, নবদ্বীপে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে ভয় হইল, কারণ তাঁহারা রাজবৃত্তিভোগী; মূল কথার কোনরূপ মীমাংসা হইল না দেখিয়া সুচতুর গৌরভক্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় রাজা গিরীশচন্দ্রের নিকট বিনীতভাবে কহিলেন,—রাজন্! শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অবতার তত্ত্ব তাঁহার কৃপাপাত্র ভক্তগণই বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। এই নবদ্বীপে একটি অতি প্রাচীন সাধু বৈষ্ণব আছেন, তাঁহার নাম চৈতন্যদাস বাবাজী। যদি আদেশ করেন, তাঁহাকে একবার সভাস্থলে আহ্বান করিলে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া রাজা গিরীশচন্দ্র বাবাজী মহাশয়কে সভাস্থলে আহ্বান করিতে আদেশ দিলেন। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বয়ং গিয়া তৎক্ষণাৎ চৈতন্যদাস বাবাজিকে সভাস্থলে লইয়া আসিলেন, রাজা গিরীশচন্দ্র প্রকৃত বৈষ্ণবসাধু কখন দেখেন নাই; বাবাজি মহাশয়ের অপূর্ব্ব তেজোময় বপু, সদাস্থ বদন, পরিধানে বহির্বাস, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত, প্রশস্ত ললাটে উজ্জ্বল তিলক, গলদেশে ত্রিকণ্ঠী পুষ্ঠ তুলসীর মালা, করে হরিনামের ঝোলা, দেখিয়া তিনি সপার্ষদে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সম্মান করিলেন। "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" নাম করিতে করিতে তিনি যখন পণ্ডিত-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন, সভাস্থ সকলের দৃষ্টি এই প্রাচীন বৈষ্ণব সাধুটির উপরই পতিত হইল। রাজা গিরীশচন্দ্র তাঁহাকে সসম্মানে প্রশ্ন করিলেন "বাবাজি মহাশয়! আপনাদের শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ কি? "গৌরাঙ্গ ভাবদ্‌ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ" একথা সম্বন্ধে আপনার কি বলিবার আছে"? বাবাজী মহাশয় প্রথমে এ কথার উত্তর না দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ করিলেন এবং করযোড়ে তাঁহার বন্দনা করিলেন। তৎপরে এই তেজস্বী বৈষ্ণব সাধু রাজাকে কহিলেন, "রাজন্! কৃপা করিয়া এ দীনহীনের একটি কথা শুনুন! শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অবতার সম্বন্ধে আমারও পূর্ব্বে আপনার মত সন্দেহ ছিল। তিনি ঈশ্বর কি ভক্ত। তিনি পূর্ণ কি অংশ,—এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ ছিল; কিন্তু আজ আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যে অবতার তাহা আজ আমার বিশ্বাস হইল। এ বিশ্বাসের মূল আপনিই, অতএব আপনাকে ধন্যবাদ"। রাজা গিরীশচন্দ্র বাবাজী মহাশয়ের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সভাস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীও কিছু বুঝিলেন না, সকলেই বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। রাজা গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "বাবাজী মহাশয়! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না, আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন কিরূপে আপনার সংশয় দূর হইল।" তখন চৈতন্য দাস বাবাজী করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "রাজন্! আমার বিশ্বাসের কারণ খুলিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রাচীন শাস্ত্রে দেখিতে পাই যখনই শ্রীভগবান ভূতলে অবতার গ্রহণ করেন, তৎকালীয় এবং তদ্দেশীয় নৃপতি তাঁহার বিদ্বেষী হন। ত্রেতা যুগে যখন শ্রীভগবান রামচন্দ্ররূপে অবতার গ্রহণ করেন, রাক্ষস রাজ রাবণ তাঁহার বিদ্বেষী হন। দ্বাপর যুগে যখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অবতীর্ণ হন, কংস রাজা তাঁহার বিদ্বেষী হন। কলিযুগে শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতার গ্রহণ করেন, নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার বংশীয় আপনিও শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্বেষী হইয়া তাঁহার অবতারের পূর্ণ পরিচয় ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছেন। ইহার উপর আপনি আর কি প্রমাণ চান? আপনি আজ আমার মনে বড় আনন্দ দান করিলেন। অতএব আপনাকে এবং সভাস্থ সকলকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি।" এই বলিয়া বাবাজী মহাশয় সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রাজা গিরীশচন্দ্র হাস্যমুখে বাবাজী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন, পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সভাস্থ সর্ব্বলোক বাবাজী মহাশয়ের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব দর্শনে রাজা গিরীশচন্দ্রের মনে মনে বৈষ্ণবতার বীজ রোপিত হইল, বৈষ্ণবদ্বেষের বীজ শুষ্ক হইতে লাগিল। তর্কবিচারে ভগবত্তত্ত্ব বা তাঁহার অবতারতত্ত্ব কখনও নিরাকৃত হয় নাই। মহাজন কবি বলিয়াছেন,—

"অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
লক্ষণ দেখি মুনিগণ করেন বিচার॥

দীন হরিদাস গোস্বামী

বৈষ্ণব-সংবাদ।

ত্রিশে বসন্ত সাধু (শ্রীদাদার) তিরোভাব মহোৎসব। গত ২৯শে ভাদ্র শনিবার ত্রিপুরা জেলার কোম্পানিগঞ্জ ত্রিশ গ্রামে গৌরধামগত বসন্ত সাধুর যথাবিধি শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। এই কার্য্য উপলক্ষে বৈষ্ণবীয় পদ্ধতি অনুসারে তিন দিবস ব্যাপী একটি মহা মহোৎসব হয়। ১লা আশ্বিন তারিখে যথাবিধানে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া অষ্ট প্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তনের অধিবাস কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। পর দিবস অষ্টপ্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই মহামহোৎসবে ত্রিপুরা, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলা হইতে প্রায় তিন সহস্র লোকের সমাগম হয়। শ্রীদাদার কৃপাপাত্র ভক্তবৃন্দ সকলেই সপরিবারে এই উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহাদের সংখ্যা কম নাই এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী জমিদার ও ব্যবসাদার আছেন। ত্রিশের নিকটবর্ত্তী দশটি গ্রামের লোক সকল নিমন্ত্রিত হইয়া এই অষ্টপ্রহর মহাসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিল। নাম কীর্ত্তনের গগনভেদী উচ্চ ধ্বনিতে সমগ্র ত্রিশগ্রাম পূর্ণ হইয়াছিল। "প্রাণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" রবে শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়াছিল। দিগন্ত প্লাবিত প্রেম-বন্যায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এবং নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত লোক সকল প্রেমানন্দে ভাসিয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা ভক্তবৃন্দ অনেকেই অনুভব করিয়া প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া অঝোর-নয়নে ঝুরিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম দেহে শ্রীদাদা কীর্ত্তনে যোগ দিয়া তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের মনপ্রাণ হরণ করিয়াছিলেন। অনুভবী অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনে তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করিয়া, প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন। শ্রীমা সর্ব্বক্ষণ আবেশে ছিলেন, তাঁহার গোপাল তাঁহার সঙ্গ ছাড়া যে হন নাই, তাঁহার স্নেহমাখা আদর সোহাগ ভুলেন নাই, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াই পরমানন্দে প্রেমাবেশে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন শ্রবণানন্দ রসে মগ্ন ছিলেন। যথাকালে ভোগরাগ সম্পন্ন হইলে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। নানাবিধ প্রসাদের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীদাদার ভক্তবৃন্দ কাঙ্গাল নহেন। প্রেমের বন্যার তরঙ্গে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। সর্ব্বত্র, সকল জাতীয় ভক্তগণ, আহুত, অনাহুত, অতিথি অভ্যাগত সকলেই পাতা লইয়া বিস্তৃত আঙ্গিনায় বসিয়া গেলেন। সে দৃষ্ট অতি মনোহর। "জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" রবে দিগন্ত মুখরিত হইল, প্রেমধ্বনিতে গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল। ভোজন কীর্ত্তনধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। বহু মুসলমান সারি দিয়া প্রসাদ পাইতে বসিল। ভোজনানন্দের সহিত কীর্ত্তনানন্দে মিশিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সকলের মুখেই জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া জয়ধ্বনি, আর জয় শ্রীদাদা ও শ্রীমা এই ধ্বনি। রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত এই মহামহোৎসবে প্রসাদ বিতরণ কার্য্য সমান ভাবে চলিল। ৩রা আশ্বিন প্রাতে নামকীর্ত্তন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে ভক্তবৃন্দ একত্রিত হইয়া শ্রীমার আদেশানুসারে স্থির করিলেন, শ্রীদাদার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, তাঁহার একটি মর্ম্মর প্রস্তর মূর্ত্তি তাঁহার পূর্ব্বতম ঠাকুর মন্দিরেই স্থাপিত হইবে। এই সমাধিমন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যয় তাঁহার ভক্তবৃন্দই বহন করিবেন।

শ্রীদাদার তিরোভাব-উৎসব তাঁহার ভক্তবৃন্দের গৃহে সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির নাম দেওয়া গেল। ধনপুতি খোলায় শ্রীদ্বারিকানাথ সরকারের বাটীতে, চাঁদনায় শ্রীঅক্ষয় কুমার দাসের বাটীতে, কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের বাসা বাটীতে; এই শেষোক্ত স্থানে প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। এখানেও আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল।

সমালোচনা।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত রস।—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ লেখক শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবসাধক শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজি মহাশয় এই অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগ্রন্থ ৪৮০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, উত্তম কাগজ, ছাপা উত্তম অথচ মূল্য ১৸০ মাত্র। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সমালোচনার জন্য মাত্র দুইদিন প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীগ্রন্থ দর্শনেই এবং স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পাঠেই পরমানন্দ পাইয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া তবে ইহার সমালোচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে এই শ্রীগ্রন্থ-সম্পাদকের নিবেদন হইতে এখানে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে পাঠকবর্গের মনে শ্রীগ্রন্থ সম্বন্ধে একটা ধারণার উন্মেষ হইবে।

"শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতম মাধুর্য্য,—প্রথমে শ্রীযশোদানন্দন-লীলায় তৎপরে শ্রীশচীনন্দন-লীলায় জগতে প্রকটিত হইল। অতএব এই স্বয়ং ভগবানের ঐ উভয় স্বরূপের গুণরূপলীলায় মন-লাগানই উক্ত মাধুর্য্যলাভ ও অনুভব করার একমাত্র উপায়। ঐ মাধুর্য্যের ও লীলাপরিকরগণের অতুলনীয় সুখ-সৌভাগ্যাদির সারত্ববোধের বিষয়ীভূত হইলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তল্লাভের জন্য প্রাণ আকুল ও চঞ্চল হয় এবং চেষ্টার ফলে ঐ লৌল্য উত্তরোত্তর সংবর্দ্ধিত হইয়া চরমদশা প্রাপ্ত হইলেই দেহাবসানে পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যদশা অবশ্য লাভ হয়। লৌল্যের সেবাই উত্তরোত্তর তদ্বর্দ্ধনের উপায়, উহা অষ্টকালীয়-লীলা শ্রবণ পঠন ও তৎস্মৃতি উদ্দীপনরূপা। পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত শ্রীগ্রন্থখানি তাহার পদ্ধতি। ইহাতে দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি ভাবের ভক্তবৃন্দের আস্বাদনীয়,—যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকিশোর কালীয় প্রাত্যাহিকী সুললিত লীলাবলী অতি মধুরাক্ষরে ও অপূর্ব্ব পরিপাটীতে রসিক গুরু মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু মূল গোবিন্দলীলামৃত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বটে, অথচ তাহার টীকার বা গদ্যানুবাদে, লীলা ও রসের মাধুর্য্য-বিশ্লেষণ করা হয় নাই। পূজ্যপাদ মহাজন যদুনন্দন ঠাকুর কৃত একখানি পয়ারানুবাদ আছে, তাহাতেও অধিকাংশ স্থলে উহা নাই। তাহাতে প্রায়শঃ "ব্যাপারের দিগ্‌দর্শন মাত্র" আছে, এবং সমস্ত শ্লোকের শব্দাবলীই আংশিক পরিত্যক্ত। শত শতাধিক শ্লোকের কথা একেবারেই অনুবাদিত হয় নাই, এবং মূল শ্লোকাবলীর কাব্যসৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। বিশেষতঃ অপণ্ডিতগণের দ্বারা নকল হইতে হইতে লিপিকরপ্রমাদে পয়ারগুলি পরিপূর্ণ এবং নানাদেশীয় কথ্যভাষার পাঠান্তরে ভরা। স্থানে স্থানে অর্থবোধই হয় না। সুতরাং মূল গ্রন্থোক্ত প্রেমলীলার প্রেমসেবার মাধুর্য্য,—যাহার পূর্ণ পরিজ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়,—পৌনে ষোল আনা লোকেরই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা লাভ হয় না।"—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় যে এই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার এই গ্রন্থ পাঠেই বোধ হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে এই শ্রীগ্রন্থ যে তাঁহাদের ভজনের বিশেষ সহায় হইবেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই শ্রীগ্রন্থ কুমিল্লা শঙ্কর প্রেসে, শ্রীহট্ট করিমগঞ্জবাসী শ্রীশচীকুমার দাস এবং গ্রন্থকারের নিকট—শ্রীগোপীনাথের ঘেরা শ্রীবৃন্দাবনে প্রাপ্তব্য।

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥

—:০:—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

—:*:—

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র!
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!

১ম বর্ষ | পৌষ মাঘ ৪৩৭ গৌরাব্দ | ১১।১২শ সংখ্যা
১৩৩০ সাল

শ্রীবৈষ্ণব-মহিমা।

—:)*(:—

(প্রার্থনা)—যথারাগ।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের জীবন।
জীব প্রতি কর প্রভু কৃপাবলোকন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ দয়াল ঠাকুর।
জীবের মোহান্ধকার কর প্রভু দূর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥
জয় জয় গৌরগোষ্ঠী ভুবনমঙ্গল।
কৃপা করি দাও জীবে ভজনের বল॥
সর্ব্ব গৌরগণ-পদে এই নিবেদন।
কৃপাদৃষ্টি দানে জীবের শুদ্ধ কর মন॥
তোমাদের আবির্ভাব জীব উদ্ধারিতে।
(আর) প্রেমধন বিলাইতে অধম পতিতে॥
ভুবন পাবন নাম তোমা সবে ধর।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে এক কটাক্ষেতে পার॥
তুমি সব মহাজন গৌরাঙ্গ-দয়িত।
আন কর্ম্ম নাই,—কর জগতের হিত॥
নিত্যানন্দ-শক্তি ধর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়।
তোমা সবার কৃপাকণা জগতের শ্রেয়॥
কৃপাকরি কৃপাময় জীবে দেহ শক্তি।
তোমাদের কৃপাবলে হ'বে গৌরভক্তি॥
জগতের প্রাণ গোরা তোমাদের ধন।
ভুবন দুর্ল্লভ ধন কর বিতরণ॥
কাঙ্গালের ধন গোরা পতিতের বল।
ক্ষুধিতের অন্ন গোরা তৃষিতের জল॥
কে তোমা চিনিতে পারে? কে বুঝিবে দয়া?
গৌরাঙ্গের প্রিয়জন কাঙ্গা করজিয়া॥
বেদের অগম্য তুমি দেব অগোচর।
শ্রীবৈষ্ণবচূড়ামণি খ্যাত চরাচর॥
তোমা সবার পদে মোর কোটি পরণাম।
কৃপা করি দেহ জীবে হরেকৃষ্ণ নাম॥
জয় শ্রীবৈষ্ণবধাম জয় শুভ নাম।
জীব প্রতি কভু তুমি না হৈবে বাম॥
বৈষ্ণবের পদরেণু হৃদে করি আশ।
বৈষ্ণবমহিমা কিছু গায় হরিদাস॥

শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টক।

—:•:—

(১)

গলিত কণকদ্যুতি অঙ্গের বরণ।
কমল নিছনি কিবা অরুণ চরণ॥
গলায় দুলিছে স্বর্ণ চম্পকের কলি।
প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে ঝলকে বিজলি॥
কোটি চন্দ্র তুলনা সে হয় কি না হয়।
সে যে মোর প্রাণধন শচীর তনয়॥

(২)

চাঁচর চিকুর রাশি ললাট ঝাঁপিল।
কণক কমল দেখি অলি কি বেড়িল?
তাহে দিব্য ঝুটিতলে কণকের চাঁদ।
হাসিয়া ফিরায় আঁখি প্রাণচোরা ফাঁদ॥
কণক কেতকী জিনি শোভা অতিশয়।
সে যে মোর প্রাণধন শচীর তনয়॥

(৩)

চরণ তুলিতে হয় নুপুরের ধ্বনি।
মরকত ফুটিয়া পড়ে হেন অনুমানি॥
ক্ষীণ কটি বেড়িয়া অরুণ পট্ট ধৃতি।
তাহে সে কিঙ্কিনী রোল কেবা ধরে ধৃতি॥
শ্রীভুজে শোভিছে স্বর্ণ অঙ্গদ বলয়।
সে যে মোর প্রাণধন শচীর তনয়॥

(৪)

প্রসর হৃদয়ে দোলে মল্লিকার হার।
চরণ চুমিয়া যেন করিছে বিহার॥
দীর্ঘ দুই ভুজদণ্ড উরধে তুলিয়া।
নদীয়ার পথে ধায় শ্রীহরি বলিয়া॥
চারি ভিতে নদীয়া-বালক শোভাময়।
সে যে মোর প্রাণধন শচীর তনয়॥

(৫)

হরি বলি হরি বলি করয়ে গর্জ্জন।
বিম্বাধর ঝলমল মুকুতা-দশন॥
সুরধুনী তীরে তীরে হরিবোল বলি।
নাচিয়া নাচিয়া ফিরে সখাগণ মেলি॥
কণক পুতলি যেন নবনীতময়।
সে যে মোর প্রাণধন শচীর তনয়॥

(৬)

সোনার লতিকা যেন পাই মন্দ বায়।
দুলিয়া দুলিয়া কিবা নাচিয়া বেড়ায়॥
এক করে ক্ষীরসর আরে ত কদলী।
শচী আঙ্গিনায় নাচে মহাকুতুহলী॥
নখমণি কিরণে ঘুচিল ভবভয়।
সে যে মোর প্রাণধন শচীর তনয়॥

(৭)

সুরধুনী সলিলে সে ঝাঁপ দিয়া পড়ে।
নানা রঙ্গ ভঙ্গে এক প্রহর বিহরে॥
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পূজার সম্ভার॥
আপনি খাইয়া করে আনন্দ অপার॥
চঞ্চলের রাজা সেই প্রীতিরসময়।
সে যে মোর প্রাণধন শচীর তনয়॥

(৮)

ধূলায় ধূসর গৌর অঙ্গের বরণ।
ধূসরিয়া মেঘে কিয়ে চাঁদের কিরণ॥
কীর্ত্তন-রসিয়া ধূলি বড় প্রিয় তার।
নবদ্বীপে প্রকট শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে অবনী উদয়।
সে যে মোর প্রাণধন শচীর তনয়॥
সঙ্কীর্ত্তন বিনা আর বাল্যকেলি নাই।
কৃষ্ণদাসিয়ার সেই প্রাণের নিমাই॥

শ্রীমতি সুশীলাসুন্দরী দেবী

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস।

ভ্রমোচ্ছেদন।

[প্রভুপাদ—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে অনেকবার দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণের তপ্তমুদ্রা ধারণ বিষয়ে বিচার হইয়াছিল শ্রীবেঙ্কট ভট্ট এতৎ সম্বন্ধে নিবন্ধও লিখিয়াছি তাহার আভাস শ্রীগোপাল ভট্ট "হরি-ভক্তি-বিলা মূলে দিয়াছেন।

"বহুশ্চ বেঙ্কটাচার্য্যপাদ প্রভৃতিভির্ব্বুধৈঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়োঽপ্যত্র বিখ্যাতা লিখিতাঃপরা" ॥ ৩৯ ॥

বেঙ্কটাচার্য্যপাদাঃ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়িনো মুখ্যতমা স্তদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্রুতিস্মৃত্যভিজ্ঞৈঃ অত্রতপ্তমুদ্রাধারণ প্রকরণে বহ্বাঃ বহুলাশ্চ পরা লিখিতাঃ বিখ্যাতাইতি প্রসিদ্ধতয়াত্র ন সংগৃহীতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

বেঙ্কটাচার্য্যপাদ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখ্যতম আচার্য্য। তদাদিক শ্রুতিস্মৃতিপারংগত পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে (তপ্ত মুদ্রা ধারণ প্রকরণে) আরও অনেক শ্রুতিস্মৃতি লিখিয়াছেন। অতএব এই স্থানে আর লেখা হয় নাই।

শ্রীসনাতন গোস্বামী দক্ষিণ দেশ যাত্রা করেন নাই। বেঙ্কটাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তাঁহার লিখিত নিবন্ধে যে সমস্ত শ্রুতিস্মৃতি সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাও দেখেন নাই। সেই সময়ে এইরূপ প্রবন্ধ ছিল না যে, ভিঃ পিঃ করিয়া ডাকে মুদ্রিত নিবন্ধের এক কপি আনাইয়া ঘরে বসিয়া দেখিতেন। এই নিবন্ধের বিষয় শ্রীগোপাল ভট্টই জানিতেন। যেহেতু তিনি বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। পিতার পক্ষ সমর্থন করা সৎপুত্রের স্বাভাবিক কার্য্য। অতএব শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের অপ্রচলিত তপ্তমুদ্রা ধারণকেও এইরূপ উদ্ভটভাবে গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের নিবন্ধ মধ্যে প্রতিপাদন করিলেন। অতএব হরিভক্তি বিলাসাপর পর্য্যায় ভগবৎভক্তিবিলাস গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্টের সঙ্কলন।

হরিভক্তি বিলাসের একাদশ বিলাসের ৩৩৯ অঙ্কের টীকাতে "শ্রীমন্মহানুভাবৈশ্চ ভক্তি রসার্ণবে বিশেষেণ বৈবিচ্য দর্শিতমেবাস্তীতি বিস্তরতো নলিখিতং" ॥ ৩০৯ ॥ এইরূপে "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু"র উল্লেখ করা হইয়াছে। দিগদর্শনী টীকা যদি শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত হইত, তবে তিনি নিজ কনিষ্ঠ ও শিষ্যসম শ্রীরূপগোস্বামীকে "শ্রীমহানুভাব" কখনও লিখিতেন না। শ্রীগোপীনাথ দাস গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীরূপ গোস্বামীতে তাঁহার গৌরব বিশিষ্ট প্রীতি। তিনি লিখিলেন, "শ্রীমন্মহানুভাবৈঃ।"

হরিভক্তি বিলাসে প্রত্যেক বিলাসের অন্তে লিখিত আছে, "ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তি বিলাসে"। শ্রীসনাতন গোস্বামী একবার নয়, বিশ বারই নিজ লিখিত গ্রন্থে অন্যের নাম দিয়া অসত্য বাক্য লিখিলেন? সামান্য লোকেরা বলিয়া থাকেন "শতং বদ মা লিখ" মুখে শত বার বল, কিন্তু লিখ না। তবে সে হরিভক্তি বিলাসকে সনাতন গোস্বামীর লিখিত বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা তাঁহাকে মিথ্যা লিখনরূপ দোষ দিয়া থাকেন। এই প্রতিবিলাসের সমাপ্তির বিষয় থাক, উপক্রমেও "গোপালভট্ট চিনুতে" স্পষ্ট লেখা আছে, আর "সন্তোষয়ন রূপসনাতনৌচ" সনাতন গোস্বামী কি লিখিয়াছেন আমি গ্রন্থ করিতেছি সনাতন রূপের সন্তোষের জন্য? যদি এই গ্রন্থ সনাতন গোস্বামীর লিখিত হইত, তবে এইরূপ পাঠ হইত—"ভক্তেরবিলাষাং শ্চিনুতেদত্র বিদ্যাবাচস্পতে শিষ্য সনাতনাখ্য"........ সন্তোষয়ন্ স্বঃচ নিজানুজঞ্চ। কিন্তু কেহই লিখিতে পারে না যে, আমি আমাকে সন্তোষ করিতে গ্রন্থ লিখিতেছি।

মূল গ্রন্থে এতাদৃশ সমস্ত প্রবল প্রমাণ থাকিতেও যাঁহারা হরিভক্তি বিলাসকে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্কলিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-ইতিহাসের অনভিজ্ঞতাবশতঃ ভ্রান্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ এই সমস্ত ঘটনা ব্রজধামের,—বঙ্গদেশস্থ ভক্তগণ যে ইহার রহস্য-ভেদে অক্ষম হইবেন তাহা আশ্চর্য্য কি? কেবল যে শ্রীহরিভক্তি বিলাস সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রম প্রচার হইয়াছে তাহা নয়, "ষট সন্দর্ভ" বিষয়ে এইরূপ ভ্রম আছে। অনেক লোক জানেন 'ষট সন্দর্ভ' শ্রীজীব গোস্বামীকৃত, কিন্তু বাস্তবিক "ষট সন্দর্ভ" শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী লিখিত। শ্রীজীব গোস্বামী তাহা সংশোধন করিয়া পুনর্ব্বার লিখেন। যাঁহারা "ষট সন্দর্ভ" পাঠ করেন তাঁহারা এই বিষয়ে অভ্রান্ত। "ষট সন্দর্ভে"র প্রারম্ভে,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং প্রভৃতি সপ্তশ্লোক শ্রীজীবগোস্বামীর লিখিত।

"যস্তব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং পদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া তত্রতত্রা শ্রীবৃন্দাবনৈশ্বর্য্যালীলায়াং প্রাক্‌প্রদর্শিতমপ্যেনপত্নীত্যাদিপদ্যদ্বয়ং চাপু সন্দেহং" পর্য্যন্ত শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর লিখিত।

শেষে "অত্র বিস্তার শঙ্কাতো যথা ব্যাখ্যা নখিস্তৃতা" প্রভৃতি "সজয়তি চৈতন্য বিগ্রহ কৃষ্ণঃ" পর্য্যন্তের গদ্য.পদ্য

শ্রীজীবগোস্বামীর লিখিত। এই গ্রন্থের আরম্ভে এবিষয়ে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—

—"কোঽপিতদ্বান্ধবো ভট্টদক্ষিণদ্বিজবংশজ
বিবিচ্যব্যলিখ্য গ্রন্থং লিখিতাদ্বৃদ্ধ বৈষ্ণবৈঃ"।

তাহার পরে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিতেছেন,—

তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত ব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতং
পর্য্যালোচ্যাম পর্য্যায়ং কৃত্বালিখতিজীবক।

অর্থঃ—তাহার রূপ সনাতনের বান্ধব কেহ দক্ষিণ দ্বিজবংশজাত "ভেদ" বৃদ্ধ বৈষ্ণবচন্দ্র গ্রন্থে লিখিত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া লিখিয়া দিলেন। তাহার আদ্য গ্রন্থনালেখ যাহা ক্রমপ্রাপ্ত ব্যুৎক্রম ও অখণ্ডিত ছিল, পর্য্যালোচনা ও পর্য্যায় করিয়া আমি (জীব) লিখিতেছি; এই সন্দর্ভের মুখবন্ধেও শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেই আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া শ্রীগোপাল ভট্ট নাম লিখিলেন না, লিখিলেন "কোঽপি"; "তদ্বান্ধবোভট্ট" শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সেইরূপ গোপাল ভট্টের লেখা দেখা যায়।

"সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌচ" তদ্রূপ লেখা প্রতি সন্দর্ভের আরম্ভে দেখা যায়।

"তৌসন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপ-সনাতনৌ দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে॥"

যে গ্রন্থে অনেক বার রূপসনাতনের সন্তোষের জন্য লিখিতেছি, এই কথা অনেকবার লেখা হইয়াছে, সেই গ্রন্থ সকলকে শ্রীসনাতন গোস্বামীর লেখা কিরূপে বলিতে পারা যায়?

"ষট্‌সন্দর্ভের" সম্বন্ধে আর এক প্রবল প্রমাণ এই যে, ক্রম সন্দর্ভ সঙ্কলন সময়ে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—

"শ্রীভাবগত সন্দর্ভান্ শ্রীমদ্বৈষ্ণবতোষিণাং
দৃষ্ট্বা ভাগবত ব্যাখ্যা লিখ্যতে যথামতি॥"

শ্রীভাগবত সন্দর্ভ ও শ্রীবৈষ্ণবতোষিণীকে দেখিয়া আমি এই ক্রম সন্দর্ভ সঙ্কলন করিলাম।

যদি সেই সন্দর্ভ শ্রীজীবগোস্বামীর লিখিত হইত তবে কি তিনি লিখিতে পারিতেন যে আমি আমার কৃত গ্রন্থকে দেখিয়া আমার গ্রন্থ করিতেছি? এই সমস্ত উদ্ভট প্রমাণ দ্বারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর লিখিত ও তাহার টিকা "দিগ্দর্শনী" শ্রীগোপীনাথ দাস গোস্বামীর লিখিত এবং ষট্‌সন্দর্ভ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী লিখিত, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তবে যে কারণে শ্রীজীব এই গ্রন্থদ্বয়ের কর্তৃত্বে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নাম না লিখিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুরোধে শ্রীসনাতন গোস্বামীর নাম লিখিয়াছেন সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তদ্রূপ লিখিয়াছেন। অতএব তাহাদেরও লেখা অসঙ্গত নয়।

শ্রীজীবগোস্বামী ক্রমসন্দর্ভের আরম্ভে আর একটী কারিকাতে নিজকে ক্রমসন্দর্ভের সমাহর্ত্তা লিখিয়াছেন এবং গ্রন্থকর্ত্তা অপর একজনকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"সদত্রসখলিতং কিঞ্চিৎ যায়তেনবধানতঃ
জ্ঞেয়ং ন তত্তৎকর্ত্তৃনাং সমাহর্তুর্মমৈবতৎ॥"

ষট্‌সন্দর্ভ ও শ্রীবৈষ্ণবতোষিনীকে দেখিয়া আমি এই ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিতেছি,—অনবধানতা হেতু যদি কিছু স্খলন হয় সে স্খলন "ষট সন্দর্ভকার" বা তোষিনী"কারের পর আমারই স্খলন জানিবে। ইহাতে তিনি ষট সন্দর্ভের গ্রন্থকারকে তৎসঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও নিজকে ক্রম সন্দর্ভের সমাহর্ত্তা স্বীকার করিয়াছেন।

যুক্ত বৈরাগ্য ও শুষ্ক বৈরাগ্য।

—:) * (:—

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় শ্রীসনাতন-শিক্ষায় পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে—

"যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥"

এখন "যুক্ত বৈরাগ্য" ও "শুষ্ক বৈরাগ্য" বাক্যের শাস্ত্রীয় অর্থ কি, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন? যাঁহারা গুরুমুখে বা আচার্য্য মুখে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এই দুইটি বাক্যের মর্ম্ম অবগত আছেন। কিন্তু যাঁহারা সে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত তাঁহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

এই যে জগত এবং মায়াময় সংসার, ইহাকে কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্যবহার করিলে,—অনাসক্তভাবে গৃহে থাকিয়া ভগবত সংসার জ্ঞানে বিষয়াদি ভোগ করিয়া কৃষ্ণ সেবাদি কর্ম্ম করিলে যুক্ত বৈরাগ্য হয়,—আর এই জগতকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ইহাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শুষ্ক বৈরাগ্য হয়।

এই কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব। শ্রীএকাদশে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন "যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে, এবং যদবধি আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম সকল করিবে" (১)। এই যে বিষয়ে বৈরাগ্য ইহা শুষ্ক বৈরাগ্য নহে,—ইহা যুক্ত বৈরাগ্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন, কেহ কেহ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভক্ত্যঙ্গ নহে। ভক্তি মার্গের অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার প্রথম সহায়, সুতরাং তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন সাধু সজ্জন সকলের মত এই যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটি বস্তু মানবের চিত্ত কাঠিন্যের হেতু, অতএব সুকোমল স্বভাবা ভক্তিই ভক্তিমার্গে প্রবেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্বার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (২)। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই উত্তর কালে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের অনুগত থাকিয়া সাধন রাজ্যে প্রবেশ করিলে দোষান্তরের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ চিত্তের কাঠিন্যতা জন্মে। ইহা মহাজন বাক্য; তাঁহারা স্বয়ং জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ এই,—নানাবিধ বাদ প্রতিবাদ নিরসনপূর্ব্বক তত্ত্ববিচার করিতে গেলে এবং দুঃসহ কষ্টাকল্প করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস ও সাধন করিতে হইলেই অবশ্যই চিত্তের কাঠিন্য জন্মে; অতএব ভক্তি ভিন্ন ভক্তিমার্গে প্রবেশের অন্য হেতু হইতে পারে না,—অন্য দ্বার ও নাই।

একথা বহু বিচার করিয়া পূজ্যপাদ গোস্বামীপাদগণ ভক্তিমার্গের সাধকের জন্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গোস্বামীশাস্ত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিজস্ব সম্পত্তি, এসম্পত্তি অমূল্য; অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্য কথা হইতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ভক্তি-সাধকের পক্ষে, এই উপদেশ সর্ব্বথা পালনীয়।

শ্রীকৃষ্ণভগবান উদ্ধবকে কহিলেন "হে উদ্ধব! এই কারণে অর্থাৎ (চিত্ত কাঠিন্য হেতু) মদ্গত চিত্ত এবং আমাতে ভক্তিমান যোগীদিগের প্রায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য শ্রেয়োজনক নহে। জ্ঞানসাধ্য মুক্তি ও বৈরাগ্যসাধ্য জ্ঞান, কেবল মাত্র ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তিনি আরও কহিলেন "হে সখে! কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ও অন্যান্য শ্রেয়ো দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্তগণ কেবলমাত্র মদ্বিষয়িনী ভক্তি দ্বারা সেই সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হন। যদিও আমার ভক্তগণের কোন প্রকার অভিলাষ নাই, তথাপি ভক্তির উপযোগিতার নিমিত্ত যদি কখন তাহারা কথঞ্চিৎ স্বর্গ, অপবর্গ ও আমার ধাম বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহারা তাহা লাভ করিতে পারেন। আমি তাঁহাদিগকে অসাধনে তাহা দান করি" (১)।

এখন সিদ্ধান্ত হইল, শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তিই মূল,—ভগবত প্রাপ্তির একমাত্র হেতু,—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে শ্রীভগবানকে জানা যায়,—পাওয়া যায় না। এই যে সংসার বিষয়ে আসক্তি, ইহা গুরুতর হইলেও হরিভজনে যাহার রুচি হইয়াছে, সেই ভজনপ্রভাবে এই বিষয়াসক্তি আপনিই ক্ষয়োন্মুখ হয়, বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহার জন্য ভক্তকে পৃথকভাবে কিছু করিতে হয় না। ভক্তের ভগবতসংসারে যে আসক্তি তাহা আসক্তি নহে, ভগবত বিষয়ে যে আসক্তি, তাহাও আসক্তি নহে। ভক্তের সংসার ভগবত সংসার,—

(১) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

(২) জ্ঞান বৈরাগ্যয়োর্ভক্তি প্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥
যদুভে চিত্তকাঠিন্য হেতু প্রায়ঃ সতাং মতে।
সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তিশুদ্ধেতু রীরিতা॥ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

(১) তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগীনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান ধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতীতি॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

ভক্তের বিষয় ভগবত বিষয়; এই সংসার ও বিষয় অন্য সংসার বা বিষয়ের সহিত তুলনা হইতে পারে না। কারণ এই আসক্তি প্রকৃত সংসারাসক্তি নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আসক্তি; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আসক্তিই শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি.—কৃষ্ণভক্তি। এই জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ যুক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধো যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করত কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে আগ্রহ বা আসক্তি জন্মে তাহাকেই যুক্ত বৈরাগ্য বলে। এই যুক্ত বৈরাগ্য প্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাই পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল"। এক্ষণে শুষ্ক বৈরাগ্য কি তাহা শুনুন। এই শুষ্ক বৈরাগকে গোস্বামীপাদগণ ফল্গুবৈরাগ্য আখ্যা দিয়াছেন। ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে এই ফল্গু বৈরাগ্য সম্বন্ধে লিখিত আছে—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরি সম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্য ফল্গু কথ্যতে॥

অর্থাৎ মুমুক্ষু জনগণ কর্ত্তৃক প্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রীহরি সম্বন্ধীয় বস্তু, তাহার যে পরিত্যাগ,—তাঁহাকে ফল্গুবৈরাগ্য বলে। কথাটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শ্রীহরি সম্বন্ধীয় বস্তুর ভাবার্থ ভগবত প্রসাদাদি। ইহার পরিত্যাগ অর্থাৎ ইহাতে বৈরাগ্য, ইহা অপরাধের মধ্যে গণ্য। এই যে ভগবত প্রসাদ পরিত্যাগ,—ইহা দুই প্রকার, প্রথম ভগবত প্রসাদ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা না করা, এবং প্রাপ্ত প্রসাদ গ্রহণে অনিচ্ছা বা উপেক্ষা। ভক্তিমার্গের সাধক বৈরাগ্য করিয়া যদি এই অপরাধ অর্জ্জন করেন, ইহাতে তাঁহার ভক্তি ক্ষয় হয়। সুতরাং এই যে বৈরাগ্য,—ইহা ফল্গু বৈরাগ্য। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের ভক্ত্যঙ্গত্ব নিরস্ত হইলেও কেবল স্পষ্টতার নিমিত্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গু বৈরাগ্যের পুনরায় নিরসন করা হইল (১)।

এক্ষণে বুঝা গেল, ভগবত সম্বন্ধীয় বস্তু ত্যাগ,—অর্থাৎ ভগবত প্রসাদাদি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ বৈরাগ্যবা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষেও নিষিদ্ধ। এই জন্যই শ্রীমন্মহা প্রভু রঘুনাথদাস গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥ চৈঃ চঃ

ভক্তি মার্গাবলম্বী সাধকগণের পক্ষে শুদ্ধাভক্তিই মূল এই ভক্তি জাত যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই ভক্তিযোগ সাধানের প্রধান উপায়। এই জ্ঞান শুষ্ক বৈরাগ্যজনিত জ্ঞান নহে,—যুক্ত বৈরাগ্য সাধনফল জ্ঞান। জ্ঞান মিশ্রা যে ভক্তি, সে ভক্তি উত্তমা নহে। এই ভক্তি হইতে হৃদয়ে প্রেমভক্তির উৎপত্তি বড় দুষ্কর। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥

যদুনন্দন ও নন্দনন্দন।

—:) * (:—

(শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর)

শ্রীভগবানের দুটি মূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তি ও নরমূর্ত্তি। দেবমূর্ত্তি চতুর্ভুজ, নরমূর্ত্তি দ্বিভুজ। দেবগণের ঈশ্বর দেবমূর্ত্তি, নরগণের ঈশ্বর নরমূর্ত্তি। শ্রীভগবান কংস কারাগারে দেবকীগর্ভ হইতে যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ কারাগারে আসিয়া স্তব করিলেন। শ্রীভগবান চতুর্ভুজ। কিন্তু পরে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র নরমূর্ত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিশেষ অবজ্ঞা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীগণও রাসে অধিকার পান নাই। এই সিদ্ধান্ত প্রকট লীলা সম্বন্ধেই সঙ্গত। ঐশ্বর্য্যের প্রকট ঘন-দেবমূর্ত্তি, মাধুর্য্যের একট ঘন—নরমূর্ত্তি। শ্রীভগবান্ পূর্ণৈশ্বর্য্য+পূর্ণমাধুর্য্য। সুতরাং শ্রীভগবান্ দেবনর সমষ্টি।

---

(১) প্রোক্তেন লক্ষণেনৈব ভক্তেরধিকৃতস্য চ।
অঙ্গত্বে সুনিরস্তেঽপি নিত্যাদ্যখিল কর্ম্মণাং॥
জ্ঞানস্যাধ্যাত্মিকস্যাপি বৈরাগ্যস্য চ ফল্গুনঃ।
স্পষ্টতার্থং পুনরপি তদেবেদং নিরাকৃতং॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

দেবকীগর্ভ হইতে প্রভু আবির্ভূত হইলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীভগবান্ যোগমায়া দেবীকে বলিয়াছেন—

"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে
প্রাপ্স্যামি ——————————— ॥"

(৮।২।১০ শ্রীমদ্ভাগবত)

অংশৈঃ শক্তিভিঃ ভজতে অধিতিষ্ঠতি সর্ব্বান্ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তান্ ইত্যংশভাগস্তেন পরিপূর্ণেন রূপেণেত্যর্থঃ (শ্রীধরস্বামী)।

সর্ব্বাবতার যাঁহার অংশ এমন ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বাবতার অঙ্গে করিয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং দেবকীনন্দন পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ তিনি পূর্ণ বলিয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বমাধুর্য্য সেই একাধারে। অতএব যদুনন্দন চতুর্ভুজ হইলেও অর্থাৎ দেবমূর্ত্তিতে প্রকট হইলেও মাধুর্য্যময় নরমূর্ত্তি উহাতে প্রচ্ছন্ন আছেন। শ্রীভাগবতের উক্ত শ্লোক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

ত্রেতায় গায়ত্রীর উদ্ভব। গায়ত্রীর গীতা দেবতা ত্রেতায় দ্বিভুজ রাম, দ্বাপরে চতুর্ভুজ কৃষ্ণ, কলিতে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ঐশ্বর্য্য লীলার অন্তরালে মধুরলীলা। পুষ্প ও তন্মধু এক সমষ্টি বস্তু,—এই সমষ্টির নামও পুষ্প। মধু পুষ্পে প্রচ্ছন্ন—মধুকরের জন্য। পুষ্প অর্থাৎ সপরাগ দলরাজি—ঐশ্বর্য্য, কর্ণিকাস্থ মধু—মাধুর্য্য। দেবকীনন্দন বা যদুনন্দন—এক কল্প পুষ্প, নন্দনন্দন উহার মধুসারাংশ।

পাণ্ডবযুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নহেন, দ্বিভুজ। যদি তিনি তখন চতুর্ভুজ হইতেন, কোন পক্ষই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিত না, যুদ্ধও হইত না,—কৌরব পাণ্ডব উভয়েই তাঁহার নরমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্ভুজত্বের প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণ কেবল সূতিকাগৃহেই কতকক্ষণ চতুর্ভুজ ছিলেন। মথুরায় তাঁহাকে চতুর্ভুজ দেখিলে, বৃন্দাদূতী তাঁহার সম্মুখীন হইতেন না। কিন্তু কাশীরাজের আস্পর্দ্ধায় চতুর্ভুজত্বের প্রমাণও দেয়। মূলকথা—মানুষী লীলায় শ্রীভগবান দ্বিভুজ। কখন কখন প্রভু চতুর্ভুজ কেন ষড়ভুজও দেখাইয়াছেন। শ্রীযমুনা পার হওয়া অবধি তিনি শ্রীনন্দনন্দন। অক্রুর কৃষ্ণ হরণ করিয়া মথুরায় নিলেন। বিরহিনী শ্রীরাধার দুঃখে দুঃখিতা দূতী কৃষ্ণ আনিতে মথুরা গেলেন। তখন কৃষ্ণ ও দূতীর মধ্যে যে সব আলাপ হইয়াছিল, তাহাতে কৃষ্ণ যে নন্দনন্দন তাহাই প্রমাণিত হয়। উদ্ধব-সংবাদ যদুনন্দন ও নন্দনন্দনের অভিন্নত্ব বা এককৃষ্ণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যদুনন্দন ও নন্দনন্দন একই তত্ত্ব, একই কৃষ্ণ। যিনি ফুলটির অনুশীলন করেন, তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ যদুনন্দন,—ঐশ্বর্য্য জ্ঞান। যিনি ফুলমধুর অনুশীলন ও আস্বাদন করেন, তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ রসময় শ্রীনন্দনন্দন—মাধুর্য্যের ভাব।

শ্রীভগবানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মর্য্যাদা প্রদর্শন। ভজন পক্কতায় ক্রমশঃ মর্য্যাদা বিলুপ্ত হয় এবং তখন শ্রীভগবান্ ভক্তের নিজজন হন; অর্থাৎ যদুনন্দন ব্রজেন্দ্রনন্দন হন। কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দনই, অল্প অধিকারীর সমক্ষে যদুনন্দন রূপে প্রতীত হন।

শ্রীভাগবতের প্রমাণবলে দেবকী গর্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাব এবং যশোদাগর্ভে কন্যা রূপে যোগমায়ার আবির্ভাব হয় এবং বসুদেব কৃষ্ণাদেশে গোপনে বিনিময় করেন। আড়িয়লনিবাসী প্রভুপাদ শ্রীল হরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি মহাশয় প্রমুখাৎ এইরূপই শুনিয়াছি। কৃষ্ণের শতনামেও ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"বসুদেব রাখি আইলা নন্দের মন্দিরে।
নন্দের মন্দিরে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥"

নন্দের মন্দিরে কৃষ্ণাবির্ভাবের নাম গন্ধ নাই। যোগমায়োৎপত্তির প্রমাণ যথা—

যদি কংসাদ্ বিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলংনয়।
মন্মায়ামানয়াশু ত্বং যশোদা গর্ভসম্ভবাম্॥

ব্যূহাবতার বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া ব্যূহাতীত গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং বাসুদেব (ঐশ্বর্য্য) ও শ্রীকৃষ্ণ (মাধুর্য্য) এক কৃষ্ণ বটে।

এখন প্রতিকূল প্রমাণ সংগ্রহ করা যাউক্ :—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃপরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৫।৪।১ যামলবচনম্)

"যঃ পূর্ণঃ সঃ অস্তি অতঃপরঃ"—এতদ্বারা যদুসম্ভূত

কৃষ্ণ অপূর্ণ ও অংশ ইহাই সূচিত হইল। বাসুদেব অংশ বৃন্দাবনের লীলাকারী কৃষ্ণ পূর্ণ। এই মতের পোষকতায় আমরা ভাগবতীয় শ্লোকের ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারি, যথা—

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি"।

প্রথমার্থ এই যে আমি পূর্ণভগবান্ অংশভাগ বা অংশাবতার (বাসুদেব) দ্বারা দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, কিন্তু আমি নিত্যসিদ্ধ ভাবে যশোদার পুত্রই। তৎপ্রমাণ এই যে আবির্ভাবের অল্প পরেই শ্রীভগবান্ সামান্য শিশু মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সুতরাং দেবকীনন্দনত্ব শ্রীকৃষ্ণের এক ক্ষণিক জন্মলীলা ধরিয়া 'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতঃ" উক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ার্থ দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ করা যায় যে—

"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি।" —অর্থাৎ আমি পূর্ণভাবে (অংশসমূহ একীভূত করিয়া) দেবকীর পুত্র হইব। আবির্ভাবান্তর সামান্য শিশুরূপে যশোদার সূতিকা মন্দিরে নীত হইলেন। এই দ্বিতীয়ার্থ দ্বারা "কৃষ্ণ দুই" কহা যাইতে পারে না। তবে কিনা শ্রীগোস্বামী গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে এক কৃষ্ণই লীলাভেদে ও ভক্তের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভাবভেদে দুই প্রতীত হন।

চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥
ইহো কৃষ্ণ নহেন ইহো নারায়ণ মূর্ত্তি।
এত বলি সবে তারে করে নতিস্তুতি॥

(শ্রীচরিতামৃত)

কৃষ্ণই গোপীদের সাক্ষাতে চতুর্ভুজ হইয়া বসিয়া আছেন। গোপীগণ নতিস্তুতি করিলেন। কারণ চতুর্ভুজ নারায়ণ পূজার মূর্ত্তি প্রেমের নয়। কিন্তু কৃষ্ণেরই নিজ মূর্ত্তি।

হেন কালে রাধা আসি দিল দরশন।
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে॥
সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥
লুকাইল দুইভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে॥
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অনন্ত প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজস্বভাব॥

(শ্রীচরিতামৃত)

এই লীলার গূঢ়মর্ম্ম এই যে কৃষ্ণ চতুর্ভুজও দ্বিভুজও কিন্তু প্রেমের সমক্ষে ইনি দ্বিভুজ, অপর দুইভুজ লুকাইয়া যায়। পূজক সমক্ষে তিনি চতুর্ভুজ,—প্রেমিকের সমক্ষে দ্বিভুজ। রাধা স্বয়ং প্রেম—প্রেমসারাংশমহাভাবময়ী পূজক সম্বন্ধে যিনি যদুনন্দন, তিনিই প্রেমিকের পক্ষে নন্দনন্দন। বসুদেব গৃহে ও নন্দগৃহে সত্যসত্যই কৃষ্ণের দুটি পৃথক্ জন্ম কি না তাহাও পরে আলোচ্য।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি"।—বাক্যের অভিপ্রায়েও ধর্ত্তব্য বটে। ইহার অভিপ্রায় এই যে কৃষ্ণ অক্রূরের রথে মথুরায় যাইয়া কেবল ঐশ্বর্য্য মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, প্রেম প্রচারণ করেন নাই—কেবল রাজনীতি গার্হস্থ্য রীতিরই শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রেম তো বৃন্দাবনেই রাখিয়া গেলেন। রাধাই প্রেম। যথা রাধা তথা কৃষ্ণ, শ্রীনন্দনন্দন। রাধা ছাড়া কৃষ্ণেরই উপাধি যদুনন্দন।

শ্রীগোস্বামী-সিদ্ধান্তের অনুকূলে "শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পূ" হইতে উদ্ধৃত করা যাউক্ :—

"অগ্রে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জনি-জনিতঃ তপঃ সৌভাগ্য ফলেনোপলব্ধ পিতৃমাতৃভাবয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্বাসুদেবস্য রূপেণাবির্ভাবং ভাবয়িত্বা স্তনন্ধয়ত্বাভিমানমেব ক্ষণ তয়োঃ প্রকটয্য পশ্চান্নিত্যাসিদ্ধপিতৃমাতৃভাবয়োঃ শ্রীনন্দ যশোদয়োরপি শ্রীগোবিন্দস্বরূপেন তনয়তামাসসাদ"।

প্রথমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজনিত তপঃ সৌভাগ্যের ফলে বসুদেব ও দেবকী শ্রীভগবানের পিতৃমাতৃভাব উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বাসুদেব স্বরূপে স্বীয় আবির্ভাব জন্মাইয়া ক্ষণেকের জন্য তাঁহাদের পুত্রত্বাভিমান প্রকটন করেন, পরে স্বীয় গোবিন্দস্বরূপে পিতৃমাতৃভাবসিদ্ধ শ্রীনন্দযশোদার তনয়ত্ব গ্রহণ করেন।

এতদ্বারা উভয় প্রকার সিদ্ধান্তই করা যায়। সরল মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীভগবান্ ক্ষণেকের জন্য বসুদেবের পুত্ররূপ প্রকট হইয়া চলিয়া গেলেন এবং পরে নন্দরাণীর পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। সুতরাং ইহা নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্তানুরূপ। কিন্তু গৌণ সিদ্ধান্ত এই হইতে পারে যে,—দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার ও নন্দরাণীর পুত্রত্ব স্বীকার এই দুইবার পুত্রত্ব স্বীকার দ্বারা কৃষ্ণের দুই গৃহেই

...াবির্ভাব বা জন্ম সূচিত হয়! দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার ...রা যদি কৃষ্ণের জন্ম বুঝায়, যশোদার পুত্রত্ব স্বীকার ...রাও তেমন কৃষ্ণের জন্ম বুঝাইবে না কেন? কৃষ্ণের ...দ প্রায় একসময় দুই জন্ম হইল, তবে দুই কৃষ্ণই মানিয়া ...ওয়া যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্ত গৌণ মনে করিলেও ...াহাই নিষ্পন্ন হইতেছে, যথা—

"তদনুকংসভিয়া বাসুদেবস্বরূপেণ সহৈক্যং গতে সতি ——" (শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পূ)

তৎপর কংসভয়ে বাসুদেবকর্ত্তৃক আনীত শ্রীবাসুদেব ...প শ্রীগোবিন্দস্বরূপে মিলিত হইয়া ঐক্য প্রাপ্ত হইলে ...রিবংশে যথা—

গর্ভকালে অসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসিতে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥

উপসংহারে বক্তব্য এই—

১। বিচারসিদ্ধান্তে যাইলে হৃদয় স্বতঃই সকল বিচা... উপর এক কৃষ্ণের সাক্ষ্য দেয়।

২। ভজন পক্ষে দুই কৃষ্ণেরই স্ফুরণ উপলব্ধ হয়—এক ...াঙ্গে শতসূর্য্য কিরণোল্লাস; অপর কৃষ্ণ কোটিচন্দ্র ...তল মনিবপুঃ।

নিবেদন—শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে।

—:) • (:—

...গৌর হে!
...মার চরণ পূজবো প্রভু অন্য কিছুই পূজবো না।
...মার রূপেই মজবো হে দেব! অন্য রূপে মজ্‌বো না!
...মার তরে সকাল বেলা, গাঁথ্‌বো আমি ফুলের মালা,
চাইব শুধু তোমার দয়াই, অন্য কিছুই চাইব না।
তোমার নামই গাইব প্রভু, অন্য নাম আর গাইব না।

(২)

শুন্‌বো তোমার কথার ধ্বনি পক্ষীকুলের ঝঙ্কারে!
তোমার নামে বাঁধ্‌বো সাহস, ছাড়বো বৃথা শঙ্কারে!
...খ্‌লে ফোটা ফুলের রাশি, ভাব্‌বো হে নাথ তোমার হাসি,
...ময়ই দেখ্‌বো জগৎ, অন্য কিছুই দেখ্‌বো না।
...মার ছবিই আঁক্‌বো মনে, অন্য কিছুই আঁক্‌বো না!

(৩)

তোমার নামে ধর্‌বো যে হা'ল এলে বিপদ ঝঞ্ঝনা।
তোমার ভেবে হাস্য মুখে সইব সকল যন্ত্রণা!
তোমার তরে অনিবারই, ফেল্‌বো আমি নয়ন-বারি,
তোমার কৃপার চাতক আমি করো না দেব বঞ্চনা।
হতাশ হ'লে তুমিই প্রভু, দিও আমায় সান্ত্বনা!

(৪)

জাল্‌বো তোমার রূপের আলোক গভীর আঁধার রাত্তিরে,
তোমার নামেই কর্‌বো অটল আমার হৃদয় ভিত্তিরে।
আজকে হ'তে সকল কাজে, হেরবো তোমা ভুবন মাঝে,
থাক্‌বো শুধুই তোমার কাজে, অন্য কিছুই করবো না।
হৃদয় মাঝে হেরবো তোমায়, অন্য কিছুই হেরবো না!

(৫)

তোমার ধ্যানেই থাকবো বিভোর, অন্য ধ্যান আর করবো না।
তুচ্ছ বিষয় উচ্চ ভেবে বৃথায় ঘুরে মরবো না।
ওগো আমার হৃদয় রাজা! তোমার পায়ে নামিয়ে বোঝা
ভুলবো সকল বেদন জ্বালা, সইব না আর গঞ্জনা।
ওহে পরম দয়ার সাগর! দাওহে চরম সান্ত্বনা!

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী, কাব্যনিধি।

গোরা-রূপ।

"রূপ দেখ্‌বি যদি আয়।
রূপের সাগর বহে শচী আঙ্গিনায়॥"
নব নটন, রূপ গঠন, সুধা মদন গোরা,
দলি মদন, চাঁদ বদন, আঁখি অরুণ জোড়া।
নাসা বাঁশরী, নিজ পাসরি, রূপ নেহারি সখি,
চিকুর জালে, মালতী মালে, মেঘ বিজুরী মাখি।
তিলক ভালে, চাঁদ উজলে, মৃদু অধরে হাসি,
মুকুতা-রদ, জ্যোছনাপদ, লেয় সতত নাশি।
প্রসর বুক, দানিছে সুখ, ধরি কুসুম হার,
কেশরী কোটি, জঘন দুটী, নাহি তুলনা তা'র।
মোহন চারু, কদল উরু, পদ-কমল তাহে,
হেম নূপুর, বাজে মধুর, দীন কিঙ্কর গাহে।

দীনহীন সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু।

ঠাকুর জয়ানন্দ ও তৎপ্রণীত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

—:) * (:—

ঠাকুর জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। এতকাল এই শ্রীগ্রন্থ অপ্রকাশিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যত্নে এই শ্রীগ্রন্থ ১৩১২ সালে প্রথম মুদ্রিত হন। এই শ্রীগ্রন্থের মুখবন্ধে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু এবং বৈষ্ণবচূড়ামণি গৌরধামগত কালিনাথ দাস গ্রন্থকর্ত্তার যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"যে সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে তখনকার খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—সেই বন্দ্যঘটির কুলে কবি জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তখন বৈশাখ মাস শুক্লাদ্বাদশী তিথি। মাতামহ গৃহেই কবির জন্ম হয়। কবির মাতার নাম রোদনী, পিতার নাম শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র। তাঁহার জেঠার নাম বৈষ্ণব মিশ্র ও খুড়ার নাম রামানন্দ মিশ্র। বাণীনাথ মিশ্র নামে তাঁহার এক আত্মীয় ছিলেন, ইনি কবির খুড়া কি জ্যেঠা ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই বাণীনাথের পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র।

"উপরের পরিচয় হইতে মোটামুটি বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণ-কুলে জয়ানন্দ জন্মিয়াছিলেন, সেই বংশে বিদ্বান ও সৎ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। জয়ানন্দের পূর্ব্বপুরুষ রাম মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীচৈতন্য দেবের শিষ্য ও মাতা শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তা হইলেও কবির খুড়া জ্যেঠারা শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তি করিতেন না। এইরূপ এক পরিবার মধ্যেই তখন মত-বৈলক্ষণ্য ছিল। বৈষ্ণবাচার দর্পনে চৈতন্য শাখায় বর্দ্ধমানবাসী সুবুদ্ধি মিশ্রের নাম আছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মূল শাখা বর্ণনে "সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কোমল-নয়ান" এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

"জয়ানন্দ জননীর সন্তান হইয়া বাঁচিত না। সুবুদ্ধি মিশ্রের অনেক সাধ্যসাধনার পর কবির জন্ম হইল। প্রথমে পিতামাতা ভাবেন নাই যে এ সন্তান বাঁচিবে ও তাঁহাদের কুলোজ্জ্বল করিবে; কাজেই এরূপ স্থলে যাহা হয়, তাহাই হইল। যে কারণে শ্রীচৈতন্যদেবের "নিমাই" নাম রাখা হইয়াছিল, সেই কারণে কবির প্রথম "গুইয়া" নাম রাখা হইল। এই গুইয়া কিরূপে জয়ানন্দ হইলেন তাহা কবি নিজেই বলিয়াছেন।

"শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস অবস্থায় নীলাচল হইতে নদীয়ায় ফিরিয়া আসিতেছেন। বর্দ্ধমান হইয়া তিনি আমাইপুরা গ্রামে শিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবির মাতা রোদনী রন্ধন করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবকে ভোজন করাইলেন। এই অবস্থান কালে শ্রীচৈতন্যদেব কবির "গুইয়া" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "জয়ানন্দ" নাম রাখিলেন। জয়ানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু কে তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে না। তবে "অভিরাম গোসাঞির পাদোদক প্রসাদে" এই ভনিতা অনুসারে যেন অভিরাম গোস্বামীকেই তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া বোধ হয়। কবি শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্রের প্রসাদে এবং গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" রচনা করেন। "অনুমানিক ১৪৩০ হইতে ১৪৩৫ শকে কবি জয়ানন্দের জন্ম হয়। তিনি স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার গ্রন্থে নিজেই আভাস দিয়াছেন, যথা:—

"নদীয়ার লোক যত তার তুমি আঁখি।
এ বোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাখী॥"

এক্ষণে এই প্রাচীন প্রামাণিক শ্রীগ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সবিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই শ্রীগ্রন্থে অনেক নূতন তত্ত্ব ও লীলা-কথা লিখিত আছে,—যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ জানিতেন না; কেন যে এই শ্রীগ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হন নাই, এবং বৈষ্ণবসমাজে অনাদৃত ছিলেন তাহার বিশেষ কারণ আছে,—তাহা বারান্তরে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ঠাকুর জয়ানন্দ তাঁহার শ্রীগ্রন্থে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

"শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির আজ্ঞা মালা পাঞা।
অভিরাম গোসাঞির কেবল বর পাঞা॥

গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত প্রচারি॥
শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দ জন্ম মাতামহ গৃহ বাসে॥
গুহিয়া নাম ছিল মায়ের মড়ঞ্চিয়া বাদে।
জয়ানন্দ নাম হইল চৈতন্যপ্রসাদে॥
জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি।
পরম ভাগবত তিঁহো উপমা দিতে নাই॥

* * * * *

বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র তপস্যার বলে।
জয়ানন্দ মন হইল চৈতন্যমঙ্গলে॥
চৈতন্য-চরিত্র কেবা বর্ণিবারে পারে।
তারি বেদে চতুর্মুখ স্তুতি করে যারে॥
যাঁহার মহিমা গায় সহস্র বদনে।
যাঁর মহিমা গাঞা উন্মত্ত ত্রিলোচনে॥
পৃথিবীর রেণু সে গণিতে শক্তি কারা।
যদি বা গণিতে পারি গগনের তারা॥
আটকে প্রমাণ করি সমুদ্রের জল।
গণিবারে পারি যবে যত বৃক্ষফল।
উনপঞ্চাশ বায়ু যদি মুষ্টি করি ধরি।
তথাপি চৈতন্য গুণ বলিতে না পারি॥

ঠাকুর জয়ানন্দ এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া কতকগুলি শ্রীগৌরাঙ্গলীলা গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন, যথা:—

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস-অবতার।
চৈতন্যচরিত্র আগে করিলা প্রচার॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে॥
সার্ব্বভৌম রচিলা কেবল প্রেমানন্দে॥

* * * * *

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
বৃন্দাবন রচিলেন তিনি সর্ব্বোপরি।
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদের ধরনী।
সংক্ষেপে করিল ইহ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেক সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্যমঙ্গল গীত চামর বিছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গায় শেষে॥

জয়ানন্দ ঠাকুর বলিতেছেন, সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অগ্রে শ্রীচৈতন্যচরিত প্রচার করিয়াছেন, পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহস্র নাম স্তোত্র লিখিয়াছিলেন। এই সহস্র নাম স্তোত্র শত শ্লোকে লিখিত হইয়াছিল, ইহাও গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত শ্রীচৈতন্যচরিত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এবং শত শ্লোক শ্রীগৌরাঙ্গ সহস্র নামও দেখি নাই, তাঁহার কৃত তিনটি শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক এবং একটি অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র দেখিয়াছি।

গৌরীদাস পণ্ডিতের পদাবলীর কথা জয়ানন্দ ঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পদরত্ন, পদসমুদ্র, পদকল্পতরু, গৌরপদতরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরীদাস পণ্ডিতের পদকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাই না। পরমানন্দ গুপ্তের "গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত" গোপাল বসুর "চৈতন্যমঙ্গল গীত" এই দুই গ্রন্থও দুষ্প্রাপ্য।

জয়ানন্দ ঠাকুরের পূজ্যপাদ পিতৃদেব সুবুদ্ধি মিশ্র যে গৌরগণ ছিলেন তাহার প্রমাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়।
"সুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীহর্ষো রঘুমিশ্র দ্বিজোত্তমঃ" ইত্যাদি।

যদুনাথ দাস কৃত গদাধর পণ্ডিতের শাখা বর্ণন নামক গ্রন্থে, জয়ানন্দ ঠাকুরের নামোল্লেখ আছে যথা:—

বন্দে চৈতন্য দাসাখ্যং জয়ানন্দ মহাশয়ং।
প্রকাশিতো যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকঃ॥

এই শ্রীচৈতন্যবিলাস পৃথক গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলই যে শ্রীচৈতন্যবিলাস গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি কেহ শ্রীচৈতন্যবিলাস শ্রীগ্রন্থ দেখিয়া থাকেন কৃপা করিয়া জানাইবেন।

পদকল্পতরু গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর যে বার মাস্যা বিরহ বর্ণন পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ঠাকুর জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে আছে। কিন্তু পদকল্পতরুতে ইহা লোচন-দাস ঠাকুর কৃত বলা হইয়াছে; তবে এই দুইটি পদে কিছু কিছু পাঠের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এরূপ পাঠ-বৈলক্ষণ্য থাকিবার যথেষ্ট কারণ দেখাইতে পারা যায়। এই বার-

মাস্যা বিরহবর্ণন পদ যে ঠাকুর জয়ানন্দ রচিত তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে,—ভাগ্যে থাকে ত পর প্রবন্ধে ইহার বিচার করিতে বাসনা রহিল।

দীন হরিদাস গোস্বামী

নদীয়ায় মহা গম্ভীরা।

(সাহিত্যভূষণ শ্রীবিধুভূষণ বিদ্যাবিনোদ বি, এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে প্রভু সন্ন্যাস লইলেন। বিরহের দাবদাহে শ্রীমতীকে দহিয়া দহিয়া মাঘ মাস অতীত হইল। প্রথম কয়েক দিন বিরহের জ্বালা অতি তীব্র হইলেও শেষের কয় দিন শ্রীমতী মনকে প্রবোধ দিতে পারিয়াছিলেন। যিনি প্রেমের আস্পদ, তাঁহার সুখবাঞ্ছা করাই প্রেমের ধর্ম্ম। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া যখন জানিলেন যে, তাঁহার প্রাণের পরম প্রিয় বস্তুটী এখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের ভবনে রহিয়াছেন, এবং যখন দেখিলেন শ্রীশচীমা ও তাঁহার ভক্তগণ সেখানে যাইতেছেন, তখন তিনি এই ভাবিয়া প্রবোধ পাইলেন যে, প্রভু এখানে ইঁহাদের স্নেহ প্রীতিতে সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম পালন করিতে পারিবেন না, সকলেই তাঁহার শয়ন ভোজন ইত্যাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন, সকলেই প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিবেন। তবে তিনি নিজে সেবা করার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, তাহার জন্য তিনি বড় একটা ভাবিলেন না। ভগবান্ ব্যতীত সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু আত্মসুখবাঞ্ছা আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শান্তিপুর আসিলেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দর্শন করার জন্য ছুটিলেন,—কেহ বা ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, কেহ বা দর্শন সুখ আশায়, কেহ বা পূর্ব্বকৃত অপরাধস্খালনের নিমিত্ত। এই যে সকলে গেলেন, শ্রীমতীর দিকে কেহ ফিরিয়া চাহিলেন না। শ্রীমতী সকলের দিকে চাহিলেন—চাহিলেন বুলিয়াই আপনার বুকের ধন সকলকে দিলেন, এই শ্রীমতীই সকলকে ভবপারের উপায় করিয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীমতীর কথা কেহ বড় একটা ভাবিলেন না, কেহ বা ভাবিলেন, সেও ক্ষণেকের তরে। শ্রীমতী একাকিনী কাঙ্গালিনী বেশে নদীয়ায় শূন্য গৃহে পড়িয়া রহিলেন। তিনি জীবের এই অকৃতজ্ঞতা লইলেন না এবং প্রভুকে দর্শন করিয়া যে একটু আত্মসুখ অনুভব করিবেন, সে বাঞ্ছা তাঁহার রহিল না; বরং ভাবিলেন, তবু জীব উদ্ধার হউক, প্রভু বলিয়া গিয়াছেন, আমার নয়নজলে জীবের কল্যাণ হইবে—জীব উদ্ধার হইবে, সুতরাং তাহা লইয়াই থাকি। এইরূপ আত্মসুখের লেশমাত্র না থাকা একমাত্র ভগবান্ ও তাঁহার পূর্ণ হ্লাদিনী শক্তিতেই সম্ভব। এখন ভাবুন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বস্তুটী কি!

মাঘ মাস অতীত হইল। শচীমা নিমাইকে নীলাচলে বিদায় দিয়া শান্তিপুর হইতে বাড়ী ফিরিলেন। আসিতে আসিতে পথে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি বলিয়া তিনি বউমাকে প্রবোধ দিবেন। তিনি নিজেই তাঁর নিমাইকে নীলাচলপুরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন; অনুমতি দেওয়ার সময় যদিও তিনি মনে কতক প্রবোধ পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিদায় দেওয়ার পর ত আর তিনি নিজেই এখন তেমন প্রবোধ পাইতেছেন না, আর বউমাকে কি বলিয়া বুঝাইবেন! তাঁহার বউমা ত প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন—মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত করিয়া গণিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে কাঞ্চনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি ঈশানকে দিয়া সংবাদ লইতেছেন দোলা আসিতে দেখা যায় কি না। এ অবস্থায় শ্রীমতীকে নীলাচলে যাওয়ার সংবাদ দিলে কি জানি কি এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া বসে, ইহাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি শূন্য নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিলেন।

শচীমা এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বহু দুঃখ ভার সহিয়াছেন। এই যে এখন তাঁহার অন্ধের যষ্টি নিমাইচাঁদ তাঁহার বুকে শেল মারিয়া গেলেন, শেলের উপরে শেল গৃহে তাঁহার নবযৌবনা পুত্রবধূ রাখিয়া গেলেন, ইহাও তিনি সহিলেন। তিনি ভাবিতেছেন, আমি যদি ধৈর্য্যহারা হই, বউমা আমার প্রাণে মরিবে। আমি অনেক সহিয়াছি, মা হয় এটীও সহিলাম, কিন্তু বউমার আমার কাঁচা বয়স। এই বয়সে তাহার ইহা অসহনীয় হইবে। এখন ইহার রক্ষার ভার ত আমার উপর। এই ভাবিয়া শচীমা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অতি ধীরে দোলা হইতে নামিলেন নামিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন—

কাঞ্চনা—ও কাঞ্চনা।

কাঞ্চনা—মা! এই যে! কি সংবাদ!

শচীমা—বউমা কোথায়!

কাঞ্চনা—এই যে এখানেই আছে।

শ্রীমতীর ব্যাপার কি বুঝিতে আর বাকী রহিল না। প্রভু যে আসেন নাই, শচীমার কণ্ঠস্বরেই তাহা তিনি বুঝিয়াছেন। শচীমা অগ্রসর হইয়া প্রভুর প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখেন, বিষ্ণুপ্রিয়া অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া অধোবদনে আর অবিরলধারে কান্দিতেছেন। পরিধানে মলিন বসন। ঐ যে প্রভু ছাড়িয়া যাওয়ার রজনীতে তিনি যে কাপড়খানি পরিয়াছিলেন এবং যাহা পরিয়া তিনি প্রভুর শ্রীঅঙ্গে বসিয়াছিলেন, সে কাপড়খানি তিনি আর ছাড়েন নাই। উহারই অঞ্চল পাতিয়া কখন তিনি মাটীতে শয়ন করিয়াছেন, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে গড়ি দিয়াছেন, অশ্রুজলে ভূমি কর্দ্দমাক্ত হওয়ায় বস্ত্র খানিও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, আবার শ্রীঅঙ্গে থাকিয়াই উহা আপনা আপনি শুকাইয়াছে। প্রভু গিয়াছেন পর হইতে এই প্রায় পনর দিন পর্য্যন্ত আর তাঁহার স্নান আহার নাই। কাজেই অতিশয় মলিন বস্ত্রে তাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি আবৃত। শ্রীমতী ভাবিলেন, প্রভুর যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি আর কাহারো সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিবেন না। এ মুখ কাহাকেও দেখাইবেন না। তাই, তিনি অধোবদনে অবগুণ্ঠনাবৃত রহিয়াছেন। আর তাঁর পৃষ্ঠে বেণী দুলিতেছে—সেও ধূলিধূসরিতা। এই বেণীই প্রভু যাইবার রাত্রিতে নিজে শ্রীহস্তে কেশ প্রসারণ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই বেণী এখন ধূলায় ধূসর, অর্দ্ধমুক্ত,—ভূষণাদি প্রভু যেখানে যেটী বিন্যস্ত করিয়া সাজাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা সেই ভাবেই রহিয়াছে। একবার ভাবিতেছেন, 'প্রভুই যখন ছিন্ন বস্ত্র ও কন্থা ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি 'আর কোন্ সাধে এই বসনভূষণ পরিয়া রহিব। আমিও তাঁহারই মত যোগিনীর বেশ লইব!' আবার ভাবিলেন, 'না, এ ত প্রভু দিয়া গিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য এই প্রভু আবার আসিবেন। তিনি আসিয়া যদি আমাকে এই ভাবে না দেখেন, তবে তিনি প্রাণে বড় ব্যথা পাইবেন।' ইহাই ভাবিয়া তিনি সেই বসন সেই ভূষণ সবই রাখিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে কৃপা করার জন্য বসনভূষণ শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে আপনা হইতেই রহিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। শাস্ত্রে বলে, ছত্র, চামর, পাদুকা, শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ প্রভৃতি প্রভুর সেবার যাবতীয় সামগ্রীই নিত্যানন্দের অংশ বা শক্তিবিশেষ। এই যে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গের ভূষণ, ইহা প্রভুরই সেবার সামগ্রী; প্রভু শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে ইহা দেখিয়া প্রীত হন, তাই তিনি নিজে তাঁহাকে সাজাইয়া দিয়াছেন। নিত্যানন্দের প্রাণ নদীয়াযুগল। তিনি এই যুগল মিলন ভালবাসেন। তিনি শান্তিপুর পর্য্যন্ত প্রভুকে আনিয়া শচীমার সহিত মিলন করাইয়াছেন; এবং তাঁহার মনের সাধ, প্রভুকে শ্রীনবদ্বীপে আনিয়াও যুগল মিলন করাইবেন; তাই তাঁহারই শক্তি বসন ভূষণাদিও সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শচীমা বউমাকে দেখিয়া অতি কষ্টে নয়নজল সংবরণ করিলেন। যিনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নন্দিনী, ত্রিলোকের মধ্যে যাঁহার ভাগ্যের অবধি নাই, যিনি নদীয়ার রাজরাজেশ্বরী, যিনি ভক্তগণের নিত্যবন্দিতা, যিনি শচীমার প্রাণের পুত্তলী, যাঁহাকে তিনি কত আদর সোহাগ করিয়া, নিজে ঘটক পাঠাইয়া গৃহে আনিয়াছেন এবং ঘরখানি আলোকিত করিয়াছেন, সেই বস্তুটীর এ হেন কাঙ্গাল মলিন বেশ দেখিয়া শচীমার প্রাণ বাহিরিয়া যাওয়ার কথা; কিন্তু অতি কষ্টে তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিলেন, সে কেবল বউমার জন্যই—পাছে বা তাঁহার উদ্বেলিত শোকাবেগে বউমার শোকসিন্ধু আরো উথলিয়া উঠে। এই ভয়ে শচীমা নীরবে শ্রীমতীর কাছে বসিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; করিয়া মনে মনে নিবেদন করিলেন, 'মা, ত্রিজগতে এখন তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই।' শ্রীমতী আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শচীমাও তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে তুলিয়া লইলেন, লইয়া স্বীয় অঞ্চলের দ্বারা তাঁহার নয়নজল মুছাইয়া শ্রীমতীকে বুকে করিলেন এবং তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে শ্রীমতীকে এই কথা বলিলেন 'আমারও, মা, তুমি ছাড়া ত্রিজগতে এখন আর কেহ নাই।' এখন উভয়ে উভয়ের অবলম্বন হইলেন। শচীমার নয়নমণি বিষ্ণুপ্রিয়াই এখন তাঁহার এই বৃদ্ধবয়সে অন্ধের যষ্টি হইলেন। আবার এই বিরহব্যথিতা নবীনা বালাকে শচীমাই বিরহ-

সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিতেন। শচীমার প্রাণের সাধ বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া নিমাইচাঁদ ঘরকন্না করেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণের সাধ, প্রভু শচীমার কাছে নিত্য বিরাজ করুন,তিনি যদি তাহাতে অন্তরায় হন,—তবে তিনি তজ্জন্ম মরিয়া যাইতেও প্রস্তুত। হে কৃপাময় ভক্তগণ! আপনাদের কি ইচ্ছা নয় যে, প্রভু শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার এই বিশুদ্ধ আত্মসুখবিবর্জ্জিত বাসনা পূর্ণ করেন, এবং এই বাসনা পূর্ণ করার জন্যেই কি তিনি নিত্য শচীর আলয়ে বিরাজ করিতেছেন না ?

প্রভুর নীলাচলে যাওয়ার কথা শুনিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার আর বাকী রহিল না।

ফাল্গুন মাস আসিল। এই সময় শ্রীমতীর বিরহ-আগুন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। শ্রীমতী সখীর নিকট বলিতেছেন—

সজনি! সুন্দর গৌরকিশোর।
রসময় সময় জানি করুণাময়
এবে ভেল নিরদয় মোর ॥ধ্রু॥
কুসুমিত কানন মধুকর গাওন
পিককুল ঘন ঘন রোল।
গৌর-বিরহ দাব- দাহে দগধ হাম
মরি মরি, করি উতরোল ॥
মৃদু মৃদু পবন বহই চিত্তমাদন
পরশে গরলসম লাগি।
যাকর অন্তরে বিরহ বিথারল
সো জগমাঝে দুঃখভাগী ॥

শ্রীমতী বলিতেছেন, 'সখি হে, বসন্ত সময় উপস্থিত। ঐ দেখ বিহগকুল যুগল হইয়া বিহার করিতেছে। ঐ শোন, ভ্রমরনিকর মধুর ঝঙ্কারে গান করিতেছে, আমার কানে যেন ইহা বজ্রের ন্যায় লাগিতেছে। মৃদুমন্দ পবন আমার গায়ে বিষ বর্ষণ করিতেছে। সখি রে, আমি ত নাথ বিহনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতেছি। প্রাণবল্লভ আমার নবীন কিশোর, চিরসুন্দর, রসময় নাগরবর। তাঁহার ত সবই সুন্দর, সবই রসের কার্য্য। তবে কেন, সখি, এই রসের সময়—বসন্তকাল আসিতেছে দেখিয়াও আমার প্রীতি এখন নির্দ্দয় হইলেন। ইহাতে তাঁহার কি রসের নিদর্শন হইল!'

ইহা বলিতে বলিতে শ্রীমতীর মনে হইল, তিনি একাইত এই বিরহ দাবদাহে দগ্ধ হইতেছেন না। তিনি যেমন প্রাণবল্লভের সহিত মিলন আশা করিতেছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভও ত সেইরূপ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, উভয়েই বিরহে তুল্য কাতর। তবে এই বিরহ বিস্তার করিয়া রসময় গৌর-কিশোর অবশ্যই তাঁহার রসময় নামের সার্থকতা করিবেন। শ্রীমতী ভাবিলেন, মিলনের পর যখন বিরহ, তখন বিরহের পর আবার মিলন অবশ্যম্ভাবী। আলোকের পর আঁধার, আবার আঁধারের পর আলোক, ইহা রসময়ের রসের খেলা। এই বিরহের পর যখন আবার মিলন হইবে, তখন মিলনসুখ আরো রসাল হইবে। একদিকে যেমন এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়েরই বিরহের মধ্যে আনন্দরস রহিয়াছে, অন্যদিকে আবার তেমনই এই বিরহদ্বারা জীবে ভগবানে মিলন করাইয়া তাঁহাদের উভয়েরই আরো রসবৃদ্ধি করিতেছে। তাঁহাদের বিরহ দ্বারা জীবে ভগবানে মিলনের কি সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহা ক্রমে বলা হইবে। নদীয়াযুগল গ্রন্থে ও শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া গ্রন্থ প্রথম খণ্ডে এবিষয় বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে।

জগতে সুখ ও দুঃখ দুইটী বস্তু রহিয়াছে। জীব নিরন্তর দুঃখ-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। সুখের আশায় এ জীববুদ্ধিতে সে যাহা করে, পরিণামে তাহাতে দুঃখই আনয়ন করে। কারণ, জীব সত্যবস্তু ধরিতে পারে না,—প্রকৃত সুখের সন্ধান জানে না। জীবের এই দুঃখ দৈন্য দূর করার জন্য প্রভু ও প্রিয়াজী দুঃখের ভাগ লইলেন, জীবকে সুখের ভাগ দিলেন। একদিকে যেমন সন্ন্যাসে করুণ-রসের সৃজন করিয়া জীবের কঠিন চিত্ত দ্রব করিলেন এবং জীবের একমাত্র আশ্রয় জগতের সারভূতা ভূস্বরূপিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে জীবকে আকর্ষণ করিলেন, তেমনই আবার অন্যদিকে এই সন্ন্যাসের কঠোরতা দ্বারা তিনি জীবকে জানাইলেন, "হে জীব! তোমাদের জন্যই আমি তোমাদের সমাজে মায়ামানুষরূপে আসিয়াছি এবং জগতের যাবতীয় দুঃখ শিরে বহন করিয়া লইতেছি। তোমরা সুখে হরিনাম কর। তোমাদের কোন চিন্তা ও ভাবনা নাই। আমার দায় দিয়া—আমারই দোহাই দিয়া,

তোমরা সুখে হরিবোল বলিয়া নাচিয়া বেড়াও। তোমাদের যা কিছু কৃচ্ছ সাধন, তা সব আমি করিয়া যাইতেছি। শুধু তাই নয়। পরিবারে যদি পাপ প্রবেশ করে, তবে সেই পরিবারের কর্ত্তা প্রায়চিত্ত করিলেই সকলের পাপ ক্ষালন হয়। এই ঘোর কলিকালে বিশ্ব-পরিবারে ভীষণ পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাই আমি তোদের কল্যাণের নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তোদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। আমি এই কাঙ্গালবেশ লইলাম। এখন তোরা সুখে হরি ব'লে নাচিয়া বেড়া।"

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া এইরূপে সুখের ভাগ জীবকে দিয়া দুঃখের ভাগ নিজেরা লইলেন। তাই তাঁহারা "দুঃখের ভাগী"। তাই পদকর্ত্তা শ্রীমতীর ভাব জানিতে পারিয়া উপরে উক্ত পদে "দুঃখ-ভাগী" পদটী দিয়াছেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহ-কাতরা। তাঁহার বিরহ-লীলা পাঠ ও ধ্যান করিয়া আপনি কাঁদেন কেন? শ্রীমতীর সহিত আপনার নিশ্চয়ই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি আপনার অতি নিজজন—আপন হইতেও আপন। তিনি জীবভূতা পরাপ্রকৃতি—জীবের একমাত্র গতি ও আশ্রয়। তাই শ্রীমতীর বিরহে আপনি বিহ্বল। শ্রীমতীই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, ইহা আমরা প্রকৃতির প্রভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাই দুঃখে পড়িয়াছিলাম, শ্রীমতীর বিরহলীলা সৃজন করিয়া আমাদের সেই স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া আমাদিগকে দুঃখ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া লইলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দুর্বিষহ বিরহব্যথার মধ্যে যখন জীবের কথা স্মরণ করিতেন এবং ভাবিতেন তিনি একা দুঃখভাগী নহেন, তাঁহার প্রাণবল্লভও বিরহব্যথায় তুল্য ব্যথিত, এবং ইহা কেবল জীবের কল্যানের নিমিত্ত, তখন তিনি জীবের মুখের দিকে চাহিয়াই এই বিরহ বেদনা সহিয়া থাকিতেন। তথাপি এ আগুন সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকিত।

এই বিরহের মধ্যে আবার মিলনসুখও রহিয়াছে। শ্রীমতী গৌরাঙ্গের সহিত মধ্যে মধ্যে মিলিত হইতেন। শচীমাও মধ্যে মধ্যে নিমাইয়ের দর্শন পাইতেন। আর তাহা না হইলে এই জ্বলন্ত আগুনে একবারে দগ্ধ হইবার কথা।

ফাল্গুন মাস। শুক্লপক্ষ আসিল। দিনের পর দিন যতই অতীত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে চন্দ্রমা কলা কলা করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একে ত চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোছনা বিরহিনী নারীর পক্ষে বিষম জ্বালাময়, শ্রীমতী চন্দ্রের দিকে চাহিতে পারেন না; চাহিলেই উহু উহু করিয়া উঠেন; চন্দ্র ত পরের কথা, জ্যোছনার দিকেও তাকাইতে পারেন না। এমন কি, জানালার মধ্য দিয়া যে তাঁহার গৃহে রশ্মি পড়ে, তাহা দেখিয়াই তিনি নীরবে ক্রন্দন করেন, আর ভাবেন 'এহেন মধু যামিনীতে আমার মধুময় প্রাণবল্লভ কই? কাহাকে লইয়া আমি এ মাধুর্য্য আস্বাদন করি।' এই রশ্মি তিনি সহিতে পারিবেন না বলিয়া নয়ন মুদিয়া থাকেন। কখন বা হঠাৎ আঁখি মেলিয়া কিরণ কণা চোখে পড়িলে অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তদুপরি আবার যতই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই প্রভুর জন্মোৎসবের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। অগ্রহায়ণ মাসে ধ্বনি উঠিল প্রভু সন্ন্যাস করিবেন। শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়া সকলেই শুনিলেন। শ্রীমতী তখন পিত্রালয়ে ছিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন। শচীমার সহিত নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা আন্দোলন হইলে মা শেষে বলিলেন, "তুই, বাছা, বউমাকে লইয়া একটু সংসার কর। আমি দেখিয়া নয়ন জুড়াই।" শচীমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য নিমাইচাঁদ আর শ্রীবাসের অঙ্গনেও কীর্ত্তনে যান না। ভক্তগণই শ্রীশচীর অঙ্গনে আসিয়া কীর্ত্তন করেন। দেড় মাস কি দুইমাস পর্য্যন্ত প্রভু আর শ্রীবাসের কীর্ত্তনকুঞ্জে নিশি যাপন করেন না, শ্রীমতীর বিলাসকুঞ্জেই রজনী অতিবাহিত করেন। প্রভু এমনভাবে শ্রীশচীমাতার বাসনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন যে, শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসের কথা একরকম ভুলিয়াই গেলেন। এইরূপে অগ্রহায়ণ পৌষ অতিবাহিত হইল।

প্রভু যে সন্ন্যাস করিবার কথা কহিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, শচীদেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও ভুলিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপে প্রভুর জন্মতিথি পূজা ও

উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। শচীমাতা ও শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই উৎসবে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ভক্তবৃন্দকে পরম পারিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। শ্রীমতির আনন্দই অধিক; তিনি তাঁহার প্রাণ বল্লভের শুভ জন্মোৎসবে প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইতেন। দীনদরিদ্রকে মুক্তহস্তে অন্ন বস্ত্র দান করিতেন।

হে পাঠক পাঠিকাগণ! এখন একবার ভাবুন দেখি, শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটি কি। তিনি অসাধ্য সাধন করিলেন। সেই শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিরও আর বড় বাকী নাই। এক মাস ক'দিন পরেই সেই উৎসব আসিতেছে। তিনি ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া উৎসবটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক করিয়া সম্পন্ন করিবেন। এরূপ মনে করিয়া শাশুড়ীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু এখন তাঁহার সে সাধে বাদ ঘটাইলেন। উৎসব ত দূরের কথা, প্রভু তাঁহার শিরে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন। তাই, যতই পূর্ণিমা তিথি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তিনি প্রভুর জন্মোৎসবের কথা আরো মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই শুক্ল পক্ষের চন্দ্রমা তাঁহাকে নানাবিধভাবে বিকল করিয়া তুলিল।

শুধু প্রভুর জন্মোৎসব নহে। এই সময় গোবিন্দের দোল। ফাগু লইয়া রসময় প্রভু ভক্তগণের সহিত কত না ক্রীড়া করিয়াছেন। আবীরে সমস্ত নদীয়া আবীরময় হইয়াছেন,—নাগরীগণ যূথেযূথে আসিয়া শ্রীমতীর সহিত আবীর লইয়া ক্রীড়া করিয়াছেন। বহির্প্রাঙ্গণে প্রভু ভক্তগণকে লইয়া, আর অন্তঃপুরে শ্রীমতী নাগরীগণকে লইয়া কত রসরঙ্গ করিয়াছেন,—আবার নাগরীগণ শ্রীমতীকে ফাগুমণ্ডিত করিয়া প্রভুর বামে বসাইয়া নিজেরাও কত রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কত রস আস্বাদন করাইয়াছেন। সেই সব রসময় দোল-লীলার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীমতী বিরহে আরো কাতর হইলেন। যথা পদ—

ইহ মাহ ফাল্গুন ভেল।
বিহি নহি কাহে লই গেল॥
তঁহি আওয়ে পুণমিক রাতি।
দিন সোঙরি ফুটত ছাতি॥

(ক্রমশঃ)।

পাষণ্ডী ও পাষণ্ড-সঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে অবৈষ্ণব-সঙ্গ-দোষ-দুষ্ট-জনের ভক্তি ক্ষয় হয়—আর এই ভক্তিক্ষয়ই বৈষ্ণবের পতনের মূল কারণ। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ "অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ করিবে"। অবৈষ্ণব কে? তাহাদের লক্ষণ কি? গোস্বামীশাস্ত্র এসম্বন্ধে কি বলেন তাহাও পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে অবৈষ্ণব ও পাষণ্ডে কি প্রভেদ দেখা যাউক। গোস্বামীশাস্ত্র এবং মহাজনী পদাবলীতে "পাষণ্ড ও পাষণ্ডী" এই দুইটি বাক্যের প্রয়োগ কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর নরোত্তম দাস "পাষণ্ড-দলন" নামক একখানি শ্রীগ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ প্রবীণ মহাজনগণের সূক্ষ্মদৃষ্টি সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবে প্রসারিত ছিল। ভক্তিক্ষয়কারী অবৈষ্ণব অর্থাৎ পাষণ্ড সঙ্গ যে তরুণ সাধক বৈষ্ণবের পক্ষে মৃত্যুতুল্য, ইহা ঋষি মহাজনগণ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তন্নিবারণ জন্য পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বহু ভাগ্যে ভক্তিধন লাভ হয়—বহু কষ্টে এই অমূল্যধন অর্জ্জিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে অবৈষ্ণবের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—অবৈষ্ণব পাষণ্ড বৈষ্ণব সাজিয়া নানাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয়পাত্র ভজনানন্দী "কন্থা করঙ্গিয়া"গণের বিষম ত্রাসের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল অবৈষ্ণবদিগের সঙ্গদোষে দিন দিন প্রকৃত বৈষ্ণবের ভক্তিক্ষয় হইতেছে, তাঁহাদিগের পতনের পথ প্রশস্ত হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই—প্রয়োজন হইলে অবৈষ্ণবসঙ্গ-দুষ্ট-বৈষ্ণবের অধঃপতনের ভয়াবহ কাহিনীও শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে লিখিত আছে, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "উপধর্ম্মোস্তু পাষণ্ডো দম্ভোবা।" অধর্ম্মের যে পাঁচটি ভেদ আছে তন্মধ্যে গণিত উপধর্ম্মের অর্থ পাষণ্ড ও দম্ভ। পাষণ্ডের লক্ষণ শাস্ত্রমতে নিম্নে লিখিত হইল, এক্ষণে দম্ভের লক্ষণ বলিতেছি। শাস্ত্রে কথিত আছে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে বিধি অনুসারে জপ তপ পূজা হোম দানাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে স্বধর্ম্মাচরণ সুষ্ঠুভাবে করা হয়। আর তাহা না হইয়া যদি কপট-

ভাবে ধার্ম্মিকরূপে লোক-সমাজে পরিচিত হইয়া অভিলষিত অন্ন, বসন ধনাদি ও প্রতিষ্ঠা লাভার্থ যে সকল জপ, তপ, পূজা, হোম দানাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়,—তাহার নাম দম্ভ। এই দম্ভের অন্য নাম ধর্ম্মধ্বজা বা কপট ধর্ম্ম। এই দম্ভ বা ধর্ম্ম-ধ্বজার দুইটি ভেদ আছে, প্রথম সরল লোকের হৃদয়ে বিশ্বাস বর্দ্ধন করিয়া বকধার্ম্মিকরূপে তাহাদিগের নিকট পরিচিত হইয়া অভিলষিত অন্ন বসন ধনাদি লাভার্থ যে সকল কর্ম্ম বিধি অনুসারে কৃত হয়, তাহার নাম রাজস দম্ভ; আর অবিধি অনুসারে যখন এই সকল কর্ম্ম কৃত বা অনুষ্ঠিত হয়,—তাহার নাম তামস দম্ভ। এই দুই প্রকার দম্ভ বা ধর্ম্ম-ধ্বজাকে যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনি দম্ভী বা ধর্ম্ম-ধ্বজী। প্রাচীন শাস্ত্রকার ঋষিগণ ইহাদিগকে "বিড়াল-ব্রতী" আখ্যা দিয়াছেন। আজকাল এইরূপ ধর্ম্ম-ধ্বজা বা বিড়াল ব্রতীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এই জন্য এ সকল কথা বিস্তারিত করিয়া বুঝাইতে হইল।

পাষণ্ড ও পাষণ্ডী সম্বন্ধে পুরাণ শাস্ত্র কি বলেন এখন দেখা যাউক। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে পাষণ্ডাচার নাম অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন—মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন,—"অজ্ঞানান্ধ হইয়া যাঁহারা পরম পুরুষ নারায়ণকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে জগতের বন্দনীয় পরম দেব বলিয়া গ্রহণ করে উহারই নিশ্চয়ই পাষণ্ড। নিজ কপাল ফলকে ভস্মলেপী, অস্থিধারী, বেদবিরুদ্ধচিহ্নধারী তথাকথিত সন্ন্যাসীরাও পাষণ্ড। দ্বিজন্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি হইয়া যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্ হরির অতিশয় প্রিয় চিহ্ন সকল শঙ্খ, চক্র, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তিলক প্রভৃতি যথাবিহিত স্থানে ধারণ করে না,—উহারাও পাষণ্ড। সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুকে উচ্ছেদ করিয়া অন্য দেবতার উদ্দেশে যে হোম করে, বা দানাদি করে সে মহাপাষণ্ডী। যাহারা স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মকাণ্ড করে এবং বেদোচিত মহৎকর্ম্ম ভগবতপ্রীতি-উদ্দেশ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাবশতঃ করিয়া থাকে, তাহারাও নিশ্চয় পাষণ্ডী। যে ব্যক্তি পরম দেব নারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্র আদি দেবতার সহিত সমতুল্য ভাবে বিবেচনা করিয়া থাকে, সে সর্ব্বদাই পাষণ্ডী। যে কোন দ্বিজন্মা ব্যক্তি বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে না জানিয়া কায়, মন, বাক্য, ও কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ আকারে কি ইঙ্গিতে কি বাক্য প্রয়োগে অথবা কার্য্য গতিকে আস্থা বা যত্ন সহকারে অর্চ্চনা না করে সে মহা পাষণ্ড। ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রহ্মচারীগণ সাধুসঙ্গ অভাবে শ্রীহরির নাম ও মন্ত্র এতদুভয়ে বিবর্জ্জিত হইলেই তাহাদিগকে পাষণ্ডী বলিয়া জানিতে হইবে ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই"।

অন্যত্র পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিতেছেন।—"হে শিবে! হে লোকমঙ্গলকারিণি! ইহাও বিশেষ করিয়া জানিবে যে চারি বর্ণের মধ্যে যাঁহারা গুরু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ,তাঁহারাও যদি অবৈষ্ণব হন, রাজস ও প্রকৃতি-যাজক হন, জীবহিংসাকারী বা জীবভক্ষক হন অসৎপ্রতিগ্রহরত হন, দেবল অর্থাৎ দেবপূজাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, গ্রাম-যাজক অর্থাৎ গ্রাম্যদেবতা যাজন দ্বারা উদর পূরণ করেন, আচারভ্রষ্ট, এবং স্বয়ং স্বজাতীয় সংস্কারবিহীন হন, নানাবিধ দেবদেবী পূজক হন, বিষ্ণু ভিন্ন বিবিধ দেবতার উচ্ছিষ্টভোজী হন, এবং শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম কাণ্ড-ভোজনকারী হন, শূদ্রবৎ ক্রিয়াশীল হন, নানাবিধ অসৎ কর্ম্মে রত হন, ভক্ষণাদিতে বিচারবিহীন হন, সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহে ও অহঙ্কারে মত্ত হন, এবং পরদাররত হন, হে শুভাননে পার্ব্বতি! এমম্বিধ লোক যদি ব্রাহ্মণও হন তথাপিও তাহাদিগকে পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। অন্য লোকের কথা আর বিশেষ করিয়া কি বলিব? ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মচারী হইয়াও লোকসকল পরম দেব নারায়ণ-বিমুখ হওয়াতে স্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া পাষণ্ডী হইয়া যায়। আর দ্বিজন্মা হইয়াও যাহারা সর্ব্বপ্রকার ভোজন ও সকল প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করে, তাহারাও যজন যাজন ও অধ্যয়ন অধ্যাপন, দান প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্মবিহীন এবং বেদোক্ত আচাররহিত তাহারাও পাষণ্ডীর মধ্যে গণ্য। আর যাহারা নিরন্তর অভক্ষ্য ও অপেয় পানাদি অসৎ ব্যবহারে রত, হে শিবে! উহাদিগকেও পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। বিষ্ণু বৈষ্ণব গো এবং ভূদেব বিষয়ে, মহাগুরু বিষয়ে, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা বিষয়ে যাহারা সেবাপরায়ণ নহে, হে বরাননে! তাহারাও পাষণ্ডী, ইহা মনে রাখিবে। হরিভজনপরায়ণদিগের এই সকল পাষণ্ডীসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। ইহাদিগের সঙ্গ ভক্তিক্ষয়কারী।

মহাদেব পুনরায় বলিতেছেন,—হে শিবে! হে প্রিয়ে! রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, ও স্ফটীকাক্ষ আদি মালা ধারণকারী ও জটাধারী এবং ভস্মলিপ্ত অঙ্গ যাহাদিগের, তাহাদিগকেও পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। অসিজীবি, মসীজীবি, ধারক, পাচক বিপ্রগণও পাষণ্ডী জানিবে। যাহারা মাদক দ্রব্য ভোজন করে, তাহারাও পাষণ্ডী। হে দেবি! আর কি বলিব? কৃষ্ণনিষ্ঠচিত্ত অনন্যশরণ ভক্তগণ যেন কদাচ এই সকল পাষণ্ডীর সঙ্গ না করেন। ইহাদিগের গৃহে পানভোজন আহারব্যবহার কদাচ না করেন। দুর্দ্দৈববশতঃ অথবা লোভ বা মোহবশতঃ পাষণ্ড-সম্পর্কীয় অন্ন ভোজন, কিম্বা পাষণ্ডপৃষ্ট জলপান করিলে, এবং কোন প্রকারে এই সকল পাষণ্ডীর সঙ্গ করিলে, তাহাদিগের সহিত আলাপনে ও আলিঙ্গনে বৈষ্ণবগণও তৎক্ষণাৎ পাষণ্ড হইয়া যান,—তখন অন্যের কা-কথা। এবিষয়ে অধিক আর কি বলিব, যে সকল ব্রাহ্মণগণও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হন, এবং সদাচারনিষ্ঠ না হন, তাঁহারাও পাষণ্ডী বলিয়া গণ্য। বিষ্ণুমন্ত্র উপাসক হইয়াও যদি জটাদি ধারণ করেন, তাহাকেও পাষণ্ডী বলিতে হইবে।"

এক্ষণে স্বধর্ম্ম ও সদাচারনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ সাবধানে সাধুসঙ্গ ও ইষ্টগোষ্ঠী করিবেন। ধর্ম্মধ্বজী বা বিড়ালব্রতী পাষণ্ডীদিগের সঙ্গ যে ভক্তিক্ষয়কারী এবিষয়ে মতদ্বৈধ বোধ হয় কাহারও নাই। এই কলিযুগে প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব ও মোহান্ত গোস্বামীর সংখ্যা অতি অল্প এবং ধর্ম্মধ্বজীর দল অসংখ্য হইয়াছে, অতএব সাধু সাবধান!

দীন হরিদাস গোস্বামী।

শ্রীহরিভজন।

—:) * (:—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্বহির্য্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং॥

শ্রীহরির আরাধনা করে যেই জন।
তার আর তপস্যার কিবা প্রয়োজন॥
শ্রীহরির আরাধনা না করে যে জন।
তার আর তপস্যার কিবা প্রয়োজন॥

অন্তরে বাহিরে হরি হেরে যেই জন।
তার আর তপস্যার কিবা প্রয়োজন॥
অন্তরে বাহিরে হরি না হেরে যেই জন।
তার আর তপস্যার কিবা প্রয়োজন॥

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর।

—: • :—

(প্রতিবাদ)

৪৩৭ গৌরাব্দ আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় পরম ভক্ত শ্রীল কৃষ্ণপদ দাস বাবাজি মহাশয় ঠাকুর বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে নিম্নে একটু আলোচনা করিলাম, আশা করি শ্রীপত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এই প্রতিবাদটী প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

বাবাজি মহাশয় লিখিয়াছেন "বিধবার গর্ভে ঠাকুরের উদ্ভব বিষয়ে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে কিছুই লেখা নাই। কাল্না সংস্করণের টিপ্পনীতে বা অতুল প্রভুর লেখায়ও তাহা নাই। কিন্তু গৌরপদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকাকাই এবিষয়ের বিস্তারিত বক্তা।"

গৌরপদতরঙ্গিনী সন ১৩১০ সালে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার বহু পূর্ব্বে আমার গোলকগত পিতৃদেব অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় "বঙ্গরত্ন" ২য় ভাগ পুস্তকে মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুলাবশেষ ভোজনে বিধবা নারায়ণীর গর্ভে ঠাকুর বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন লিখিয়াছেন। উক্ত পুস্তক দেনুড় দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয় হইতে ১২৯৪ সালে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহারও পূর্ব্বে তিনি "সজ্জন-তোষিণী" পত্রিকায় ঠাকুর বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমার বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে ঠাকুর বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে কোন সাহিত্যিকই কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। তিনি প্রথমে দেনুড় শ্রীপাটের অতিবৃদ্ধ মহান্ত সন্তানগণের নিকট শুনিয়া একথা লিখিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহার পর তিনি বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে বহু

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া "সাহিত্য-পরিষদ" পত্রিকা, "নববিকাশ" প্রভৃতি বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় এসম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্ম সম্বন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণব কবি উদ্ধবদাস তাঁহার একখানি পদে লিখিয়াছেন—

"প্রভুর চর্ব্বিত পাণ, স্নেহ বশে কৈলা দান,
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশব বিধবা ধনী, সাধ্বীসতী শিরোমণি,
সেবন করিল সে চর্ব্বিতে॥
প্রভুশক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা গর্ভিণী হৈলা,
লোকমাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশমাস পূর্ণ যবে, মাতৃগর্ভ হৈতে তবে,
সুন্দর তনয় এক হৈল॥
সেই বৃন্দাবন দাস, ত্রিভুবনে সুপ্রকাশ,
চৈতন্যলীলার ব্যাস যেই।
উদ্ধব দাসেরে দয়া, করি দিবে পদছায়া,
প্রভুর মানস পুত্র সেই॥"

এই উদ্ধব দাসও বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সমসাময়িক কবি, কারণ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইবার পূর্ব্বেই উদ্ধব দাস পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার রচিত আর এক খানি পদে পাওয়া যায়। যথা—

"ধন্য ধন্য বৃন্দাবন দাস। চৈতন্যমঙ্গলে যার কবিত্ব প্রকাশ।
মহাপ্রভু-লীলারসামৃত। যার গুণে জগতে বিদিত॥
বাল্য পৌগণ্ড আদি লীলা। যা শুনি দরবয়ে শিলা॥
অবৈষ্ণবে বৈষ্ণব করয়। নাস্তিক পাষণ্ডী নাহি রয়॥
কি মধুর সে লীলাকাহিনী। মো অধম কি কহিতে জানি॥
এমন মধুর ইতিহাস। আছে আর কোথা পরকাশ॥
যার রসময় পদাবলী। শুনিলে পাষাণ যায় গলি॥
দয়া কর বৃন্দাবন দাস। পুরাও এ উদ্ধবের আশ॥

সুতরাং বাবাজী মহাশয় যে, লিখিয়াছেন "শিক্ষিত লোকেও অধুনা অসঙ্গত প্রবাদ অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন" একথার কোন মূল্য নাই। ভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, জগতের ইতিহাসে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি জগতের ইতিহাসে কোন স্থানে এরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলেও ইহা অমূলক প্রবাদ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত।

মহাপুরুষ মাত্রেরই জন্ম রহস্যময়। ভার্জিন মেরীর গর্ভে যীশুখৃষ্টের জন্ম। বিধবা উমাতারার গর্ভে দুর্ব্বাসার বরে জটিলের জন্ম,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পৌরাণিক ঘটনা। মোট কথা এরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক নহে, ইহা অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক তত্ত্ব মাত্র। স্বভাব জগতে এরূপ রহস্যময় ঘটনা অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে। সপ্তম বা অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার গর্ভে সন্তান হওয়া সম্বন্ধে কথা এই যে, ভবিষ্যত কলিতে ভগবান স্বয়ং অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার গর্ভে কল্কী অবতাররূপে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া ঋষিগণ ভবিষ্যত বাণী করিয়া গিয়াছেন।

১৪৯৭ শকে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচনা সমাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমার পূজনীয় পিতৃদেবের প্রাচীন দপ্তর অন্বেষণ করিতে করিতে বর্দ্ধমান জেলার কাইগ্রামনিবাসী পরম বৈষ্ণব জমিদার মুন্সী বাবুদের গৃহে প্রাচীন হস্তলিখিত একখানি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পুঁথি হইতে তাঁহার সংগৃহীত কয়েক ছত্রের নকল পাইয়াছি, নিম্নে সেই কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া বিচার করিবেন।

"এবে কহি মুই কিছু শুন পরিচয়।
কহিবার ইচ্ছা নহে তবু সে কহয়॥
মোদদ্রুম দ্বীপেতে বাসুদেব দত্তের শ্রীপাটে।
বাল্যকাল কেটেছিল জননী নিকটে॥
তারপর নিত্যানন্দ কৃপাকরি মোরে।
টানিলেন নিজস্থানে বহু কৃপা করে॥
রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া।
উপনীত হৈলা শেষে দেন্দুরা আসিয়া॥
কেশব ভারতী যেথা করি বাল্যলীলা।
শৃঙ্গেরী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা॥
তাঁন ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী।
যার পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী॥
এই গ্রামে তিহোঁ বাস করেন তখন।
নিত্যানন্দ সহ মোরা আইলা যখন॥

গোপীনাথ আর ভক্ত রাম হরিদাস।
অনেক ভক্তের সঙ্গে আইল প্রভুপাশ॥
ভক্তি করি প্রভুরে সবে প্রণাম করিল।
হরি নাম গাহি তবে নাচিতে লাগিল॥
ভোজনাদি শেষ করি মুখ শুদ্ধি তরে।
হরিতকী মাগিলেন নিত্যানন্দ মোরে॥
পূর্ব্বের সঞ্চিত এক হরিতকী লৈয়া।
প্রভুর শ্রীকরে মুই দিলাম ভাঙ্গিয়া॥
হাসি প্রভু বলে তুমি রহ এই স্থান।
এথা রহি গাও তুমি চৈতন্য-গুণগান॥
প্রভুরে দেখিবে এথা না হৈও চঞ্চল।
এথা থাকি কর সব জীবের মঙ্গল॥
প্রভুর বিগ্রহ ইহ করহ স্থাপন।
বিগ্রহে প্রভুরে সদা পাবে দরশন॥
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি মুই অল্প জ্ঞান।
লিখিলা এগ্রন্থ তার পদ করি ধ্যান॥
চৌদ্দশত সাতানব্বই শকের গণন।
নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হৈল সমাপন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ পঁহুজান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে অন্যান্য কথা "শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী"তে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ।

উপদেশ শতক।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী)

(৬১)

বিষ্ণুমন্ত্র উপাসক যিনি, তিনি বৈষ্ণব। বিষ্ণুমন্ত্রের প্রাধান্য সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে সহস্র বৎসর শক্তি সাধন করিলে তবে মানুষ বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণে অধিকারী হয়। সাত্ত্বিকভাবে শক্তি-সাধনার পরিণাম ফল বিষ্ণু-উপাসনার অধিকার প্রাপ্তি। ভাল শাক্ত না হইলে ভাল বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অতএব শক্তি সাধকের নিন্দা করিও না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বহু শক্তি-সাধকের সঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

(৬২)

শক্তি শক্তিমান্ অভেদ তত্ত্ব। শক্তি অনন্ত প্রকার, শক্তিমান এক। সকল প্রকার শক্তির কার্য্য তাঁহাদের সাধককে শক্তিমানের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার পদে সমর্পন করা। সরস্বতীমন্ত্র উপাসক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে ভগচ্ছক্তি সরস্বতী দেবী সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া কি বলিয়াছিলেন মনে আছে কি ?

"মন্ত্র জপের ফল এবে সে পাইলা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সাক্ষাতে দেখিলা"॥ চৈঃ ভাঃ

শক্তিসাধনের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কাল এক সহস্র বৎসর কাল সকলকে অপেক্ষা করিতে হয় না। সাধু বৈষ্ণব, ও গুরু গৌরাঙ্গের কৃপাবলে প্রকৃত শক্তিসাধক সত্বর বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হন।

(৬৩)

বৈষ্ণবের পক্ষে বিষ্ণুনিবেদিত প্রসাদ ভিন্ন অন্য দেব দেবীর প্রসাদ গ্রহনীয় নহে। ইহা গোস্বামী-শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণব বিষ্ণুনিবেদিত অন্নে অন্য দেবদেবীর ভোগ দিবেন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি প্রদান করিবেন। বিষ্ণু নিবেদিত প্রসাদান্ন যখন অন্য দেবদেবীর প্রসাদ হইবে, তখন তাহা বৈষ্ণবের গ্রহণীয়। এই শাস্ত্র শাসনে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই শাসন যেন মনিয়া চলেন। ইহাতে দেবদেবীদ্বেষী-দোষ দর্শিতে পারে না।

(৬৪)

বৈষ্ণবের স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস। বৈষ্ণব মাত্রেরই এই বৈষ্ণব স্মৃত্যুক্ত বিধিনিয়মের অধীনত্ব স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দনের স্মৃতি বৈষ্ণব-স্মৃতি নহে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস অনুসারে বিষ্ণুমন্ত্র উপাসক বৈষ্ণবের (ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী, যিনিই হউক) শাল-গ্রাম শিলা নারায়ণ ও শ্রীবিগ্রহ পূজা ও সেবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে জীবের এই অধিকার ছিল না। অন্য মন্ত্র উপাসকের এই অধিকার নাই। অতএব সকলের বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

(৬৫)

বিষ্ণুনিবেদিত প্রসাদকে অপ্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করিবে। প্রসাদে বিশ্বাস না হইলে ভক্তি জগত তোমার পক্ষে অন্ধকারময়। শ্রীক্ষেত্রে গিয়া প্রসাদের মহিমা বুঝিয়া আসিবে। যাঁহার প্রসাদে বিশ্বাস নাই তাঁহার পক্ষে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যদি ইহাতে কোন ফলোদয় না হয়,—বৈষ্ণবীয় ভজনপন্থা, এবং ভক্তি-মার্গ তাঁহার পক্ষে প্রযুজ্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রসাদে বিশ্বাস দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ। সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥ আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয়॥ আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥ আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন। বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥"　　(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া।

(শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি)

"জয় শচীনন্দন গৌর বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথ নদীয়া-নাগর॥"

গৌরবক্ষ-বিলাসিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী শ্রীবিশ্বম্ভর চন্দ্রের প্রথমা ঘরণী। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রণাম ও ধ্যানাদি সহ উপাদেয় সহস্রনাম গ্রন্থ এই শ্রীপত্রিকার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়া এক অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এই সহস্র নামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একটি নাম "শ্রীহট্টবাসিনী" দেখা যায়। শ্রীমতীর শ্বশুরালয় শ্রীহট্টে; তিনি শ্রীহট্টবাসিনী। আরও কারণ আছে।

এক সময়ে শ্রীহট্টে এক অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ইহাতে চুরি ডাকাতি এবং দুর্ভিক্ষের অবশ্যম্ভাবি ফল মহামারি উপস্থিত হইয়া দেশ উৎসন্নপ্রায় হয়। তখন বহু ভদ্রলোক ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া পড়েন, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ সময়ে পণ্ডিতবর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, স্বীয় ভ্রাতা ও পুত্র কন্যাদি সহ নবদ্বীপে গমন করেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ন্যায় আর একটি পরিবার ঐ সময় নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসে তাঁহার নাম পাওয়া যায়, ইনি—

"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিল বসতি॥

দুর্গাদাস মিশ্রের পুত্রই সনাতন মিশ্র,শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ইহাঁরই তনয়া। কিন্তু এ প্রস্তাবে আমরা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর কথাই কিঞ্চিৎ বলিব।

শ্রীহট্টে মাণিক্য মিশ্র নামক জনৈক বৈদিক বিপ্রের বল্লভ নামে এক পুত্র ছিলেন, ইনি সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন, ইনি এক সময়ে একদল গঙ্গাস্নান যাত্রীর সহিত নবদ্বীপে গমন এবং তথায় অধ্যয়ন করিয়া তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে কৃতিত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক "আচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অধ্যয়নকালে নবদ্বীপের অনেকের সহিত তিনি ভালবাসা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, উপাধিলাভের পর দেশে আসিয়া তিনি অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই; সপরিবারে নবদ্বীপে চলিয়া যাইতে সঙ্কল্প করেন ও তদভিপ্রায়ে অগ্রে একাকী পুনর্ব্বার নবদ্বীপে গিয়া একটী বাটিকা প্রস্তুত করেন; তৎপর দেশে আসিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সঙ্কল্পানুসারে পত্নী ও দ্বিবর্ষীয়া কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে লইয়া নবদ্বীপে যাত্রা করেন। কেবল তিনি একা নহেন, তাঁহার সঙ্গী মধ্যে বনমালী আচার্য্য ও কাশি মিশ্র নামক আরও শ্রীহট্টবাসী দুই ব্যক্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে এই দুই বিপ্র উত্তরকালে প্রভুর দুই বিবাহে দুইজনে ঘটকতা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বনমালী আচার্য্য লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিবাহে ঘটকতা করেন; লক্ষ্মীপ্রিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী, প্রথমেই সে কথা বলিয়াছি।

বাল্যচাপল্যবশে শ্রীনিমাইচাঁদ যখন জাহ্নবীতীরে বিচরণ করিতেন, তখন নদীয়ার বহু বালিকা,—যাঁহারা নদীয়ার ভাবি ভক্তিমতী রসিকা নাগরী মধ্যে পরিগণিতা, —তাঁহাদিগকেও উত্যক্ত করতঃ সর্ব্বদা তাঁহাদের স্মৃতি পথারূঢ় রহিতেন। ঐ চঞ্চল বালকের প্রতি বালিকা-নিকুরের রাগ জন্মিত; তাঁহার অত্যাচারের কথা যত ভাবিত, মন ততই সরল হইয়া যাইত। সে রাগ বাল্যানু-

রাগে পরিণত হইত ও তাহারা সে সুন্দর চঞ্চলিয়াকে ক্রোধের পরিবর্ত্তে ভালবাসিয়া ধন্য হইত।

এই বালিকাবর্গের মধ্যে লক্ষ্মীপ্রিয়া একজন। এক দিন তিনি পথে ঐ উদ্ধত বালককে দেখিয়া মোহিত হইলেন। লক্ষ্মী তখন ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র, বয়স দশ বৎসর মাত্র, তিনি শিবপূজার সজ্জ লইয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছিলেন, তিনি দেখিলেন সে পথ উজ্জ্বল করিয়া রূপের তরঙ্গ তুলিয়া নিমাই আসিতেছেন; প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার লোহিত পদতল দিয়া যেন শোণিতপাত হইতেছে। লক্ষ্মী ভুলিয়া গেলেন—জাহ্নবী, ভুলিয়া গেলেন—শিবপূজা, ভুলিয়া গেলেন—আপনাকে। লক্ষ্মী চতুর্দ্দিক গৌরময় দেখিতে লাগিলেন, আর সেই শিব পূজার মালাচন্দন দিয়া নিমাইকে সাজাইলেন।

"লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, এই যে লক্ষ্মী স্থান কাল ভুলিয়া—আপনা পাশরিয়া শচীনন্দনকে বরণ করিলেন, সে বয়সের বালিকার পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক হয় নাই, তাঁহারা উভয়েই তখন বালক বালিকা হইলেও—

"সাহজিক ভাব দুঁহার হইল উদয়।"

অর্থাৎ সেই দর্শন হইতে বালিকার বাল্যত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক সে দশ বর্ষীয়া বালিকার তখন যে যুবতীজনসুলভ চাতুর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণ ভূষণ স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়। এই স্থানটি শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভুর করুণরসসংপৃক্ত স্বপ্নাদেশ-বিলিখিত অত্যুৎকৃষ্ট সুধাস্রাবি "শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াচরিত" গ্রন্থ * হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

আর একদিন "প্রাণবল্লভকে দেখিয়াই শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে বিধাতা সদয় হইলেন। তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের পদ-কোকনদ দুখানি কিরূপে একবার নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রাণ শীতল করিবেন, তাই ভাবিতে লাগিলেন। গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, সঙ্গে সখিগণ আছেন। লোকলজ্জা ভয়ে কিছু বলিতে পরিতেছেন না, কি করিলে মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে, কি করিয়া মনের সাধ মিটাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবীর মনে নারীজাতি-সুলভ একটী চাতুরীজাল বিস্তার করিবার বাসনার উদ্রেক হইল। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গলদেশে একগাছি গজমতি মুক্তার হার ছিল; তিনি ইচ্ছা করিয়া সেই মালা গাছটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পথি মধ্যে মুক্তাবলী ভূতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মালার কিয়দংশ দেবীর গলদেশে রহিয়া গেল। তিনি তাঁহার বাম করখানি লম্বিত মুক্তামালার ছিন্নাংশের উপর বক্ষে ধারণ করিয়া ভূমি বিলুণ্ঠিত দেহে অপর হস্ত দ্বারা বিচ্ছিন্ন মুক্তাফলগুলি তুলিতে লাগিলেন এবং 'কোথা পাব' 'কোথা পাব' এই কথা মুখে সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

"গজমতি হার ছিল গলায় তাঁহার।
ছিড়িয়া ফেলিল ভূমে পড়িল অপার॥
বাম কর বক্ষে রাখি সেই মুক্তা তুলে।
কোথা পাব কোথা পাব এই বাক্য বলে॥"

"দেবীর সঙ্গিনীগণও হেঁটমুখে মুক্তাফল সকল খুঁজিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অন্যমনস্ক। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ইহা দেখিয়া রঙ্গ দেখিতে সেই স্থানে দাঁড়াইলেন। বালিকা লক্ষ্মীপ্রিয়ার চাতুরীজালে চতুরচূড়ামণি শচীনন্দন আবদ্ধ হইলেন। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী নিজ বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া প্রভুকে কৌশলে দেখাইলেন, ইঙ্গিতে বুঝাইলেন তাঁহার প্রাণবল্লভের রাতুল চরণদ্বয়ের স্থান এই বক্ষঃস্থল। 'কোথা পাব' 'কোথা পাব' দেবীর এই প্রেমাশ্রুপূর্ণ প্রণয়-কাতর-কণ্ঠের মধুমাখা বাণী প্রাণবল্লভের পাদপদ্ম লাভাশায় তাঁহার বদন হইতে বহির্গত হইতেছিল। রসিকশেখর প্রভু আমার সর্ব্বজ্ঞ; সকলি জানেন, সকলি বুঝেন। তাই তিনি সেই পথের ধারে দাঁড়াইয়া প্রাণপ্রিয়ার বদনচন্দ্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।—'গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপ্রতি চাহে একদিঠে'।"

সত্যবটে, এই রূপবান ও সুমধুর বালকটিকে দেখিয়া সকল বালিকাই মোহিতা হইতেন; তন্মধ্যে শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াই বিশেষত্বে সর্ব্বাগ্রগণ্যা হইয়া পড়িয়াছিলেন। চারিচক্ষের মিলনে তাঁহার বাল্যত্ব ঘুচিয়া যৌবনসুলভ

* শ্রীল গোস্বামীপাদের এই অপরূপ গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রত্যেক ভক্তকে অনুরোধ করিতেছি। লেখক।

ভাবভূষণে ভূষিতা হইয়াছিলেন। ইহার কারণ আর কিছু নহে; পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব; ইহার কারণ—

"সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়॥" শ্রীচরিতামৃত।

এই লক্ষ্মীপ্রিয়াই নিমাইচাঁদের নিত্যপ্রিয়া; যখনই নিমাই ধরাধামে আগমন করেন, ইনিও তখন তাঁহার অঙ্ক-লক্ষ্মী। শ্রীগৌরবক্ষবিলাসিনী এই লক্ষ্মীপ্রিয়াই যে মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মীদেবী, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"তার কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতি" ইত্যাদি বাক্যে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহা বলিয়াছেন। কবি কর্ণপূর বলেন—

"লক্ষ্মীরণেনৈব কৃতাবতার প্রভোর্যযৌলোচনবর্ত্মতত্র।"

শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ উপলক্ষে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

"নদীয়া আনন্দময় আর নাহি শুনি।
বিভা করে গৌরচন্দ্র ক্ষীরোদ-নন্দিনী॥"

বিবাহের পরে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া যখন বধূরূপে শচীগৃহে আসিলেন, তাঁহার গৃহিণীপনা, তাঁহার সেবাশক্তি, তাঁহার গুরুভক্তিতে শাশুড়ী একবারে মোহিতা হইলেন। তখন গৌরলক্ষ্মীর সুখময় গৃহ, সোণার সংসার। কিন্তু তাহার পরে যখন নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে গমন করেন, তখন পতি-প্রাণার পতিবিরহবেদনার সে কথা বর্ণন করা যায় না। লক্ষ্মীপ্রিয়ার পলে পলে প্রলয় হইতে লাগিল; তিলে তিলে লক্ষ্মী মিলাইয়া যাইতে লাগিলেন; নিমেষে নিমেষে সে লাবণ্যলীলাময় দেহযষ্টি যেন মিশাইয়া যাইতে লাগিল।

যে "অঙ্গের ছটাতে ঝলমল করে ক্ষিতি"; গৌরসুন্দর অতৃপ্তনয়নে যে দেহমাধুরী নিরীক্ষণ করিতেন, প্রখর বিরহতাপে তাহা মলিন হইয়াছে, তাহা শুখাইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীমা শাশুড়ীর সেবা করেন—প্রাণপণে করেন। দেহ ক্ষীণ—দাঁড়াইতে পারেন না, গৃহভিত্তি ধরিয়া উঠেন, গৃহ প্রাচীর অবলম্বনে দুইচারি পদ গমন করেন ও কোন রূপে কাজ সম্পাদন করেন। হায়, হায়, আর কত সহিবে, যাঁহাকে না হেরিলে পলকে প্রলয় হইত, সে আজ কত দীর্ঘ দিন চক্ষের অন্তরালে! এক এক দিন করিয়া গণিয়া মাস গিয়াছে, মাসে মাসে ছয় মাস অতীত প্রায়, আর যে পারে না! কোমলহৃদয়া মা যে আমার আর সহিতে পারে না! হায় হায় সে অসহ্য বিরহাগ্নিতাপ কোমল-প্রাণা কমলা—"সহিতে নারিলা, তায় ত্যজিলা পরাণ!" গৌর হে! এ কি লীলা তোমার? মহাজনগণ বলেন যে তোমার না কি—

"এ সব লীলা জীবের উদ্ধার কারণে।"

লক্ষ্মীদেবীর যাইবার আবশ্যক হইয়াছিল, তিনি চলিয়া গেলেন; আর তাঁহার স্থলে আসিলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীমহাপ্রভু অতঃপর গয়া হইতে আগমন করিয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন তরঙ্গ তুলিলেন। সংকীর্ত্তনে ভক্তগণ সাক্ষাৎ ব্রজরস আস্বাদন করিলেন। (শান্তিলতায় লিখিয়াছিলাম)—

"বৃন্দাবনে রাস, সংকীর্ত্তন নদীয়ায়?
কেহ কারে নাহি জিনে, তুল্য মহিমায়!

শাস্ত্রে দেখিতে পাই, লক্ষ্মীদেবী রাসরসে বঞ্চিতা ছিলেন; লক্ষ্মীরূপিনী লক্ষ্মীপ্রিয়াও তাই বুঝি নবদ্বীপে সে লীলারস প্রস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যান। তাহার পরে, ঐশ্বর্য্যময়ী শ্রীলক্ষ্মী বিদ্যমানে নবদ্বীপচন্দ্র কেমনে ভিখারীবেশ ধরিবেন? কিন্তু অধম জীবের তরে তাহারও প্রয়োজন পড়িয়াছিল, তাই সময় থাকিতে মা লক্ষ্মী অলক্ষ্যে চলিয়া গেলেন। এবং তখনই ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বধূরূপে শচীগৃহে আসিলেন, কিন্তু সে সব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ যুগলবিগ্রহ ইদানীং নানা স্থানে অর্চ্চিত হইতেছেন। ইহা নূতন নহে,—পূর্ব্ব-মহাজনের অনুসরণ মাত্র। শ্রীখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যুগল বহু পূর্ব্ব হইতে অর্চ্চিত হইতেছেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের ভক্তবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ এই প্রবন্ধশীর্ষোদ্ধৃত দুই চরণ কবিতা পাঠাইয়া এ দীনকে জিজ্ঞাসা করেন যে "এই নামগুলি 'নবদ্বীপলীলাব্যঞ্জক কি না এবং শ্রীমহাপ্রভুকে লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথ সম্বোধন করায় রসাভাস হয় কি না?" সত্য বটে, "লক্ষ্মীপ্রিয়া সহ যখন মিলন হয়, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ছিলেন না, একের অপ্রকটের পরই অন্য জন।" কিন্তু এখন যখন সকলেই অপ্রকট লীলায় প্রবিষ্ট, তখন উভয়ের নাম একত্র গ্রহণে বা পতিপার্শ্বে উভয়কে স্থাপন করিলে ভাবের প্রত্যবায় ঘটে না কি? ইহাই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান আমরা কি করিব? এ সব কথা ভজনবিহীন "অঙ্গের

গোচর নহে।" তবে মহাজন রীতির অনুগমনই প্রশস্ত।

'ভক্তিরত্নাকরে' খেতরীর উৎসব বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা স্বীয় 'নরোত্তম বিলাস' গ্রন্থে এই বিবরণ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। 'নরোত্তম বিলাস' ঠাকুর মহাশয়ের চরিত গ্রন্থ, উহাতে কেবল তাঁহার কথাই গ্রন্থকার মনের সাধে লিখিয়াছেন।

খেতরীতে বিপ্রদাস নামে এক ভাগ্যবান গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহার অনেকটী ধান্যগোলা ছিল, তন্মধ্যে একটি গোলায় একদা এক ভীষণ সর্প প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকে; ধান্য গোলার প্রহরী স্বরূপ সর্পভয়ে ঐ গোলার পার্শ্বদিয়াও ভয়ে লোক চলিত না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় একদা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিলেন, দেখিলেন যে সপ্রিয়া গৌরসুন্দর ঐ ধান্যগোলায় বিরাজ করিতেছেন; তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসিবেন। এরূপ বহু সত্য স্বপ্নের উদাহরণ বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে এইরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়াই শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণ শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের তাহা অজ্ঞাত ছিল না, তিনি স্বয়ং এখন তদ্রূপই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তে পুলকিত হইলেন ও প্রভাতেই বিপ্রদাস গৃহে গমন করিলেন; কিন্তু বিপ্রদাস করযোড়ে সর্পের কথা নিবেদন করিয়া গোলার দিকে অগ্রসর হইতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তখন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন ও ধান্য গোলার দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন; অমনি সে সর্পটি সর্ব্বসমক্ষে চলিয়া গেল। তখন ঠাকুর মহাশয় আর একটু অগ্রসর হইলেই—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে।
শ্রীলক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে॥"

নরোত্তম বিলাস।

তখন—

"গোলা হইতে প্রিয়া সহ শ্রীগৌর সুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা, হৈলা সর্ব্ব নয়ন গোচর॥"

ভক্তি রত্নাকর।

ঠাকুর মহাশয় আনন্দে শ্রীবিগ্রহ গৃহে আনয়ন করিলেন। খেতরীর প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগ দিতে প্রথমেই আসিলেন শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু। ঠাকুর মহাশয় প্রেমপুলকিতচিত্তে তাঁহাকে লইয়া গিয়া শ্রীবিগ্রহ দেখাইলেন; তখন শ্রীনিবাসাচার্য্য—

"লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখি গৌরচন্দ্র রায়।
হইলা বিহ্বল, নেত্র জলে ভাসি যায়॥

নরোত্তম বিলাস।

শ্রীশ্রীঈশ্বরী জাহ্নবাদেবীর আদেশ গ্রহণ করিয়াও সর্ব্ব পার্ষদ ও মহান্তগণের অভিপ্রায়ে শ্রীনিবাসাচার্য্যই অভিষেক করিবার ভার পাইলেন; তখন—

"শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ আনাইলা।
দেখিয়া আচার্য্য শোভা বিহ্বল হইলা॥
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ নবদ্বীপ চান্দে।
হিয়ায় ধরিয়া গুণ সঙরিয়া কান্দে॥"

এইরূপে সর্ব্ব পার্ষদ সমক্ষে খেতরীতে শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন।

এই স্থানে আমরা লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রকে প্রণাম করিতেছি—

"শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোর চন্দ্র
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর॥"

নাগরেন্দ্র শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রের আদি মধ্য অন্ত, সব লীলা—সকল কার্য্যই নিত্য—ক্ষয়োদয় রহিত। শ্রীহরির বাল পৌগণ্ড কৈশোর প্রভৃতি সকল লীলাই আলোচ্য, অনুধ্যেয় ও ভজনীয়। তবে উপাসক স্বীয় ও ভাব রুচি অনুসারে তাহাতে মজেন—ডুবেন। যিনি বাৎসল্য রসের উপাসক, গোপালেই তিনি আসক্ত হন, মধুর রসপোষকের তাহা মনোমত ও উপভোগ্য হয় না। প্রত্যেক রসেও আবার ভাবভেদে তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। নবদ্বীপরসলুব্ধ যুগল উপাসক মধ্যে কেহ লক্ষ্মীপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরসুন্দরের ভজনা করেন, কেহবা বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের অর্চ্চনায় বিভোর। নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরসে নিমগ্ন ছিলেন; তাঁহার প্রাণের আরাধ্য লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া ও নাগরী সমন্বিত শ্রীগৌরাঙ্গের সুন্দর চিত্রপট অদ্যাপি আছেন ও অর্চ্চিত হইতেছেন। ত্রিশের শ্রীল বসন্ত দাদা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াতে

অত্যাশক্ত ও একনিষ্ঠ ছিলেন; বসন্ত দাদা শুদ্ধ রাগ পন্থি ও ঐশ্বর্য্যলেশহীন মাধুর্য্যভাব পোষক ছিলেন। শ্রীযুত সতীশ বাবুর যে প্রশ্ন, তদুত্তর প্রসঙ্গে পূর্ব্ব মহাজনের রীতি স্মর্ত্তব্য। নদীয়াযুগলভজননিষ্ঠ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীপত্রিকা সম্পাদক মহোদয়ের অভিমত পরম উপাধেয় ও মীমাংসা স্বরূপ বিবেচিত হইবে (১)।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের বাণী।

(শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

(১)

"হে গৌরাঙ্গ! কবে আমরা সেইরূপ তৃণের মত নীচ হইব, যে যবনও যদি তোমার ভক্ত হয়, তবু তাঁহার চরণ-রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে কুণ্ঠিত না হইয়া বরং তদ্দ্বারা আপনাকে পবিত্র মনে করিব।"

(২)

"বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবন্ত রাখিতে হইলে অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে মূল করিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মূল হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি পাকা হইল। এই নিমিত্ত গৌর-লীলা প্রচার করাই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের এক মাত্র উপায়, এবং গৌরলীলা হৃদয়স্থ করাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পাইবার এক প্রধান উপায়।"

(৩)

"আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের দাসানুদাস হইব, এই প্রার্থনা করি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের মধুপান করাকে আমরা পঞ্চম পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকি। তিনি অতি দুর্ল্লভ ধন। তবে শুনিয়াছি, তিনি পতিত ও মূর্খ এবং কাঙ্গালের নিকট দুর্ল্লভ নহেন। অতএব আমাদের বিদ্যা অর্জ্জন ও শাস্ত্র চর্চ্চার প্রয়োজন কি? আমরা মূর্খ,—শাস্ত্রে প্রয়োজন থাকিলেও বুঝিব কি করিয়া? কাজেই প্রভুর চরণ ধ্যান ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত, তাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করুন। আমরা যেরূপ যেন সেই রূপই থাকি, কারণ শুনিয়াছি কাঙ্গালের প্রতি, মূর্খের প্রতি, দয়াময় প্রভুর অধিক দয়া।"

পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান॥ চৈঃ চঃ

(ক্রমশঃ)

বসন্ত সাধু (শ্রীদাদার বাণী)

(শ্রীললিতমোহন আচার্য্য বি, এ, প্রণীত নদীয়ার মর্ম্মবাণী হইতে উদ্ধৃত)

১। যে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে, সেই মাটি ধরেই উঠ্‌তে হয়—দশ হাত তফাৎ গিয়ে কেউ উঠে না; এই সংসার নিয়েই আমাদের বন্ধন। মুক্তির জন্য কোথাও যেতে হবে না,—এখানেই মুক্তি হবে। শ্রীগৌরাঙ্গকে সংসারী কর,—তাঁর সংসার তাঁকে বুঝাইয়া দাও। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংসারের কর্ত্তা কর,—প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে তোমার সংসার করুন, আর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে না গাও। এই জন্যই প্রভু গার্হস্থ্য লীলা করিলেন।

(১) ভক্তবর শতীশচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ—শ্রীল বসন্ত দাদার কৃপাপাত্র এবং শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল-উপাসক। তাঁহার প্রথম প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বনিধি মহাশয় দিয়াছেন। শ্রীল বসন্ত দাদার ভাব ছিল শুদ্ধ মাধুর্য্যময়। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াযুগল-ভজনই তাঁহার সাধ্য বস্তু। নদীয়াযুগল-মাধুর্য্য-রসাস্বাদনই তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহার রচিত গৌরকীর্ত্তনের পদে "জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি। বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ নদীয়াবিহারি॥" ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র নাই; তিনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ঐশ্বর্য্যাংশ একেবারে গ্রহণ করেন নাই। কারণ মধুর রস মধ্যে ঐশ্বর্য্যাংশ প্রবেশ করিলে রসাভাস দোষ হয়। ভক্তবর শতীশচন্দ্র চৌধুরী-কৃত পদটি নবদ্বীপলীলা প্রকাশক বটে—তবে উহা ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মিশ্রিত, কিন্তু ইহার ভাব যে মহাজনগণ অনুমোদিত, তাহা তত্ত্বনিধি মহাশয় দেখাইয়াছেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও একটি শ্লোকের শেষ চরণে লিখিয়াছেন।

"নটস্তং গৌরাঙ্গং স্মরতুমে মনঃ শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়েশং"।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবলই বৃন্দাবনলীলা, মথুরা বা দ্বারকালীলা নহে, তবে ঐ সকল লীলা গৌরলীলায় অনুপ্রবিষ্ট বটে। এইভাবে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যুগলভজন শাস্ত্র যুক্তিসম্মত। যে ভক্তের যেরূপ অধিকার, যে ভক্তের যেরূপ গুরুদত্ত উপদেশ, তিনি সেই মত উপাসনা ও ভজন করিবেন। শতীশচন্দ্র শ্রীল বসন্ত দাদার কৃপাপাত্র—অতএব তাঁহার পথানুসরণ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়। তাঁহার আর দুইটি প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর পরে প্রদত্ত হইবে।

সম্পাদক।

২। বিবাহ করা অর্থ গ্রহণ করা। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ কল্লেন, তার অর্থ তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যদিয়ে সকল গ্রহণ কল্লেন। তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত হও। তোমার সংসার তাঁর সংসার হয়ে যাবে।

৩। কোন পরিবারের মধ্যে যদি গুরুতর পাপ প্রবেশ করে, তবে তাহা স্খালনের নিমিত্ত গৃহে যিনি কর্ত্তা থাকেন, তিনিই প্রায়শ্চিত্ত ক'রে থাকেন। এই বিশ্বপরিবারে ভীষণ ভীষণ পাপ প্রবেশ ক'রেছিল। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ এসে মস্তক মুণ্ডন ক'বে, আর কত কঠোরতা ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কল্লেন, আর জীবের সাধনভজন তিনি সব করে গেলেন। সুতরাং হে জীব! তোমার আর কর্‌বার কি আছে? শুধু এ হেন দয়াল প্রভুর জয়ধ্বনি দিয়া নাচ আর গাও। একদিন তিনি মস্তক মুণ্ডন করেছেন বলে চিরদিন তাঁকে মুণ্ডিত মস্তক রেখো না। তোমারই জন্যে তিনি দীনহীন বেশ নিয়েছিলেন, তাই ব'লে তাঁকে তোমার দীন হীন বেশে রাখা উচিত নহে। নদীয়ায় তাঁকে ফিরিয়ে আন, এনে মধুর বেশে সাজাও।

৪। নদীয়াতে নৌকা ডুবে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নৌকার লোক গুলাও ডুব্‌ছে। একটি বাবু তার পোষাক ছেড়ে একখানি ছোট ধুতি পরে জলে ঝাঁপ দিয়ে লোকগুলাকে বাঁচালেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐ লোকগুলো বাবুটির একখানি ফটো রাখ্‌লে। অবশ্য নেংটি পরা ফটো রাখ্‌লে। তারা কি বল্‌বে "কর্ত্তা! আপনি আবার নেংটি পরুন, আপনার আর একখানি ফটো রাখি।" কোন্ কঠিন প্রাণে একথা বল্‌তে পারে? তারা ঐ বাবুটির মধুর মূর্ত্তিরই ফটো রাখিবে।

ভবসমূদ্রে প'ড়ে জীব হাবুডুবু খাচ্ছিল। রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দয়াপরবশ হ'য়ে কাঙ্গালবেশ ধ'রে জীবগণকে উদ্ধার কল্লেন। জীবের কর্ত্তব্য কি? রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মধুর শ্রীমূর্ত্তি গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা। এই শ্রীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেয়ে যখন মনে আস্‌বে,—আমারই জন্য তিনি কাঙ্গাল বেশ ধরেছিলেন,—আমায় তিনি কত ভালবাসেন। তখন নয়নে জল আস্‌বে। এ কৃতজ্ঞতা চিরদিন জাগরুক থাক্‌বে। এই ত সাধন,—এইত জ্ঞান।

৫। প্রশ্নোত্তর—"গৌরাঙ্গ আপনার কে"?
"গৌরাঙ্গ আমার বন্ধু।"
"কিরূপে"
"গৌরাঙ্গ পতিতের বন্ধু। আমি পতিত।"

৬। গৌরনিতাই ভজন করা ভাল। নিতাই ছাড়া গৌর পাবে না। ভজন হয় লীলায়। সর্ব্বদা গৌরাঙ্গকে নিতাইর কাছে রাখ্‌বে কেন? সব সময়ত তিনি কীর্ত্তন করেন না বা নগর ভ্রমণ করেন না। ভোজনের বেলা আর বিলাসের সময় শ্রীগৌরাঙ্গকে অন্তঃপুরে বিষ্ণুপ্রিয়াস্তিকে নিয়ে যাও।

৭। নদীয়ায় কৃষ্ণকথা ও ব্রজরস আস্বাদন কর্‌বে ত গদাধরের আশ্রয় লও। আর নদীয়ার বিশুদ্ধ মধুর রস আস্বাদন কর্‌তে হ'লে শ্রীশচীমার অঙ্গনে যাও,—শচী মাতার পদধুলি মস্তকে নিয়ে শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অনুগত হও।

৮। প্রশ্ন—"ধর্ম্ম কি"?
উত্তর,—'ভালবাসাই ধর্ম্ম"। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্বন্ধীয় আত্মসিদ্ধান্ত।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্বীয় গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥" ইহাতে বুঝা যায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের নামান্তর "নাম", কেবল নাম বলিলে মহামন্ত্রকেই লক্ষ করে। এই নামকে কতকগুলি নামবাচক বিশেষ্য পদ নামের পূর্ব্বে সংযোগ করিয়া এই নামকে মহামন্ত্র হবে কৃষ্ণ নাম হইতে পৃথক করা হয়, যথা হরিনাম, কৃষ্ণনাম, রাম নাম, দুর্গানাম, কালীনাম, শিবনাম ইত্যাদি। যখন কেবলমাত্র "নাম" এই কথা প্রকাশিত হয় তখন অবশ্যই ইহা যে হরিনাম মহামন্ত্র প্রকাশক সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না। অদ্বৈতপ্রকাশে এই নাম সম্বন্ধে খোল করতাল যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা দৃষ্ট হয় যথা,—অদ্বৈত প্রকাশ উনবিংশ অধ্যায়—

সর্ব্বভক্তগণে হর্ষে করয়ে গর্জ্জন।
মহাপ্রভু আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন॥

কেহ খোল বাজায় কেহ বা করতাল।
কেহ প্রেমে হাঁসে কাঁন্দে যৈছে মত্তোয়াল॥
ক্রমে সংকীর্ত্তন সিন্ধুর তরঙ্গ বাড়িল।
প্রেমাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহে ডুবি গেল॥
ক্ষণে অশ্রু ক্ষণে কম্প ক্ষণে অচৈতন্য।
ক্ষণে হরি বুলি কাঁন্দে ক্ষণে করে দৈন্য॥
বহুক্ষণে নাম সংকীর্ত্তন নিবর্ত্তিয়া।
আসনে বসিলা গোরা ভক্তগণ লৈয়া॥

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদি ও অন্তে রনাম মহামন্ত্রই সংকীর্ত্তন করিলেন। কারণ উক্ত পয়ার কে দেখা যায় "আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন" এবং নিব- লা নাম সঙ্কীর্ত্তন"। এইরূপ নামের কীর্ত্তন বহু গ্রন্থে হয়। এতৎ সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বলিবার নাই, ী পাঠকগণ ইহার আস্বাদন ও অনুশীলন করিলে বিশেষ নন্দানুভব করিব। এই মহামন্ত্রে হরেকৃষ্ণ নাম খোল করতাল সহ কীর্ত্তন করিবে না" এরূপ নিষেধ ক্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি কোন গ্রন্থে এরূপ নিষেধ ক্য কেহ দেখিয়া থাকেন অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে শেষ অনুগৃহিত হইব। পরিশেষে বক্তব্য শ্রীপাদ রূপ াস্বামী বিরচিত শ্রীমন্মাপ্রভুর সহস্র নাম স্তোত্রে দেখিতে াই—

"মহামন্ত্র সদাধ্যানং মহামন্ত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহামন্ত্র জপশ্চৈব মহামন্ত্র প্রকাশিতঃ॥

অতএব মহামন্ত্র (হরে কৃষ্ণ নাম) জপ্য ও কীর্ত্তনীয় উভয়ই। শ্রীল ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী কৃত পদ্ধতি প্রদীপ শ্রীগ্রন্থোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকেও এই কথাই লিখিত আছে—

"হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মুখ্যান্মহাশ্চর্য্য নামাবলী সিদ্ধ মন্ত্রান্।
কৃপামূর্ত্তি চৈতন্য দেবোপগীতান্ কদাভ্যস্য বৃন্দাবনেঽস্যাং
কৃতার্থঃ॥

দীন নৃত্যগোপাল গোস্বামী—

গৌরবাদী ও গৌরবাদ।

"গৌরবাদী" কথাটার উৎপত্তির ইতিহাস কিছু আছে। অগ্রহায়ণ মাসের শ্রীপত্রিকায় এই কথাটির আমূল বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে এরূপ লিখিয়াছিলাম। কথাটা প্রকাশ্যভাবে আলোচনার প্রয়ো- জন, ইহাও লিখিয়াছিলাম।

এক্ষণে দেখিতেছি বৈষ্ণবাচার্য্য ও সুধী বৈষ্ণবগণ এবিষয়ে বৈষ্ণব-পত্রিকায় আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা বড় সুখের বিষয়, কারণ এই গুরুতর বিষয়টি লইয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। ইহা ভাল কথা নহে। কথাটার অতি শীঘ্র একটা সর্ব্ববাদী ও শাস্ত্র- যুক্তিসম্মত মীমাংসার বিশিষ্ট প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ভজননিষ্ঠ বিরক্ত বৈষ্ণবসুধী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় "সোণার গৌরাঙ্গ" শ্রীপত্রিকায় "শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ আরাধনা ও উপাসনার এবং শ্রীবৃন্দাবনীয় ভজন সিদ্ধান্তের মহাজনানুগত প্রণালী লিখিতেছেন,— ইহা এক পক্ষের কথা; আশা করি অপর পক্ষ হইতে এই ভজন প্রণালীর অপর সিদ্ধান্তগুলি, যাহা তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহা ব্যক্ত হইবে তাহা হইলে এই গুরুতর বিষয়টির সুমীমাংসা হইবে।

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় জীবাধম লেখককে লিখিয়াছেন "কলিযুগের অবশ্যোপাস্য রসিকশেখর পরম করুণাময় স্বয়ং ভগবানের শ্রীশ্রীগৌরশ্যাম উভয় স্বরূপের যৌগপদ্যে নিত্য উপাসনার বিরুদ্ধবাদী দুই লোক ইদানীং আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আসরে বাহির হইয়াছেন। একদল **কেবলমাত্র** শ্রীগৌরসুন্দরের ও অন্যদল **কেবলমাত্র** শ্রীশ্যামসুন্দরের উপাসনা মাত্র কর্ত্তব্য মনে করেন। এইটি খুব দুঃখের ব্যাপার হইলেও ইহাতে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার কথা এই যে উভয় দলই শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ উভয় স্বরূপকেই স্বয়ং ভগবানের প্রকটাবতার বলিয়া মানেন।"

সর্ব্বাগ্রে "গৌরবাদী" কথাটার উৎপত্তির মূল স্থান কাল ও কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাউক। গৌরৈকান্তিক- নিষ্ঠতার সীমা দেখাইয়াছেন শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীগ্রন্থে। এই শ্রীগ্রন্থের অনেক স্থলেই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সহিত শ্রীগৌর ভগবানের উৎকর্ষতা মূলক শ্লোকাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য মহাজনগণও শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে "অবতার শিরোমণি" "অবতার সার" এরূপ

আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপাদ সরস্বতী ঠাকুরকে বা উক্ত মহাজনগণকে তাৎকালিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবসুধীগণ কেহই 'গৌরবাদী" বলেন নাই; অন্তত প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ নিন্দাবাদের কোন কথা দেখিতে পাই না। তবে দেখিতে পাই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীপাদ সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীগ্রন্থ হইতে কোন শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনার বহু পূর্ব্বে (প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীগ্রন্থ রচিত হন। কবিরাজ গোস্বামী বহু গ্রন্থ হইতে তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বহু শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু সরস্বতী ঠাকুরের একটি শ্লোকও উদ্ধার করেন নাই, তাহার কারণ যে "গৌর-বাদ" তাহা নিশ্চয়ই নহে। কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীগ্রন্থ অদ্যাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে সর্ব্বত্র সমাদৃত, এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণও এই শ্রীগ্রন্থের পঠন পাঠনও করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সরস্বতী ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত না করিবার অন্য কারণ আছে, তাহা আমরা অবগত আছি। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নহে।

"গৌরবাদী" এবং "গৌরবাদ" এই দুইটি কথা আমরা প্রথম দেখিয়াছি গৌরধামগত নীলমণি গোস্বামী প্রভু-পাদের লিখিত প্রবন্ধাবলীতে,—যাহা তাঁহার সম্পাদিত "শ্রীচৈতন্য-মতবোধিনী" শ্রীপত্রিকার শ্রীঅঙ্গ শোভা করিত। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা,—যখন সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর স্বতন্ত্র মন্ত্র ও উপাসনা লইয়া বাগ বিতণ্ডা দ্বন্দ্ব ও মসীযুদ্ধে ব্যাপৃত ও বিক্ষুব্ধ ছিল। পূজ্যপাদ নীলমণি গোস্বামীপ্রভু গৌরমন্ত্র এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি ব্রত উপবাসাদির বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাড়াইয়া-ছিলেন। তিনিই অপর পক্ষকে অর্থাৎ গৌরমন্ত্রাদি গৃহীতা ও দাতা গোস্বামী মোহান্তদিগকে "গৌরবাদী" আখ্যা দিয়াছিলেন। এবং গৌরমন্ত্র প্রচারককে "গৌরবাদ" বলিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নীলমণি প্রভুপাদ লিখিয়াছিলেন, "সম্প্রতি "গৌরবাদ" নামে যে এক মত প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে সম্প্রদায় মধ্যে অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই গৌরবাদীগণ স্বতন্ত্র গৌর উপাসনার প্রবর্ত্তক প্রাবল্য লক্ষিত হওয়ায় "শ্রীচৈতন্যমত-বোধিনী" সভা ও শ্রীপত্রিকা প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হইয়াছেন"। অন্য এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন "উপধর্ম্ম নীলরত্ন ও রামতনু ভগবতভূষণের শরীরে আবিষ্ট হইয়া গৌরমন্ত্র প্রকাশক শাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৌরবাদ ও গৌরবাদী দলের সৃষ্টি-কর্ত্তা তাঁহারাই"।

এই দুইটি একনিষ্ঠ গৌরভক্ত ভাগবতভূষণের চরিত্র ও জীবনী আমরা যাহা জানি প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার বাসনা রহিল। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল যে "গৌরবাদী"—শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, এবং "গৌরবাদ" কথাটা কি। অবশ্য ইহা ৩০।৪০ বৎসরের কথা। এখন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার স্বতন্ত্র মন্ত্র-রাজ পূর্ণভাবে গৌরভক্তবৃন্দের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এখন আর কেহ মাথা তুলিয়া বলিতে সাহস করেন না যে গৌরমন্ত্র অসিদ্ধ এবং এই মন্ত্রদাতা ও গৃহীতা "গৌরবাদী" সে একদিন আসিয়াছিল—উভয় দলের দ্বন্দ্ব কোলাহল ও বিবাদ বিসম্বাদে সুফলই ফলিয়াছে; পূজ্যপাদ নীলমণি প্রভুপাদের কৃপায় স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভই করিয়া-ছেন। জটিলা কুটিলার সৃষ্টি,—রসপুষ্টির জন্য আর এই স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র লইয়া দ্বন্দ্ব কোলাহল বাদবিসম্বাদ,—ইহাও পরম মঙ্গলের কারণ রূপে সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ পূজা ও উপাসনার ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্যই তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই ভক্তহৃদয়ে এই সকল বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এক্ষণে "গৌরবাদী ও গৌরবাদ" শব্দদ্বয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন-ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। পরমশ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপদ দাস বাবাজি মহাশয়ের লিখিত মতানুসারে দুই দল ভক্তের কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। একদল কেবল মাত্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা কর্ত্তব্য মনে করেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, যাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীশ্যামসুন্দরের উপাসক, তাঁহারাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপাসককে "গৌর-বাদী" বলেন এবং এই গৌরবাদীদিগের প্রচার পন্থাকে "গৌরবাদ" বলেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, মাধ্ব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কি করিয়া **কেবলমাত্র** শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের উপাসক হইতে পারেন?

প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন? বাবাজি মহাশয় কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইলে বড় ভাল হয়। তাঁহার কথাটার একটু বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তাহা তিনিই করিবেন॥ তাঁহার কথিত দুই দলের মুষ্টিমেয় পৃষ্ঠপোষক থাকিলেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, যে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দলের অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কারণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা একেবারে উড়াইয়া দিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, এরূপ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উপাসনা পদ্ধতি যাঁহার যেরূপই হউক, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাসনার অঙ্গ হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিবার কাহারও যে প্রবৃত্তি আছে তাহা আমরা একেবারে মনে স্থান দিতে পারি না। অপর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী সাধকের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক যে গৌড়েশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উপাসনার বিরোধী, ইহা সম্পূর্ণ নূতন কথা। এই সংবাদে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তবে কথাটা আমরা যাহা বুঝিয়াছি, এবং এই গুরুতর বিষয়টির যেরূপ অপ্রকাশ্যভাবে অনুশীলন ও আলোচনা হইতেছে, তাহার কিছু কিছু আভাস যাহা আমরা পাইয়াছি, এ স্থলে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কিছুদিন হইতে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন দল দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি প্রধান। প্রথম দলের ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ উভয় স্বরূপের স্বতন্ত্র উপাসক। তাঁহাদের উপাস্য গুরু গৌরাঙ্গ। দ্বিতীয় দল শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ অভেদ তত্ত্বজ্ঞানে কেবলমাত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের উপাসক। তাঁহারা বলেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বপু শ্রীগৌরাঙ্গই পরিপূর্ণতম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব। তাঁহার স্বরূপের উপাসনাতেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনা সিদ্ধ। তৃতীয় দল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে বেদোক্ত আদি কৃষ্ণাংশপুরুষ পরম নারায়ণ জ্ঞানে অবতারী স্বয়ং ভগবান্ বলেন। অন্যান্য অবতারগণ তাঁহারই অংশকলা,—এই তাঁহাদের ধারণা ও বিশ্বাস। স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ ভজনকে তাঁহারা যুগানুবর্ত্তি ভজন বলিয়া স্বীকার করেন না।

এখন এই তিন দলের মত গোস্বামীশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত মতে এবং প্রাচীন মহাজনগণানুমোদিত উপাসনাপদ্ধতিমতে বিচার করিয়া খণ্ডন মণ্ডন করিতে হইবে। এই প্রথমোক্ত দলের মত পরিপোষক ভক্তবর শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় শাস্ত্রযুক্তি ও মহাজনানুমোদিত পথ দেখাইয়া দলপতির উপযুক্ত কার্য্যই করিতেছেন। দ্বিতীয় দলের কোন ভক্তই এপর্য্যন্ত দলপতির আসন গ্রহণ করেন নাই। তৃতীয়দলও এখনও মাথা তুলেন নাই। সকল দলেরই দলপতিগণের এক্ষণে নিজ নিজ মত পরিপোষক শাস্ত্র যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া বিচার ক্ষেত্রে উপস্থিতি প্রয়োজন। সকলের মন্তব্য ও বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য মোহান্ত বৈষ্ণব সুধীগণ এই গুরুতর বিষয়টীর সুমীমাংসা করিবেন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"সোনার গৌরাঙ্গ" সম্পাদক মহাশয় তাঁহার আশ্বিন মাসের পত্রিকায় ১১৩ পৃষ্ঠার মন্তব্যে পূজ্যপাদ শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়কে একনিষ্ঠ গৌরভক্ত বলিয়া গণ্য করেন নাই। সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয়ের মত একনিষ্ঠ গৌরভক্ত আর যে কেহ আছেন, তাহা ত আমরা জানি না। এই মন্তব্য পাঠে তাঁহার মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন। একনিষ্ঠ গৌরভক্তের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে সম্পাদক মহাশয় এরূপ কথা কখন লিখিতে সাহস করিতেন না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনের পত্রপ্রেরক জনৈক ভজননিষ্ঠ বিরক্ত বৈষ্ণব-সাধু নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছেন,—

"পরম ঘোরতর দুঃখের ও আক্ষেপের বিষয় এই যে কয়েকজন কলি-গৌরবিত পণ্ডিত, জীবের জীবনসর্ব্বস্ব ও পরমাশ্রয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনা উঠাইয়া দিবার জন্য দুশ্চেষ্টায় লাগিয়া রহিয়াছেন। নানা প্রতিফল পাইয়াও তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন।"

"কলিকাতার অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই দলের একজন সুচতুর সেনাপতি। সকলেই জানেন তাঁহার পূর্ব্বপরিব্যক্ত অভিমত এই ছিল যে—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের পরমমঙ্গল—শ্রীনামসংযুক্ত-মন্ত্রে তদুপাসনা চলে না, কাজেই তাঁহার স্বতন্ত্র উপাসনা নাই। কথার সার এই যে —"নাম বিগ্রহস্বরূপ তিনে একরূপ, তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ।" গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পঞ্চম বেদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই প্রমাণোক্ত স্বয়ং ভগবান্ তিনি নহেন। শ্রীগৌরচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রোচ্চারণ ও শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনেই তাঁহার পরিতুষ্টি—এবং

তাহাতেই তৎপূজা। ভক্তের মন্ত্র থাকে না, ভক্তপূজার মন্ত্র লাগে না, উহা কেবলমাত্র পরিচর্য্যাত্মক। সুতরাং গৌরমন্ত্র কথাটি আকাশ কুসুমবৎ অলীক। এই দলের উক্তাকার প্রচ্ছন্ন-মতটি সম্প্রতি চূড়ান্ত সীমায় চড়িয়া ব্যক্ত বিজয়ধ্বজা উড়াইবার যোগাড় করিতেছে। বিগত ৮ই অগ্রহায়ণের সাপ্তাহিক-বঙ্গবাসী পত্রিকায় অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চতুরতাপূর্ণ ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং তাহাতে বহির্ম্মুখ-বাবুগণকে বুঝাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মত মানুষ নহেন, তিনি নরাকৃতি পরংব্রহ্ম। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কয়েকটি শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রমাণ প্রদর্শনান্তর সর্ব্বশেষে প্রকাশ্য ভাষায় আমাদের প্রাণ-প্রিয়তম সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রকে পরদুঃখকাতর—ও প্রেমপ্রচারক উচ্চ-সাধক-ভক্ত বলিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"ভাইরে! আমাদের নদীয়ার চাঁদ—শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ, যিনি ধ্যানের মুকুটমণি, সন্ন্যাসীর শিরোমণি, যিনি দুর্গত জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য—শ্রীশচীমাতার মত জননীকে ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার মত রমণীকে ছাড়িয়া পথের কাঙ্গাল—সেই প্রেমের সাধক ও প্রেমের প্রচারক-প্রেমময়, কখনও কি কাম-কলুষিত হইলে এই রাসলীলার-শ্লোকাবলী গাহিয়া জগন্নাথের উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন? না ভক্তগণের বহুসাধ্য সাধনাতেও যে প্রতাপ রুদ্র গজপতির সহিত সম্মিলন বর্জ্জনীয় বলিয়া—উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই গজপতি-নৃপতির মুখে শ্রীরাস-লীলা শ্লোকের আবৃত্তি শুনিয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিতেন?"

"গোস্বামী মহাশয়ের কথার খোলাসা এই যে—এত মহিমান্বিত একজন প্রেমপ্রচারক ও প্রেমের সাধক যাহাকে আজিও সকলে নদীয়ার চাঁদ ও শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ বলিয়া আদর করে, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকে উপাস্য প্রেমলীলা জানিয়া ভজন করিতেন, অতএব লীলাকে কামুক কামিনীর—প্রাকৃত কামক্রীড়া মনে করা বিষম ভুল।

"ইত্যাকার চমৎকার-চতুরতার সহিত তিনি এমন সাবধানে কথা বলেন যে সরলান্তকরণ শুদ্ধ ভক্তগণ নিজ বাঞ্ছিত বিষয়ের সমর্থন মাহাত্ম্যে বলার কৌশলে—দোষ গুণ বিচার না করিয়াই তাহাতে সায় দিয়া দেন। এই উপায়ে সুদূর-ভবিষ্যতের উদার বৈষ্ণববৃন্দ, তাঁহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলিও—সম্প্রদায়-সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলিবেন ইহাই তাঁহার দুরাশা; একদিকে কলির প্রবল প্রতাপ, অন্যদিকে বৈষ্ণব সমাজের অসাধারণ সারল্য, সুতরাং কালে এমনটি সংগটন কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"সে যাহা হউক আজ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা গুলিতে ঘৃণাক্ষরেও সর্ব্বেশ্বর-গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তা-সূচক একটিও অক্ষর, এমন কি প্রভু বা ভগবান্ শব্দ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ও ভক্তবোধক বিশেষণাবলী দানে—তদ্ভগবত্তার অপলাপের উদ্দেশ্যানুভবে—হৃদয়ে দুঃসহ ব্যথা প্রাপ্ত হওয়ায়, ব্যাপারটি সাধারণের গোচর করিলাম। ইহার কিরূপ প্রতিকার কর্ত্তব্য তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলী অবধারণ করুন, আমাদের চিত্তে ধৈর্য্য নাই। এরূপ মনে হয় কেবল মাত্র পত্রিকার প্রতিবাদে আশানুরূপ ফল হইবে না। বিষয় বড় গুরুতর।"

"লেখক মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের বংশধর। প্রকট গৌরলীলা কালে যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের স্বয়ং ভগবত্তা ও স্বাধীন উপাসনা স্বীকার করিতেন না, আমাদের প্রভুদ্বয়—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্র—তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেন। এখন এই গোস্বামী মহাশয় শ্রীনিতাই চাঁদের গৃহীত না অগৃহীত? আর গৌরভক্তবৃন্দের প্রভুরূপে সম্মান পাইবার ও পরিচয় দিবার দাবী তাঁহার আছে কিনা? ইহাই আমাদের প্রশ্ন।

বঙ্গবাসী"র সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি আমরা পাঠ করিয়াছি, প্রত্যেক গৌরভক্তকে আমরা ইহা পাঠ করিতে এবং ধীরভাবে ইহার বিচার করিতে অনুরোধ করি। শ্রীধাম বৃন্দাবনে এই বিষয়টি লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে; আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ্যভাবে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বত্রই, এরূপ গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন হওয়াই বিশেষ প্রয়োজন। বিষয়টি বড়ই গুরুতর। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বক্তব্য সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক বিবেচনায়, এই বিষয়টি পত্রিকাস্থ হইল।

দীন হরি দাস গোস্বামী

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি।

(শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি)

গৌর হে! তুমি,—তব ভক্ত বিনে।
সারাটা সংসার খুজিয়া দেখেছি,—স্বার্থ বুদ্ধি জনে জনে॥
যত মিশামিশি, ভাল বাসাবাসি, সকলি স্বার্থের দায়।
এজীব জগত,—সতত ঘুরায়, শুধু স্বার্থ পরতায়॥
আত্মীয় স্বজনে, পুত্র পরিজনে সকলি স্বার্থের দাস।
যত ঘনিষ্ঠতা, মিত্রতা বন্ধুতা, ভিতরে স্বার্থের বাস॥
তোমাতে স্বার্থের,গন্ধমাত্র নাই,নাই হে! তোমার দাসে।
এতেক জানিয়া, সকলি ত্যজিয়া, রয়েছি তোমার আশে॥
তুমি দয়াময়, পাপীর আশ্রয়, অশরণজনবন্ধু।
তুমি সর্ব্বেশ্বর, প্রভু পরাৎপর, অপার করুণাসিন্ধু॥
অমৃত মধুর, হরিনাম সুধা, জীবেরে করিলা দান।
কলি-ক্লিষ্ট কত, জীব অবিরত, আনন্দে করিছে পান॥
সকলে পাইল, সকলি ডুবিল, তুব প্রেমসিন্ধু মাঝে।
বঞ্চিত বিজয়, নিজ কর্ম্ম দোষে, মজিয়া শুধু কু-কাযে॥

শ্রীশ্রীজাহ্নবা-চরিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীনিতাই-জাহ্নবা মিলন।

শুভ পরিণয়ের পর শ্রীনিতাইচাঁদ পরমানন্দে শ্বশুর গৃহে কিছুদিন বাস করিলেন। একদিকে তিনি ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে দিবারাত্রি বিভোর থাকেন, অপর দিকে ঘোর সংসারীর মত নব-পরিণীতা বধূ সঙ্গে সাংসারিক ব্যবহারে মত্ত থাকেন। তিনি এখন উদাসীন হইয়াও সংসারী,—অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এক্ষণে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের জামাতা বসুধা-বল্লভ শ্রীনিতাইচাঁদ। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে আনন্দের সীমা নাই; তাঁহার গৃহে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা আছে, নিত্য নূতন দ্রব্যসম্ভারে গৃহ-দেবতার পূজা ভোগ ইত্যাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়, এবং নিত্য শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার পরিকরবৃন্দসহ শ্বশুরগৃহে পরমানন্দে প্রসাদ পান, এবং ভোজনানন্দে ভজনানন্দ অনুভব করেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে নিত্য ছোট রকমের একটি মহোৎসব হয়। তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী ভদ্রাবতীদেবী নিত্য নূতন নূতন শাক ব্যঞ্জনাদি, এবং ঘৃত পরমান্ন রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেন, এবং তাঁহার অবধূত জামাতাটিকে পরম পরিতোষ করিয়া ভোজন করান। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সংসার ভগবত সংসার, তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব নাই।

বিবাহের পর এইভাবে কয়েক দিন গেল। একদিন নিতাইচাঁদ ভোজনে বসিয়াছেন, সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি জাহ্নবাদেবী সেদিন পরিবেশন করিতেছেন। জাহ্নবা দেবীর হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি কেমন একটা অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীনিতাইচাঁদের নাম ও তাঁহার অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী তিনি এক মনে শুনিতেন, দুই একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব দর্শন তাঁহার মনের অন্তস্তলে নবানুরাগের বীজ বপন করিয়াছিল। যেখানে নিতাই চাঁদের কথা হইত, সে স্থান তিনি ছাড়িতেন না। শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে লিখিত আছে,—

> সূর্য্যদাসের কন্যা হয়েন বসুর কনিষ্ঠা।
> বাল্যাবস্থাবধি নিত্যানন্দে তাঁর নিষ্ঠা॥

এই নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠতাই তাঁহার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রাণবল্লভরূপে প্রাপ্তির মূল কারণ।

এক্ষণে জাহ্নবা দেবীর বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ। তিনি রূপে গুণে অনুপমা। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত তাঁহার হৃদয় দেবতার শুভপরিণয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র মনে দুঃখ হয় নাই। তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভকে গৃহে পাইয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার পরমানন্দ তিনি জানেন তাঁহার প্রাণবল্লভ বহুবল্লভ তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাইয়াছেন। নব বালা জাহ্নবার এই মনের ভাব কিন্তু কেহ জানেন না।

এই নিত্যানন্দানুরাগিনী নববালা জাহ্নবা যখন ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা হইয়া দিব্যবসন পরিধান করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ব্যঞ্জনের থালা হস্তে তাঁহার হৃদয়দেবতাকে পরিবেশন করিতেছিলেন, প্রাণবল্লভের মুখচন্দ্র দর্শনানন্দে তাঁহার অবগুণ্ঠন বস্ত্র স্খলিত হইল। শ্রীমতির দুই হস্ত আবদ্ধ, তিনি কিরূপে বস্ত্র সংযত করিবেন? এই সঙ্কটে, শ্রীনিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবা দেবী একটি ঐশ্বর্য্যলীলা প্রকট করিলেন। তিনি যে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা, এবং অলৌকিক লীলাকারিণী,—তাহা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিতাইচাঁদের অবিদিত নাই তথাপি লৌকিক লীলায় তাঁহার পরিপূর্ণ শক্তির পরিচয় লইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীজাহ্নবা দেবী আর দুইটি হস্ত প্রকাশ করিয়া তাহার দ্বারা নিজ অবগুণ্ঠন সংযত করিলেন (১)। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাপূর্ণ হইল। এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার প্রাণ-বল্লভাকে চিনিয়া লইলেন।

> তাহা দেখি নিত্যানন্দ মনে বিচারিল।
> এই মোর পূর্ণ শক্তি নিশ্চয় জানিল॥ নিঃ বঃ বিঃ।

দুই জনের নয়নে নয়নে মনোভাব পরিস্ফুট হইল,—দুই জনেই মধুর হাসিয়া আকার ইঙ্গিতে পরস্পরকে চিনিলেন। কিন্তু তখন কোন কথা হইল না।

শ্রীনিতাইচাঁদ ভোজনলীলা সাঙ্গ করিয়া আচমনান্তে সুসজ্জিত দিব্য পালঙ্কে বসিলেন। এমন সময়ে শ্রীমতি বসুধা দেবী সুগন্ধি তাম্বুলের বাটা হস্তে তাঁহার নিকট

(১) পাসরিতে শ্রীমস্তকের বসন খসিল।
আর দুই হস্তে বাস সম্ভ্রম করিল॥ নিঃ বঃ বি

আসিলেন। রসিকশেখর শ্রীনিতাইচাঁদ প্রিয়তমার হস্ত-ধারণ করিয়া পরম সমাদরে নিজ বাম উরুদেশে বসাইয়া প্রেম-রসরঙ্গে প্রেমকথা কহিতে লাগিলেন। নব-পরিণীতা স্বামীসোহাগিনী বসুধাদেবী যেন আদর সোহাগে গলিয়া গেলেন। তিনি প্রেমানন্দে উন্মত্তা হইয়া তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শ্রীবদনে হাসিয়া হাসিয়া তাম্বুল দিতেছেন আর রসরাজ শ্রীনিতাইচাঁদ প্রেমভরে প্রাণ-প্রিয়তমার বদন চুম্বন করিতেছেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অধরামৃত চর্ব্বিত তাম্বুল প্রসাদ দিতেছেন (১)। এই অপূর্ব্ব রসরঙ্গস্থলে অকস্মাৎ শ্রীমতি জাহ্নবাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবে শ্রীনিতাইচাঁদের রসরঙ্গলীল-তরঙ্গোচ্ছাস অধিক তর বর্দ্ধিত হইল, তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাঁহার পূর্ণশক্তিরূপিণী জাহ্নবাদেবীকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমভরে আদর সোহাগ করিয়া নিজ দক্ষিণ উরুদেশে বসাইলেন (২)। এক্ষণে তাঁহার দুই উরুদেশে দুই ভগিনী বসু জাহ্নবা অপূর্ব্ব প্রেমভাবে বিরাজমান,—গৃহের মধ্যে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে,—বসু-জাহ্নব-জীবন শ্রীনিতাইচাঁদ—সুসজ্জিত পালঙ্কে বসিয়া দুই প্রাণ-প্রিয়তমাকে দুই বাহুযুগলে বেষ্টন করিয়া পরানন্দরসের বৃষ্টি করিতেছেন, একবার বসুর আর একবার জাহ্নবার বদনে প্রেম চুম্বন দান করিতেছেন, উভয়েই ব্রীড়াসঙ্কুচিতা, উভয়েই সশঙ্কিতা, পাছে কেহ দেখে। কিন্তু রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদের কোনরূপ সঙ্কোচভাব নাই, তাঁহার শ্রীমুখে হাসি আর ধরিতেছে না। প্রেমানন্দে প্রেমিকবর শ্রীনিতাইচাঁদ আজ উন্মত্ত, যুগলবিলাসরসে তিনি আজ মাতোয়ারা। জাহ্নবাদেবীর মনে আজ বড় আনন্দ, তাঁহার শ্রীবদনে হাসির রেখা দিয়াছে,—সে হাসির মর্ম্ম "এতদিনে বুঝি বিধাতা সদয় হইলেন, এতদিনে বুঝি আমার মনোসাধ পূর্ণ হইল"। এই রসবিথার, এই রসরঙ্গলীলা আর কেহ দেখিল না,—এই লীলারঙ্গ গোপনে প্রকটিত হইল। এইভাবে সেদিন গেল।

তাহার পর দিন শ্রীনিতাই চাঁদ মনে মনে বিচার করি লেন,—তাঁহার মনের ভাব আর গুপ্ত রাখা উচিত নহে তিনি তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট সর্ব্ব সমক্ষে হাসিতে হাসিতে বলিয়া ফেলিলেন,—

"যৌতুক লইলাম তোমার কনিষ্ঠা দুহিতা॥" (১)

সূর্য্যদাস পণ্ডিত এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; তিনি পরমানন্দে তাঁহার এই শুভ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তিনি প্রেমানন্দে শ্রীনিতাই চাঁদকে কহিলেন,—

—"গোসাঞি! করিলাম স্বীকার।
তোমারে বা অদেয় কি আছে আমার॥
জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিবার মোর।
একই কালে সমর্পণ কৈনু পায়ে তোর" ॥ নিঃ বঃ বি

এই বলিয়া সূর্য্যদাস পণ্ডিত প্রেমাবেশে উর্দ্ধবাহু হইয়া সর্ব্বসমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং নিজ ভাগ্যকে শত শত বার ধন্যবাদ দিলেন (১)। তিনি তখন এই শুভবার্ত্তা আত্মীয় কুটুম্ব এবং গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে প্রচার করিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কহিলেন,—

"তোমার সম্বন্ধে মোরা হইনু কৃতার্থ।
প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার সামর্থ॥"

তাঁহারা আরও কহিলেন,—

"সভে কহে পণ্ডিতেরে হস্তে জোড় হইয়া।
কলিকালে নিলে তুমি কৃষ্ণেরে কিনিয়া॥ নিঃ বঃ বিঃ

পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় এই সকল লোকের মনে এক্ষণে—শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব স্ফুরিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাঁরাই শ্রীমতি বসুধাদেবীর সহিত অবধূতের বিবাহের বিরোধী ছিলেন। ইহাঁরাই শ্রীনিতাইচাঁদকে পুনঃ উপবীত ধারণে বাধ্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিনা বাক্যব্যয়ে জাহ্নবাদেবীকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিতে তাঁহারা সকলেই সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে পরামর্শ দিলেন।

---

(১) আকর্ষিয়া প্রভু বসাইল বাম পাশে।
প্রভুস্পর্শ পাই দেবী সুখ রসে ভাসে॥
মৃদু মন্দ হাসি কর্পূর তাম্বুল লৈয়া।
প্রভুর অধরে দেন হর্ষযুক্ত হৈয়া॥ নিঃ বঃ বিঃ

(২) ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া॥ নিঃ বঃ বিঃ

(১) এই মোর প্রাণপ্রিয়া হৃদয়ে জানিয়া।
তার পর দিনে প্রভু মনে বিচারিয়া॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুক লইলাম তোমার কনিষ্ঠা দুহিতা॥ নিঃ বঃ বিঃ

মহামহিমাময় শ্রীনিতাইচাঁদের মহিমাতেই,—তাঁহার কৃপা-বলেই তাঁহাদের মনের এরূপ পরমাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল।

সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে আনন্দের উৎস উঠিল। ভদ্রাবতীদেবী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহদেবতার উত্তম করিয়া ভোগ দিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করাইলেন। গৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীনিতাই চাঁদের গুণগান করিয়া কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

"জয় জয় জাহ্নবা-জীবন নিত্যানন্দ।
পতিত-পাবন প্রভু আনন্দকন্দ॥"

শ্রীনিতাইচাঁদের পরিকরবৃন্দ এই শুভ সংবাদে প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। উচ্চ কীর্ত্তন ধ্বনিতে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বিস্তৃত প্রাঙ্গন মুখরিত হইল। গ্রামস্থ সকল লোক এই কীর্ত্তনে যোগদান করিল। রসিকশেখরের রঙ্গিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর একান্ত ইচ্ছানুসারে ভক্তবৎসল শ্রীনিতাই চাঁদ প্রাঙ্গিনার মধ্যস্থলে দিব্য চিত্রবিচিত্রিত আলিপনাযুক্ত পিঁড়ার উপর দাঁড়াইলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের অনুমতি ক্রমে তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী ভদ্রাবতীদেবী তাঁহার কন্যাদ্বয়কে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া সেখানে আনিয়া তাঁহার জামাতার দুই পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া দিলেন। পুরনারীবৃন্দ শুভ মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দের মুখ নিঃসৃত জয়জয়কারে দিগন্ত প্লাবিত হইতে লাগিল। গৌরীদাস পণ্ডিত পুনরায় কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

"আজ কি আনন্দ সূর্য্যদাস ঘরে।
বসু জাহ্নবা সহ নিতাই বিহরে"॥

এইরূপ আনন্দোৎসবের মধ্যে এইভাবে শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত শ্রীমতি জাহ্নবাদেবীর শুভ-পরিণয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল।

এক্ষণে দুই নবীনা গৃহিণী লইয়া রঙ্গিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ শ্বশুর গৃহে পরমানন্দে সংসার লীলা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সংসারলীলারঙ্গে অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ শালিগ্রামে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। এই সময়ে ইচ্ছাময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্বশুরগৃহে কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকট করিলেন। একদিন তিনি তাঁহার শয়নমন্দিরে নবীনা গৃহিণীদ্বয়কে দুই পার্শ্বে বসাইয়া স্বয়ং সুখশয্যার পালঙ্কে শয়ান আছেন,—বসু-জাহ্নবা তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন, গৃহমধ্যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ হইল, এবং সেই দিব্য-জ্যোতির ছটা বহির্বাটীতে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল; সেখানে গৌরীদাস ও সূর্য্যদাস পণ্ডিত দুই ভ্রাতাই উপস্থিত ছিলেন—এবং ভক্তগণও ছিলেন। তাঁহারা অতিশয় বিস্মিত হইয়া অন্দর মহলে গেলেন, সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহা ঠাকুর বৃন্দাবন-দাসের ভাষায় শ্রবণ করুন,—

"একদিন নিত্যানন্দ ঐশ্বর্য্য প্রকাশি।
দুই প্রিয়া সঙ্গে লীলা করে হাসি হাসি॥
অনন্ত শয্যাতে শুই প্রভু হলধর।
দুই প্রিয়া সেবা করে পালঙ্ক উপর॥
বসু লক্ষ্মী করে প্রভুর চরণ সেবন।
শ্রীজাহ্নবা মৃদু মৃদু হাস্য শ্রীবদন॥
কর্পূর তাম্বুল দেন প্রভুর অধরে।
চৌদিকে বেষ্টিত সখিগণ সেবা করে॥
কেহত চামর বায় কেহ ত বীজন।
মৃদু হাস্যে প্রভুর কি শোভা সে বদন।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি তেজ নাই অন্ত।
সহস্র ফণায় ছত্র ধরিয়া অনন্ত॥
অজভবাদিক আদি জোড় করি কর।
সনক নারদ ব্যাস আর শুকবর॥
প্রভু প্রভু করিয়া সবেই করেন স্তুতি।
ঝলমল অঙ্গ ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি॥
মহাতেজে ব্যাপিলেক বাহির অন্তর।
সূর্য্যদাস গৌরীদাস ছিল বাড়ীর ভিতর॥
মহাতেজ দেখি সবে চমৎকার হৈলা।
জামাতা আলয়ে দুই ধাইয়া সে গেলা॥

সেখানে গিয়া কি দেখিলেন শুনুন,—

দেখিলা পালঙ্ক-পরি প্রভু শুই আছে।
দুই কন্যা চতুর্ভুজা দেখি প্রভুর কাছে॥

---

(১) এতেক কহিয়া পণ্ডিত ঊর্দ্ধবাহু করি।
প্রেমে পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি॥
হে কৃষ্ণ। হে যাদব। যেন করিবে কখন।
নিত্যানন্দে রহে মোর কায় বাক্য মন॥ নিঃ বং বিঃ

শুভ্র গৌর শ্বেত কান্তি অঙ্গের লাবনী।
চতুর্ভুজ নীল বাস কটিতে কিঙ্কিনী॥
নানা অলঙ্কারে সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত।
আজানুলম্বিত বনমালা বিরাজিত॥
দুই হস্তে শ্রীহল মুষল শোভা করি।
দুই হস্তে কৃষ্ণনাম জপে করে ধরি॥
পারিষদগণ সব দেখি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভু প্রভু করি করে স্তুতি অতিশয়॥
জয় বলদেব জয় জয় সঙ্কর্ষণ।
কিবা প্রভু কিবা রূপ না যায় কথন।

এইরূপ অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যভাব এবং পরমাশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া দুই ভাই সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যবান্ সূর্য্য দাস পণ্ডিতের গোষ্ঠীশুদ্ধ এই অপরূপ রূপ দেখিয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিয়া দুই ভ্রাতার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। গৌরীদাস ও সূর্য্যদাস পণ্ডিত উভয়ে তখন শ্রীনিতাইচাঁদের দুই চরণ ধরিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে এইরূপ স্তুতি করিলেন,—

"জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
মো পাপীষ্ঠে দেহ প্রভু চরণ আশ্রয়॥
জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।
চরণ আশ্রয় দিয়া পূর্ণ কর কাম॥
জয় নিত্যানন্দ ঈশ্বর সকল আধার।
সর্ব্বরস-সার ব্রজললনা-নাগর॥" নিঃ বঃ বিঃ

সূর্য্যদাস পণ্ডিতের স্ত্রী ও দাসদাসীগণ করজোড়ে দাঁড়াইয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন। বসু-জাহ্নবার কৃপায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গোষ্ঠী যাহা দেখিলেন তাহা শিববিরিঞ্চির ভাগ্যেও ঘটেনা। তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব বন্দনা।

(পুনরাবৃত্তি)

বন্দোঁ ভট্টপল্লীবাসী শ্রীরাম দয়াল
ভক্তিগ্রন্থ যে রচিলা অতীব রসাল॥
বন্দোঁ কবিরত্ন খ্যাতি শ্রীতারাকুমার।
শক্তিপুঁজি যে পাইলা শচীর কোঙর॥
বন্দো উখলীবাসী গোস্বামী শ্রীনাথ।
যিহোঁ কৈলা প্রাচীন গ্রন্থ পরকাশ॥
বন্দোঁ অনুজ তাঁর শ্রীমধুসূদন।
শ্রীঅদ্বৈত পরিবার-গৌরগত প্রাণ॥
গৌরতত্ত্ব আলোচনে পরম উল্লাস।
গৌরলীলা-রসপানে যাঁর অভিলাষ॥
বন্দোঁ ঠাকুর প্রেমানন্দ শ্রীখণ্ডে নিবাস।
যাঁর শ্রেষ্ঠ অভিমান মুঞি গৌরদাস॥
মাড়োবাসী বন্দো। প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
যে রচিলা ভক্তি গ্রন্থ "রাম রসায়ন"॥
বন্দোঁ তর্কবাগীশ শ্রীরামশরণ॥
"গৌর-তত্ত্ব-দীপিকা" যে কৈলা রচন॥
বনগ্রামবাসী বন্দোঁ দত্ত দুর্গাদাস।
"হরিনাম-গান" গ্রন্থ যে কৈলা প্রকাশ॥
বন্দো গোস্বামীপাদ শ্রীকৃষ্ণকমল।
"রাইউন্মাদিনী" যাঁর সাধনার ফল॥
বাবাজী প্রধান বন্দোঁ শ্রীজগদানন্দ।
রাধাকুণ্ডবাসে যাঁর পরম আনন্দ॥
বন্দোঁ বৃন্দাবনবাসী দাস জগন্নাথ।
হৃদয় সর্ব্বস্ব ধন যাঁর ব্রজনাথ॥
বন্দো বাবু রাজালাল বৃন্দাবনবাসী।
ব্রজরস আস্বাদনে যিহোঁ অভিলাষী॥
বন্দোঁ নবদ্বীপবাসী সাধু রামদাস।
শ্রীবাসআঙ্গিনা মাঝে যিহোঁ কৈলা বাস॥
বন্দোঁ নবদ্বীপবাসী শ্রীশশীভূষণ।
বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার গোস্বামীরতন।
"চৈতন্যতত্ত্ব-দীপিকা" যে কৈলা রচন॥
বন্দোঁ সাধু কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব রতন।
সিদ্ধ চৈতন্যদাসের অনুগতজন॥
বন্দোঁ সাধু রামতনু ভাগবতভূষণ।
গৌরপ্রেমে ডগমগ যাঁর প্রাণ মন।
প্রচারিলা গৌরমন্ত্র যিহোঁ সর্ব্বজনে।
ভাগবতের প্রতিশ্লোকে গৌরাঙ্গ ব্যাখানে
বন্দো তাঁর প্রিয়শিষ্য শ্রীনীলমাধব।
ভক্তিভূষণ খ্যাতি সাধু মহানুভব॥

বন্দো বলাগড় বাসী শ্রীযুক্ত নৃসিংহ।
সিদ্ধ চৈতন্য দাসের শিক্ষাগুরু যিহো॥
নদীয়ানাগরী ভাব দিলা শিষ্যবরে।
প্রেমানন্দে যে ভজিলা নদীয়া নাগরে॥

(ক্রমশঃ)

দীন হরিদাস গোস্বামী

শ্রীল রূপসনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের কথা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যদিও শ্রীল রূপসনাতন মুসলমান নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়া বাদসাহের চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই; তাহার প্রমাণ ভক্তিরত্নাকর শ্রীগ্রন্থ অতি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত সত্বেও শ্রীবামাচরণ বসু ও "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক" সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেন যে নিজ নিজ ভ্রান্ত মতের পোষকতা এখন পর্য্যন্ত করিতেছেন, এবং পূজ্যপাদ গোস্বামীচরণ দ্বয়ের পূর্ব্বাশ্রমের ঘৃণিত চিত্র অঙ্কনের জন্য তাহাদের মনে কেন যে এখন পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র আত্মগ্লানির উদয় হয় নাই, তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ভ্রম, ত্রুটি প্রমাদ সকলেরই হয় কিন্তু সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি ত্রুটি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। ভক্তিরত্নাকরের নিম্নলিখিত পয়ারাংশ পাঠে তাঁহাদিগের যাহাতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় তাহার চেষ্টা আমরা করিব।

বাদসাহ যখন শ্রীল রূপসনাতনকে রাজ্যের মন্ত্রী করিয়া রাজ্যভার দিলেন, তখন তাঁহাদিগের জন্য তিনি পৃথক্ এক জমিদারী পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রামকেলী গ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যথা ভক্তিরত্নাকরে,—

রাজা হর্ষে দিলা রাজ্য পৃথক করিয়া।
রাজ্যভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া॥
গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥

এই রামকেলি গ্রামে তাঁহারা কিভাবে থাকিতেন তাহাও গ্রন্থে লিখিত আছে, যথা—

ইন্দ্রসম সনাতন রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানাদেশ হৈতে॥
সদা সর্ব্ব শাস্ত্র চর্চ্চা করে দুই জন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥
ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজ কৃত সে করয়।
সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥ ভঃ রঃ

এইরূপে দুই ভ্রাতায় বাদসাহের চাকরীও করেন এবং স্বধর্ম্মে থাকিয়া শাস্ত্র চর্চ্চাও করেন। সর্ব্বদেশে তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-গৌরব পরিব্যাপ্ত হইল। তখন কর্ণাট দেশ হইতে বিপ্রগণ রামকেলিতে আসিতে লাগিলেন। শ্রীল রূপসনাতন তাঁহাদিগের বাসের জন্য ভট্টবাটী নামে এক গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই নবাগত ব্রাহ্মণ সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন (১)। এই সকল স্বদেশস্থ বিপ্রগণ লইয়া তাঁহারা সংসারিক ব্যবহার কার্য্য সকলই করিতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাঁহারা সবিশেষ যত্ন করিতেন। নবদ্বীপের বিপ্রগণ সেখানে যাইতেন এবং বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদর পাইতেন (২)। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের দীক্ষা এবং শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া রামকেলি গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট তিনি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (৩)। শিখা-ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বা বামাচরণ বাবুর অঙ্কিত কুচরিত্রবান্ হইলে নবদ্বীপের নৈষ্টিক বিপ্রগণ এবং তাঁহাদের গুরুদেব বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় কখনই তাঁহাদিগের গৃহে পদার্পণ করিতেন না।

এক্ষণে রামকেলি গ্রামে শ্রীল রূপসনাতনের ভজন সাধন

---

(১) সনাতনরূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে॥
ভট্ট গোষ্ঠী বাসে ভট্টবাটি নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বমতে অনুপম॥ ভঃরঃ।

(২) বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণে রূপ সনাতন।
যেরূপ আদরে তাহা না যায় বর্ণন॥
নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত।
কহিতে না পারি তা সভারে ভক্তি কত॥ ভঃ রঃ

(৩) শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে ২ রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঁই।
যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাই॥ ভঃরঃ

প্রণালী শুনিয়া কৃপাময় পাঠকবৃন্দ বিচার করুন—তাঁহারা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ছিলেন কি না এবং তাঁহাদের যে দৈন্য তাহা শুধু দৈন্যোক্তিই কি না ?

সনাতন রূপের ভাবনা যে প্রকার।
সে সকল বিস্তারি কহিতে সাধ্য কার॥
বাড়ির নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্ব কানন রাধাশ্যামকুণ্ড তাতে॥
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরজ নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥
শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন সেবায় রত।
সদা খেদ উক্তি তাহা কহিব বা কত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিহরে নদীয়া।
সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া॥ ভঃ রঃ

তাঁহাদিগের মনে এই মাত্র খেদ,—

পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এহেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥ ভঃ রঃ

এক্ষণে পূজ্যপাদ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকার স্বয়ই এই বিষয়টি বিচার করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাও শুনুন—

যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়।
ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়॥
যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাধিক হৈতে নীচ মানে আপনারে।
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাধিক উক্তি তাঁর॥
বিপ্ররাজ হৈয়া মহা খেদ যুক্তান্তরে।
আপনারে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার করিয়া আরও লিখিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যকৃপা যারে তাঁর ঐছে রীত।
আপনা উত্তমবুদ্ধি নহে কদাচিত॥
সদা এক রস আপনাকে নীচ মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্ব জানে॥
পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য॥
তান ভক্ত দৈন্যরসে নিমগ্ন সদায়।
দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গোরারায়॥ ভঃ রঃ

শ্রীল রূপসনাতনের দৈন্যোক্তি যে কি বস্তু, আর ইহা প্রকাশ তাঁহাদের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইত, তাহা এক্ষণে জানা গেল। দৈন্যাবতার অন্তর্যামী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ভক্ত-হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব দৈন্যভাব জানিতে পারিয়াই রামকেলি গ্রামে স্বয়ং আসিয়া তাহাদিগকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

সনাতন রূপের অন্তরে হৈল যাহা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জানিলেন তাহা॥
ভক্তেরে মিলিতে প্রভু কত ভঙ্গি জানে।
রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে॥ ভঃ রঃ

শ্রীল রূপসনাতনের দৈন্য দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌর-ভগবানের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তাই তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন"

ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্য করে।
নীচ ম্লেচ্ছ পাপী বলি আপনা ধিক্কারে॥
বিপ্রগণে বিস্ময় এ মর্ম্ম না বুঝিল।
প্রভু ভঙ্গদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল।

সর্ব্বশেষে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে"র সম্পাদকের মত বৈষ্ণবাচারানভিজ্ঞ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, যথা,—

ওহে ভাই কে বুঝিতে পারে প্রভু হিয়া।
ভক্তাধীন হন ভক্ত গুণ প্রকাশিয়া॥
রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে।
দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে।
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন রূপ দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল॥
জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা দৈন্য।
এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য॥
সনাতনরূপ-দৈন্য না পারি বুঝিতে।
মূর্খগণ ইর্ষে তর্ক করে নানা মতে॥
মহা ঘোর নরক যাইতে যার সাধ।
সে করুক ঐছে কুতর্কাদি অপরাধ॥ ভঃ রঃ

একক্ষণে "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক" সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মনে বৈষ্ণবীয় দৈন্য সম্বন্ধে আর কোন প্রকার ভ্রমাত্মক ধারণা থাকিবে না,—ইহা আমাদের বিশ্বাস। যদি কিছু থাকে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলে আমরা সুখী হইব।

উদ্ধারণ-দত্ত-চরিত প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক হুগলি বদনগঞ্জনিবাসী গোলোকগত হারাধন দত্ত মহাশয় তাঁহার লিখিত শ্রীল রূপসনাতন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"স্বয়ং গৌড়েশ্বর (হুসেন সাহ) বাদশাহের আদেশানুসারে শ্রীরূপসনাতনকে ভাই "দোস্ত" বলিয়া বন্ধুভাবে সম্বোধন করিয়া সম্মান করিতেন। তাঁহার বয়স শ্রীরূপসনাতন অপেক্ষা অধিক হইলেও তাঁহাদিগকে "জিন্দাগামী" ও "জিন্দাপীর" বলিয়া সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিতেন। ম্লেচ্ছ স্পর্শ করা দূরে থাকুক,—তাঁহারা ম্লেচ্ছের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেন না,—কখনও একাসনে বসিয়া কার্য্য করিতেন না। স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া কাজ করিতেন। "জিন্দাগামী" বা "জিন্দাপীর শব্দে পীর এবং বড় অর্থাৎ দাদা, যথা পারস্যাভিধানে "জিন্দা দাদা ফাদ নানা" ইত্যাদি"।

একক্ষণে রামাচরণ বসু মহাশয়ের অঙ্কিত শ্রীল রূপসনাতনের বিষয়াবেশ আর ভক্তিরত্নাকর বর্ণিত তাঁহাদের বিষয়াবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু কিনা তাহা সুধী গৌরভক্তগণই বিচার করিবেন। প্রবীণ গৌরভক্ত রামাচরণ বাবু এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকের" সুযোগ্য গৌরভক্তসম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে ভক্তিরত্নাকর শ্রীগ্রন্থ পাঠ করেন নাই একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না (১)। দীন হরিদাস গোস্বামী।

(১) "পল্লীবাসী" সম্পাদক তাঁহার গোলোক গত পিতার উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া আমাদের মনে পরমানন্দ হইল। পূজ্যপাদ গৌরগতপ্রাণ শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত জীবাধম লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তাঁহার সহিত এক দিনের পরিচয়েই তিনি জীবাধম লেখকের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য যে উচ্চস্থান পাইয়াছেন তাহা অনেকে জানেন না। তাঁহার পুত্র শ্রীমান গোপেন্দুভূষণ আমাদের বড় আদরের বস্তু—ভালবাসার পাত্র। গত ২০এ পৌষ তারিখের "পল্লীবাসী" পত্রিকার "বন্ধু-বিরোধ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে মনে বড় আনন্দ হইল। কিন্তু শ্রীমান যাহাকে বিরোধ মনে করিতেছেন, আমরা তাহাকে বিরোধ বলি না। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরম গৌরভক্ত। রামচরণ বসুও ততোধিক গৌরাঙ্গপ্রীতি; তাঁহারা উভয়েই আমাদের প্রাণগৌরাঙ্গসুন্দরের কুঞ্জের দূতী। গৌরকুঞ্জের সকল সংবাদই আমাদের প্রয়োজন তাহার ভালমন্দ বিচারে আমাদের অধিকার আছে; আর এই বিচারেই রসপুষ্টি হয়। জটিলা কুটিলাও কুঞ্জের দূতী ছিলেন,তাহারাও রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জের সংবাদ আনিয়া বাদবিসম্বাদ ও কলহের সৃষ্টি করিতেন। ইহাতে রসপুষ্টি ভিন্ন আর যে কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা ত আমরা বুঝি না। শ্রীল রূপসনাতনকে লইয়া এই যে কলহ, ইহা পূজ্যপাদ গোস্বামীচরণদ্বয়ের মহিমা প্রকাশের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহা এই কলহে দূর হইবে। গৌরমন্ত্র লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে পূজ্যপাদ নীলমণিপ্রভু যে বিষম কলহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গৌরমন্ত্রের প্রচার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই শ্রীধাম নবদ্বীপে হরিনাম মহামন্ত্র লইয়া মহাপ্রভুর সেবাইত গোস্বামীপাদগণের সহিত পরম গৌরভক্ত ভুবনেশ্বর সাধুর যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে শ্রীধামে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রবল প্রতাপ লক্ষিত হইতেছে। বিরোধ বা বিবাদ কাহাকে লইয়া? কোন্ বিষয় লইয়া? গৌরাঙ্গ ধর্ম্ম ও গৌরাঙ্গ এবং তৎপরিকর লইয়াইত বিবাদ, —ইহা ত বিবাদ নয়,—ইহা যে ভজন। গৌরসুন্দরের কুঞ্জের সকল গৌরভক্তগণই দূতী,—যাহার নিকট যে সংবাদ পাই, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, আমরা তাহা বিশ্লেষণ করি, আস্বাদন করি, উপভোগ করি আলোচনা করি, এবং তাহা লইয়া কলহও করি, কারণ ইহাতে আমাদের মনে সুখ হয়,—আনন্দ হয়। ইহা কলহ ত নহেই,ইহা বন্ধু বিরোধও নহে শ্রীমান গোপেন্দুভূষণ এখন বুঝিয়া লউন আমাদের মনের ভাবটা কিরূপ "কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা"। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥ চৈঃ ভাঃ সম্পাদক

বর্ষশেষে সম্পাদকের নিবেদন।

শিশু শ্রীপত্রিকার এক বর্ষ বয়ঃক্রম হইল। শিশু হাসিতে শিখিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদ চালনা করিয়া আকার ইঙ্গিত করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু নিজ পায়ে ভর দিয়া এখনও দাঁড়াইতে শিখে নাই। এই শিশু শ্রীপত্রিকার পৃষ্ঠপোষকদিগের চরণে আমরা মস্তক নত করিয়া ভক্তিভাবে নিত্য কোটি কোটি প্রণাম করি,—তাঁহাদিগের কৃপাবলেই এই শিশু শ্রীপত্রিকা খানিকে এত অল্পদিনের মধ্যেই বহু গৌরভক্ত প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছেন। যাঁহারা প্রবন্ধাদি

পাঠাইয়া শ্রীপত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া পোষণ করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গসুন্দরের ধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার প্রীতিকর কার্য্য করিয়াছেন,—ইহার অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ইহার যৎকিঞ্চিৎ বার্ষিক ভিক্ষা দান পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। যাঁহারা মূল্য না পাঠাইয়া শ্রীপত্রিকা স্বয়ং পাঠ করিয়াছেন এবং অপরকে পাঠ করিতে দিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা চিরঋণী, কারণ তাঁহারা শ্রীপত্রিকার প্রচার করিয়াছেন। সকলেই জানেন গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সংখ্যার উপর এই শিশু শ্রীপত্রিকার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। বিনামূল্যে শ্রীপত্রিকা প্রচারের শক্তি আমাদের নাই। শ্রীপ্রভু যখন সে শক্তি দান করিবেন, তখন আর শ্রীপত্রিকার যৎসামান্য ভিক্ষার জন্য ভক্তবৃন্দের দ্বারে দ্বারে রোদন করিতে হইবে না। যাঁহারা শ্রীপত্রিকা দশ মাস কাল গ্রহণ করিয়া বার্ষিক ভিক্ষা দানে অক্ষম হইয়া ভি, পি, ফেরৎ দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ আশা আছে ভিক্ষা সংগ্রহ হইলেই তাঁহারা পুনরায় শ্রীপত্রিকা গ্রহণ করিবেন।

এই বৎসরের মধ্যেই কয়েকখানি নূতন নূতন শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা বড়ই শুভ চিহ্ন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নাম, গুণ-লীলা ও ধর্ম্ম প্রচার যত হয় ততই মঙ্গল। স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃত গৌরভক্তগণ নিশ্চয়ই এই পরম পবিত্র প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। শিক্ষিত গৌরভক্তগণের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন এই শিশু শ্রীপত্রিকাগুলিকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। এই সকল শ্রীপত্রিকা পরিচালক বর্গের নিকটও আমাদের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন, যেন কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করেন।

শিশু শ্রীপত্রিকা "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" বিবাদমুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বালিকা শিশু হইলেও মুখরার মত বোধ হইতেছে বলিয়া চিরদিনই ইনি যে মুখরা থাকিবেন, তাহা কেহ যেন মনে না করেন। পঞ্চ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগের দৌরাত্ম্য ও বালচাপল্য থাকেই, এই পঞ্চ বর্ষ কাল তাঁহাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লালন পালনের কাল। আমরা এই শিশু বালিকাকে এক্ষণে লালন পালন করিতেছি, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক গৌরভক্তগণ এই উশৃঙ্খলাও উদ্ধত-স্বভাব শিশু বালিকাকে যদি তাড়ন না করিয়া এখন পালনই করেন, তাহা হইলে ইহার শিক্ষার উপযুক্ত কাল আসিলেই শিক্ষাপ্রাপ্তির উপযোগিনী ও অধিকারিণী হইয়া সর্ব্বলোকের আদরিণী হইবে, ইহা আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। দীন সম্পাদক।

প্রবন্ধ-লেখকগণের প্রতি সম্পাদকের নিবেদন।

কৃপাময় গৌরভক্ত সুধী বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণের অপার কৃপার কথা মনে করিলে প্রেমানন্দে আমার ঊষর হৃদয় ভরিয়া উঠে,—প্রেমাবেগে আমার শুষ্ক নয়নেও প্রেমাশ্রু বিন্দুপাত হয়। শ্রীপত্রিকার উন্নতিকল্পে তাঁহারা সকলেই যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ তাঁহাদের প্রেরিত উৎসাহপূর্ণ অসংখ্য পত্রাবলী এবং রাশি রাশি সরস ও সুমধুর গৌর-কথাপূর্ণ গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধাবলী। আর একটি বিশিষ্ট প্রমাণের উল্লেখ না করিলে আমি তাঁহাদের নিকট অকৃতজ্ঞ হইব, এই বিবেচনায় সেটিও এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ যাঁহারা শ্রীপত্রিকায় নিয়মিত লেখক, তাঁহারা অনেকেই এই শিশু শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা দান করিয়া তাহাকে পোষণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রকৃত গৌরভক্তির পরিচয় পাইয়া আমি প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া শতমুখে গৌরভক্তগণের নিকট তাঁহাদের গুণ গাইয়াছি। ইহা ভিন্ন আমি আর কি করিতে পারি?

এই সকল মহানুভব বৈষ্ণব সাহিত্যিকবৃন্দের বহু সারগর্ভ সুদীর্ঘ গদ্য প্রবন্ধ ও মধুর সুললিত পদরত্নাবলী হস্তগত হইয়া সযত্নে পেটিকাভ্যন্তরে রক্ষিত আছেন। অল্পবয়স্কা বালিকা শিশু শ্রীপত্রিকা ক্ষুদ্রকায়া এবং যথারীতি পোষণযোগ্য অর্থাভাবে শীর্ণকায়া; উজ্জ্বল বহুমূল্য এবং বৃহদাকার প্রবন্ধ ও পদরত্নাবলী পরিধানের এক্ষণে সম্পূর্ণ অযোগ্যা। এজন্য এই সকল রত্নাবলী তাঁহার বয়োবৃদ্ধি ও শ্রীঅঙ্গসৌষ্ঠবের অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব রত্নাবলী দাতৃগণের ক্ষোভের কোন কারণ নাই,—নিরাশারও কোন হেতু নাই। এই শিশু-বালিকা পোষণের ভার যাহার হস্তে কৃপা করিয়া শ্রীপ্রভু অর্পণ করিয়াছেন সে বড়ই অযোগ্য এবং অধমাধম। বহুমূল্য রত্নালঙ্কারের ভার পাইয়া তাহার দুষ্ট মন যাহাতে অধিকতর দুষ্ট না হয়,—ইহাই গৌরভক্তগণের চরণে তাহার ঐকান্তিক এবং প্রাণের প্রার্থনা।

শ্রীবৈষ্ণব-চরণরেণু ভিখারী
দীনহীন—সম্পাদক।

সমালোচনা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম।—শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী রচিত কবিতা গ্রন্থ, মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র। গ্রন্থকারের নিকট শ্রীধাম নবদ্বীপে বঙ্গপাড়া মাধবাচার্য্যকুঞ্জে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকার একজন ভক্তকবি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে তিনি কিছুদিন কর্ম্ম করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহার ফলে তাঁহার মনে শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল ভজননিষ্ঠার অঙ্কুর উদয় হয়, সেই অঙ্কুরে এক্ষণে বীজোদ্গম হইয়াছে এবং সেই বীজের ফল স্বরূপ "শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম" কবিতাগুচ্ছের উদ্ভব। কবিতাগুলি সরস এবং ভক্তিভাবপূর্ণ, দরিদ্র বৈষ্ণব-কবির এই প্রথম উদ্যম সর্ব্বভাবে প্রসংশনীয়। একটি কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

প্রেম ফুল।

হৃদ্যস্থানে প্রেমফুল যখন ফুটিবে।
রূপরসে আত্মহারা হবে সে সৌরভে॥
হাসিবে কাঁদিবে সেই রসেতে ডুবিবে।
আপনি মজিবে আর পরে মজাইবে॥
মহানন্দে রসানন্দে সতত বহিবে।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া দুহুঁ যুগলে হেরিবে॥
প্রেম-ফুলে সে যুগলে বিহ্বলে পুজিবে।
দেখিবে যুগল রসে হৃদয় প্লাবিবে॥
রসানন্দে আত্মহংস অকূলে ভাসিবে।
দ্বৈতভাব ঘুচে যাবে অদ্বৈত বুঝিবে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে এক যুগল হেরিবে।
মধুর যুগল সেবি নিত্যানন্দ পাবে॥
নরোত্তম দাস বলে এসে এই ভবে।
যুগল রসেতে মন কেন নাহি ডুবে॥

উচ্ছ্বাস।—ভক্তবর শ্রীহরচন্দ্র রায় রচিত, ব্রাহ্মণ-বেড়িয়া ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত। শ্রীত্রিশের দাদা (বসন্তসাধু) তিরোধান উপলক্ষে লিখিত। করুণ রসাত্মক গীতি কাব্য। পাঠে হৃদয় দ্রব হয়।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের দর্শনীয় স্থান।—গোপালভট্ট পরিবার শ্রীবৃন্দাবনবাসী আচার্য্য শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ভাগবতরত্ন সঙ্কলিত। মূল্য /০ মাত্র, গ্রন্থকারের নিকট শ্রীবৃন্দাবন রাধারমণ মন্দিরে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তিকায় শ্রীধাম বৃন্দাবনের যাবতীয় শ্রীবিগ্রহ, এবং যাত্রীগণের অত্যাবশ্যকীয় দর্শনীয় স্থান সকলের প্রকৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে, শ্রীধাম-যাত্রীর পক্ষে এরূপ সুলভে অত্যাবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় পুস্তিকালাভ পরম মঙ্গলকর। প্রত্যেক শ্রীধাম যাত্রীর সর্ব্বাগ্রে ইহা সংগ্রহনীয়।

সোনার গৌরাঙ্গ।—আশ্বিন কার্ত্তিক সংখ্যা। প্রবন্ধ গুলি তত্ত্বপূর্ণ এবং সুচিন্তিত। বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ এই শ্রীপত্রিকার লেখক। আমরা এই নবীন সহযোগিনীর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ভক্তি।—অগ্রহায়ণ ও পৌষ। নূতন বর্ষে এই বৈষ্ণব শ্রীপত্রিকার কলেবর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং কাগজও উত্তম দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধগৌরবেও পুরাতন সহযোগিনী গৌরবান্বিতা। মূল্য মাত্র সডাক ১॥০। গীতরত্ন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মনপ্রাণধন দিয়া শ্রীপত্রিকা খানি সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠব করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভক্তিই ভক্তের সম্বল। দীনেশ ভায়া ভক্ত,—তাই ভক্তিই তাঁহার সম্বল। তিনি তাই শ্রীপত্রিকা দ্বারে বিতরণ করিতেছেন।

মা চণ্ডী।—ভক্তবর শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তি-সাগর প্রণীত, মূল্য ।০, ঢাকা, হলদিয়া পোঃ শ্রীমনসাচরণ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সার মর্ম্ম লইয়া এই ক্ষুদ্র নাটক খানি লিখিত। ভূমিকাতে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতেই প্রকাশ ভক্তবর রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর মহাশয়ের পোষকতায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ভক্তিসাগর মহাশয়ের ভক্তি সর্ব্বব্যাপী,—তিনি বৈষ্ণব হইয়া শক্তিবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া উদার তারই পরিচয় দিয়াছেন।

প্রার্থনা শতক।—বৈষ্ণব সাহিত্যিক ভক্তবর শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। গ্রাম সহিদপুর, বাজলা পোঃ, জেলা মৈমনসিংহ গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। এই পুস্তিকা খানিতে সন্নিবিষ্ট পদাবলী পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পদাঙ্কানুসারে রচিত। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার পরম গৌরভক্ত এবং সুকবি। প্রত্যেক প্রার্থনাগুলি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে উদ্ভব এবং ভাবে ও ভাষায় অতুলনীয়। ভক্তিরসে হৃদয় সিঞ্চিত না হইলে এইরূপ আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা-সূচক মধুর পদাবলী কেহ লিখিতে পারে না। [illegible]

লেখকের কৃতীত্ব এবং ভক্তিমত্তা প্রত্যেক পদটিতেই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌ পদটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা। যাহা হউক নিম্নে তাঁহার একটি পদ উদ্ধৃত হইল।

যথারাগ—

হরি হরি! কবে আর যাব গঙ্গাতীরে।
শ্রীগৌরগোবিন্দ বলি, নদীয়া ধামের ধূলি,
যতনে তুলিয়ে লব শিরে॥
ভাসিয়া নয়ন-জলে, গৌর-কল্পতরু তলে,
দাঁড়ায়ে মাগিব প্রেম ফল।
ফল ভরে অবনত, শাখা উপশাখা যত,
মোরে কৃপা করিবে সকল॥
আস্বাদিয়া প্রেম-ফল, রসভরে টলমল,
হইবে এ দেহ প্রাণমন।
জয় গৌরনিত্যানন্দ, জয় গৌরভক্তবৃন্দ,
বলিয়া নাচিব কতক্ষণ॥
কোন্‌ তুচ্ছ মোক্ষফল, জীবে দিতে প্রেমফল,
গৌর-কল্পতরু নদীয়ার।
ফলে ফুলে সুশোভন, কিবা চারু দরশন,
অগণন শাখা কত তায়॥
সে শাখার স্নিগ্ধ ছায়, কবে বা জুড়াব কায়,
ফল খাই হইব মাতাল।
যার তার পায়ে পড়ি, কাঁদিব করুণা করি,
এই সুখে যাবে কিছু কাল॥
সময়ে আমার যবে, এদেহ পতন হবে,
গঙ্গার সৈকত ভূমে পড়ি।
শৃগাল শকুনী সব, জুড়িয়া আনন্দ রব,
অমনি লইবে আসি বেড়ি॥
বিজয়ের ভাগ্যে কবে, এমন সুদিন হবে,
পূরিবে মনের অভিলাষ।
নদীয়া নগরে যব, মরিয়া আবার হ'ব,
গৌরাঙ্গদাসের অনুদাস॥

বৈষ্ণব সংবাদ।

—:•(*)•:—

নিখিল ভারত সংকীর্ত্তন-সম্মিলনী।—

সংবাদপত্রে প্রকাশ ২৭।২৮।২৯ এ ডিসেম্বর ভাগলপুরে নিখিল-ভারত সংকীর্ত্তন-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে, তাহাতে ভারতের নানাদেশ হইতে প্রতিনিধি আসিবেন। সংকীর্ত্তন যজ্ঞেশ্বর নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুই উক্ত সংকীর্ত্তনের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সংকীর্ত্তন লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে উক্ত সম্মিলনীতে কেহ নিমন্ত্রিত হন নাই এ সংবাদ আমরা রাখি। এই সংকীর্ত্তন-সম্মিলনীর গঠন প্রণালী কিরূপ, এবং নিয়মাবলী কি আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

বৈষ্ণবোৎসব।—শ্রীপাঠ দেনুড়ে, শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব, শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরহরির বিরহোৎসব, শ্রীপাঠ পাণিহাটিতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব, শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরহরিদাস বাবাজীর বিরহোৎসব, শ্রীপাঠ দোগাছিয়া দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব, সোনাতলা জেলা পাবনা শ্রীল কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব, শ্রীপাঠ সপ্তগ্রামে ঠাকুর উদ্ধারণদত্তের তিরোভাব উৎসব যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট তিথিতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত-বিবরণ স্থানাভাবে প্রকাশ অসম্ভব। বৈষ্ণবীয় পর্ব্ব ও উৎসবগুলির দিন দিন উন্নতি হইতেছে এবং বহু ভক্ত তাহাতে যোগ দিতেছেন, ইহা শুভ লক্ষণ। বৈষ্ণবীয় শ্রীপাটগুলির অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, ইহাও বিশেষ আনন্দের কথা।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী।—

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আমরা অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া বিপুল আনন্দ পাইয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ মহারাজ কাশীমবাজারাধিপতি প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব বিদ্যালয়ের কোনরূপ বিবরণীর প্রকাশাভাব দর্শনে দুঃখিত হইয়াছি। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব বিদ্যালয়ের উন্নতি সর্ব্ববিষয়ে পরিলক্ষিত হইতেছে। আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া বোধ হয় বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। এই জন্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয় সর্ব্বসাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা সাহায্য চাহিয়াছেন। গৌরভক্ত ধনী বৈষ্ণবগণ এ সুযোগ ছাড়িবেন না। অর্থের প্রকৃত সার্থকতা যদি থাকে, তবে এই সৎকার্য্যে দানই শ্রেষ্ঠ। এই বিদ্যালয়ে বৈষ্ণব-দর্শনের আদ্য মধ্য ও

প্রাপ্তি স্বীকার।—ব্রহ্মবিদ্যা অগ্রহায়ণ, বীরভূমি ৩০শে [illegible] অগ্রহায়ণ, গৌড়ীয়, পল্লীবাসী, "আশ্রম" [illegible] সংখ্যা ভাদ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়া, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক।

উপাধি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং গবর্ণমেন্ট।-মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় এই লাভটুকু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের পরীক্ষার ফল অতিশয় সন্তোষজনক। এই বর্ষে হরিনামামৃত ব্যাকরণে আদ্য পরীক্ষায় ৩জন ও মধ্য পরীক্ষায় ৫জন এবং বৈষ্ণব-দর্শনে আদ্য পরীক্ষায় ৫জন ও মধ্য পরীক্ষায় ২ জন একুনে ১৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যার্থীদিগের নিকট কোনরূপ বেতন লওয়া হয় না বরং অবস্থা বিশেষে উপযুক্ত বৃত্তি দেওয়া হয় এবং ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়। নিতান্ত অসমর্থ বিদ্যার্থীদিগকে পাঠ্যগ্রন্থেরও আনুকূল্য করা হয়। শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের তত্ত্বাবধারণে এই বৈষ্ণব-বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য সংসাধিত হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সদনুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহামণ্ডল।—গত বৎসর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবের দিবসে শ্রীধাম নবদ্বীপে মহা আড়ম্বরের সহিত এই মহামণ্ডলের উদ্বোধন হয়, এবং ইহার মুখপত্র "মাধুকরী"র উদ্ভব হয়। বহু গণ্যমান্য বড়লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ইহার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু প্রায় একবৎসর হইতে চলিল, এই মহামণ্ডলের কোনরূপ সংবাদ আমরা পাই নাই। "মাধুকরী" (জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা) কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় কলিকাতায় আমাদের হাতে হাতে দিয়াছিলেন, তাহার পর আর এই শ্রীপত্রিকা দেখিবার আমাদের সৌভাগ্য হয় নাই। পূজ্যপাদ রূপসনাতনকে লইয়া রামাচরণ বাবুর সহিত বাদবিসম্বাদ চলিতেছে বলিয়া কি আমাদিগকে তিনি "মাধুকরীতে" বঞ্চিত করিলেন?

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীনাম-বিভ্রাট।—শ্রীধামে শ্রীনাম-বিভ্রাটের কথাটি নূতন নহে। হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে, ইহা লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাইত গোস্বামীপাদদিগের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত বাদবিসম্বাদ ও মনান্তর চলিতেছে, আবার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা লইয়াও কমিটি বসিয়াছে। এক পক্ষ বলেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসের নাম। শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহার শ্রীমন্দির শচীআঙ্গিনা, এই স্থানে ঐ নাম সংকীর্ত্তন শোভনীয় নহে নবদ্বীপরসরসিক শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপরিবারভুক্ত গোস্বামীপাদগণের মধ্যে কেহ কেহ এই আপত্তি তুলিয়াছেন। এখন দেখা যাউক তাঁহাদের বিচার ফল কি হয়।

উড়িয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।—পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। উড়িষ্যাবাসী বাবাজী পদ্মচরণ দাস তাঁহার দেশবাসী পাঠকের অভাব দূরীকরণার্থে উড়িয়া অক্ষরে মূল শ্লোকগুলি মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং উড়িয়া ভাষায় স্বয়ং তাহার টীকা ও ভাষ্য করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীচরিতামৃতের বিখ্যাত সংস্কৃত টীকায় উড়িয়া অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ৮৲ টাকা মাত্র। বাবাজী পদ্মচরণ উড়িষ্যাবাসী, তিনি পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণদাস নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট এবং উড়িষ্যায় কোন দেশীয় রাজ্যে উর্দ্ধপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন তিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী। পদ্মচরণ দাস বাবাজী তাঁহার দেশবাসীর একটি বিশেষ অভাব দূর করিলেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ কটক হইতে মধুসূদন দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উক্ত বাবাজী মহাশয় প্রণীত "ভক্তিকথা" নামক আর একখানি গ্রন্থ উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মূল্য ১৷০ বাঙ্গলা, হিন্দি, উড়িয়া ও আসামী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে পার্থক্য এত অল্প যে এক ভাষার মূল গ্রন্থ অন্য ভাষায় লিপিতে মুদ্রিত হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। আমরা বাঙ্গালী গৌরভক্ত পাঠককে এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও চণ্ডীদাস।—২৪ভাগ ৪র্থ সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় শাস্ত্রী মহাশয়ের "চণ্ডীদাস" শীর্ষক প্রবন্ধপাঠে সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ মহা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে আমরা ঋষিকল্প মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। তিনি যে এই বৃদ্ধ বয়সে বৈষ্ণবের নিগূঢ় ভজনতত্ত্ব লইয়া আধুনিক নব্যশিক্ষিত যুবকের মত প্রকাশ্য ও নির্লজ্জভাবে তাঁহার পত্রিকায় আলোচনা ও কটাক্ষ করিবেন তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমরা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপত্রিকার শ্রীঅঙ্গ কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। তাহার প্রতিবাদ করিতেও ইচ্ছা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়া বহু অপযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ও কি তাই করিবেন? অনধিকারীর পক্ষে রসতত্ত্বচর্চ্চাকে আমরা বৃদ্ধের প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে করিয়াই মনকে সান্ত্বনা দিই। বৈষ্ণবসমাজের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈষ্ণবের নিগূঢ় ভজনতত্ত্ব লইয়া অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছেন। এইরূপ শিক্ষিত বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া অনেকে আনন্দে গদগদ হইয়া তাঁহাদিগের কত না স্তুতি বন্দনা করিতেছেন আমরা কিন্তু ইহাদিগের সাহস ও আস্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীমান বিমানবিহারি মজুমদার ভাগবতরত্ন এম, এ বহুকষ্টে ও পরিশ্রম করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে "শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম সংবাদ" নামক একখানি তিনশত বৎসর পূর্ব্বের উড়িয়া অক্ষরে লিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন খানি প্রকাশের জন্য তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সাহিত্য পরিষদ দ্বারা ইতি পূর্ব্বে কয়েক খানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধার সাধন ও প্রকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ পরিষদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান প্রাচীন শ্রীগ্র খানিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাৎকালিক ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রে নৈয়ায়িক পণ্ডিত চূড়ামণি বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বি

কাহিনী বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে এবং অনেক অপ্রকাশিত নূতন তত্ত্বও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে, এরূপ আভাস শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা দিয়াছেন। এক্ষণে আমরা এই শ্রীগ্রন্থের আশু প্রকাশ সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

কাঙ্গাল বাবাজি।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্কারে অর্থ ভিক্ষা।

আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত বৈষ্ণব সংবাদটি প্রকাশ হইয়াছে,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত সম্প্রদায়ের মঠ ও মন্দিরের সাহায্যে :—এই প্রকার সমিতি কয়েকটী সৎ উদ্দেশ্য লইয়া দশের ও দেশের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। ১। নগরে নগরে শ্রীনাম প্রচার ২। বৈষ্ণবাচার নিরূপণ ৩। সদ্‌গুরু মীমাংসা, ইঁহাদের এই তিনটী প্রধানতম কার্য্য। সংকীর্ত্তন প্রচার জন্য কীর্ত্তনশালা হইবে, সেই কীর্ত্তনশালা এই নিয়মে চলিবে যে, যাঁহারা কীর্ত্তন শিক্ষা করিতে আসিবেন, তাঁহারা বাসা ও খোরাকী পাইবেন। দ্বিতীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়াইবার জন্য সংস্কৃত টোল হইবে, সেই টোলে যাঁহারা পড়িতে আসিবেন, তাঁহারাও বাসা ও খোরাকী পাইবেন। এতদ্ব্যতীত অন্ধ, আতুর, অচল বৈষ্ণবগণের প্রতিপালনের ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক ধর্ম্মগত ও দেশহিতকর কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে এই আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। উপরোক্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে অর্থের বিশেষ দরকার। আশা করি, সহৃদয় দানশীল ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়া পরম দয়ালুতার পরিচয় দিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা। যাঁহারা ডাকযোগে সাহায্যের টাকা দিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশে কোষাধ্যক্ষ শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, এটর্ণী, ২০ নং ডাক্তারস লেন, তালতলা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। আর যাঁহারা কোন আদায়কারীর নিকট দিবেন, তাঁহারা আদায়কারীর স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া টাকা দিবেন এবং স্বয়ং সেই রসিদ হস্তগত করিয়া দিবেন।"

এই সমিতির সভ্যগণকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। বিষয় তিনটি অতি সুন্দর, কিন্তু বড়ই গুরুতর। এই সমিতির মধ্যে বিশিষ্ট বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা উচিত ছিল। এই সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা এবং তাহার ফল কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে বৈষ্ণব সমাজের প্রভূত উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্যের দ্বারা এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে বিশেষ ফল হইবে। তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিলে এ কার্য্য সিদ্ধ হইবে না।

নূতন বর্ষের গ্রাহকগণের সুবিধা।

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" শ্রীপত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের নূতন গ্রাহকগণকে সম্পাদক মহাশয় একটি সুযোগ দান করিতেছেন। তাঁহার রচিত সর্ব্বজন আদৃত ও প্রশংসিত [illegible] খানি বিনামূল্যে বিতরণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিয়া না কাঁদিয়াছেন এমন লোক নাই, তিনি ভক্তই হউন, আর অভক্তই হউন, সম্প্রদায়ী হউন আর অসম্প্রদায়ী হউন। এই শ্রীগ্রন্থের মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র, কিন্তু শ্রীপত্রিকার নূতন গ্রাহকগণ মাত্র ডাক মাশুল খরচায় এই শ্রীগ্রন্থখানি নব বর্ষের শ্রীপত্রিকার সঙ্গে গৃহে বসিয়া পাইবেন। শ্রীপত্রিকার বার্ষিক মূল্য সডাক সর্ব্বত্র ২।৶০, ভিঃ পিঃ ডাকে লইলে ।৴০ আনা অধিক পড়ে, অতএব মণিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠানই শ্রেয়। উপহার সমেত শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইলে এবং মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলে ২॥০ টাকাতেই দ্বিতীয় বর্ষের শ্রীপত্রিকা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক পাইবেন। এ সুযোগ মাত্র কিছুদিনের জন্য; কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় নাটক অল্প সংখ্যকই আছেন।

প্রথম বর্ষের গ্রাহকগণ দ্বিতীয় বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ২।৶০ এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটকের নাম মাত্র মূল্য ।০ চারি আনা, একত্রে ২॥৶০ মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলে এই শ্রীগ্রন্থ খানি পাইবেন। কিন্তু ডাক মাশুল তাঁহাদিগের বহন করিতে হইবে। রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইলে ডাক মাশুল ৵১০ মাত্র। ভিঃ পিঃ ডাকে লইলে শ্রীপত্রিকার ভিক্ষা ২।৶০+।০+৵১০=২৸১০ মাত্র। ইহা ভিন্ন ডাকঘরে আরও ৶০ মণিঅর্ডার কমিসন বাবদ লাগিবে। অতএব তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ খরচ পড়িবে ২৸৵১০। এক্ষণে ভিঃ পিঃ ডাকে শ্রীপত্রিকা লইতে তাঁহাদিগের খরচ পড়িতেছে ২॥৶০ অতএব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটকের জন্য তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র খরচ মাত্র ৶১০ সাড়ে তিন আনা পড়িতেছে রেজেষ্টরী করিয়া শ্রীগ্রন্থ পাঠানই যুক্তিসঙ্গত, কারণ ইহাতে প্রাপ্তি নিশ্চিত।

প্রথম বর্ষের গ্রাহকগণ যাঁহারা দ্বিতীয় বর্ষের গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্র দ্বারা জানাইবেন।

দীন—নৃত্যগোপাল গোস্বামী
তত্ত্বাবধারক ও কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীপত্রিকা ও শ্রীগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সুধী বৈষ্ণবগণের মত।

"প্রার্থনা শতক" ও "উপদেশামৃত" গ্রন্থপ্রণেতা বহু বৈষ্ণব পত্রিকার লেখক বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি লিখিয়াছেন,—

দেব! আপনি বহুবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়া এবং "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকার প্রচলন দ্বারা বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। "আনন্দবাজার বিষ্ণুপ্রিয়ার" ধিরোভাবে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্ছাসানন্দ ও আলোচনা একমত থামিয়া গিয়াছিল; বৈষ্ণবগণ নিষ্প্রভ হইয়া নীরবে পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীপত্রিকা পাইয়া সকলেই গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। আবার গৌর গোষ্ঠীর বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠিল! আবার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম দরিয়ার ঝাঁপাইয়া জগতের জীব জুড়াইবে। কি আনন্দ! কি আনন্দ!! গৌর আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া করিয়া রাখুন। আপনি তাপদগ্ধ সংসারে অমৃত সিঞ্চন করিতে থাকুন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া চরিত।—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন লিখিয়াছেন,—"আপনার রচিত শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া চরিত পাঠে বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি, ধন্য আপনার লেখনী, কথাগুলি হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে বহির্গত হইয়াছে। লেখা দেখিলে মনে হয়, যেন স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু লিখাইতেছেন। আমি বাঙ্গলা লেখা গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন পাঠ করি না, কিন্তু আপনার মনোহারিণী-লীলা লেখা না পড়িয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার লিখিত লীলাগ্রন্থ পাঠে এ পাষণ্ডেরও চক্ষু দিয়া অশ্রু বিগলিত হইল ইহাই আপনার লেখনীর বাহাদুরী। ১৯১ পৃঃ লীলাবর্ণনাটি বড়ই মনোরম হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-লীলা।—সুবিখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি লিখিয়াছেন,—"আপনি এই লীলাগ্রন্থ প্রনয়ণ কালে শ্রীলীলারসের যেরূপ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কণিকামাত্র ভক্ত-পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থে পাইবেন কিন্তু এই কণিকাতেই তাঁহাদের সব ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ হইবে, তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন প্রেমানন্দে ভাসিবে এবং গৌরলীলামৃত সাগরে ডুবিয়া যাইবেন। কি চমৎকার বর্ণনা আপনার লেখনীর! সন্ন্যাসপাঠে গতকল্য কি যে ক্লেশ ও কি যে আনন্দ যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলিবার ভাষা নাই; শিশির বাবুর অমিয় নিমাই চরিতের মত আপনার এ কীর্ত্তি অবিনশ্বর।"

ভারতগভর্ণমেন্টের বাণিজ্যবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত মৃণাল মোহন বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"আপনার লিখিত নবদ্বীপলীলা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছেন, তাহা বলবার নহে। এইরূপ বিস্তারিত" ভাবে শ্রীনীলাচল-লীলা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না লিখিয়া সুখী করিবেন।

পরম গৌরভক্ত গৌরহরিদাস বাবাজী লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় ভবৎসম্পাদিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা শ্রীগ্রন্থখানিও আমার নিত্য পাঠ্য হইয়াছে। এই শ্রীগ্রন্থ খানি আমাদের অমূল্য সম্পত্তি। ধন্য আপনার লেখনী ধারণ। আশ্চর্য্য আপনার লিখনভঙ্গী। শ্রীগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হয়। সময়ে সময়ে পাঠ বন্ধ করিতে হয়। আপনার সুদৃঢ় ভক্তি ও অলৌকিক শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে অভিভূত হইয়াছি।

বহুভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা কেশব ভারতী পরিবার ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় রচিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সুললিত, ভাবও সুন্দর! একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যায় না। পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। গ্রন্থকারের অনুসন্ধান প্রশংসনীয়, তিনি গভীর গবেষণায় ইহাতে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থ যতই প্রকাশ হইবে দেশের ততই উপকার হইবে। ইহা কেবল বৈষ্ণবজগতের নহে, বঙ্গসাহিত্যিকগণেরও আদরের ধন।